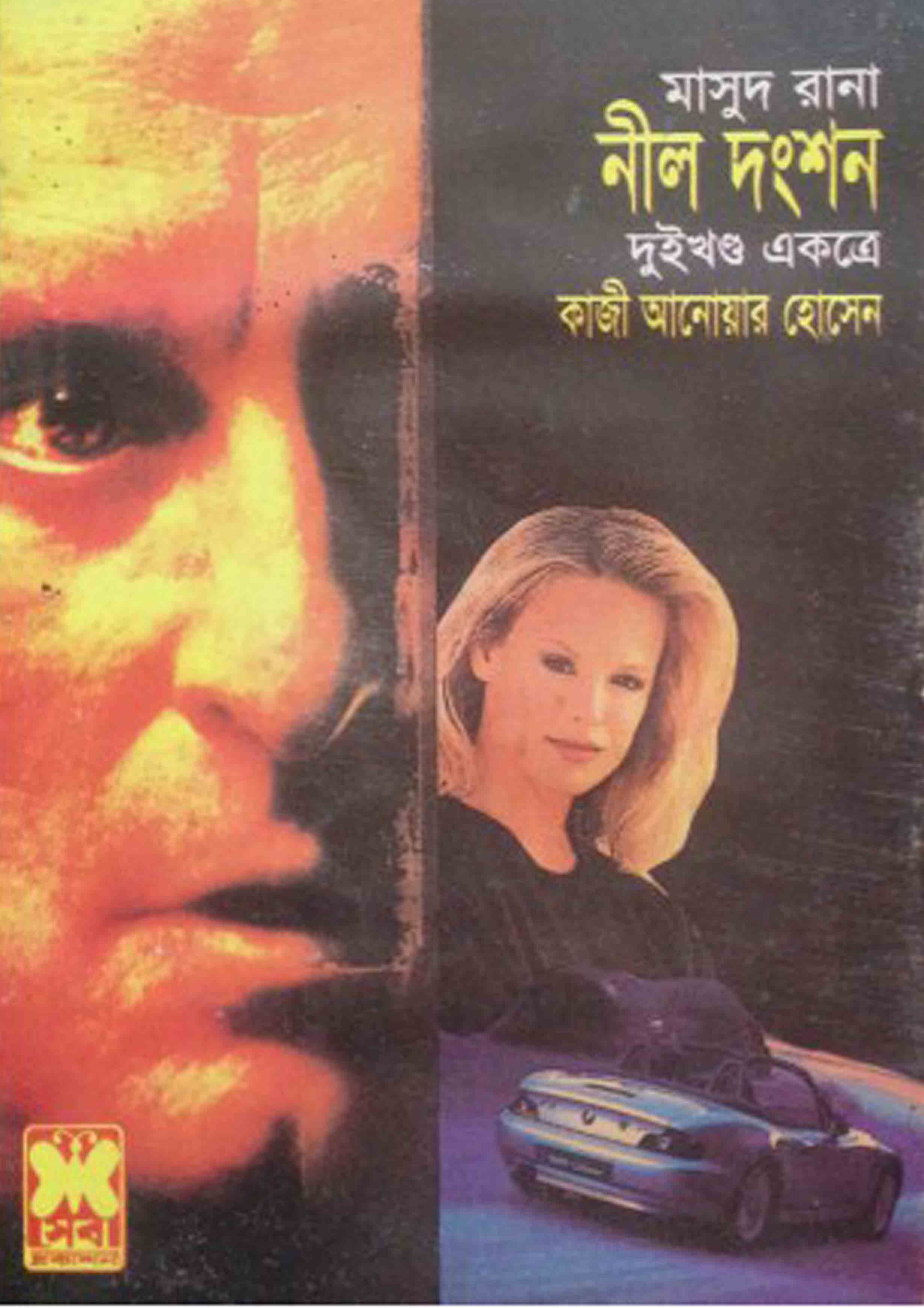

মাসুদ রানা
নীল দংশন
দুইখণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

নীল দংশন

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের খুদে একটি দ্বীপ, মুমুরা।
তার অধিবাসীরা শ'পাঁচেক 'অসভ্য' স
অকস্মাৎ ধ্বংস হয়ে গেল একদিন।
পুড়ে কয়লা হয়ে গেল।
জানা গেল, এ ধ্বংসযজ্ঞের জন্যে দায়ী
একটি পারমাণবিক বোমা, এবং সেটির আবিষ্কারক
একজন বাংলাদেশী পরমাণু বিজ্ঞানী।
যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে ছুটল
মাসুদ রানা। জড়িয়ে পড়ল ভয়ঙ্কর মরণপণ লড়াইয়ে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

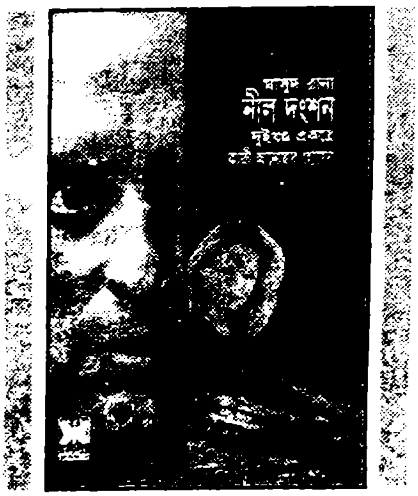
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

নীল দংশন

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7238-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬
রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Masud Rana
NEEL DANGSHAN
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

চৌষট্টি টাকা

নীল দংশন-১ ৫–৮৬

নীল দংশন-২ : ৮৭–১৭৬

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৬৬/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৫১/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৬৫/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৮২/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	১০৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৭৬/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৮০/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৭৩/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৮৪/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭৮-১৭৯	বিষকন্যা ১,২ (একত্রে)	৭০/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৭৬/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অগ্নিশিকারী১,২ (একত্রে)	৭০/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৭০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৭৬/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ কিলব্যাক+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৮০/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৭-২৮১ শয়তানের ঘাঁটি+আক্রান্ত দূতাবাস	৮২/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৬৫/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৭৪/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৭২/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৬৪/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৬৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৭৪/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম ক্লাস	৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99	৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পিলতা+অথৈ অবসর	১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ মাইশার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে)	৮৭/-

নীল দংশন-১

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৬

এক

মুমুরা। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট একটি দ্বীপ। দেখতে লাগে মসৃণ, নীল ভেলভেটের ওপর যত্ন করে বসানো ঠিক যেন গাঢ় সবুজ এক খণ্ড মুক্তোর দানা। ফরাসি উপনিবেশ।

যে সব পলিনেশিয়ান দ্বীপ আজও পর্যন্ত সামান্যতম সভ্যতার ছোঁয়াও পায়নি, এটি তার একটি। এমনকি কোন মিশনারির পদধূলিও পড়েনি এখনও মুমুরায়, এমনই অখ্যাত, অজ্ঞাত।

জনসংখ্যা টেনেটুনে বড়জোর শ'পাঁচেক হবে মুমুরার। প্রায় আদিমই বলা চলে এদের, কি পুরুষ, কি মেয়ে, কোমরে এক খণ্ড ন্যাকড়া পেঁচিয়ে কোনরকমে গোপন অঙ্গ ঢেকে রাখা ছাড়া আর কিছুই পরে না। উদোম গা, খালি পা। হাসি-খুশি, সোজা-সরল মানুষ। নিজেদের ছাড়া বোঝে না তারা।

চারদিকের পাঁচ-দশটা দ্বীপ ছাড়া বাইরের পৃথিবীর 'সভ্যতা' সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এদের। তবে বিশাল বিস্তৃত নীলের ওদিকে কোথাও অনেকটা ওদেরই মত 'টাপু' (মানুষ) থাকে, তা জানে । যদিও সে-সব টাপুর গায়ের রং ওদের মত গাঢ় বাদামী নয়; তাদের কেউ ধপধপে সাদা, কেউ প্রায় লালচে—লালচে সাদা, কেউ কেউ অনেকটা ওদেরই মত বাদামী। হালকা বাদামী। আবার কেউ কালো—কুচকুচে কালো।

মুমুরার আশপাশ দিয়ে মাঝেমধ্যে প্রকাণ্ড সব 'ভা-মটু' (স্থানীয়দের সমুদ্রগামী আউটরিগার) চড়ে আসা-যাওয়া করে থাকে তারা, অবশ্য বেশ দূর দিয়ে। একটু আলাদা সে টাপুরা। ওদের মত প্রায় উলঙ্গ থাকে না, পা থেকে গলা পর্যন্ত কাপড়মোড়া থাকে তাদের। তাছাড়া, ব্যতিক্রম আরও আছে। মুমুরানদের মত পাল খাটায় না ওরা ওদের ভা-মটুতে, দাঁড়ও বায় না, তবুও খুব দ্রুত চলে সেগুলো। 'অশুভ প্রেতাত্মা'র মত কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাঁ-হাঁ করে ছুটে যায়।

অল্পবয়সী মুমুরানরা; যাদের অভিজ্ঞতা নেই দেখার, তারাই কেবল ভয় পায় ওসব দেখে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে আশ্রয় নেয় তারা, অথবা ঘরের কোণে মুখ লুকায়। বড়রা ভয় পায় না। দেখে দেখে অভ্যস্ত তারা। জানে ওগুলো কোন ক্ষতি করবে না, অতীতে কখনও করেছে বলেও শোনা যায় না।

আর সব দিনের মত সেদিনও মুমুরার পুব আকাশে কমলা-সোনা রং ছড়িয়ে উঁকি দিল ভোরের রবি। বাতাস বইল ফুরফুর করে। গাছে গাছে পাখিরা গাইল মিষ্টি সুরের গান। ভূমিশয্যা ছেড়ে গৃহস্থালীর কাজে লেগে পড়ল মেয়েরা, পুরুষরা ছুটল পেটের ধান্ধায়—কেউ মাছ ধরতে বা পশু-পাখি শিকারে, কেউ বা কৃষিকাজে। শিশুদের কল-কাকলীতে ভরে উঠল নির্মল, নিষ্কলুষ মুমুরা।

পুরোটা দিন চমৎকার কাটল। শেষ বিকেলের দিকে কী এক অজানা উত্তেজনা

পেয়ে বসল তাদের। একমাত্র খোঁড়া, অথর্ব ছাড়া প্রতিটি মুমুরান মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা এসে জড়ো হলো সাগরতটে। তেজহীন সূর্যের আলোয় তটের সোনালী বালু খাঁটি সোনার মতই চিকচিক করছে। দেখে মনে হয়, কে যেন অজ্ঞাত কোন খেয়ালে মুমুরার চারদিকে অকৃপণ হাতে ছড়িয়ে রেখে গেছে কাঁচা সোনা। ধাঁধা লেগে যায় চোখে

একটা খুদে মোটর লঞ্চ পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে আসছে উপকূলের দিকে। একটু আগে আরেকবার এসেছিল ওটা, তখন প্রায় সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারণ, মুমুরার এত কাছে আসেনি কখনও ওদের ডা-মটু। আজই প্রথম। কাছে যায়নি কেউ প্রথমে, যার যার মুগুর নিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওরা লড়াইয়ের জন্যে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, যে টাপুরা এসেছে ওটায় চড়ে, তারা খারাপ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। ওদের মধ্যে একজন ছিল প্রকাণ্ডদেহী, অনেকটা প্রায় গরিলার মত। তীরে নেমে আকারে-ইঙ্গিতে মুমুরানদের সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে তারা। দেখা হয়েছে। হাত নেড়ে চোখমুখ ঘুরিয়ে কী সব আলোচনা করেছে তারা চীফের সঙ্গে। হাসাহাসি করেছে খুব। তখন সাহস করে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয়রা।

নিজেদের তৈরি চোলাই মদ আর খরগোশের রোস্ট দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করেছে চীফ। তারপর, এই ঘন্টাখানেক আগে, অচেনা টাপুদের সঙ্গে তাদের ডা-মটুতে গিয়ে চড়ে সে। অবশ্য যাওয়ার আগে মুমুরানদের অল্প কথায় অভয় দিয়ে গেছে চীফ। বলেছে, এরা খুব ভাল টাপু। এমনিই দ্বীপটা দেখতে এসেছে।

এখানকার 'বন্ধুদের' জন্যে কিছু সৌজন্যমূলক উপহার সামগ্রীও নিয়ে এসেছে তারা। সেগুলো দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক ডা-মটুতে রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আসতে যাচ্ছি আমি। দিগন্তে দণ্ডায়মান এক ডা-মটু দেখিয়েছে চীফ ওদের হাত তুলে। দেখেছে মুমুরানরা। সেটা প্রকাণ্ড। এটার অন্তত দশ গুণ বড়।

মোটর লঞ্চটা তীরের কয়েক গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। গর্বিত ভঙ্গিতে ওটার ফোরডেকে দাঁড়িয়ে আছে মুমুরান চীফ, তাকিয়ে রয়েছে তীরে অস্থিরচিত্তে অপেক্ষমাণ জনতার দিকে। লঞ্চটা থেমে দাঁড়াতেই পানি ভেঙে সেদিকে ছুটল প্রায় আদিম মানুষগুলো—কিশোর, যুবক ও বয়স্ক পুরুষরা। মেয়ে এবং শিশুরা তীরেই রয়ে গেল।

আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফাতে শুরু করেছে বাচ্চারা। মায়েদের মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। এক চোখ রেখেছে তারা বাচ্চাদের ওপর, কেউ যাতে খুশির চোটে পানিতে গিয়ে না পড়ে। অন্য চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে চীফ এবং তার হাতের ওপর। তাদের জন্যে কি উপহার আনছে সে, জানার জন্যে অস্থির। অকারণেই হাসছে তারা। অনাবিল হাসিতে ভরে আছে সারা মুখ।

টাপুদের সঙ্গে হাত মেলাল চীফ, তারপর ডেক থেকে তুলে নিল বিশাল এক সুটকেস। শক্ত-সমর্থ দু'জন মুমুরান জোয়ানের কাঁধে চড়েই তীরে পৌঁছল চীফ এবং তার হাতের জিনিসটা। ততক্ষণে বড় ডা-মটুর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে ছোটটি। দু'পাশের পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে ছুটছে ওটা। তবে সেদিকে নজর দেয়ার সময় বা মানসিকতা, কোনটিই নেই এদের। ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরল সবাই চীফকে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুটকেসের ওপর।

একটা পাথরের উঁচু বেদীর ওপর ওঠা রাখল সর্দার। স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের ছিটেফোঁটাও এ মুহূর্তে নেই তার চেহারায়, ক্ষণে ক্ষণেই দাঁত দেখা যাচ্ছে। তাকে বয়ে আনা জোয়ানদের একজন কাঁধে ঝোলানো এক খণ্ড কাপড় দিয়ে তাড়াতাড়ি ঝেড়েঝুড়ে দিল বেদীটা। এদের পূর্বপুরুষরা বেদীটা ব্যবহার করত অপরাধীদের শিরশ্ছেদের কাজে। এখন কোন কাজে লাগে না। বর্তমান চীফের পিতা যখন চীফ ছিল, তখন মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আইন তুলে দেয় সে। বাচ্চাদের খেলার জায়গায় পরিণত হয়েছে জায়গাটা এখন।

চারদিক থেকে বেদীটা ছেঁকে ধরল মুমুরানরা। বিচিত্র ভাষায় কথা বলছে তারা, হাসছে, হাত-পা ছুঁড়ছে। চোখে প্রত্যাশার জ্বলজ্বলে আলো, প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে তড়পাচ্ছে সবাই। সুটকেসের ভেতরটা দেখার জন্যে ভীষণ অস্থির।

চোখ তুলে জনতার দিকে তাকাল সর্দার, ধীরে ধীরে ডান হাতটা তুলল মাথার ওপর। মুহূর্তে থেমে গেল সমস্ত কোলাহল, হুড়োহুড়ি। দ্বীপের গাছপালার গা ঘেঁষে ছুটে যাওয়া বাতাসের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

সামান্য বিরতি। মাথার কাশফুলের মত সাদা চুলে আঙুল বোলাল চীফ, তারপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সুটকেসের দু'প্রান্তের দুই ল্যাচে হাত রাখল, ঠিক যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল বিশালদেহী অতিথি টাপু। মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি থমকাল তার সুটকেসের চকচকে বাদামী চামড়ার ওপর, অনেকটা তাদের গায়ের মতই রং এর। এত সুন্দর, মসৃণ জিনিস আগে কখনও স্পর্শ করেনি চীফ।

অনেকটা আদর করার ভঙ্গিতে সুটকেসের সারা গায়ে হাত বোলাল সে। উপস্থিত সবাই ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে বুঝতে পেরে আরেকবার মৃদু হাসি ফুটল মুখে, তারপর ঢাকনা তুলে ফেলল সে সুটকেসের। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠল তার ভেতরটা। একদম ঠাসা রয়েছে ওটা নানান দামী দামী জিনিসে। ওগুলো কি, জানেই না 'সভ্যতা'র ছোঁয়াহীন মুমুরাবাসী।

ভেতরে হাত চালাল চীফ, একটা একটা করে বের করতে লাগল সব। প্রথমে বেরোল বড় এক খণ্ড কাপড়—অবিশ্বাস্যরকম পাতলা এবং মসৃণ। নানান রঙের স্ট্রাইপ রয়েছে ওতে। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল খণ্ডটা, অনেক রকম বিস্ময় ধ্বনি উঠল চারদিকে।

এরপর বেরোল মেয়েদের জন্য নেকলেস। অজস্র। অপূর্ব কাটের ঝলমলে সব পাথর ঝুলছে প্রতিটির সঙ্গে। শেষ সূর্যের ছটায় যেন আগুন ধরে গেল পাথরগুলোয়, রংধনুর মত ছড়িয়ে পড়ল সে রং, রঙে রঙে ছেয়ে গেল মুমুরার আকাশ। প্রতিটি মেয়েকে একটা করে দেয়ার পরও কয়েকটা নেকলেস অবশিষ্ট রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

সেগুলো পাশে, বেদীর ওপর রেখে, গোটা দশেক আয়তাকার কাগজের প্যাকেট বের করল চীফ। এগুলো বাচ্চাদের। চুইংগাম, চকলেট, বিস্কিট ইত্যাদি। অতিথি টাপু যেমন মুখে দিয়ে কি করে চিবুতে হয় দেখিয়ে দিয়েছিল, তেমনি করে বাচ্চাদের দেখাল চীফ। বিতরণের সময় লক্ষ রাখল, সবাই যেন প্রতিটি আইটেমের অন্তত দুটো করে পায়। পেলও তাই। তারপরও দুটো বাক্স বাড়তি থাকল।

আরও অনেক কিছু বেরোল সুটকেসের পেট থেকে। পুরুষদের জন্যে তামাক—সুগন্ধি তামাক। ইয়া মোটা আর লম্বা চুরুট, জাঙ্গিয়া, চার ইঞ্চি ব্লেডের

ক্ষুরধার ছোরা প্রভৃতি। মেয়েদের বক্ষাবরণ, কানের দুল এবং শিশুদের টেনিস বল, পিংপং বল, দম দেয়া পুতুল আরও অনেক হাবিজাবি খেলনা।

উপহারসামগ্রী বিতরণ শেষ করে অবশিষ্ট সব সুটকেসে ভরে রাখল সর্দার। লাগিয়ে দিল ডালা। ঘাড় ঘুরিয়ে সাগরের দিকে তাকাল সে কাঁধের ওপর দিয়ে। বড়টার সঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে থেমে আছে ছোট ভা-মটু। একটু পর হালকা কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল বড়টির চোঙ থেকে। বোধহয় চলে যাচ্ছে নতুন বন্ধুরা।

সন্ধে হয়ে আসছে। যার যার উপহার নিয়ে আনন্দে কিচিরমিচির করতে করতে বাড়ির পথে পা বাড়াল মুমুরানরা। মহাখুশি প্রত্যেকে। এমন দিন মুমুরায় আর কখনও আসেনি আগে।

মুমুরা পিছনে ফেলে খোলা সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে সেই প্রকাণ্ড ভা-মটু। বড়সড় এক প্রমোদতরী ওটা। ফোরডেকের রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই ব্যক্তি, বিনকিউলারে চোখ রেখে তাকিয়ে রয়েছে পিছনের দ্বীপটির দিকে।

এদের একজন পোলার ভল্লুকের মত প্রকাণ্ডদেহী, লম্বা প্রায় ছয় ফুট। গায়ের রং লাল। মাথার চুল ফ্যাকাসে কালো, রুক্ষ, এলোমেলো। দেখে মনে হয় অনেকদিন পানির ছোঁয়া পায়নি। পাশেরজন তার চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক দীর্ঘ। স্বাস্থ্য হাড়গিলের মত। শরীরে মাংস আছে কিনা সন্দেহ। খাড়া পিঠ। রূপালী চুল। ব্যাকব্রাশ করা। চওড়া, মসৃণ কপাল।

সিভিলিয়ান পোশাকে আছে এরা, কিন্তু ভাব-ভঙ্গিতে পরিষ্কার মিলিটারি মিলিটারি ভাব। দ্বিতীয়জনের পিছনে ডেকে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসে আছে এক জোড়া কুকুর। ভঙ্গিটা আক্রমণাত্মক। দেহে কিলবিল করছে পেশী। একটা জার্মান শেফার্ড, অন্যটা ডোবারম্যান পিনশার। দুটোই কুচকুচে কালো। চোখে জ্বলন্ত ঘৃণা নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কুকুর দুটো।

বিনকিউলার নামাল পোলার ভল্লুক। ঘাড় ঘুরিয়ে সন্তুষ্টমনে পাশে তাকাল। আনাতোলি শেভচেঙ্কো এর নাম। 'এখন কাজটা শেষ করে ফেলতে পারি আমরা। কি বলেন, জেনারেল? এতক্ষণে নিশ্চই নিরাপদ দূরত্বে সরে আসা গেছে, নাকি?' ভীষণরকম মোটা, গমগমে কণ্ঠ শেভচেঙ্কোর, যা সত্যিকার ভল্লুককেই মানায়।

মৃদু মাথা দোলাল রূপালীচুলো হাড়গিলে, সের্গেই গোরোডিন। দূরবীন নামিয়ে কানের লতি চুলকাল। ঘন কালো ভুরুর নিচে গভীর কোটরে প্রায় লুকিয়ে আছে তার কুঁতকুঁতে চোখজোড়া, ভাল করে না তাকালে ও দুটো আছে কি নেই ঠাহর করা মুশকিল। 'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় সময় হয়েছে।'

একযোগে পিছনে তাকাল দু'জনে। আরেকজন বিরতিহীন পায়চারি করছে ডেকে। থেকে থেকে দ্রুত অপসৃয়মাণ মুমুরার দিকে তাকাচ্ছে সে মুখ তুলে, আর বিড়বিড় করে কী সব বলছে।

'তোমার কি অবস্থা, রেমান?' তার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল গোরোডিন। 'রেডি?'

রেমান মানুষটা ছোটখাটো। অপুষ্ট, সরু কাঁধ। হালকা-পাতলা গড়ন। নার্ভাস-নার্ভাস লাগে দেখতে। চামড়ার রং মরা মানুষের মত, মনে হয় গায়ে সূর্যের পরশ তেমন একটা লাগে না। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি রেডি,' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'আরও বিশ

মিনিট আগে থেকেই রেডি হয়ে অপেক্ষা করছি আমি।'

'গুড! ভেরি গুড!' হাতঘড়িতে চোখ বোলাল গোরোডিন। 'আলো এখনও খানিকটা আছে, দারুণ হবে ছবিগুলো, বুঝলে?' আপন মনে মাথা দোলাল সে। পরক্ষণেই পিছন ফিরে হাঁক ছাড়ল এক সী-ম্যানের উদ্দেশে, 'আন্তন! ক্যাপ্টেনকে বলো ইয়ট থামাতে।'

এদিকেই আসছিল সীম্যান আন্তন, নির্দেশ শুনে দাঁড়িয়ে গেল অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে। 'ইয়েস, স্যার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে গিয়েছিল সে, কি মনে করে থেমে পড়ল। ইতস্তত মুখে, ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, 'স্যার!'

'কি?' বলল গোরোডিন অধৈর্য কণ্ঠে।

'মানুষগুলোর কথা বলছিলাম,' ইঙ্গিতে মুমুরা নির্দেশ করল আন্তন, চোখেমুখে স্পষ্ট অপরাধীর ভাব। 'ওদের আর কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেলে হতো না? মানে…'

'মানুষ!' হুঙ্কার ছাড়ল আনাতোলি শেভচেঙ্কো। 'ওই বাদামী চামড়ার ন্যাংটো বাঁদরগুলোকে তুমি মানুষ মনে করো, আন্তন?'

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নাবিক। ভেতরে ভেতরে ঘাম ছুটে গেছে। ঘাড় গোঁজ করে পায়ের চকচকে পলিশ করা জুতোর ডগা দেখছে। মিনমিনে স্বরে বলল, 'স্যা-স্যার, ওরা খুব নিরীহ, আর…আর শান্তশিষ্ট।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল পোলার ভল্লুক। রাগে দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। 'শাট-আ-প, গাধা কোথাকার!' চিৎকারের ঠেলায় গলার রগ, কাঁধের পেশী ফুলে উঠল তার। 'যা অর্ডার করা হয়েছে, তাই করো!'

গোরোডিন কিন্তু রাগেনি একেবারেই। মেনিকিওর করা হাত তুলে উল্টে শেভচেঙ্কোকে শান্ত করার চেষ্টা করল সে। 'আন্তন ছেলেমানুষ, শেভ। নতুন রিক্রুট, মানবদরদের ছিটেফোঁটা এখনও রয়ে গেছে ভেতরে। বিষয়টা খারাপ চোখে দেখো না। তুমি থামো। আমি বোঝাচ্ছি ছেলেটাকে।'

গোরোডিনের ওকালতি অসহ্য ঠেকল শেভচেঙ্কোর। মুখে প্রতিবাদ না করলেও সব রাগ গিয়ে পড়ল তার আন্তনের ওপর, ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালা মুখের মত চোখ করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল সে ছোকরার দিকে। তারপর ঝট্ করে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল।

ব্যাপারটা লক্ষ করে ঠোঁট টিপে হাসল রূপালীচুলো। হাত তুলে আন্তনকে কাছে ডাকল। 'কাম হিয়ার, বয়!'

দুরু দুরু বুকে কয়েক পা এগোল আন্তন। এক চোখ আনাতোলির ওপর সেঁটে রয়েছে। ভাবখানা, যদি তেড়িবেড়ি দেখা যায় ভল্লুকের মধ্যে, খিঁচে দৌড় লাগাবে।

'দেখো, ইয়াংম্যান, আমরা যে গবেষণায় হাত দিয়েছি, তা অনেক, অ-নে-ক বড় মাপের কাজ। আমরা যদি সফল হই, অনেক উপকার হবে মানব সভ্যতার। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু না কিছু ক্ষতি স্বীকার না করলে ফল পাওয়া যায় না? এ ব্যাপারটাও তেমনি। এই কারণেই মুমুরাবাসীদের প্রাণহানীর ক্ষতিটা মেনে নিতে হবে আমাদের, উপায় নেই। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের উপকারের তুলনায় এ কিছুই নয়, তাই না?'

সম্মোহিতের মত মাথা দোলাল আন্তন। 'জ্বি।'

হাসল গোরোডিন। 'এই তো বুঝে ফেলেছ। ভাল ছেলে।'

'বুঝেছি, স্যার,' আবার মাথা দোলাল যুবক।

'গুড! তাহলে যাও, ক্যাপ্টেনকে নির্দেশটা জানিয়ে এসো।'

অ্যাবাউট টার্ন করল সীম্যান, জোর পায়ে চলল ব্রিজের উদ্দেশে। ঘুরে গোরোডিনের দিকে তাকাল শেভচেঙ্কো। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'ওর মত একজনকে এত ব্যাখ্যা করতে হবে কেন বুঝি না আমি! কাউকে কোন অর্ডার করা হলে বিনাপ্রশ্নে সে তা পালন করবে তৎক্ষণাৎ, জীবনভর তাই তো করে এসেছি আমি-আপনি। তাহলে...?'

'আনাতোলি, সব সময় মাথা গরম করতে নেই। প্রথমে আমাদেরকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। আন্তনের মত ছেলেদের আমাদের প্রয়োজন হবে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যেতে এবং টিকে থাকতে। কেন সামান্য বিষয় নিয়ে তাদের শত্রু বানাব আমরা? দেখলে তো, অল্প দু'কথায় কেমন বুঝিয়ে দিলাম ছোকরাকে?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বুজে ফেলল শেভচেঙ্কো। এঞ্জিনের আওয়াজ পাল্টে গেছে প্রমোদতরীর, গতি পড়ে আসতে শুরু করেছে। মুহূর্তে ডেকের কাঁপুনির লয় ধীর হয়ে এল, এতক্ষণ খুব একটা টের পাওয়া যাচ্ছিল না, স্লো করার ফলে এখন যাচ্ছে।

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল কুকুর দুটো। ঘাড় কাত করে সাগরের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা হাঁক ছাড়ল শেফার্ড। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল গোরোডিনের দেহে। ও দুটোর গলায় পরানো বেল্টের মাথা এক করে বাঁধা ছিল রেলিঙের সঙ্গে, এক ঝটকায় তা খুলে ফেলল সে, প্রান্ত দিয়ে চাবুকের মত 'সপাং' করে মারল শেফার্ডের মুখে।

'কেঁউ' করে উঠল শেফার্ড। ভয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা, দেখাদেখি অন্যটাও পিছু হটল, কেবিন বাল্কহেডে নিতম্ব ঠেকিয়ে আধ বসা হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, সম্ভবত পরবর্তী আঘাতের জন্যে। ধারাল দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেছে দুটোরই। ফুঁসছে নিঃশব্দ আক্রোশে। ওদিকে বেল্টের প্রান্ত উঁচিয়ে গোরোডিনও প্রস্তুত, কেউ প্রতিবাদ করলে আবার আঘাত করবে। কোটরাগত দু'চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে তার।

'সময়-সময় যেভাবে ওদের মারধর করেন, কবে যে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওরা আপনাকে, ভয় হয়,' বলল শেভচেঙ্কো।

ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি ফুটল গোরোডিনের মুখে। 'উঁহুঁ, আমাকে কখনোই আক্রমণ করার সাহস হবে না ওদের, কারণ ওরা জানে আমি বেশি ক্ষমতাধর। ওদের যে কোন মুহূর্তে হত্যা করার ক্ষমতা রাখি আমি। ছোটবেলায়ই ওদের ভেতর এই ভয়ের বীজ বুনে দিয়েছি। এরা একটা জিনিস খুব ভাল বোঝে, সে হচ্ছে মৃত্যুভয়। আমাকে নয়, বরং আমার নির্দেশ পেলে যে কোন মুহূর্তে অন্য যে কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না এরা। জানে, নির্দেশ পালিত না হলে ওদের হত্যা করব আমি সঙ্গে সঙ্গে।'

ও দুটোর দিকে এক পা এগোল গোরেডিন। 'বুঝলে, ভায়া?' প্রফেসরি ভঙ্গিতে জ্ঞানদান করতে লাগল সে, 'আন্তনের সঙ্গে প্রয়োজনে সন্ধি করে চলতে হবে তোমাকে, তাকে বশে রাখতে চাইলে। কিন্তু এদের বেলায় উল্টো, যত নিষ্ঠুর হতে পারবে এদের ব্যাপারে, এরাও ততই ভক্ত হবে তোমার।' চামড়ার কর্ড ঘুরিয়ে আবার আঘাত করল সে, একসঙ্গে দুটোকেই। নিঃশব্দে মার হজম করল ওরা, কারও গলা দিয়ে প্রতিবাদের

সামান্যতম আওয়াজও বেরোল না।

'ওয়েল!' কাছে এসে দাঁড়াল ছোটখাটো রেমান। 'চারপেয়ে পশু দুটোর সঙ্গে দু'পেয়ে পশুটির খেলা কি শেষ হয়েছে? আমি কি আমার ডেমনস্ট্রেশন শুরু করতে পারি?'

পিছিয়ে এল গোরোডিন, কর্ড দুটো বেঁধে ফেলল আবার রেলিঙে। হাসল রেমানের দিকে ফিরে। 'বাই অল মীনস, প্রফেসর! দেখান দেখি আপনার ভেলকি! দেখা যাক, এতদিন যে সময় আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছি আপনার পিছনে, তাতে কোন ডিভিডেন্ডস আসে কি না।'

'রাখুন, দেখাচ্ছি।' কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কালো চামড়ার কেস বের করল প্রফেসর। বুকের কাছে ধরে কেসটা খুলল, ভেতর থেকে বেরোল একটা ধাতব সিলিন্ডার। ছয় ইঞ্চি লম্বা, ডায়া এক ইঞ্চি। এক মাথা সরু, পেঁচানো। জিনিসটা তুলে ধরল। 'এটা হচ্ছে ইলেক্ট্রোনিক স্টাইলাস,' ব্যাখ্যা করল সে। 'সেলফ পাওয়ারড্। এটার সাহায্যে ট্রিগারিং মেকানিজম ম্যানিপুলেট করব আমি। এসব জটিল অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার, সবটা বুঝবেন না আপনারা যতই আমি ব্যাখ্যা করি না কেন। কারণ এসব সাইন্টিফিক...'

'এত কথার কি দরকার, প্রফেসর?' প্রতিবাদের সুরে বলল শেভচেঙ্কো। 'অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে। তার চাইতে কাজ দেখান।'

ইয়ট ততক্ষণে পুরোপুরি থেমে দাঁড়িয়েছে, এঞ্জিনের গর্জন গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে। জোর বাতাসে সে আওয়াজও প্রায় শোনাই যায় না।

'ধৈর্য ধরো, শেভ,' রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল হার্ড়গিলে। 'আজকের দিনটা প্রফেসর রেমানের জীবনের বিশেষ এক দিন। বর্তমান ক্ষণটা তো আরও বিশেষ। কাজেই তাঁকে তাঁর নিজস্ব স্টাইলে সময়টা উপভোগ করতে দেয়া উচিত আমাদের। আফটার অল, তাঁর ভেলকি-ফুলকি যা-ই বলো, যদি শেষ পর্যন্ত কাজ না করে, যদি ব্যর্থ হন তিনি, তাহলে পরবর্তী ক্ষণটা হবে আমাদের, এবং তা হবে বেচারীর জন্যে বড্ডো বেদনাদায়ক। অতএব, আরেকটু ধৈর্য ধরো।' কুকুর দুটোর দিকে তাকাল গোরোডিন এক পলক। মনে হলো চাউনি বদলে গেছে তার। জন্তু দুটোর জন্যে কি যেন এক ইঙ্গিত আছে ওতে।

প্রফেসরও লক্ষ করল ব্যাপারটা। কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভান করল। 'প্রশ্নই আসে না ব্যর্থ হওয়ার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'বাজে কথায় আপনারাই বরং সময় নষ্ট করছেন।'

'সরি, ডক্টর,' ব্যাকব্রাশ চুলে আঙুল চালাতে লাগল গোরোডিন। 'বলে যান।'

'আমার উদ্ভাবিত ওই বোমাটির ধ্বংস করার ক্ষমতা অল্প। কিন্তু তারপরও, মুমুরার মত একটা দ্বীপ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার শক্তি রাখে ওটা।' ইলেক্ট্রোনিক স্টাইলাসটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল রেমান। 'সবচে' মজা হচ্ছে, ওরকম সুটকেস বোমা যতগুলো খুশি এক শহর থেকে অন্য শহরে বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন আপনারা নিশ্চিন্তে, যত ঘুঘু কাস্টমস অফিসারই হোক, টের পাবে না কিছুই। পাবে না এই জন্যে যে ওতে আসলেই কোন বোমা নেই।'

'এসব তথ্য কি আমরা জানি না?' অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করল ভল্লুক।

'ভেতরের কনটেন্টসগুলোর কোনটিই বোমা নয়,' পাত্তা না দিয়ে বক্তব্য চালিয়ে যেতে লাগল প্রফেসর। মনে হলো, মাঝে যে কেউ বাধা দিয়েছে কানেই যায়নি। 'বোমা আসলে সুটকেসটা নিজেই। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ প্রিপিপলের—কিসনেকল নিউক্লিয়ার প্লাস্টিক। ওই বোমার মিনিয়েচারাইজড ডেটোনেটিং ডিভাইস রয়েছে ওটারই ল্যাচের ভেতর, লুকোনো। আর তার ট্রিগারিং মেকানিজম রয়েছে এখানে,' বুকের ওপর থেকে শার্ট সরিয়ে ফেলল লোকটা। 'আমার বুকে।'

বুকের বাঁ দিকে একটা খাড়া কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে তার, ডান হাতের আঙুলগুলো এগিয়ে গেল সেদিকে।

শিউরে ওঠার ভঙ্গি করে মুখ ঘুরিয়ে নিল বিশালদেহী শেভচেংকো। 'ওহ্, গড! ওই বীভৎস দৃশ্য দেখা যায় না।'

হেসে উঠল গেরোডিন। 'একজন তার বুকের চামড়া খানিকটা তুলে দেখাবে, তাই দেখতে চাও না তুমি! অথচ কয়েকশো প্রাণ বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার প্ল্যানিঙের সময় তোমার আগ্রহই বেশি দেখা গেছে, শেভ। আজব চিড়িয়া তুমি।'

বুড়ো আঙুল চাপ দিয়ে দাগটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে প্রফেসর রেমান। তারপর চামড়ার ওপরদিকটা তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে চেপে ধরে আস্তে করে বাইরের দিকে টান দিল, চড়চড় করে উঠে এল খানিকটা চামড়া, বেরিয়ে পড়ল খুদে একটা পকেট। ভেতরে মাংসের গায়ে লেপ্টে থাকতে দেখা গেল একটা সিলভার ডলার আকারের ধাতব চাকতি। তার বাইরের পিঠে আলপিনের মাথার মত অসংখ্য খুদে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট, পুরোটা পিঠ-ই প্রায় ঢাকা পড়ে আছে পয়েন্টে পয়েন্টে।

'এ হচ্ছে ট্রিগার ডিস্ক। আমি এটার নাম দিয়েছি পাসকী,' স্টাইলাসটা ট্রিগার ডিস্কে আলতো করে ঠেকাল রেমান। 'এটা একাধারে আমার পৃথিবীর সেরা ধনী হওয়ার এবং প্রতিশোধ নেয়ার, আর আপনাদের ক্ষমতায় যাওয়ার চাবিকাঠি।'

'এবং যারা আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের ধ্বংসের চাবিকাঠিও বটে,' যোগ করল গোরোডিন।

'ঠিক তাই,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল রেমান। স্টাইলাসের সরু প্রান্ত দিয়ে দ্রুত, অভ্যস্ত হাতে বুকের ট্রিগার ডিস্কের একটার পর একটা পয়েন্ট স্পর্শ করতে লাগল সে। ওর ফাঁকে চোখ তুলে তাকাল এক নজর। হার্ডপিনেকে একভাবে তার হাতের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে দেখে হেসে মাথা দোলাল। 'মুখস্থ করে লাভ নেই, ভায়া। প্রতিটি সিগন্যাল কমপ্লিট হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলে যায় এর পরবর্তী কন্ট্যাক্ট অর্ডার। বুঝতেই পারছেন, নিজের নিরাপত্তার দিকেও সমান নজর রেখেছি আমি!'

দ্বিতীয়া চাঁদের মত সরু এক ফালি হাসি ফুটল ভল্লুকের বিশাল মুখে। ওপর-নিচে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'বুঝতে পারছি। মন্দ করেননি। আপনার পেসমেকারের সঙ্গে পাসকী-র সংযোগ ঘটানোর বিষয়টা দারুণ পছন্দ আমার। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।'

'আমিও তাই ভাবি,' বিজ্ঞের মত গম্ভীর কণ্ঠে বলল প্রফেসর। 'এখন যদি ধরুন কোন কারণে আমার হার্টবিট থেমে যায়; পাসকী প্রোগ্রাম করাই আছে, যতগুলো নিউক্লিয়ার প্লাস্টিক বোমা তৈরি করেছি আমি, একসঙ্গে সব বিস্ফোরিত হবে। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই,' ভল্লুকের চেহারা পলকে ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি

যোগ করল সে, 'আমরা যখন এই পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হবো, আমাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া হবে, হার্টবিটের সঙ্গে পাসকী-র সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেব আমি অবশ্যই।'

'অবশ্যই!' দৃঢ় কণ্ঠে প্রফেসরের শেষ শব্দটির প্রতিধ্বনি তুলল গোরোডিন। যেন নিজেকে বিশ্বাস করানোর জন্যেই শব্দটার ওপর বেশি বেশি জোর দিল।

হাতের কাজ শেষ করল প্রফেসর রেমান। আলতো করে চেপে আলগা চামড়াটা বসিয়ে দিল আগের জায়গায়। 'আমার কাজ শেষ, এবার ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হতে পারেন আপনারা।' দ্রুত হাতে শার্টের বোতাম লাগাতে শুরু করল সে। 'ইট ইজ ডান।'

পাশাপাশি দাঁড়াল তারা রেলিং ঘেঁষে। শেভচেঙ্কো ও গোরোডিন, দু'জনের চোখে ধরা দুটো ক্যামেরা। দ্বিতীয়জনেরটা মুভি। তাদের নিষ্পলক দৃষ্টি সেঁটে রয়েছে দিগন্তে। একটু পর মোটা গর্দান ঘুরিয়ে রেমানের দিকে তাকাল শেভচেঙ্কো। 'কই? হচ্ছে না তো কিছুই! কাজ করছে না আপনার বোমা।'

'দেখতে থাকুন,' গভীর, আত্মগত কণ্ঠে বলল প্রফেসর। 'আধ মিনিট সময় লাগবে বিস্ফোরণ ঘটতে। পাসকী-র ইনপুট আর ডেটোনেটরের আউটপুটের মধ্যে সঙ্কেতের সংযোগ ঘটতে ত্রিশ সেকেন্ড লাগবে, টাইম ল্যাগটা ইচ্ছে করেই রেখেছি আমি মাথা খাটিয়ে। যদি প্রয়োজন পড়ে কখনও, এই সময়টা বোমা ডিজআর্ম করার কাজে লাগানো যাবে।'

'খুক্' করে কাশল সের্গেই। হাসিমুখে বলল, 'গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক। আমিও ভেবেছিলাম এ জাতীয় কিছু একটা ব্যবস্থা না রেখে পারেন না আপনি।'

নীরবতা নেমে এল ইয়টের ডেকে। ভল্লুক আর হাড়গিলে ক্যামেরায় নজরবন্দী করে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। স্থির, নিশ্চল। এদিকে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রফেসর। উত্তেজনায় ছিলার মত টান টান। গলা খটখটে শুকনো হয়ে উঠেছে। বুকের ঢিপ ঢিপ আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে। সেকেন্ডের লাল কাঁটাটা লাফিয়ে লাফিয়ে নিজের পথ অতিক্রম করে চলেছে।

শেষ মুহূর্তে কাউন্টডাউন শুরু করল রেমান শব্দ করে। 'পাঁচ... চার...তিন...দুই...এক!'

পলকের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে এক সঙ্গে ঘটে গেল অনেক কিছু, আচমকা আকাশ লক্ষ্য করে লাফ দিল দিগন্তের নীল মহাসাগর, আগুন ধরে গেল আকাশে, মুমুরার আকাশ ছেয়ে ফেলল বিশাল এক আগুনের বল, হলুদ আর হালকা কমলা রঙের মিশেল দেয়া বল, কালো ধোঁয়া আর সাদা বাষ্পে ঢাকা পড়ে গেল দ্বীপ। আগুনের বলটাকে দ্বিতীয় সূর্যের মত দেখাচ্ছে, যেন পুরানোটা অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে উদয় ঘটল নতুন আরেকটার। একটু একটু করে ওপরে উঠতেই থাকল ওটা, কালো ও সাদা ধোঁয়ার একটা চওড়া স্তম্ভ ঝুলছে তার নিচে, লেজের মত।

ইয়টের দিকে ধেয়ে এল শক্ ওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কা, বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু হয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে এল মহাসাগর, অন্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টার্নে। একের পর এক পাহাড় সমান ঢেউয়ের আক্রমণে বেহাল দশা হলো ইয়টটার, উথাল-পাতাল করতে লাগল ওটা চিনেবাদামের খোসার মত, উন্মুক্ত ডেকে দাঁড়ানো সবাই মুহূর্তের

মধ্যে ভিজে গোসল হয়ে গেল।

পরমুহূর্তে কানের পর্দায় আঘাত করল বিস্ফোরণের বজ্র-গম্ভীর নির্ঘোষ। বাতাসে ভর করে চারদিকে গুম-গুম বিরতিহীন প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল সে আওয়াজ, যেন শূন্যে হাজার হাজার অদৃশ্য অ্যামপ্লিফাইয়ার পাতা আছে, ওর মধ্যে দিয়ে রিলে হচ্ছে।

প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে কুকুর দুটো। কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে গেছে গায়ের পশম। আগুনে বলের দিকে আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে ওরা অপলক, ওটার সঙ্গে ওদের চোখের মণিও ওপরে উঠছে একটু একটু করে। বলটা ফিকে লাল হয়ে গেছে এখন, নিচের স্তম্ভের সাদা রং উধাও, শুধু কালো আছে ওখানে, কুচকুচে কালো। বল যত উঠছে, স্তম্ভও ততই দীর্ঘতর হচ্ছে, সঙ্গ ছাড়তে চায় না বলের।

'চলো চলো!' ক্যামেরা নামিয়ে বলল সের্গেই গোরোডিন। খুশির চোটে হাসি দুই কান ছাড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা। 'ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি পাল্টাতে হবে, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।'

যার যার কেবিনে চলে গেল লোকগুলো। কুকুর দুটো রয়ে গেল, ওদের নিয়ে যাওয়ার কথা হয়তো ভুলেই গেছে মনিব। ডেকে পেট ঠেকিয়ে এখনও কুঁকড়ে বসে আছে ওরা আগের মতই। একদৃষ্টে বলটার উত্থান দেখছে। এখন অবশ্য আকার বদলে গেছে ওটার, বল নয়, বরং ছাতার মত লাগছে দেখতে। তেমনি গোল, বিস্তৃত কিনারা। আর নিচের স্তম্ভটা যেন অবিকল তার হাতল। এখনও উঠছে ছাতাটা—কেবলই উঠছে। তাই দেখছে ওরা দুটি, আর অস্ফুট কান্নার মত কুঁই-কুঁই আওয়াজ করছে গলা দিয়ে। বোবা প্রাণী—ভয়, আতঙ্ক প্রকাশের এর চেয়ে ভাল আর কোন উপায় জানা নেই ওদের।

ওদিকে মহাসাগর আর আকাশের নীল, উড়ন্ত ছাতার লাল, আর তার হাতলের কালো মিলেমিশে অদ্ভুত সুন্দর এক রঙের মেলা বসিয়েছে যেন দিগন্তে। শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য, অবর্ণনীয়। কোন তুলনাই হয় না এ সৌন্দর্যের।

মুমুরার সব সৌন্দর্য শুষে নিয়েছে নয়নাভিরাম ওই রঙের মেলা। মসৃণ, নীল ভেলভেটে খুব যত্ন করে বসানো গাঢ় সবুজ মুক্তোর দানাটি পুড়ে কয়লায় পরিণত হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। প্রাণের স্পন্দন থেমে গেছে শ'পাঁচেক হাসিখুশি, সোজা-সরল 'অসভ্য' মানুষের। ঘরবাড়ি, গাছপালা, এমন কি ঘাসও পর্যন্ত কয়লা হয়ে গেছে পুড়ে।

মুমুরার কোথাও প্রাণের কোন সাড়া নেই। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। আছে কেবল অদৃশ্য কারও করুণ বিলাপ। দ্বীপের এ-মাথা ও-মাথা উন্মত্তের মত ছুটে বেড়াচ্ছে জোরাল বাতাস। দ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা নিস্পন্দ, কয়লা হয়ে যাওয়া দেহগুলোয় প্রাণ ফিরিয়ে আনার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বিলাপ ক্রমে বেড়েই চলেছে তার। মুমুরার পরিবেশ ভারি করে তুলেছে সে প্রবল গোঁ গোঁ শব্দে।

ঠিকই ভেবেছিল প্রায় আদিম মুমুরানরা, এমন দিন মুমুরায় আর কখনও আসেনি আগে।

দুই

ঢাকা।

মেয়েটি শ্রীলঙ্কান, অনিতা পিল্লাই নাম। সুন্দরী। তেইশ কি চব্বিশ হবে বয়স। দীর্ঘাঙ্গী। একমাথা ঘন, চকচকে কালো চুল, পিঠের মাঝ পর্যন্ত লম্বা। বড় বড় হরিণ চোখ। নরম, মসৃণ ত্বক। ঢোলা ক্রিমসন ব্লাউজ আর আকাশী স্কার্টে পরীর মত লাগছে অনিতাকে।

তার ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা। সেঁটে এল অনিতা ওর গায়ের সঙ্গে। দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে তার, নিঃশ্বাস ছাড়ছে গরম, কাঁপা কাঁপা। কামনায় অস্থির, সুন্দর পুরুষ্ট অধর মৃদু ফাঁক হয়ে আছে। ঘরের অল্প ওয়াটের স্বপ্নীল নীলচে আলোয় সে ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যাচ্ছে তার। নেমে এল মাসুদ রানার নিষ্ঠুর ঠোঁটজোড়া।

অনিতা পিল্লাই এখানকার শ্রীলঙ্কান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির মেয়ে। এর সঙ্গে রানার পরিচয় হয়েছে সবে গত পরশু রাতে। আমেরিকান এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গুলশানের আমেরিকান ক্লাবে গিয়েছিল রানা, সেখানেই প্রথম দেখা ও পরিচয়।

পয়লা দর্শনেই অনিতাকে মনে ধরে মাসুদ রানার। একই ব্যাপার ঘটে অনিতা পিল্লাইয়ের ক্ষেত্রেও। ক্লাবে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করেছে ওরা সেদিন। একসঙ্গে নেচেছে। একবারে কাছে থেকে পরস্পরের চোখের আয়নায় ফুটে ওঠা মনের ভাষা পড়তে সময় লাগেনি কারও।

তবে পরদিন সকালে হাতে জরুরী একটা কাজ ছিল বলে বেশি এগোয়নি মাসুদ রানা। একটু ছোঁয়াছুঁয়ি, দু'একটা হালকা চুমু, ওই পর্যন্তই। একদিন পর, অর্থাৎ আজ আবার অনিতার সঙ্গে দেখা করবে কথা দিয়ে এসেছিল রানা। কিন্তু ওকে এগোতে হয়নি শেষ পর্যন্ত। সকালে রানা বিছানা ত্যাগ করার আগেই ওর বাসায় চড়াও হয়েছে এসে মেয়েটি।

প্রায় টেনে-হিঁচড়েই বের করে নিয়ে গেছে ওকে। সারাদিন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা। এমনিতেই হাতে কাজ নেই, তারওপর আজ সাপ্তাহিক ছুটি, অতএব রানাও গা ভাসিয়ে দিয়েছে নিশ্চিন্তে। দুপুরে শেরাটনে লাঞ্চ, সন্ধেয় গুলশানের পাণ্ডা গার্ডেনে ডিনার, এই সময়টুকু বাদে দিনের পুরোটাই আজ গাড়িতে কেটেছে ওদের। গল্পে গল্পে, আর ছেলেমানুষিতে দিন কোত্থেকে কিভাবে কেটে গেল, বলতে পারবে না কেউ। এবং তারপর মাসুদ রানার বেডরুমে এসে ঠাঁই নিয়েছে অনিতা পিল্লাই।

কাঁপুনি শুরু হয়েছে মেয়েটির সর্বাঙ্গে। অস্থির দু'চোখের তারা। ঝড় বইছে তার নিঃশ্বাসে। ঠোঁট বিচ্ছিন্ন করে নিল রানা। চার ইঞ্চি দূর থেকে কয়েক মুহূর্ত দেখল অনিতাকে। তারপর আবার এগোল, কিন্তু থেমে যেতে হলো মাঝপথে। টেলিফোন বেজে উঠেছে আচমকা। বেডরুমেরটা নয়, ড্রইংরুম সংলগ্ন ওর মিনি অফিসেরটা। রানা ছাড়া বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান ও চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ জানে কেবল ওই নাম্বার। ব্যাপার কি?

রানার মনোযোগ ছুটে গেছে দেখে খানিকটা বিস্মিত হলো অনিতা পিল্লাই। 'রানা! কি হলো?'

'এক মিনিট, ডার্লিং! ফোনটা ধরে আসছি।' চিন্তিত মনে দ্রুত পায়ে বেডরূম থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

পিছন থেকে আক্ষেপ করে উঠল মেয়েটি, 'ওহ্, গড!'

অফিসরূমে এসে ঢুকল রানা। ডেস্কের ওপরে এ ঘরের একমাত্র লাল ড্যাফল টেলিফোন সেটটা তৃতীয় দফা চেঁচাচ্ছে তখন। রিসিভার তুলল রানা। 'ইয়েস!'

সোহেল আহমেদের দরাজ গলা বিস্ফোরিত হলো ওর কানের পর্দায়। 'কিরে, শালা! হাঁপাচ্ছিস কেন? একশো মিটার স্প্রিন্ট দিয়ে এলি মনে হয়?'

তা-ও ভাল, রাহাত খান নয়, আশ্বস্ত হলো রানা। পরক্ষণেই খেঁকিয়ে উঠল, জঘন্য একটা গালি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। 'দেখ, সোহেল! সময় নেই অসময় নেই বাবু একখানা হাঁক ছাড়বে! এমন জরুরী কাজ ফেলে উঠে আসতে হলো, রাগে আমার...'

'তালু ফুঁড়ে মগজ অর্ধেক বেরিয়ে গেছে, জানি,' রানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বক্তব্য শেষ করল সোহেল পিত্তি জ্বালানো কণ্ঠে। 'তা কী এমন জরুরী...অ! বুঝেছি! প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম ষাঁড়ের মত দম ছাড়তে শুনে। তা, মেয়েটি কে রে?'

'তোর বোন।'

হ্যা হ্যা করে হাসল সোহেল। 'শা-লা! তোর জন্যে আমার বোনের কোন অভাব আছে নাকিরে দুনিয়ায়? তা এই বোনটিকে জোগাড় করলি কোত্থেকে, রমনা পার্ক, না কমলাপুর রেল স্টেশন?'

'তোর তাতে কি দরকার, শালা নপুংসক?'

'কি বললি, আমি নপুংসক? শা-লা, তোর চেয়ে বড় হারামী! বলে কি না...!'

'পরে বলিস। এখন ছেড়ে দে, কেন ফোন করলি তার কৈফিয়ত দে। ওদিকে সব বোধহয় জুড়িয়ে গেল।'

'যাক জুড়িয়ে!' খ্যাক করে উঠল সোহেল। 'শালা তাদুরে কুকুর। সারাক্ষণ কেবল মেয়েদের পিছনে ছোঁক ছোঁক!'

'পারি বলেই করি, তুই-ও কর না পারলে! কে নিষেধ করেছে? কেন ফোন করেছিস, বলে তাড়াতাড়ি দূর হ এখন।'

'আহা, এত তাড়া কিসের?'

'বললাম না, জুড়িয়ে যাচ্ছে ওদিকে?'

'যাক না! আরেকবার আভেনে দিয়ে নিস!' রানাকে চটাবার জন্যে ইচ্ছে করেই সময় নষ্ট করছে সোহেল। 'কতদিন পর একমাত্র ভগ্নিপতির সঙ্গে আলাপ, একটু সুখ-দুঃখের গপ্পো...'

পিছনে মৃদু পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল রানা, দোরগোড়ায় অনিতাকে দেখা গেল। অপেক্ষার ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি, মদির চোখে রানাকে দেখছে। ঢোক গিলল রানা, ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা পাগল করে তুলেছে। 'কথা শেষ করবি?' চাপা ধমক লাগাল রানা ফোনে। 'নইলে দিলাম রেখে ফোন।'

'দিবি? দে! কিন্তু কাল সকাল ঠিক ন'টায় তোকে আমার ডেস্কের সামনে চাই, মনে রাখিস।'

'কেন রে, (ছাপার অযোগ্য)!'

'তোর মৃত্যু পরোয়ানায় সই করব আমি, (ছাপার অযোগ্য)! খুড়ি, আমি না, বুড়ো।'

মুহূর্তে সজাগ-সতর্ক হয়ে উঠল রানা পুরোমাত্রায়। এ ইঙ্গিতের অর্থ ওর জানা। 'ঝামেলা?'

'ঝামেলা মানে? মহাঝামেলা।'

'অল রাইট। পৌঁছে যাব সময়মত। আর?'

'কি আর?'

'আর কিছু বলার নেই?'

আকাশ থেকে পড়ল যেন সোহেল। 'না তো! আর কি?'

'কেবল এই খবর দেয়ার জন্যে এত সময় নষ্ট করলি আমার এরকম মুহূর্তে?' বিস্ফোরিত হলো মাসুদ রানা।

হ্যা হ্যা করে হাসল আবার সোহেল। 'আহা, রাগিস কেন? শত হলেও তুই আমার একমাত্র গায়েবী বোনের স্বামী, তাই একটু ঠাট্টা করলাম।'

'তৈরি থাকিস, শালা! সকালে জবাবদিহি করতে হবে তোকে এজন্যে।'

'তুই-ও তৈরি হয়ে আসিস, যে সমস্ত জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেছিস ইমিডিয়েট বস্‌কে...'

'(ছাপার অযোগ্য)!' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল রানা।

অনিতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল ও, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুগ্ধ দৃষ্টি বোলাল। ধীরে ধীরে চোখ বুজল অনিতা, বাড়িয়ে দিল দু'হাত, মুখে দুষ্টুমির হাসি। কাছে এসে ওর পিঠে এক হাত রাখল মাসুদ রানা, অন্যহাত হাঁটুর নিচে, অবলীলায় শূন্যে তুলে ফেলল দেহটা। দু'হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরল অনিতা পিল্লাই।

বেডরূমে ফিরে এল ওরা। যেখানে বাধা পড়েছিল, সেখান থেকে শুরু হলো আবার।

বি সি আই।

সংস্থার সুযোগ্য কর্ণধার মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। বেশ অনেকদিন পর এ ঘরে আসার সুযোগ হয়েছে, তাই ভেতরে পা দিয়েই ঘরের সবকিছুর ওপর এক পলক নজর বুলিয়ে নিয়েছে ও। ব্যাপারটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে রানার। প্রতিবারই তাই করে, দেখে কোথাও কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না।

এবার একটা জিনিস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি ওর। সেটি হচ্ছে বৃদ্ধের তামাক টানার পাইপ। জিনিসটা নেই। বদলে মোটা চুরুট শোভা পাচ্ছে তাঁর দু'সারি দাঁতের ফাঁকে। রানা নিশ্চিত জানে, ব্যাপারটা দু'তিন মাস চলবে, তারপর ফের পাইপে ফিরে আসবেন বৃদ্ধ।

রাহাত খান গম্ভীর। মাসুদ রানাকে ঢুকতে দেখে 'বোসো,' বলেই চুপ মেরে গেছেন। তারপর মিনিট খানেক পেরিয়ে গেছে, আরেকদিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছেড়েই চলেছেন তিনি, এদিকে খেয়াল নেই। চিন্তিত, অন্যমনস্ক। ক্লীন শেভড্ মুখটা শুকনো

লাগছে, চোখের সাদা জমিনে লালের আভাস। রাতে ভাল ঘুম না হওয়ার লক্ষণ, ভাবল রানা।

এক সময় ধ্যান ভাঙল রাহাত খানের। নড়েচড়ে বসলেন তিনি। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বড় একটা বাদামী খাম ঠেলে দিলেন ওর দিকে। 'ভেতরে কিছু ছবি আছে। দেখো।'

বের করল রানা ছবিগুলো। আট দশটা ছবি, প্রতিটি দশ বাই দশ, গ্লসি পেপারে তোলা। দেখতে দেখতে ওর মসৃণ কপালে কয়েকটা কুঞ্চন জাগল। এক এক করে সবগুলো দেখল রানা, চেহারায় ফুটে উঠেছে বিস্ময়।

'এ কিসের ছবি, স্যার!নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের মনে হচ্ছে!'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'তাই।'

'কেউ কোন নতুন বোমা পরীক্ষা করেছে?'

'নতুন বোমা ঠিকই, তবে পরীক্ষা নয়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এগুলো তার সাক্ষী।'

আরেকবার ছবিগুলো দেখল মাসুদ রানা। 'একটা দ্বীপ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে?' অনেকটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল বিড়বিড় করে।

'হ্যাঁ। দ্বীপের নাম মুমুরা, ফরাসি কলোনি। জনসংখ্যা দু'বছর আগের শুমারি অনুযায়ী পাঁচশোর কিছু কম। কেউ বেঁচে নেই তারা। একটা ঘাসের কণাও নেই মুমুরায়, মাটি পর্যন্ত পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।'

'এ কবেকার ঘটনা, স্যার?' ছবিগুলো খামে ভরে নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'দু'সপ্তা আগের।'

'কই, কোন পত্রিকায় তো…'

'ছাপতে বাধা দেয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। কড়া নিউজ ব্ল্যাক আউট ঘোষণা করা হয়েছে বিষয়টাকে। ফ্রান্স, ইউরোপের সব দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সবাই যুক্তি করে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে এ ব্যাপারে। খুব স্বাভাবিক। এ ধরনের খবর কাগজে প্রকাশ হলে সাঙ্ঘাতিক অবস্থা সৃষ্টি হতো, প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত সারা পৃথিবীতে।'

কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল রানা স্তম্ভিত হয়ে। 'এ বিস্ফোরণের দায়িত্ব স্বীকার করেছে কেউ, বা কোন গোষ্ঠী?'

'করেছে,' মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'এসব ছবি তাদেরই তোলা। সি. আই. এ., এফ. বি. আই., এন. এস. এ. ইত্যাদি সংস্থাগুলোর প্রায় প্রতিটিকেই এ ধরনের খাম পাঠিয়েছে ওরা একটা করে। আমাকে পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চীফ অ্যাডভাইজার, উইলিয়াম পেরি।'

'কেবল ওদেরকেই পাঠানো হয়েছে ছবিগুলো?'

'আপাতত, হ্যাঁ।'

'ব্ল্যাকমেইল?'

'অবশ্যই!' ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন রাহাত খান, ভাবখানা গাধার মত আবোল-তাবোল প্রশ্ন কোরো না তো! 'নইলে এ কাজ করতে চাইবে কোন পাগলে? বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করেছে ওরা ওয়াশিংটনের কাছে। একশো বি-লি-য়-ন

ডলার,' বিলিয়ন শব্দটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ।

'আরিব্বাপ্‌স্‌!' চোখ চুলের সীমানায় পৌঁছে গেল মাসুদ রানার।

'হ্যাঁ, অনেক টাকা। যথাসময়ে টাকা দেয়া না হলে আমেরিকার বড় বড় শহর মুমুরার মত উড়িয়ে দেয়া হবে এক এক করে। প্রথমে নিউ ইয়র্ক, তারপর…সে যাক্‌। টাকা না পেলে দু'সপ্তা পর পর বিস্ফোরণগুলো ঘটাবে ওরা।'

'কতদিনের মধ্যে পূরণ করতে হবে ওদের দাবি?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গাল চুলকাল ও।

'দশ দিনের মধ্যে। ওরা অবশ্য সময় দিয়েছিল পনেরো দিন। কিন্তু কি ভাবে কি করবে, ভাবতে ভাবতে পাঁচটা মূল্যবান দিন নষ্ট করে ফেলেছে ওয়াশিংটন।'

'কিন্তু ওরা এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল কেন? এ ক্ষেত্রে আমাদের কি করার আছে, স্যার?'

খানিকটা বিব্রত দেখাল রাহাত খানকে, যেন বেমক্কা এক ত্যাড়া প্রশ্ন করে শিক্ষককে ফাঁসিয়ে দিয়েছে ত্যাঁদোড় ছাত্র। চুরুটটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে বদলি করলেন তিনি, মধ্যমার ডগা দিয়ে চোখের কোণ চুলকালেন খানিক। 'এ মুহূর্তে লোকবলের টানাটানিতে পড়েছে ওরা খানিকটা, উইলিয়াম পেরির কথায় সেরকমই আভাস পেয়েছি আমি। মানে, উপযুক্ত লোকের অভাব আর কি! ক'দিন পর নিউ ইয়র্কে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি স্বাক্ষরের বৈঠক শুরু হবে। সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা যোগ দেবেন তাতে। তার পরপরই আসছে শিল্পোন্নত সাত জাতির শীর্ষ সম্মেলন। এছাড়া আরও কয়েকটি বড় বড় অনুষ্ঠান আছে। এসব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আছে ওদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো, কোনদিকে নজর দেয়ার ফুরসত নেই। এমন সময় এই বিপদ। যে কারণে এর সমাধানের দায়িত্ব এসে পড়েছে প্রেসিডেন্টের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ঘাড়ে।

'অর্থাৎ, উইলিয়াম পেরির হাতে। ভদ্রলোক আমার বন্ধু মানুষ। অতীতে ঠেকায়-বেঠেকায় অনেক সাহায্য করেছেন তিনি আমাদের। তোমার 'অপারেশন ডুমসডে'-র সময় উইলিয়াম পেরির সাহায্য না পেলে জেনারেল হিলিংটনকে সময়মত নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ত, রানা। গত ক'দিনে বেশ কয়েকবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ভদ্রলোক। বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, নিজেদের কাউকেই এ কাজের উপযুক্ত বলে ভরসা করতে পারছেন না। এদিকে…সময়ও ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছেন উইলিয়াম পেরি। আমাদের সাহায্য চেয়েছেন, অবশ্য…' কপাল চুলকাবার ছলে মুখ আড়াল করলেন বৃদ্ধ, '…যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় আর কি, বুঝলে না?'

মনে মনে হাসল মাসুদ রানা, বুঝিনি আবার? ঘুরিয়ে নাক দেখানোর স্বভাব আর গেল না বুড়োর। সোজাসুজি দেখাতে প্রেস্টিজে লাগে। অন্যের কাজে বি. সি. আই.-এর কাউকে জড়িত করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে এমনি বিব্রত বোধ করেন রাহাত খান। স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য গায়েব হয়ে যায় তখন, বেশি বেশি কথা বলতে শুরু করেন।

'বুঝেছি, স্যার।'

'এখন তো হাতে কোন কাজ নেই তোমার, যদি যাও…অবশ্য যেতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।'

সিদ্ধান্ত আরও আগেই নেয়া হয়ে গেছে মাসুদ রানার, এবার তা মুখে প্রকাশ করল। 'আমি যাব, স্যার।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের। 'গুড!' পরক্ষণেই শোনা যায় কি যায় না, এমনভাবে বললেন, 'আমি জানতাম।'

'জ্বি, স্যার?'

'বলছি, কাজটা করে দেয়া গেলে অপারেশন ডুমসডে-র ঋণ খানিকটা শোধ করা যাবে। এ কাজে তুমি সফল হলে আমাদের জন্যে ব্যাপারটা বিরাট এক প্লাস পয়েন্ট হয়ে থাকবে। তাছাড়া, তোমাকে এই মিশনে পাঠাতে চাওয়ার পিছনে আর একটা বিশেষ কারণও আছে, রানা।'

চাউনি প্রশ্নবোধক হয়ে উঠল মাসুদ রানার। মুখে বলল না কিছু।

'মুমুরা বিস্ফোরণের জন্যে যে পারমাণবিক বোমাটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি তৈরির বুদ্ধি যে মাথা থেকে বেরিয়েছে, সেটি খুব সম্ভব বাংলাদেশী।'

হাঁ হয়ে গেল মাসুদ রানা। বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধের দিকে। শেষের শব্দটা ঠিক শুনেছে কি না সংশয় আছে তা নিয়ে। 'বাংলাদেশী, স্যার?'

'খুব সম্ভব। এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উইলিয়াম পেরি। আশা করছি, ওখানে পৌঁছে নিশ্চিত হতে পারবে তুমি।'

নীরবতা পাষাণের মত চেপে বসল ঘরে। মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের পিছনে দেয়ালে ঝোলানো সিটিজেন কোয়ার্টজ ঘড়ির সোনালী সেকেন্ডের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পরিভ্রমণ করে চলেছে। ওটাকে নজরবন্দী করে রেখেছে অন্যমনস্ক মাসুদ রানা, তাল মিলিয়ে সেকেন্ডে সেকেন্ডে লাফাচ্ছে ওর চোখ দুটো।

'এই স্যাডিস্টিক ব্ল্যাকমেইলার দলটির নেতৃত্ব কে দিচ্ছে, স্যার?'

'সের্গেই গোরোডিন।' সামান্য বিরতি। 'জেনারেল সের্গেই গোরোডিন। চেনো?'

'চিনি, স্যার। কিন্তু সে তো রুশ মিলিটারি হাই কমান্ডের সেকেন্ড ম্যান!' মনে মনে চমকে গেছে মাসুদ রানা এর পিছনে মস্কো কলকাঠি নাড়ছে কি না ভেবে।

'ছিল। এখন আর নেই। বছরখানেক আগে ডিফেক্ট করেছে লোকটা। রেড আর্মির এক কর্নেল, কর্নেল শেভচেঙ্কোসহ বেশ কয়েকজন আর্মি-নেভি পার্সোনেলকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়া থেকে পালিয়ে গেছে সে। জানা গেছে কয়েক টন রাশান সোনাও চুরি করে নিয়ে গেছে গোরোডিন। ওয়াশিংটনের প্রশ্নের উত্তরে মস্কো সাফ জানিয়ে দিয়েছে, গোরোডিন বা তার সাঙ্গপাঙ্গদের কারও ব্যাপারে সে কোন দায়-দায়িত্ব নেবে না।'

চুরুট নিভে গিয়েছিল, ওটা ধরালেন রাহাত খান। 'দুপুরের পরই রওনা হতে হবে তোমাকে। এ ব্যাপারে তোমাকে বাদবাকী ইনফর্মেশন জানাবে ওয়াশিংটন। আর কোন প্রশ্ন?'

'না, স্যার।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকিয়ে আবছা একটা ইঙ্গিত করলেন রাহাত খান। বুঝল রানা, ওকে পশ্চাদ্দেশ উত্তোলন করতে বলা হলো। 'সোহেলের সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।' একটা ফাইল কাছে টেনে নিলেন তিনি। 'আশা করি সফল হবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। পাশের রুমটা চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের। ভেতরে ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে। ফ্রন্ট অফিসে টাইপ করছে

সোহেলের বর্তমান পি.এ. ইলোরা, ওর নিঃশব্দ প্রবেশ টের পায়নি।

দুষ্টবুদ্ধি চাপল রানার মাথায়। কোটের বাটন হোল থেকে টুকটুকে লাল, তাজা গোলাপ কুঁড়িটা বের করে হাতে নিল। ওটার চার ইঞ্চি ডাঁট তর্জনী ও বুড়ো আঙুলে ধরে নাটুকে ভঙ্গিতে এগিয়ে ধরল ইলোরার নাকের সামনে। চমকে উঠে মুখ তুলল মেয়েটি। 'কি ব্যাপার! ও, তুমি?' পরক্ষণেই চোখ কুঁচকে উঠল তার। 'হঠাৎ গোলাপ যে, কি মতলব?' বলতে বলতে নিল ওটা ইলোরা।

তার ডেস্কের কোণে নিতম্বের ভর চাপিয়ে বসল মাসুদ রানা। ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল, 'মতলব আর কি! আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রেম নিবেদন করলাম তোমাকে, তাই এই ক্ষুদ্র উপহার।'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ফেলল ইলোরা। 'সামান্য একটা কুঁড়ি দিয়ে প্রেম নিবেদন?'

'এখন তাইতো হওয়া উচিত, তোমার-আমার প্রেম তো সবে শুরু, বিকশিত হয়নি। যখন হবে তখন নিশ্চই বড় বড় ইরানী গোলাপ পাবে।'

'ফাজলামো রাখো। ভেতরে যাও,' ইঙ্গিতে সোহেলের রুম দেখাল সে। 'সকাল থেকে ইয়া মোটা এক রুলার নিয়ে বসে আছে সোহেল, তোমাকে নাকি হেদায়েত করবে ওটা দিয়ে।'

'কে কাকে হেদায়েত করে সে পরে দেখা যাবে, আগে আমাদের বিষয়টা ফয়সালা হোক।'

'কিসের ফয়সালা?'

যেন শোনেনি প্রশ্নটা, এমন ভাবে বলল রানা, 'তাহলে আজ সন্ধেয় আসছ তুমি, ঠিক আছে?'

'মানে?' বিস্ময় ফুটল ইলোরার দৃষ্টিতে।

'বাহ্! তোমার সম্মানে সোনারগাঁয়ে পার্টি থ্রো করেছি না আজ আমি? এক্সক্লুসিভ টু-মেনস পার্টি? তারপর, ওখান থেকে বেরিয়ে তোমাকে নিয়ে...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিল ইলোরা। 'তোমার বাংলোয় যাবে।'

চোখ বুজে গম্ভীর কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা, 'কারেক্ট।'

'এবং আমাকে বিংশ শতাব্দীর একটা ন্যুড ভাস্কর্য শিল্প দেখাবে।'

'কারেক্ট।'

আবার মুখে আঁচল চাপা দিল ইলোরা। 'ইনকারেক্ট।'

চট করে চোখ মেলল রানা। 'মানে?'

'মানে, আমি যাচ্ছি না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। তারপর নিজের উরুর ওপর চটাশ্ করে এক চাপড় বসাল। 'হায়, মূর্খ নারী! একদিন বুঝবে কি অমূল্য রতন হেলায় হারালে।'

সেই মুহূর্তেই দড়াম করে খুলে গেল সোহেলের রুমের দরজা। দোরগোড়ায় দেড়ফুটি এক রুলার হাতে দাঁড়িয়ে অগ্নিমূর্তি সোহেল। রানার আপাদমস্তক নজর বোলাল সে খানিক বাঘের চোখে, তারপর হুঙ্কার ছাড়ল, 'ভেতরে আয়!'

গোবেচারার মত সুড়সুড় করে পা বাড়াল মাসুদ রানা। দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিল সোহেল। পরমুহূর্তেই ভেতর থেকে 'ধুম!' 'ঠাস!' 'চটাস!' ইত্যাদি ভেসে

আসতে শুরু করল। আঁতকে উঠল ইলোরা। তুফান বেগে ডিসপেনসার থেকে দু'কাপ কফি ঢেলে নক করল সোহেলের দরজায়, এবং বিন্দুমাত্র দেরি না করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ততক্ষণে সন্ধি প্রায় হয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। সোহেল বা রানা, কারও চেহারা-সুরতই তেমন দর্শনযোগ্য নেই। রুলার পড়ে আছে কার্পেটের ওপর, ওদিকে রানার কলার মুচড়ে ধরে আছে সোহেল, আর রানা দুই হাতে ধরে রেখেছে সোহেলের দুই কান। দু'জনেরই চেহারা বিকৃত। গরম চোখে চেয়ে রয়েছে একে অপরের দিকে।

ইলোরাকে দরজা খুলে উঁকি দিতে দেখে চট করে ছেড়ে দিল ওরা পরস্পরকে। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাবে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সোহেল দ্রুতহাতে। 'নে, দোস্ত, সিগারেট খা।'

ইলোরার দিকে চেয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল রানা। বলল, 'ওকে জুডোর একটা প্যাঁচ শেখাচ্ছিলাম।'

তিন

ডালেস আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মাসুদ রানার বিমান যখন অবতরণ করল, তখন রাত হয়েছে বেশ। বিমানবালার উষ্ণ বিদায় সম্ভাষণের জবাবে মৃদু হেসে তরতর করে গ্যাংওয়ে বেয়ে নেমে এল ও।

একটু দূরে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝবয়সী, পরিচিত একটি মুখ দেখে হাসল রানা। পা বাড়াল তার দিকে। এক সময় এফ.বি.আই-এর উপ-পরিচালক ছিলেন ভদ্রলোক, ডেভিড হক। বর্তমানে প্রেসিডেন্টের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দ্বিতীয় ব্যক্তি, ডেপুটি চীফ অ্যাডভাইজার। মাসুদ রানার বাড়ানো হাতটা আন্তরিকতার সঙ্গে ঝাঁকিয়ে দিলেন ডেভিড হক। একটু হাসির ভঙ্গি করলেন, কিন্তু ভ্যাংচানোর মত হয়ে গেল তা।

ওদের গজ ত্রিশেক দূরে আবছা আলো-আঁধারিতে অপেক্ষমাণ চকচকে কালো একটা লিমুজিন ইঙ্গিত করলেন তিনি মাসুদ রানাকে। 'চলুন, প্লীজ।'

ওদের এগিয়ে আসতে দেখে পিছনের এপাশের দরজা মেলে ধরল তালগাছের মত লম্বা শোফার। এক মিনিট পর প্রায় নিঃশব্দে গড়াতে শুরু করল লিমো, দ্রুত বন্দর এলাকা ত্যাগ করে মিশে গেল রাতের ট্রাফিকে। গাড়িঘোড়ার এখনও যথেষ্ট চাপ রাস্তায়। একটার পর একটা লেন অতিক্রম করতে লাগল ওদের গাড়ি, ট্রাফিকের মিছিল পিছনে ফেলে তুমুল গতিতে ছুটে চলল গন্তব্যের দিকে।

একটা বোতাম চাপলেন ডেভিড হক, শোফারের পিছনদিক থেকে খুদে একটা লিকার কেবিনেট বেরিয়ে এল। 'হেল্প ইওরসেলফ, মিস্টার রানা।'

নেতিবাচক মাথা দোলাল ও, 'ধন্যবাদ।'

'আমিও খাবো না।' বোতাম টিপে কেবিনেট গায়েব করে দিলেন ভদ্রলোক। 'আপনি কষ্ট করে এসেছেন, সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। কি উপায় হবে

ভেবে ভেবে গত ক'দিনে দশ বছর আয়ু কমে গেছে আমাদের। আপনি আসছেন শুনে কী যে খুশি হয়েছি, কি বলব!'

'বতর্মান পরিস্থিতি ক্বিরকম?'

'সুবিধের না। নতুন কিছু শর্ত জুড়েছে ওরা আগের দাবির সঙ্গে। চলুন, সব জানতে পারবেন চীফের মুখে।'

সরাসরি ওভাল অফিসে নিয়ে আসা হলো মাসুদ রানাকে। ভেতরে ঢোকার মুখে তিন জায়গায় ওর পরিচয়-পত্র সযত্নে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলো। মুখে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি নিয়ে পাশেই থাকলেন ডেভিড হক। দ্বিতীয় দফায় কম্পিউটরে রানার চেহারা স্ক্যান করা হলো, এবং সবশেষে একটি ইলেক্ট্রোনিক সেন্সরের সাহায্যে দুই হাতের ছাপ ভেরিফাই করার পর নিশ্চিত হলো ওভাল যে সত্যিই ও মাসুদ রানা, ভুয়া নয়।

দোরগোড়ায় কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে ওকে অভ্যর্থনা জানালেন উইলিয়াম পেরি। 'সৌজন্য প্রকাশে যদি আমাদের কোন ঘাটতি দেখেন, নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন, কাইন্ডলি। বুঝতেই পারছেন কিসের ভেতর আছি আমরা এ মুহূর্তে!'

'দ্যাট'স অল রাইট, স্যার।'

উইলিয়াম পেরি মাঝারি উচ্চতার মানুষ। বয়স ষাটের ওপরে হলেও দেখতে রীতিমত জোয়ান এখনও, ব্যায়ামপুষ্ট দেহ। চোখে রূপালী, সরু ফ্রেমের পুরু কাঁচের চশমা। নাকটা খাড়া, থুতনিতে গভীর খাঁজ। 'বসুন, প্লীজ!' নিজের চেয়ারে বসলেন তিনি, মুখোমুখি বসল মাসুদ রানা ও ডেভিড হক।

'সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসা যাক,' বলল রানা।

'অফকোর্স। কফি?'

'হ্যাঁ।' সিগারেট ধরাল ও।

কফি এল। নীরবে যার যার কাপে চুমুক দিল সবাই। 'প্রেসিডেন্ট নিজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজই সকালে জাপানে যেতে হয়েছে তাঁকে, সরকারী সফরে। তবে রওনা হওয়ার আগে তিনি জেনে গেছেন যে আমাদের এই সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে আপনি সম্মত হয়েছেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট এ জন্যে।'

'মাই প্লেজার।' শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল মাসুদ রানা। 'নতুন কী শর্ত জুড়েছে ওরা শুনলাম?'

'রাইট। আজই জানিয়েছে নতুন দাবি। বলেছে, টাকা তো দিতেই হবে, সেই সঙ্গে একই সময়সীমার মধ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতিটি শাখাকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে, এবং সরকার পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। নইলে পরিণতি ওই একই।'

'আচ্ছা!'

'আমাদের এক্সপার্টদের ধারণা, মুমুরা বিস্ফোরণের জন্যে দায়ী গোষ্ঠীটি যদি ভয় দেখিয়ে বা আর কোন পন্থায় একবার আলোচনার টেবিলে আমাদের বসতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেহারা দেখাবে। গোরোডিনকে সাহায্য করবে তার লক্ষ্যে পৌছুতে। মস্কো কড়া নজর রেখেছে পরিস্থিতির ওপর। ছক গোরোডিনের

অনুকূলে না যাওয়া পর্যন্ত; যদি যায়, আড়ালেই থাকবে ওরা। অথচ, গোরোডিন এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারে ক্রেমলিনের অফিশিয়াল মনোভাব আমরা জানি অন্যরকম। রাহাতের মুখে শুনেছেন নিশ্চই!'

'শুনেছি, স্যার' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'ওদের দাবি-দাওয়া শুনলে মনে হয় ওরা পাগল হয়ে গেছে, যা খুশি তাই করে-বলে বেড়াচ্ছে। আমরাও হয়তো তেমন একটা পাত্তা দিতাম না, যদি মুমুরা বিস্ফোরণের কাজে নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার করা না হতো। তাই বাধ্য হয়েছি আমরা এটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে। ওই বোমা যে তৈরি করতে পারে, খোদাই ষাঁড়ের মত তাকে এভাবে খোলামেলা, বন্ধনহীন ছেড়ে রাখতে পারি না আমরা। লোকটা একটা পিশাচ, বদ্ধ উন্মাদ। তাকে যারা ইন্ধন জোগাচ্ছে, তারাও তাই।

'প্রথমে আমাদের সন্দেহ জেগেছিল, ভেবেছিলাম, বিস্ফোরণটা হয়তো ফ্রান্স-ই ঘটিয়েছে, এবং গোরোডিন মাঝখান থেকে তার ফায়দা লোটার জন্যে মাঠে নেমেছে। কিন্তু দুটো ব্যাপারে সে সম্ভাবনা নাকচ করে দেই আমরা। এক. ফ্রান্স যদি বোমা পরীক্ষা করেও থাকে, অহেতুক মানুষ হত্যা করবে কেন? ওই অঞ্চলে তার তো জায়গার অভাব নেই, অসংখ্য জনবসতিহীন পতিত দ্বীপ আছে, তার যে-কোন একটাতেই এ কাজ করতে পারত সে।

'গেল এক। দুই নম্বর কারণ হচ্ছে, মুমুরা বিস্ফোরণের যে সমস্ত ফ্যাক্টস্ গোরোডিন আমাদের জানিয়েছে, সে-সব ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলে কারও জানা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমাদের মনে যাতে কোনরকম সন্দেহ না থাকে, সে জন্যে আজই একটা ভিডিও ক্যাসেটও পাঠিয়েছে গোরোডিন, যাতে মুমুরা ঘটনার পুরো ছবি আছে। আমার কাছেই আছে ক্যাসেটটা, আলোচনা শেষে আপনাকে দেখাব।'

সিগারেট ধরালেন উইলিয়াম পেরি। রানা ও ডেভিড হককেও অফার করলেন। নীরবে ধূমপান চলল কিছুক্ষণ। সবাই চিন্তায় মগ্ন।

'এমনও তো হতে পারে, বোমা তৈরি করিয়েছে মস্কো স্বয়ং, এবং গোরোডিনকে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। নিজের দাবি-ই তার মুখ দিয়ে বলাচ্ছে,' বলল মাসুদ রানা। 'হতে পারে না?'

খুব দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন চীফ অ্যাডভাইজার। 'খুব হতে পারে! একশোবার! সম্ভাবনা কোনটাই ফেলনা নয়। তাই যে-কোন মূল্যে গোরোডিনকে ঠেকাতে হবে, মিস্টার রানা। ঠেকাতেই হবে। টাকা দেয়া, আত্মসমর্পণ তো দূরের কথা, এ বিষয়ে ওদের সঙ্গে একটা বাক্য বিনিময়েরও ঘোর বিরোধী আমাদের প্রেসিডেন্ট।'

'খুব স্বাভাবিক,' মাথা দোলাল রানা। ওকে অনুকরণ করলেন ডেভিড হক গম্ভীর মুখে।

'এখন, যদি গোরোডিনের দাবি সত্যি হয়,' বললেন উইলিয়াম পেরি, 'আপনাকে বলেছি, সত্যি বলেই মেনে নিয়েছি আমরা, নিউ ইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় ছয়টা শহরে ওই জাতীয় নিউক্লিয়ার বোমা প্ল্যান্ট করতে যাচ্ছে সে। আর কোন কোন শহরে,' থেমে কাঁধ শ্রাগ করলেন তিনি, 'ঈশ্বর-ই জানেন।'

'শুনেছি, এ বোমা নাকি এক বাংলাদেশী বৈজ্ঞানিকের তৈরি। নিশ্চিত হওয়া গেছে

এ ব্যাপারে?'

'কাল সামান্য আভাস দিয়েছিলাম রাহাতকে এ ব্যাপারে। হ্যাঁ, মিস্টার রানা, মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে। লস অ্যাঞ্জেলস অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে কাজ করে সি.আই.এ-র এক মেয়ে এজেন্ট। ঘণ্টা তিনেক আগে ফোন করেছিল আমাকে মেয়েটি। বলেছে, বাংলাদেশী সেই বিজ্ঞানী, প্রফেসর আনিসুর রহমান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানে সে। মেয়েটি দুই বছর আগে পর্যন্ত সেই প্রফেসরের সহকর্মী ছিল। ওহ্-হো, বলতে ভুলেই গিয়েছি, প্রফেসর কমিশনের লস অ্যাঞ্জেলস শাখাতেই কাজ করেছেন বছর চারেক।'

'কি ছিল সে ওখানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'রিসার্চ অফিসার। সরকারী বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসেছিল। ওই মেয়েটি, মানে ডায়ানা··· কি যেন! ও ভাল বলতে পারবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে। মেয়েটি আসছে ওয়াশিংটন?'

অপ্রতিভ হাসি ফুটল চীফের মুখে। 'দুঃখিত, না। আমি ভেবেছিলাম, আপনি নিজে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর ওখান থেকেই নেমে পড়বেন কাজে।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'তা মন্দ হয় না।' হঠাৎ কি ভেবে মুখ তুলল ও। 'মাফ করবেন, ডায়ানা টেলিফোন করেছে আজই?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে গতকাল আমার বসকে প্রফেসর আনিস জড়িত থাকতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন আপনি কিসের ভিত্তিতে?'

'সি.আই.এ-র পুরনো এক রিপোর্টের ভিত্তিতে। কয়েক বছর আগে আমাদের একদল দেশী-বিদেশী বিজ্ঞানী শুভেচ্ছা সফরে মস্কো গিয়েছিল। এই প্রফেসরও ছিল তাদের মধ্যে। সে সময় ক্রেমলিনে এক ককটেল পার্টিতে গোরোডিনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। শুধু পরিচয়ই নয়, দীর্ঘ সময় ধরে একান্তে আলোচনাও করেছে তারা। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি রকম দৃষ্টিকটু ঠেকেছে সেখানে উপস্থিত অন্যদের চোখে।'

'আই সী! কিন্তু ডায়ানা এত দেরি করল কেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে? আরও আগেই করা উচিত ছিল না?'

'ছিল।' হাসি ফুটল উইলিয়াম পেরির মুখে। 'কিন্তু ছুটিতে ছিল সে, আজই লস অ্যাঞ্জেলস ফিরেছে হাওয়াই থেকে।'

'বুঝেছি।'

'আপনার জন্যে স্পেশাল ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মিস্টার মাসুদ রানা। ওখানে, মালিবুতে সি.আই.এ-র সেফ হাউসে বিশ্রাম নিতে পারবেন গিয়ে, আই মীন, যদি আপনার ভাগ্যে বিশ্রাম থেকে থাকে আর কি!'

'ও নিয়ে ভাববেন না।'

'আর, এদিকে গোরোডিন সম্পর্কে তাজা কোন তথ্য পাওয়া যায় কি না, সে চেষ্টায় সারাদেশে আমাদের সবগুলো চ্যানেলই লেগে আছে। আমি দেখছি, ব্যাটাকে ধাওয়া করার কোন সূত্র ধরিয়ে দিয়ে কিছুটা উপকার করা যায় কি না আপনার। যদি পাই, ইন কেস, সঙ্গে সঙ্গে ওখানে যোগাযোগ করব আমি।' ড্রয়ার থেকে আট বাই আট একটা ছবি বের করলেন তিনি। এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। 'এই যে, এই সেই

মেয়ে। ডায়ানা,' বলে ওটা ওল্টালেন, 'ডানকান। ডায়ানা ডানকান।'

নিল ওটা মাসুদ রানা। চমৎকার আকর্ষণীয় চেহারার হাসিখুশি মেয়ে। চোয়ালের হাড় সামান্য উঁচু। ভারি পাতার বড় মায়াবী চোখ। সামনের চুলগুলো ভুরুর সামান্য ওপরে সমান করে কাটা, বাকি চুল ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ। চুলের রং সোনালী। সোনালী চুলের ফ্রেমে বন্দী মুখটায় বিরাজ করছে রাজ্যের ছেলেমানুষী।

ছবিটা ওল্টাল মাসুদ রানা। নিচে, ডান পাশে হাতে লেখা আছে মেয়েটির ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস্। ডায়ানা ডানকান, বয়স ২২, উচ্চতা ৫´৭´´, ওজন ১১৫ পাউন্ড, দেহের মাপ ৩৬´´ ২৪´´ ৩৬´´, দৃশ্যমান সনাক্তকরণ চিহ্ন—নাকের ডান পাশে ছোট্ট একটা কালো তিল। আবার ছবি ওল্টাল মাসুদ রানা। তিলটা দেখল, তারপর ফিরিয়ে দিল।

'বিষয়টা কতখানি সেনসিটিভ,' বললেন উইলিয়াম পেরি, 'তা আপনাকে ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন দেখি না। মনে মনে চাই ঠিকই, কিন্তু হাত-পা বাঁধা বলে কোন হাইলি ভিজিবল অপারেশনে হাত দিতে পারছি না। তাই যা করার একা আপনাকেই করতে হবে। পুরো মার্কিন প্রশাসন চব্বিশ ঘণ্টা আপনার পেছনে থাকবে, যখন যে সাহায্য প্রয়োজন, পাবেন চাওয়ামাত্র।'

নিচে তাকাল মাসুদ রানা। প্রকৃতি দুর্লভ একটা দিন উপহার দিয়েছে আজ লস অ্যাঞ্জেলসকে—কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। পরিষ্কার বেসিন। কংক্রীট আর অ্যাসফল্ট মোড়া শিরা-উপশিরার মত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য চওড়া হাইওয়ে, ফ্রীওয়ে। দিগ্বিদিক ছুটছে গাড়ি-ঘোড়া।

এল. এ. ইন্টারন্যাশনাল থেকে অনেকটা পথ যেতে হবে মাসুদ রানাকে। সান্টা মোনিকায়। ওখানে এক ক্যানিয়নের পাদদেশে থাকে ডায়ানা। ঠোঁটে সিগারেট ধরে আয়েশে গা এলিয়ে দিল রানা ট্যাক্সিতে। অলস চোখে শহর দেখতে দেখতে চলেছে। মাথার মধ্যে হাজারো চিন্তা। ওদিকে ড্রাইভারের মুখে কথার তুবড়ি ছুটছে সমানে, জীবনে উন্নতি করার একমাত্র সোপানের হদিস জানাচ্ছে লোকটা যাত্রীকে।

চল্লিশ মিনিট পর, রাস্তা থেকে গজ বিশেক তফাতে বড় বড় পাইনঘেরা চমৎকার দেখতে এক কটেজের সামনে ক্যাব দাঁড় করাল ড্রাইভার। 'এটাই।' ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। জায়গাটা এমনিতে বেশ নিরিবিলি। তবে সামান্য দূরে স্টার্ট দেয়া কয়েকটা মোটর বাইক এ মুহূর্তে এলাকাটা গরম করে রেখেছে। হবে হয়তো কোন বাইক ক্লাব, ভাবল মাসুদ রানা।

বাঁ দিকে ঘাড় ফেরাতে বাইকগুলো দেখতে পেল ও, স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল গোটা ছয়েক বাইক। হেলমেট পরা দু'তিনজন রাইডারকেও দেখা গেল—গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। ডায়ানার কটেজের দিকে তাকাল ও। পিছনেও একটা পাকা রাস্তা আছে ওটার। কটেজের দরজায় এসে দাঁড়াল রানা। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে কলিং বেল না দেখে নক করল।

ছবিতে যতটা মনে হয়েছিল, তারচেয়ে অনেক সুন্দরী ডায়ানা ডানকান। গালে আবছা গোলাপী আভাস। নরডিক নীল চোখ।

'আমি মাসুদ রানা।'

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে ওকে পর্যবেক্ষণ করল মেয়েটি। মুখ, প্রশস্ত কাঁধ হয়ে পিছলে রানার মেদহীন কোমরে এসে সামান্য বিরতি দিল ডায়ানার মায়াভরা চাউনি, তারপর নেমে গেল নিচে। 'আসুন। আমি ডায়ানা ডানকান।'

ভেতরে পা রেখে রানার মনে হলো যেন ভুল করে কোন আগোছালো বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ঢুকে পড়েছে ও। সারা লিভিংরুম জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য গিটার। বেশিরভাগই অকেজো, তার-টার খোলামেলা। কেজোও আছে গোটাকয়েক। কার্পেটের ওপর দু'বোতল গ্লু ও শেলাক দেখা গেল।

'গিটার তৈরি এবং মেরামত করি আমি,' রানাকে প্রশ্নবোধক চোখে চাইতে দেখে বলল ডায়ানা। 'শখ। এইমাত্র মার্কেট থেকে ফিরলাম। কিছু নাইলন স্ট্রিং আর স্টীল স্পূল কিনতে গিয়েছিলাম। বসুন।'

বসল মাসুদ রানা। 'শখের পিছনে বেশ সময় কাটে আপনার বোঝা যায়।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।' মুখোমুখি দু'হাঁটু জুড়ে বসল ডায়ানা গ্রীবা উঁচু করে। হাত কোলের ওপর। নীল জিনস আর লুজ ফিটিং ব্লাউজ পরেছে মেয়েটি। গলার কাছের ফাঁকা অংশ দিয়ে তার উদ্ধত বুকের অনেকটাই দেখতে পাচ্ছে রানা, ভেতরে কিছু পরেনি সে। ডায়ানার গায়ের মিষ্টি সুবাস পেল ও নাকে।

'প্রফেসর আনিসুর রহমানের বিষয়ে কিছু তথ্য জানাবার আছে আপনার আমাকে।'

চোখ পিটপিট করল ডায়ানা। 'বুঝলাম না। কিসের কথা বলছেন?'

মেয়েটির অভিনয় ক্ষমতা আছে, ভাবল মাসুদ রানা, সঠিক উত্তরই দিয়েছে। ইচ্ছে করেই আইডেন্টিফিকেশন কোড উচ্চারণ করেনি ও ডায়ানাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে।

'বাড়তি ম্যাচ আছে আপনার কাছে?'

'দুঃখিত!' হেসে উঠল ডায়ানার নরডিক নীল চোখ। 'সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পর থেকে ম্যাচ কেনাই হয় না তেমন একটা।'

দু'জনেই হেসে উঠল এবার নিঃশব্দে। 'এনি ড্রিঙ্ক?' জানতে চাইল ডায়ানা।

'স্কচ, প্লীজ!'

ভারি নিতম্বে ঢেউ তুলে রুমের আরেক প্রান্তে খুদে এক লিকার কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডায়ানা। দুই টিউবাকৃতি গ্লাসে ঢেলে নিয়ে এল হুইস্কি। মৃদু সিপ করে গ্লাসটা সামনের সেন্টার টেবিলে রেখে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। মেয়েটিকে অফার করতে মাথা দোলাল সে। হাসিমুখে বলল, 'ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি বললাম না?'

'ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।'

নিজের গ্লাস আধাআধি শেষ করে মুখ খুলল ডায়ানা। 'আমি যে প্রজেক্টে আছি, ছয় বছর আগে সেখানে এসে যোগ দেয় এক বাঙালি নিউক্লিয়ার সায়েনটিস্ট। নাম আনিসুর রেমান, বাংলাদেশী। বছর দু'য়েক ভালই কাজ করে লোকটা, তারপর কী যে পোকা ঢুকল মাথায়, উল্টোপাল্টা আচরণ করতে শুরু করল। এখানে-ওখানে উদ্ভট সব ধারণা বিতরণ করে বেড়াতে লাগল পাবলিকলি, সেই সঙ্গে আজব রাজনৈতিক বক্তব্য। বেশ কিছুদিন এভাবে চলে। এরই মাঝে এক ডেলিগেটের সদস্য হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করে এল প্রফেসর।

'সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে ফিরল সে। আগের মত যেখানে-সেখানে বকর বকর করে না, এক মনে কাজ করে যায়, আর সর্বক্ষণ কী যেন চিন্তা করে। এই সময় কি ভেবে সি.আই.এ আমাকে তার পিছনে লাগার নির্দেশ দেয়। বলে, যথাসম্ভব প্রফেসরের ঘনিষ্ঠ হয়ে আমাকে জানার চেষ্টা করতে হবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। সেইমত কাজ আরম্ভ করি আমি, আঠার মত লেগে থাকি লোকটার পিছনে। টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, মানুষটাকে একদম সহ্য হতো না আমার। খুব মীন মাইন্ডেড মানুষ, চেহারা-সুরুতও তেমনি। সারাক্ষণ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে কী করে হঠাৎ কোটিপতি হওয়া যায়, কী করে সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোর ক্ষমতা অর্জন করা যায়।

'প্রথমে আমাকে তেমন একটা পাত্তা দিতে চাইল না প্রফেসর। আমিও তেমনি, লেগেই থাকলাম, কিছুদিন আগে পাবলিকলি যে ধারণা বিলিয়ে বেড়াত সে, তা আসলেই কার্যকর কিছু কি না, জানার জন্যে ঘ্যানর ঘ্যানর জুড়ে দিলাম। শেষ পর্যন্ত হার মানল প্রফেসর। জানলাম, দারুণ এক নিউক্লিয়ার প্লাস্টিক বোমা তৈরির ফর্মুলা আবিষ্কার করেছে সে, যা যে কোন আকারে-অবয়বে বানানো যায়। কাস্টমস্‌কে ফাঁকি দিয়ে যে কোন দেশে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব সে বোমা, কল্পনাই করতে পারবে না কেউ ওটা কি জিনিস।

'যে কোন দেশে, যে কোন শহরে সে বোমা প্ল্যান্ট করে ইচ্ছেমত মুক্তিপণ আদায় করা সম্ভব প্রশাসনের কাছ থেকে। হেড অফিসকে জানালাম আমি ব্যাপারটা, কিন্তু মনে হয় ওরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। যা হোক, একদিন এইসি-র প্রধানের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাল প্রফেসর, ছেড়ে দিল কাজ। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, তার মত প্রতিভাকে সহযোগিতা না করার ফল একদিন না একদিন অবশ্যই ভোগ করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। এর পরপরই একদিন হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল প্রফেসর, এবং সত্যি কথা বলতে কি, ল্যাংলি যখন আর কোন নির্দেশ আমাকে দিল না লোকটার ব্যাপারে, আমার রিপোর্টের উত্তরে কোন মন্তব্যও করল না, তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন বোধ করিনি আমি। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'বোমা তৈরির ফর্মুলা দেখিয়েছিল প্রফেসর আপনাকে?' নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। কী সমস্ত হাবিজাবি অঙ্ক, কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'ওর ছবি তুলে রাখার চেষ্টা করেননি?'

'নাহ্! আমি আসলে ওগুলোকে সত্যি হতে পারে বলে বিশ্বাস করিনি। ল্যাংলি-ও তেমন গুরুত্ব দিল না দেখে...'

'এ কাজ করতে গিয়ে প্রফেসরের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ হতে হয়েছে আপনাকে?'

ভারি চোখের পাতা পুরো মেলে রানাকে দেখল ডায়ানা কয়েক মুহূর্ত। দুষ্টুমির হাসি ফুটল মুখে। 'না, ততটা ঘনিষ্ঠ হতে হয়নি। তাছাড়া প্রফেসরও নিজের ফর্মুলা আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে এ টাই ব্যস্ত ছিল যে...অন্য আর কিছুতেই কোন আগ্রহ ছিল না তার। আমিও অবশ্য তেমন কিছু যাতে ঘটাবার সুযোগ না পায় লোকটা, সে ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম যথেষ্ট। জানতাম, হার্টবিট রেগুলেট করার জন্যে তার বুকে একটা ইলেক্ট্রোনিক পেসমেকার স্থাপন করা আছে। চরম মুহূর্তে ওটার শর্টসার্কিট ঘটে গেলে সে বড্ডো বিব্রতকর হতো আমার জন্যে।' খানিক বিরতি। 'মিস্টার মাসুদ রানা,

প্রফেসর রেমানের মত আপনাকেও কোন এইডের সাহায্য নিয়ে চলতে হয় না তো?' বক্তব্য শেষ করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকল ডায়ানা।

'নোপ!' ঠোঁট মুড়ে হাসল রানা। 'আমার সব কিছু অরিজিন্যাল, মানে ন্যাচারাল। কোন এইডের প্রয়োজন হয় না।'

'শুনে খুশি হলাম।' হাভের গ্লাস উঁচু করে ধরল মেয়েটি, 'সাম মোর?'

'নো, থ্যাঙ্কস।' উঠে রাস্তার দিকের এক জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। উঁকি দিল বাইরে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা মোটর বাইক দেখা গেল। তেমনি ঘাড় কাত করে স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো, এগজস্ট পাইপ দিয়ে হালকা নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। জানালার নিচেই খস খস আওয়াজ হতে গলা বাড়াল রানা। একটা নধর খরগোশ তুফান বেগে নাক চুলকাচ্ছে। মানুষের সাড়া পেয়ে চট্ করে পুঁতির মত চোখ তুলে তাকাল ওটা, পরক্ষণেই দুই লাফে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল। 'জায়গাটা চমৎকার নিরিবিলি।'

পিছন থেকে রানাকে দেখছিল ডায়ানা। বলল, 'হ্যাঁ। কোন হৈ-চৈ, ঝুট ঝামেলা নেই। একা একা বেশ কেটে যায় দিন।'

হঠাৎ করেই একযোগে বেশ কয়েকটা বাইক হুঙ্কার ছাড়ল। আবার তাকাল রানা সেদিকে। দশ-বারোটার কম হবে না, অনুমান করল ও। 'কেবল বাইক ক্লাবটাই গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে খানিকটা, তাই না?' চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানা, এদিকেই যেন আসছে বাইকগুলো।

'বাইক ক্লাব?' বিস্ময় ফুটল মেয়েটির চেহারায়। 'কোন বাইক ক্লাব?' রানা মোটর সাইকেলগুলোর কথা জানাতে আকাশ থেকে পড়ল সে। 'না তো! এ তল্লাটেই কোন বাইক ক্লাব নেই!'

অবাক হলো মাসুদ রানা। অন্যমনস্কের মত নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'তাহলে কারা ওরা?' মনের মধ্যে বিপদের ডঙ্কা বেজে উঠল হঠাৎ করেই। 'আপনি শিওর?' ব্যস্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। আবার তাকাল বাইরে। গাছপালার আড়ালে পড়ে গেছে বাইকগুলো, তবে এদিকেই যে আসছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ওর চেহারায় কিছু একটা দেখতে পেল ডায়ানা, মুহূর্তে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চেহারা। কোনমতে বলল, 'অফকোর্স শিওর!'

দ্রুত ওর সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'ডায়ানা, ওয়াশিংটনে টেলিফোন করেছিলেন কাল কোত্থেকে?'

'এখান থেকে!' বড় চোখ আরও বড় হয়ে উঠল মেয়েটির। 'কেন? আপনি ভাবছেন আড়ি পাতা হয়েছে আমার টেলিফোনে?'

দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল রানা। 'যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে পাতা হয়নি, ততক্ষণ আমাদের ধরে নিতে হবে হয়েছে। বাইরের বাইক গ্যাংটাকে প্রথম থেকেই সুবিধের মনে হয়নি আমার। এখন বুঝতে পারছি…ডায়ানা! গাড়ি আছে আপনার?'

'আছে।' রীতিমত কাঁপুনি উঠে গেছে মেয়েটির গায়ে। একটা ঢোঁক গিলল সশব্দে। 'পি-পিছনে, গ্যারেজে!'

'দরজা কোনদিকে?' তার বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। 'চলুন! পথ দেখান, পালাতে হবে!'

'কিন্তু কেন?' প্রায় কেঁদে ফেলেছে ডায়ানা। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে সারামুখ। 'হয়েছে কি?'

'কথা বাড়াবেন না!' ধমক লাগাল মাসুদ রানা। 'জলদি চলুন!'

আচমকা মোটর সাইকেলের গর্জন প্রায় হুঙ্কারে পরিণত হলো। সংখ্যায় ওরা কতজন কে জানে! এই কটেজের দিকেই একযোগে এগিয়ে আসছে, ওগুলোর সম্মিলিত ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসে পড়বে যে-কোন মুহূর্তে।

ডায়ানার পিছন পিছন ছুটল রানা। আগেই হাতে বেরিয়ে এসেছে ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পি. পি. কে।

চার

ঝড়ের বেগে পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। বেরিয়েই ডানে গ্যারেজ। তালা মারা নেই গেটে। রানা আগে ঢুকল ভেতরে, ধাক্কা মেরে পুরো খুলে দিল গেটের দুই পাল্লা। পরিচ্ছন্ন চেহারার একটা ফোর্ড সেলুন দাঁড়িয়ে রয়েছে ভেতরে।

'চাবিটা আমাকে দিন,' বলল মাসুদ রানা। 'খুব একটা প্লেজার ড্রাইভ হবে না ব্যাপারটা।'

কথা বলার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে মনে হলো ডায়ানার। চোখের মণি ঘন ঘন এদিক ওদিক করছে, কান খাড়া। বাইকগুলোর আওয়াজ আরও কাছে এসে পড়েছে ততক্ষণে। চাবির রিং রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে প্যাসেঞ্জারস সীটে উঠে বসল সে।

গাড়িতে চড়ার সময় পিছনের সীটে চোখ পড়ল মাসুদ রানার। গিটার তৈরির নানান সরঞ্জামে সীটটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। রোজউড প্যানেল, ফিঙ্গারবোর্ড, কয়েক স্পূল স্টীল ওয়্যার, নাইলন স্ট্রিং এবং আরও অনেক হাবিজাবি।

'পিছনের এই রাস্তা কোনদিক গেছে?' ইগনিশনে চাবি ঢোকাল মাসুদ রানা।

হাত ঘুরিয়ে দেখাল ডায়ানা। 'ওদিকে। আপনি যেদিক থেকে এসেছেন।'

ছোটখাটো হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল সেলুন, পরক্ষণেই কটেজের ওদিক থেকে কয়েকটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। এত শব্দের মধ্যেও আওয়াজটা কানে গেছে ওদের। লো গীয়ারে এনগেজড় করল রানা শিফট লিভার, তারপর ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে ঠেসে ধরল এক্সিলারেটর, সেই সঙ্গে বন বন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে লাগল ডানে। লাফ দিল ফোর্ড, গলা দিয়ে অস্ফুট একটা আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল ডায়ানার।

এরই মাঝে টের পেল রানা, মোটর বাইকগুলোর আওয়াজ পাল্টে যেতে শুরু করেছে। মনে হলো ঘুরে বড় রাস্তার দিকে ছুটছে ওরা। এদিক দিয়ে কাজ হবে না বুঝে নিয়েছে, তাই ওদিকে যাচ্ছে। রানা যখন এই রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠবে, তখন যা করার করবে। বাঁক শেষ করে রাস্তায় উঠেই আবার ডানে ঘুরল রানা, ডায়ানার নির্দেশিত পথ ধরে ছুটল জানপ্রাণ বাজি রেখে।

'বড় রাস্তায় উঠতে কতক্ষণ লাগবে?' প্রশ্ন করল ও। 'ওদের আগে পারব পৌঁছতে?'

মাথা দোলাল ডায়ানা। 'হ্যাঁ।'

মাইলখানেক চড়াই পেরোল ওরা। সামনেই ইংরেজি 'এস'-এর মত একটা বাঁক দেখে গতি সামান্য কমাল রানা, তবে একশো কিলোমিটারের নিচে নামতে দিল না স্পীডোমিটারের কাঁটা। তীক্ষ্ণ স্কিডের আওয়াজে ক্যানিয়ন কাঁপিয়ে বাঁকটা নিরাপদেই অতিক্রম করল রানা। ভয়ে অনেক আগেই চোখ বুজে ফেলেছে ডায়ানা, সেফটিবেল্ট বাঁধা থাকার পরও দু'হাতে ড্যাশ বোর্ড প্যানেল আঁকড়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে আছে।

'ভয় নেই,' ওকে আশ্বস্ত করল মাসুদ রানা। 'চোখ খুলুন। পথ দেখান।'

তার নির্দেশিত পথ ধরে মিনিট পাঁচেক কামানের গোলার বেগে গাড়ি ছোটাল রানা। তারপর গাছপালার ভেতর দিকে আরেকটা ছোট বাঁক ঘুরতেই হুশ্ করে বড় রাস্তায় উঠে এল। গাড়ি সিধে করতে করতে ভিউ মিররে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। এত দ্রুত ছুটেও শ'খানেক গজের বেশি পিছনে ফেলতে পারেনি ও রাইডারদের। পুরো রাস্তা জুড়ে আসছে ওরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।। গাড়িটা চোখে পড়তেই ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ল দলটা একযোগে। পলকে সঙ্গীদের পিছনে ফেলে কয়েক গজ সামনে চলে এল দু'জন। লীডার হবে হয়তো ও দুটো, ভাবল রানা। ছুটে আসছে অমোঘ নিয়তির মত।

সামনে সরলরেখার মত চওড়া, প্রায় ট্রাফিকশূন্য রাস্তা পেয়ে গতি ক্রমেই বাড়িয়ে চলল রানা। কিন্তু খুব একটা সুবিধে হলো না তাতে, ব্যবধান তেমন বাড়ল না মাঝখানের। মিরর থেকে নজর সরিয়ে গাড়ি চালনায় মনোনিয়োগ করল ও, মাথা নিয়োগ করল দলটাকে ফাঁকি দেয়ার ফন্দি আঁটার কাজে। আওয়াজটা এল সঙ্গে সঙ্গে। আর যা-ই হোক, ওদের কারও এগজস্ট থেকে ওটার উৎপত্তি হয়নি।

চমকে চোখ তুলল মাসুদ রানা, পিছনে তাকাল। বাঁ দিকের লীডারের হাতে একটা পিস্তল বা রিভলভার যা-ই হোক, দেখা গেল। জিনিসটা রানার চোখে ধরা পড়ামাত্র দ্বিতীয়বার গুলি করল সে। 'ঠক্' করে আওয়াজ উঠল একটা, বিদ্ধ হয়েছে গুলিটা সেলুনের পিছনদিকে। আবার গুলি হলো, 'ঠুশ্' করে ফুটো হয়ে গেল পিছনের উইন্ডশীল্ড, মাকড়সার জালের মত ফাটলে ভরে গেল প্রায় অর্ধেকটা কাঁচ, ঘোলা হয়ে গেল রানার দৃষ্টিপথ।

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা আওয়াজ বেরোল ওর। সেফটি ক্যাচ্ অফ করে ওয়ালথারটা ডায়ানার দিকে এগিয়ে দিল রানা। 'দেখুন চেষ্টা করে দু'য়েকটাকে ফেলতে পারেন কি না। গাড়ি স্লো করার উপায় নেই, এরমধ্যেই যা পারেন করুন।'

অস্ত্রটা বাঁ হাতে নিয়ে গলা বের করে দিল ডায়ানা জানালা দিয়ে। সতর্কতার সঙ্গে ছুঁড়ল প্রথম গুলিটা। শুভ লক্ষণ, ভাবল মাসুদ রানা, আতঙ্কের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে মেয়েটি। আবার গুলি করল সে। গাড়ি সামাল দিতে ব্যস্ত রানা, কাউকে বিদ্ধ করল কি না ও দুটো দেখার সুযোগ হলো না। তবে সন্তুষ্ট হলো বাইকের সম্মিলিত ক্রুদ্ধ আওয়াজ বদলে যেতে শুনে, গতি কমিয়ে দিতে ওদের বাধ্য করেছে ডায়ানা অন্তত। এরকম মুহূর্তে এ-ও কম প্রাপ্তি নয়।

মোটামুটি দম ফেলার মত ব্যবধান সৃষ্টি করতে পেরেছে রানা ফোর্ড ও বাইকগুলোর মধ্যে, মনে মনে ফন্দি আঁটছে শত্রুকে ফাঁকি দেয়ার, এমন সময় আবার

'ঠক্'। তৃতীয় গুলিটাও বিদ্ধ হয়েছে গাড়িতে। পরমুহূর্তে গ্যাসোলিনের তীব্র গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে এসে। সেরেছে! দেখতে দেখতে ফুয়েল গজের কাঁটা লাল 'ই' অর্থাৎ এম্পটির কাছাকাছি নেমে এল। এরমধ্যে গুলি শেষ করে ফেলেছে ডায়ানা।

আর ভাবনাচিন্তার সময় নেই। যা করার এখনই করতে হবে, নইলে আর কোনদিনই নয়। একাসেলারেটর ফুটবোর্ডের ভেতর সেঁধিয়ে দেয়ার জোগাড় করল রানা পায়ের চাপে। আচমকা যেন পাখা গজাল ফোর্ডের, পক্ষীরাজের মত রাস্তা ছেড়ে সাঁ সাঁ করে প্রায় উড়ে চলল ওটা। একটুও ঝাঁকি অনুভূত হচ্ছে না।

দেখতে দেখতে অনেক পিছিয়ে পড়ল বাইকের মিছিল, পরপর দুটো মারাত্মক বিপজ্জনক বাঁক নিল মাসুদ রানা। তারপর আরও দুটো। ওর অনুমান এরমধ্যে মাইলখানেক পিছনে ফেলা গেছে রাইডারদের। এই সময় কেশে উঠল ফোর্ড। ওদিকে গুলি শেষ, রিলোড করতে গিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এ পক্ষে একটা অস্ত্র, ও পক্ষে কম করেও আট-দশটা। অতএব...কি করা যায়?

একেবারে আচমকাই আইডিয়াটা এল মাথায়। নিঃশব্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার। খুশি। গিটার তৈরি এবং মেরামতের ডায়ানার বিরল একটা শখ আছে বলে মনে মনে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানাল মাসুদ রানা।।

'স্টীল ওয়্যারের একটা কয়েল তুলে আনুন!' ব্যস্ত গলায় বলল ও।

'কি?' বিস্মিত হলো ডায়ানা।

'স্টীল ওয়্যারের একটা কয়েল,' বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের সীট ইঙ্গিত করল রানা। 'আমাকে দিন, জলদি!'

দ্রুত তুলে আনল ডায়ানা ওর একটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গতি কমে এল কারের, পরপর দুটো ঝাঁকি খেলো ওটা। দু'পাশে ছোট-বড় ঝোপঝাড়ে পূর্ণ—এমন একটা জায়গা দেখে ব্রেক কষল মাসুদ রানা। 'নেমে পড়ুন,' রাস্তার ওপারে, বাঁ দিকে, একটা ইউটিলিটি পোলের কাছঘেঁষা একটা ঝোপ দেখাল ও তাকে। 'ওটার আড়ালে চলে যান। বসে থাকুন।'

'আপনি?' ত্রস্ত পায়ে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'যা বলছি তাই করুন!' কঠিন গলায় ধমকে উঠল রানা। 'গেট লস্ট!'

কয়েলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মেয়েটি, একবার রানা, একবার ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল, তারপর ছুটল আত্মগোপন করতে, এর মধ্যেও পিস্তলটা ফিরিয়ে দিয়ে যেতে ভোলেনি সে। এদিকে কয়েলে পেঁচানো সরু তারের বাইরের প্রান্ত ইউটিলিটি পোলের সঙ্গে কয়েকটা প্যাঁচ ও গিঁঠ দিয়ে যথাসম্ভব শক্ত করে বাঁধল মাসুদ রানা। বাঁধনটা টেনেটুনে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো, খুলবে না। তেমন বড় ধরনের গাড়ি-টাড়ি যদি দুর্ভাগ্যবশত রানার ইচ্ছে পূরণের আগেই এসে না পড়ে, সরাসরি ধাক্কা না খায়, ছিঁড়বেও না।

ওয়্যার ছাড়তে ছাড়তে কয়েলটা নিয়ে রাস্তার এপারে, গাড়ির কাছে ছুটে এল মাসুদ রানা, জানালা দিয়ে ওটা ভেতরে ছুঁড়ে মেরে ঝটপট উঠে পড়ল ড্রাইভিং সীটে। স্টার্ট তখনও বন্ধ হয়নি সেলুনের, মৃতপ্রায় এঞ্জিন চলছে কোনমতে। গীয়ার দিল রানা, আল্লার নাম স্মরণ করে চাপ দিল একসিলারেটরে। বহু কষ্টে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরগতিতে গড়াতে শুরু করল চাকা। আরেকবার 'খক্' করে উঠল সেলুন যক্ষ্মা-রোগীর

মত, শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। না, গড়াচ্ছে ব্যাটা! মন্থর গতিতে।

অনেক কসরত করে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ওটাকে চোখের আড়ালে নিয়ে এল মাসুদ রানা, অনুমান করল, খোঁজাখুঁজির চেষ্টা না করলে সহজে কারও চোখে পড়বে না গাড়িটা রাস্তা থেকে। সময় বয়ে যাচ্ছে হু-হু করে, বাইকের সম্মিলিত গর্জন বাড়ছে ক্রমেই। পৌঁছে গেল বলে ওরা। দ্রুত হাতে ফোর্ডের দরজার ফ্রেমের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেনে কয়েলটা পেঁচাল রানা, সতর্ক নজর রেখেছে যেন রাস্তার ওপারের পোলে বাঁধা প্রান্তের সঙ্গে সমান্তরাল থাকে এ প্রান্ত। এতেই ঘাম ছুটে গেছে ওর, মাথা ভিজে চুলের ডগা বেয়ে টপ্ টপ্ ঝরছে ঘাম।

সন্তুষ্ট হলো রানা তারটা সমান্তরাল আছে দেখে, টান টান হয়ে ভাসছে শূন্যে। এঞ্জিন আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেছে ফোর্ডের কখন যেন। কয়েলটা দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ওপাশের বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে বসল মাসুদ রানা, মুখ রাস্তার দিকে। দু'পা উল্টোদিকের দরজায় বাধিয়ে নিজেকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এবার আস্তে আস্তে টানতে লাগল রানা কয়েলটা। শক্তিতে যতটা কুলায়, টেনে আনতে লাগল ওটা নিজের দিকে। বাইরের ঝোলানো তারে টান পড়ছে একটু একটু করে, বোঝা গেল স্পষ্ট। শক্তি খাটাতে গিয়ে ঠোঁট সরে গেছে রানার, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কুকুরের মত।

সর্বোচ্চ টেনশনে পৌঁছে গেছে তার টানের চোটে, ওভাবেই ধরে থাকল রানা কয়েলটা। রাস্তা থেকে চার ফুট উঁচুতে ভাসছে রূপালী, সূক্ষ্ম স্টীল ওয়্যার, বাতাস তার গা ছুঁয়ে শন্-শন্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে, থেকে থেকে রোদের ছোঁয়া পেয়ে চিক্-চিক্ করে উঠছে ওটা। এরই মধ্যে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে মাসুদ রানা। স্থির দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে চলেছে, ওদের চোখে যেন না পড়ে···ওদের চোখে যেন না পড়ে! আর কতদূরে আছে ওরা? এত দেরি হচ্ছে কেন?

ভাবনাটা পুরো হওয়ার আগেই শেষ বাঁক ঘুরল বাইক বাহিনী। না, লীডার দুটো কেবল, বাকিরা এখনও আড়ালে। ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতায় মেতেছে যেন ওরা দু'জনে, ছুটে আসছে বাতাসের আগে আগে। ডানমুখো বাঁকটার মুখে পৌঁছে ডান হাঁটু বাইরের দিকে যতটা যায় ছড়িয়ে দিল ওরা, কাত হয়ে প্রায় পড়ো পড়ো অবস্থায় শেষ করল বাঁক নেয়া। সঙ্গে সঙ্গে সিধে হলো বাইক দুটো, বাঁক নেয়ার মুহূর্তে সামান্য আগে-পিছে হয়ে গিয়েছিল। সমান সমান, পাশাপাশি হলো আবার।

সময় থমকে গেল। ডায়ানা মিথ্যে হয়ে গেল। মিথ্যে রাহাত খান। বি.সি.আই, সোহেল, গোরোডিন সব মিথ্যে। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। আছে কেবল মাসুদ রানা নিজে, ওর সামনে ভাসমান স্টীলের তারটা, আর ছুটে আসতে থাকা ওই ওরা। লতাপাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে রানা বিস্ফারিত চোখে। আর একটু···আর একটু!

তুমুল গতিতে এসে পড়ল দুই লীডার, একই সঙ্গে পড়ল তারের ওপর কয়েল ধরা দু'হাত জোর এক ঝাঁকি খেল মাসুদ রানার। দূর থেকে দেখে মনে হলো কোন বিষয়ে একই সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছল যেন ওরা, মৃদু মাথা ঝাঁকাল সম্মতি প্রকাশের ভঙ্গিতে, পরমুহূর্তে দৃশ্যটা হলো দেখার মত।

সার্কাসে বড় অদ্ভুত ধরনের খেলা দেখাচ্ছে যেন একজোড়া রাইডারস হেলমেট পরা ছিন্ন মাথা, লটকে থাকল তারের ওপর। তলা দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল আজব

কিসিমের মুণ্ডহীন বাইক সওয়ার একজোড়া ধড়। তারপর, যেন এক যুগ পর, নড়ে উঠল মুণ্ডজোড়া, ঠক্ ঠক্ করে আছড়ে পড়ল অ্যাসফল্টের হাইওয়ের ওপর, ঢালু বলে টেনিস বলের মত ড্রপ্ খেতে খেতে ফেলে আসা পথের দিকে গড়িয়ে চলল রক্তাক্ত, লম্বাটে সকার বলের মত।

ওদিকে মুণ্ড খুইয়েও থামল না ধড়সর্বস্ব দুই লীডার, গতির তোড়ে আরোহীদের বেশ কয়েক গজ এগিয়ে নিয়ে গেল নিয়ন্ত্রণহীন যান্ত্রিক সওয়ারী, এবং অবশেষে 'দড়াম' 'দড়াম'! আছড়ে পড়ল তারা। বাইকসহ গড়িয়ে গড়িয়ে, ডিগবাজি খেতে খেতে নামতে শুরু করল পিছনদিকে। ততক্ষণে তাজা রক্তে ভেসে গেছে রাস্তা, স্রোতের মত নামছে রক্ত। এমন সময় শেষ বাঁক ঘুরল চার-পাঁচজন রাইডার। সামনের দৃশ্য দেখল, কিন্তু কিছু করার ছিল না তখন তাদের।

থেমে পড়া উচিত, ব্রেক কষা উচিত, বুঝল ঠিকই তারা। কিন্তু সে বোঝা মস্তিষ্ক হয়ে পা পর্যন্ত পৌঁছার আগেই রক্তের নহরের ওপর বাইক তুলে দিল একজন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক আছাড়ে হাড়গোড় চুরমার হয়ে গেল তার। দেখতে দেখতে আরও চারজন এসে পড়ল তার ওপর। কমবেশি একই অবস্থা হলো প্রত্যেকেরই।

পিছনের আর যারা আছাড় খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল দৌড় পাল্লায় পিছিয়ে থাকার কারণে, সামনের অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে 'চারো চাক্কা জাম' হয়ে গেল তাদের। থতমত খেয়ে থেমে পড়ল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ভয়ে ভয়ে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি করবে। এক্সট্রা ক্লিপ থেকে ছোঁড়া মাসুদ রানার প্রথম গুলিটা একজনের উরুতে বিঁধতেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল, বাইক ঘুরিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল তারা।

ক্রমে মিলিয়ে গেল বাইকের আওয়াজ। তারও অনেকক্ষণ পর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ডায়ানা ডানকান। পায়ে পায়ে আহত ও মৃত, অজ্ঞান দেহগুলোর কাছে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মাসুদ রানার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল এসে। ওর কাঁপুনি টের পেল রানা।

'কারা এরা, রানা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'মুমুরা উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যারা দায়ী, যারা নিউ ইয়র্ক উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে, তাদেরই সাঙ্গপাঙ্গ,' অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল মাসুদ রানা।

'কিন্তু···কিন্তু ওরা আমার টেলিফোন ট্যাপ করা প্রয়োজন আছে ভাবল কেন? আমি তো এর কোনকিছুর সঙ্গেই জড়িত নই!'

'আজ হয়তো নন, কিন্তু একসময় প্রফেসর রহমান তার স্কীম বিস্তারিত জানিয়েছিল আপনাকে। কথাটা ভোলেনি সে। তাই মুমুরা ঘটনার পর আপনার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না, সে প্রসঙ্গ নিয়ে কারও সঙ্গে কোন আলাপ করেন কি না জানার জন্যে আপনার ফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা নেয় সে। এবং আমার ধারণা, এটা বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছে, ওই বিস্ফোরণের পর থেকেই। অবশ্য, ওরা যেদিন মার্কিন সরকারকে নিজেদের দাবি জানায়, সেদিন থেকেও হতে পারে।'

'কাদের নেতৃত্বে কাজ করছে ওরা?'

ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। 'ডায়ানা, এ ব্যাপারে যত কম জানবেন, ততই ভাল হবে আপনার। বেশি জানা মানেই বেশি বিপদ।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মেয়েটি। মনে হলো যেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'বেশ।'

'আমি দুঃখিত, ডায়ানা। কিন্তু এ লাইনটাই এমনি। যেমন স্পর্শকাতর, তেমনি বিপজ্জনক। এখানে যত কম জানা যায়, তত বেশিদিন বাঁচা যায়।'

'আমি কিছু মনে করিনি,' হাসল মেয়েটি।

'গুড গার্ল!'

'সে তো হলো, এখন বাসায় ফিরব কি করে?'

'বাসায় মানে?'

'বাহ্! বাসায় যেতে হবে না?'

এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাল ও। 'উঁহুঁ! হবে না।'

'কেন? এখন আর ভয় কি?'

'ভয়ের দেখেছ কি, মেয়ে? সবে তো শুরু হলো!'

হতাশায় দু'কাঁধ ঝুলে পড়ল ডায়ানার। 'তাহলে? কোথায় যাব আমি এখন?'

'আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে।' পিস্তল হোলস্টারে গুঁজল মাসুদ রানা।

'উঁম্‌ম্‌!' চোখেমুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটল ডায়ানার। 'তাতে রাজি আছি আমি। তোমার সঙ্গে যেতে কোন আপত্তি নেই।'

রানাও হাসল। 'ঠিক আছে, এবার চলো। ধারেকাছে কোন দোকান টোকান আছে কি না খুঁজে দেখতে হবে। ফোন করতে হবে।'

'কোথায়?'

'ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানিতে।'

কেবল ট্যাক্সি কোম্পানিতেই নয়, স্থানীয় জেআইসি বা জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি ইন চার্জকেও টেলিফোন করল মাসুদ রানা।

পাঁচ

মালিবু। চিত্রতারকাদের চিত্ত বিনোদন, খেলাধুলা এবং পয়সাওয়ালাদের উইক এন্ড কাটানোর জায়গা। সি.আই.এ-র হাইডআউটের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে ক্যাব ছেড়ে দিল মাসুদ রানা।

পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে বাড়িটার ওপর চোখ বোলাল। অত্যাধুনিক দোতলা ভবন। রেডউড ও কাঁচের তৈরি কাঠামো। প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের পাশে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। চারদিকে সাত ফুট উঁচু ফেন্স, ভেতরে মনোহর ফুলের বাগান।

পকেট থেকে চীফ অ্যাডভাইজার উইলিয়াম পেরির দেয়া চাবি বের করে মেইন দরজা খুলল মাসুদ রানা। নিচতলার প্রায় পুরোটাই জুড়ে রয়েছে বিশাল লিভিংরুম। পুরু কার্পেট, আরামদায়ক আসবাব—সোফা সেট, কুশনমোড়া চেয়ার সেট, ডিভান, বিশালাকার টেলিভিশন ইত্যাদিতে ঠাসা। ঘরের শেষ প্রান্তে একটা মিনি কিচেন। এ দুইয়ের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা দশ ফুট লম্বা কাঠের তৈরি সুন্দর,

নকশাতোলা বার।

বারের উল্টোদিকের দেয়ালঘেঁষে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। ওপরে ত্রি-মুখি এক ল্যান্ডিঙে গিয়ে ঠেকেছে ওটা। ল্যান্ডিং তিনটে ওপরতলার তিন করিডরের মিলনক্ষেত্র। প্রতি করিডরে রয়েছে দুটো করে রাজকীয় বেডরুম। পুরো বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা। থেকে থেকে 'হাউ লাভলি!', 'হাউ বি-উটিফুল!', 'ও-ও ডিয়ার!' ইত্যাদি নানান বিস্ময় ধ্বনি বেরোচ্ছে ডায়ানার গলা দিয়ে। একটু আগের শেয়াল তাড়া খাওয়ার কথা মনে হলো বেমালুম ভুলে গেছে মেয়েটি।

মালিবু কেন আসতে হয়েছে, পথে তাকে জানিয়েছে মাসুদ রানা। এ মুহূর্তে সান্টা মনিকায় ডায়ানার থাকা নিরাপদ নয়, আপাতত কিছুদিন এখানে থাকতে হবে তাকে, জানে মেয়েটি। ঘুরে ঘুরে একটা বেডরুম পছন্দ হলো তার। 'এটাতেই থাকব আমি,' ঘোষণা করল ডায়ানা।

নিচে বারের কাছে চলে এল ওরা। হরেক রকম পানীয়ে ভর্তি ওর কেবিনেট, একেবারে ঠাসা। কিন্তু এ মুহূর্তে পান করার ইচ্ছে জাগল না কারও। ডায়ানা বাথরুম খুঁজতে লেগে গেল, মাসুদ রানা ডুবে গেল মিশনের ভবিষ্যৎ চিন্তায়। ডায়ানা যে তথ্য দিয়েছে, তা অনেকটা 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' গোছের। খুব একটা উপকার হয়নি, এগিয়ে যাওয়ার যে পথের সন্ধানে ছিল রানা, তার কোন হদিস দিতে পারেনি মেয়েটি। লাভের মধ্যে হয়েছে এই, রাইডারদের তৎপরতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে প্রফেসর আনিসুর রহমান সত্যি সত্যি জড়িত মুমুরা বিস্ফোরণের সঙ্গে। সে-ই তৈরি করেছে ওই বিশেষ বোমা।

'পেয়েছি!' ডায়ানার গলা চিন্তার সুতো ছিঁড়ে দিল রানার। ওর মুখোমুখি, ঘরের অন্য মাথায় কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। তার পিছনে, দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা আধখানা চাঁদ আকৃতির ঝকঝকে একটা ব্রাস রেইলের সঙ্গে খুব পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ এক ধরনের পর্দার ওপাশে দেখা গেল বড় এক রোমান বাথটাব। বাথরুম। আগে চোখে পড়েনি রানার। টাবের পিছনের দেয়ালটা দেয়াল নয়, পুরোটাই একটা আয়না। এমনিতে তো বটেই, রানা যেখানে বসে আছে; বারের দিকে পিছন ফিরে, পর্দা টানা থাকলেও কে কি করছে ভেতরে পরিষ্কার দেখা যায়।

'গোসল করে পরব কি?' বলল ডায়ানা। 'কাপড়-চোপড় কিছুই তো আনা হয়নি।'

'বেডরুমের ওয়্যারড্রোবগুলোয় খুঁজে দেখো, কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।' সিগারেট ধরিয়ে আবার ধ্যানে বসল রানা।

মিনিট তিনেকের মধ্যে ফিরে এল মেয়েটি চমৎকার এক ভেলোর রোব আর একটা টাওয়েল নিয়ে। 'বাথরুমে' ঢুকে পাতলা পর্দাটা টেনে দিয়ে কাজে লেগে পড়ল। রোব-টাওয়েল ব্র্যাকেটে রেখে ঢোলা ব্লাউজটা খুলল সে, তারপর জিনস। সবশেষে একটা স্ট্রাইপড্ বিকিনি। সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে গেল ডায়ানা। মুচকে হেসে চোখ ফিরিয়ে নিল মাসুদ রানা।

আয়না দেয়ালটা সামনের দিকে ঢালু, স্পষ্ট দেখা যায় সবকিছু। নিশ্চিত জানে রানা, ও যে ভেতরটা ইচ্ছে করলেই দেখতে পারে, তা ডায়ানাও খুব ভালই বোঝে। টাবে লিকুইড সাবান মেশাল ও প্রথমে, তারপর অযথা সময় নিয়ে নিজের সুন্দর দেহটা

আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কি মনে করে জিভ ভ্যাংচাল নিজেকেই। উঠে টেলিফোনের দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। একটু আগের ঘটনাটা উইলিয়াম পেরিকে জানানো দরকার।

কিন্তু রিসিভারের দিকে হাত বাড়াতেই রানাকে অবাক করে দিয়ে বেজে উঠল ফোনটা মৃদু 'কির কির' শব্দে। ইতস্তত করল ও খানিকক্ষণ, তারপর তুলল রিসিভার। 'ইয়েস!'

'প্লীজ, হোল্ড অন স্যার। মিস্টার উইলিয়াম পেরি কথা বলবেন।'

'ঠিক আছে।' আড়চোখে লক্ষ করল রানা, ডায়ানা স্থির হয়ে গেছে। টাবে শুয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে।

'কে, রানা?' হাঁক ছাড়ল ডায়ানা।

মাউথপীস চেপে ধরে বলল ও, 'পরে শুনো। তাড়াতাড়ি বেরোও! এতবড় ধাড়ি মেয়ে ন্যাংটো হয়ে গোসল করে, যত্তোসব!' পরক্ষণে লাইনে মন দিল। 'হ্যাঁ, বলছি।'

'ওদিকের খবর কেমন?'

'মোটামুটি, স্যার!'

'মেয়েটির ভাণ্ডারে মূল্যবান কিছু আছে?'

হাসি চাপল মাসুদ রানা। পর্দার আড়ালে ডায়ানা তখন তার মূল্যবান দেহ নিয়ে টাব ছেড়ে উঠে আসছে। অনেক কিছু আছে, মনে মনে বলল ও। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। কিছুটা অগ্রগতি অন্তত হয়েছে।'

'যেমন?'

রানাকে প্রফেসর আনিসুর রহমান সম্পর্কে যা যা বলেছে ডায়ানা, সংক্ষেপে চীফ অ্যাডভাইজারকে তা জানাল ও। 'প্লাস্টিক নিউক্লিয়ার বোমা?' হঠাৎ যেন অতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন পেরি।

'হ্যাঁ।'

'মিলে যাচ্ছে।'

'কি বললেন?'

'মিস্টার রানা, এদিকে হঠাৎ করেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। তবে এ নিয়ে ফোনে আলোচনা করতে চাই না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়াশিংটনে আপনাকে প্রয়োজন আমার।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি,' বলল ও। ভাবল, কী এমন গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটল এর মধ্যে?

'আপনি একা না, ডায়ানাকেও নিয়ে আসতে হবে। তাকেও প্রয়োজন। বুঝতে পেরেছেন তো?'

ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'বুঝেছি।'

'ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে আপনাদের রিটার্ন ফ্লাইটের ব্যবস্থা করছি। ততক্ষণ অপেক্ষা করুন, কেমন? আর হ্যাঁ, ওখানে কি ঘটেছে শুনেছি আমি। ওখানকার জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটির ইন চার্জ জানিয়েছে আমাকে টেলিফোনে। থ্যাঙ্ক গড, আপনাদের কিছু হয়নি।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'এতক্ষণে হয়তো জায়গাটা 'ক্লীন' করে ফেলেছে তার লোকজন। তো···অলরাইট, রাখি তাহলে?'

'অলরাইট, স্যার।'

'বাই দেন।'

'বাই।'

রিসিভার ক্রেড্‌লে রেখে মুখ তুলল মাসুদ রানা। তোয়ালে দিয়ে ডলে ডলে গা মুছছে ডায়ানা ডানকান। 'সিআইএ-র হাইডআউটগুলো দারুণ!' বলে উঠল মেয়েটি, 'তাই না, রানা? এত সব আয়োজন, বাপ্‌রে!'

'এটার বেলায় কথাটা খাটলেও সবগুলোর বেলায় খাটে না। এখানে-ওখানে এগুলোর বেশ কয়েকটায় আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে মাঝেমধ্যে। তার কোন কোনটিতে বাস করা নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ করেছি আমি ইঁদুরের সঙ্গে, এতই হদ্দ নোংরা।'

'বলো কি! এত বাজে?'

'এবং নোংরা ও জঘন্য।'

সিধে হলো ডায়ানা। অজান্তেই ঢোঁক গিলল মাসুদ রানা। চোখ ফেরাতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো ওকে নিজের সঙ্গে। 'তা-ও ভাল।' তোয়ালে রেখে রোবটা পরল ডায়ানা। 'এখানে অন্তত সে ঝামেলা নেই।'

'তোমার জন্যে কোন ড্রিঙ্ক বানাব?' প্রশ্ন করল রানা। কেবিনেটের খোলা দরজা দিয়ে ঝুঁকে স্টক পরখ করে দেখছে ও।

'হ্যাঁ, প্লীজ।'

আধ গ্লাস করে মার্টিনি ঢালল রানা। খানিকটা করে লেবুর রস চিপে দিল দুটোতেই। এই সময় পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি। রোবটা একটু যেন খাটোই হয়েছে ওর, উরু আর নিতম্বের সংযোগস্থল পর্যন্ত নামানো গেছে টেনেটুনে। ফর্সা, লোভনীয় উরুর প্রায় পুরোটাই দেখা যায়।

'আমার মত লম্বা মেয়ের জন্যে নয় এটা,' মন্তব্য করল ডায়ানা। 'বেশ খাটো হয়ে গেছে।'

'আমার তা মনে হয় না। ওটায় বরং ভালই লাগছে তোমাকে,' একটা গ্লাস এগিয়ে দিল রানা তার দিকে।

'ধন্যবাদ। ফোনটা কোত্থেকে এসেছিল?'

'ওয়াশিংটন। যেতে হবে ওখানে আজই। খুব জরুরী।'

'তাই?' হঠাৎ করে মুখটা আশ্চর্যরকম ম্লান হয়ে গেল ডায়ানার। 'আজই চলে যাবে? কখন?'

ঘড়ি দেখল রানা। 'ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই। এবং তুমিও যাচ্ছ আমার সঙ্গে।'

'আমি! কেন?' হতভম্ব দেখাল ওকে। কথাটা বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে দ্বিধায় পড়েছে।

'খুব সম্ভব তোমাকেও যুক্ত করা হয়েছে আমার সঙ্গে। ঠিক জানি না, ওখানে গেলে জানা যাবে।'

'কোন মিশন?' রানার উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না সে। 'ভালই হলো,' বলেই

শিউরে উঠল ওর আপাদমস্তক। মনে হলো হিমশীতল বাতাসের ঝাপটা আচমকা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল তাকে।

গ্লাস মুখে তুলতে গিয়েও থেমে গেল মাসুদ রানা। অবাক চোখে তাকাল মেয়েটির দিকে। 'কি হলো?'

'ডিলেইড রিঅ্যাকশন, বোধহয়। হঠাৎ রাইডারদের কথা মনে পড়ে গেল। উহ্! কী একটা অভিজ্ঞতা! এত রক্ত জীবনেও দেখিনি আমি।'

গ্লাস রেখে এগিয়ে এল ডায়ানা। দুই পেলব বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল রানার কোমর। ওর নরম বুকের চাপ অনুভব করল রানা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুকটা।

'আমার খুব ভয় করছে, রানা,' ফিস ফিস করে বলল ডায়ানা। 'খুব ভয় করছে। আমার জন্যে, তোমার জন্যে, পৃথিবীর সবার জন্যে ভয় করছে। কবে শেষ হবে এ দুঃস্বপ্ন, কে জানে!'

ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা আলতো করে। 'খুব শিগ্‌গিরই শেষ হবে। শান্ত হও। সে চিন্তা আমাকে করতে দাও।' উঁচু হয়ে মৃদু চুমু খেলো মেয়েটি ওর ঠোঁটে। ডায়ানার গায়ে সাবানের মিষ্টি গন্ধ পেল মাসুদ রানা। মুখ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সজোরে আঁকড়ে ধরেছে সে ওকে। অস্থির হয়ে পড়েছে মেয়েটি হঠাৎ করেই।

বাধ্য হলো রানা গ্লাস রেখে দিতে।

ডালেসে ফিরল ওরা মাঝরাতের পর। ওখান থেকে সোজা ওভাল। এখানকার ভাব-চক্কর বেশ দ্বিধায় ফেলে দিল ডায়ানাকে। চারদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছে ও। এবার আর ভেতরে নয়, বিশাল লাউঞ্জে বেরিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা জানালেন উইলিয়াম পেরি। পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নিজের অফিসে।

ব্যস্ত মানুষ, হাঁটার মধ্যেই ডায়ানা ডানকানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিয়েছেন। সবার জন্যে কফি পরিবেশন করতে বলে কাজের কথা পাড়লেন তিনি। 'আজ সকালে ফোর্ট লডারডেল থেকে এক লোককে আটক করেছে এফ.বি.আই। লোকটির নাম জুয়ান এসকোবার। ক্যারিবিয়ান এক ক্রুজ শিপ কারিনা-য় চাকরি করে সে, সীম্যান। কাস্টমস চেকিঙের সময় সন্দেহজনক আচরণ করছিল জুয়ান। একটাই লাগেজ ছিল তার সঙ্গে, একটা সুটকেস। তবে ভেতরে নিষিদ্ধ পণ্য ছিল না কোন।

'সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরিডা কর্তৃপক্ষ জানায় আমাকে বিষয়টা। আমি ওদের নির্দেশ দেই লোকটাকে আটক করার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে জুয়ানকে, কিন্তু তেমন কিছু বের করা যায়নি। তারপর,' সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন চীফ অ্যাডভাইজার। দুই কনুই দিয়ে দেহের ভর রাখলেন টেবিলে, দু'হাতের আঙুল একটা অন্যটার কনুইয়ের সামান্য ওপরের মাংসল অংশ আঁকড়ে ধরল। 'ফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলার সময়, আপনি যখন মিস্ ডায়ানা প্রফেসর আনিস নিউক্লিয়ার প্লাস্টিক বোমা তৈরি করতে সক্ষম বলে জানিয়েছেন বললেন, তখনই বুঝে ফেললাম।

'এফ.বি. আইয়ের ল্যাবে জুয়ানের সুটকেসটা পরীক্ষা করিয়েছি। ওটার ল্যাচে একটা মাইক্রো ইলেক্ট্রোনিক ডেটোনেটর পাওয়া গেছে, যা লং ডিসট্যান্স রেডিও

সিগন্যালের সাহায্যে অ্যাকটিভেট করা সম্ভব। আরেকটা জিনিস, ল্যাচে খোদাই করা আছে একটা কঙ্কালের মাথা এবং দুটো হাড়, বিপদজ্জনক বোঝাতে যে সাইন ব্যবহৃত হয় সাধারণত, সেই সাইন।' কি কি জানা গেছে লোকটির কাছ থেকে, সংক্ষেপে জানালেন তিনি রানাকে।

'কোথায় আছে এখন লোকটা?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'এখানেই আছে। আপনি কথা বলতে চাইবেন ভেবে নিয়ে এসেছি।'

'গুড।'

ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন চীফ অ্যাডভাইজার। 'সীম্যান লোকটাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

এক মিনিট পর দুই দীর্ঘদেহী নিরাপত্তা প্রহরীর সঙ্গে ভেতরে ঢুকল এক মাঝারি উচ্চতার লোক। নাক নকশা, গায়ের রঙে বোঝা যায় লোকটি দক্ষিণ আমেরিকান। তাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল প্রহরী দু'জন। চোখ ইশারায় লোকটিকে বসতে বললেন পেরি। রানা ও ডায়ানাকে দেখল লোকটা, তারপর বসল। ওদের থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। দক্ষিণ আমেরিকানের মুখোমুখি দাঁড়াল এসে। অভিব্যক্তিহীন চাউনি। 'তোমার কাহিনী শোনা যাক।'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল নাবিক। 'এর মধ্যে বোধহয় বিশ-পঁচিশবার বলে ফেলেছি যা বলার ছিল।'

'আরেকবার বলো,' বলল রানা কঠিন কণ্ঠে। 'আমাকে।'

ওর চোখে চোখে তাকাল লোকটা, তারপর গলা খাঁকারি দিল। 'মানুষটা খুব লম্বা চওড়া, গায়ের রং প্রায় লালচে। আমাকে পাঁচশো ডলার আর সুটকেসটা দিয়ে বলল, কয়েকদিন ঘুরেফিরে এসো। মৌজ করে এসো সেনিয়রিটাদের সঙ্গে।'

'কোত্থেকে ঘুরে আসতে বলা হলো?'

'ক্লিভল্যান্ড থেকে।'

'তারপর?'

'তারপর···আমি রাজি হলাম। না হওয়ার কোন কারণ নেই, পাঁচশো ডলার আমার জন্যে অনেক। সুটকেস নিয়ে আমি যখন আমার জাহাজ ত্যাগ করে নেমে আসছি, তখন আরও পাঁচশো ডলার দেয় সে আমাকে। বলে, সুটকেসটা ক্লিভল্যান্ডের যে কোন এক লকারে রেখে দিতে পারলেই আমার কাজ শেষ। তারপর কয়েকদিন আনন্দ ফুর্তি করে কারিনায় ফিরে যেতে হবে। ব্যস্, এর বেশি আর কিছু জানি না আমি। কসম!'

'জাহাজের নাম কি তোমার? কি ধরনের জাহাজ?'

'কারিনা। প্রমোদতরী ওটা।'

'যার কথা বলছো, সে কে? কি নাম?'

'নাম জানি না। কেবল জানি কারিনার নতুন মালিক সে। যখন যে পোর্ট থেকে ইচ্ছে কারিনায় চড়ে মানুষটা, আবার নেমে যায় যেখানে খুশি। লোকটাকে ভয় করে সবাই যমের মত, আমিও। যখন কোন হুকুম করে, সঙ্গে সঙ্গে পালন করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রত্যেকে। ভীষণ খেপে যায় সে আদেশ পালনে একটু দেরি হলেই।'

কপাল কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'কারিনার নতুন মালিক লোকটা?'

'সি।'

'কতদিন আগে ওটা কিনেছে সে?'

'চার-পাঁচ মাস আগে।'

'হুঁম! বলে যাও।'

'আমাদের সঙ্গী পুরনো ক্রু-দের বেশিরভাগকেই ছাঁটাই করে দিয়েছে লোকটা। কেবল আমাকে আর দু'চারজনকে রেখেছে। বেশ কিছু নতুন ক্রু নিয়োগ করেছে সে কারিনায়, তারা আমাদের মত সাউথ আমেরিকান নয়। কেমন এক ভাষায় কথা বলে তারা, ফানি টকিং মেন। আমাদের থেকে সব সময় দূরে দূরে থাকে।'

'এই মালিক লোকটা সম্পর্কে আবার বলো।'

'লোকটা কারিনার নতুন মালিক, এর বেশি জানি না তার সম্পর্কে। চেহারা ভয়ঙ্কর, গলার স্বর খুব মোটা, গম্ভীর। ষাঁড়ের মত চওড়া কাঁধ।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে উইলিয়াম পেরির দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'বর্ণনা শুনে মনে হয় এ সেই রেড আর্মির কর্নেল, আনাতোলি শেভচেঙ্কো,' বললেন তিনি।

'এর সঙ্গে আর কাউকে কারিনায় চড়তে দেখোনি?' এসকোবারের দিকে ফিরল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, দু'বার আরেকজনকেও দেখেছি সঙ্গে। খুব লম্বা সে, স্বাস্থ্য লিকলিকে। রূপালী চুল। মনে হয় এর ক্ষমতা নতুন মালিকের চেয়েও বেশি। মাঝে মাঝে তাকেই অর্ডার করে এই লোকটা।'

'সের্গেই গোরোডিন!' অ্যাডভাইজারের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করল রানা।

মাথা দোলালেন তিনি। 'ঠিক। ক্রেমলিনের হার্ডলাইনার মিলিট্যান্টদের নেতা। বর্তমান, না সত্যিই এক্স, কে জানে!'

ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শিস বাজাল মাসুদ রানা। ট্রাউজারের পকেটে দু'হাত ভরে পায়ে পায়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। নজর মাটিতে, জুতোর ডগায়। অন্যমনস্ক। দেয়াল পর্যন্ত গিয়ে থামল ও, অ্যাবাউট টার্ন করল। ফিরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল নাবিকের। চাউনি শীতল, কঠোর। সহ্য করতে পারল না এসকোবার, বাধ্য হলো চোখ নামিয়ে নিতে।

'জুয়ান,' বলল ও, 'তুমি হয়তো শুনে থাকবে এ দেশে অপরাধীদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা হয়ে থাকে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ ভেতরে কি আছে না জেনে সুটকেসটা বহন করে তেমন কোন অপরাধ করোনি তুমি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি অন্য রকম। বেশ জটিল। যে করেই হোক, এই জটিলতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ তুমি। এতক্ষণ যা বললে, তা সত্যি হলে তোমার যাতে জেল-জরিমানা না হয় সে আমি দেখব। এবং যদি মিথ্যেও হয়, তা-ও আমি দেখব। আমার দেখার পর বেঁচে অবশ্য থাকবে তুমি, তবে জীবনে আর কোনদিন সেনিয়রিটাদের কাছে যাওয়ার উপায় থাকবে না তোমার। বুঝতে পেরেছো?'

চোখ বড় হয়ে উঠল জুয়ানের। সশব্দে ঢোক গিলল সে। 'সি, সেনিয়র! মায়ের কসম, মিথ্যে বলিনি আমি একটুও। কারিনার আরও দুইজন ক্রু-কে দুই জায়গায়

পাঠিয়েছে লোকটা সুটকেস নিয়ে। কিন্তু সে সব জায়গার নাম জানি না আমি, আই সোয়্যার! বিশ্বাস করুন, সেনিয়র!'

বুঝল রানা, মিথ্যে বলেনি জুয়ান এসকোবার, সত্যিই বলেছে। উইলিয়াম পেরির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। ভেতরে এল আবার দুই প্রহরী, নিয়ে গেল লোকটিকে। 'কারিনার নতুন মালিক এবং রুট সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন নিশ্চই?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। কারিনা ভেনিজুয়েলান পতাকাবাহী বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। সাত মাস আগে হঠাৎ একদিন শেভচেঙ্কো ওটার প্রাক্তন মালিকের সঙ্গে দেখা করে ওটা তার কাছে বিক্রি করে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু রাজি হয়নি মালিক। পরে অবশ্য রাজি হয়েছে, প্রায় দ্বিগুণ দামে, নগদ অর্থে কারিনা কিনে নেয় শেভচেঙ্কো। নিজেকে তার কাছে পানামার কোন এক হ্যালসিয়ন ক্রুজ কোম্পানির মালিক বলে পরিচয় দেয় সে। দেখা গেছে, এই নামে কোন কোম্পানির অস্তিত্বই নেই পানামায়।'

'জাহাজটা আটক করা যায় না?' বলে উঠল ডায়ানা ডানকান। 'রাসকিটাকে ধরতে পারলে···।' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল সে।

'শুনলেই তো, সব সময় কারিনায় অবস্থান করে না লোকটা, যখন খুশি চড়ে, যখন খুশি নেমে যায়। আর এর মধ্যে মাত্র দু'বার গোরোডিনকে কারিনায় চড়তে দেখছে এসকোবার। ওদের ছাড়া জাহাজ ধরে কোন লাভ হবে না। আর ওদের সুদ্ধ আটক করতে চাইলে কতদিন সময় লাগবে তার ঠিক কি? তাছাড়া এখনই যদি আটক করাও হয় জাহাজ, ওতে যাদের পাওয়া যাবে, তাদের জেরা করে যদি জানা সম্ভবও হয় যে অন্য সুটকেস দুটো কোথায় আছে, বা বোমাগুলোর ডেটোনেটিং ডিভাইসটাই বা কোথায়, তাতেও লাভ নেই।

'জাহাজ আটকের খবর অবশ্যই জেনে যাবে শেভচেঙ্কো-গোরোডিন। সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে বোমাগুলো ফাটিয়ে দেয়া হবে, নতুবা অন্য কোন উপায়ে নতুন করে ফের বোমা পাতবে ওরা। কাজেই ও পথে যাওয়া চলবে না।' থামল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

'ঠিক,' বললেন উইলিয়াম পেরি। 'যে কারণে অন্য একটা পথ বের করা হয়েছে।'

কোন প্রশ্ন করল না মাসুদ রানা। পথ যে বের করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। না হলে ওকে ফিরে আসতে বলা হত না, তা-ও সঙ্গে আরেকজন নিয়ে।

'কারিনার মালিক বদল হলেও রুট বা তার আগেকার ক্রুজ ব্যবসা, কোনটাই বদল হয়নি। আগের মতই আছে। তাই ঠিক করা হয়েছে, যাত্রী হিসেবে আপনি উঠবেন কাল কারিনায়। অবশ্য একা নয়, আপনার সঙ্গে মিস ডায়ানাও থাকছেন। একা আপনি উঠলে অবশ্যই সন্দেহ করবে ওরা।'

'কেন?' সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে মারল রানা।

'কারণ, কারিনা আদতে সদ্য বিবাহিত, আই মীন,' অহেতুক মুখের সামনে মুঠো তুলে খুক্ খুক্ করে কাশলেন বৃদ্ধ। 'হানিমুন কাপল্ নিয়ে ক্রুজ করে ওরা। স্পেশাল সার্ভিস, নো ডাউট।'

দুষ্টুমির ঢিলতে হাসি দেখা দিল ডায়ানার মুখে। অবশ্য পরক্ষণেই উবে গেল তা

অ্যাডভাইজারকে ওর-ই দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে।

'সি.আই.এ-কে জানিয়ে দিয়েছি আমি মিস ডায়ানা আপনার সঙ্গে মিশনে যোগ দিচ্ছেন, কোন অসুবিধে হবে না এ নিয়ে। কারিনা যে ধরনের যাত্রী চায়, আপনাদেরও সেই ধরনের যাত্রী হয়ে চড়তে হবে ওটায়। আশা করি ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিতে পারবেন আপনারা।'

'আশা করি,' সংক্ষিপ্ত উত্তর মাসুদ রানার।

'কর্তব্য যখন,' আড়চোখে রানার দিকে তাকাল ডায়ানা, 'ম্যানেজ করে নিতেই হবে। কি আর করা!'

'ভেরি গুড! আগামীকাল এন্টিগুয়া থেকে কারিনায় উঠছেন আপনারা। কাল ওখানে পৌঁছবে কারিনা। শিডিউল অনুযায়ী ক্যারিবিয়ানের বেশ কয়েকটা পোর্টে যাত্রাবিরতি করবে ওটা। ক্যারিবিয়ান থেকে প্যানামা খাল হয়ে মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূলে পৌঁছবে, তারপর যাত্রাবিরতি করবে লস অ্যাঞ্জেলস। মোট ছয় দিন সময় আপনি পাচ্ছেন, মিস্টার রানা। যা করার এরই মধ্যে করতে হবে আপনাকে। নইলে হয়তো,' থেমে কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডভাইজার, 'ডেড লাইনের বাকি আছে আর মাত্র সাত দিন। না, ভুল হলো, সাড়ে ছয় দিন।'

'অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হানিমুন,' গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল রানা।

'এরইমধ্যে আপনাকে জানতে হবে সুটকেস-বোমাগুলো কোন কোন শহরে প্ল্যান্ট করেছে ওরা, কোথায় কোথায়। ঈশ্বর যদি সহায় হন আমাদের, এবং আপনার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, আশা করি কর্নেল এর মধ্যে জাহাজে উঠবে। আমার বিশ্বাস, গোরোডিন ও প্রফেসর আনিসকেও কারিনায় পাবেন আপনি এর মধ্যে একদিন না একদিন। মুমুরার বোমা ফাটিয়েছে ওরা কারিনায় বসে, মনে হয় সে ধারাবাহিকতা ওরা বজায় রাখবে। আই মীন, বজায় রাখার চেষ্টা করবে। ওদের পেলে কি করবেন, সে আপনার বিষয়, আপনি বুঝবেন। যেখানে যে সাহায্য প্রয়োজন, পাবেন আপনি। সব স্টেশনকে অ্যালার্ট রাখা হবে। তবে ইউ নো, সম্পূর্ণ লো-প্রোফাইলড্ থাকতে হবে আপনাদের। আর…এখান থেকে হোটেলে ফেরার পথে দয়া করে ডুপন্ট সার্কেলের একটা ঠিকানা হয়ে যাবেন। ওখানে আমাদের ওয়েপনস্ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন কনসিলড, অথচ বিপজ্জনক কিছু 'খেলনা' সরবরাহ করবে আপনাকে। আমার ব্যক্তিগত গাড়িতে ওখানে যাবেন আপনারা। 'ইজ দ্যাট অলরাইট?'

'অল রাইট, স্যার।'

'আন্তরিক আশা ও প্রার্থনা করি, সফল হোক আপনাদের হানিমুন।'

'ধন্যবাদ।'

লাউঞ্জ পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন চীফ অ্যাডভাইজার।

ছয়

ডু পন্ট সার্কেলের যে বাড়িটার সামনে এসে থামল গাড়ি, সেটা নেহাতই সাদামাঠা এক

দোতলা ভবন। গাড়ি থেমে দাঁড়াতে ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। ছোটখাটো মানুষ, ধপধপে সাদা চুল। শোফারের ইঙ্গিতে মাসুদ রানার সামনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ, বাড়িয়ে দিল ডান হাত। 'আমি স্টিফেন।' ডায়ানাকে খুব একটা পাত্তা দিল না সে।

বাইরে থেকে যতই সাদামাঠা দেখাক, ভেতরে ঢুকতে তিন জায়গায় কঠোর নিরাপত্তার বেড়াজাল অতিক্রম করতে হলো ওদের। দোতলায় নিয়ে এল ওদের বৃদ্ধ, বেশ বড় আয়তাকার এক ল্যাব ধরনের রুমে এনে ঢোকাল। ঢুকেই ডান দিকে ছোট একটা কাঁচের রুম। এদিকের কাঁচের দেয়ালের এক জায়গায় এক হাত ঢোকাবার মত চৌকো একটা রাবার ঢাকা স্লট।

'এখানে দাঁড়ান, প্লীজ,' বলল অস্ত্র বিশেষজ্ঞ। ঘরের আরেক মাথার দিকে হেঁটে চলে গেল সে। একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে খুলল ওটা। ভেতর থেকে দুটো বড়ি জাতীয় কিছু নিয়ে ফিরে এল স্টিফেন। 'আমার হাতে এই যে বড়ি দুটো দেখছেন, স্যার, এর নাম দিয়েছি আমি 'অগ্নিকুণ্ড'। তাই বলে এর সাহায্যে আগুন ধরানো যাবে না। তবে একেবারে যে ধরানো যাবে না, তা কিন্তু বলছি না। আসুন, আপনিই পরীক্ষা করে দেখুন,' বলতে বলতে দেয়ালের স্লটটার দিকে এগিয়ে গেল বিশেষজ্ঞ।

দু'আঙুলে একটা বড়ি ধরে স্লটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল, ওটা ছেড়ে দিয়ে টেনে বের করে নিল হাতটা। মৃদু 'পুট' একটা আওয়াজ উঠল, পরমুহূর্তে হালকা নীল কুয়াশায় ভরে গেল কাঁচের ঘরটা। এতই হালকা রং, খেয়াল না করলে বোঝা মুশকিল।

'দ্যাট'স ইট?' প্রশ্ন করল ডায়ানা ডানকান।

উত্তর দিল না বৃদ্ধ, তাকালই না তার দিকে। 'যেমন দেখলেন,' রানাকে বলল সে। 'ধোঁয়াটা খুবই হালকা, রংও সহজে চোখে পড়ে না, তারওপর ওটা ফাটামাত্র ঘরের ভেতর কোন প্রতিক্রিয়াও ঘটেনি। রাইট?'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'রাইট।'

'গুড। এবার এই স্লটে নাক রেখে হালকা করে একবার দম নিন।'

সন্দিগ্ধ চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকাল ও। দ্বিধান্বিত। 'কামন, স্যার। কোন চিন্তা নেই। ছোট্ট করে দম নিন।' বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে রাবারের দেয়ালটা ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে দিল সে। আস্তে করে ফাঁকের দিকে নাক এগিয়ে দিল রানা, ভেতরের বাতাস টানল সামান্য। কেমন একটা গন্ধ এল নাকে প্রথমে।

পরমুহূর্তে ভয়ঙ্করভাবে কাশতে শুরু করল রানা। কাশির দমকে পিঠ বাঁকা হয়ে গেল। চোখ বেয়ে দরদর করে পানি গড়াতে লাগল। রানার মনে হলো নাকে আর উইন্ডপাইপে যেন আগুন ধরে গেছে ওর। বুক চেপে ধরে এলোমেলো পায়ে দু'পা পিছিয়ে এল ও।

রাবারটা ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বৃদ্ধ। 'কেমন বোধ করছেন, স্যার?'

পনেরো সেকেন্ড পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এল ধীরে ধীরে। রুমাল বের করে চোখ মুছল মাসুদ রানা, নাকের ডগা মুছল ঘষে ঘষে। দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দমও নিতে পারছে ও এখন স্বাভাবিকভাবে। 'পাওয়ারফুল স্টাফ!'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। কেন এর নাম 'অগ্নিকুণ্ড' রেখেছি, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চই?'

'পরিষ্কার।' হাসতে গিয়ে বিটকেল ভঙ্গিতে দাঁত দেখাল মাসুদ রানা।

'এর প্রতিক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী। যতজনই থাকুক, প্রমাণ সাইজ একটা ঘরে

অবস্থানকারী সবাইকে কিছুক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ বেসামাল করে দিতে পারে এর মাত্র একটা বড়ি, তিন সেকেন্ডের মধ্যে লাফালাফি শুরু হয়ে যাবে সবার। এবার...' বলতে বলতে আলমারির দিকে এগোল স্টিফেন। এক টুকরো কাপড় নিয়ে ফিরে এল। 'এটা নাকে বেঁধে আরেকবার ভেতরের বাতাসে দম নিতে হবে আপনাকে।'

'কেন?' আঁতকে উঠল রানা।

মৃদু হাসি বিশেষজ্ঞের মুখে। 'ভয় নেই। এটা গ্যাস মাস্কের কাজ করবে। আসুন, পরেই দেখুন না।'

টুকরোটা তেকোনা। তার দুই কোণে হালকা আঠা লাগানো রয়েছে বলে মনে হলো রানার। রুমালের মাঝখানটা ওর নাকের ওপর বসিয়ে আঠালো দুই প্রান্ত মাথার পিছনে এনে এক সঙ্গে জুড়ে দিল বৃদ্ধ, সেঁটে থাকল ওরা পরস্পরের সঙ্গে। এবার পকেট থেকে বাকি বড়িটা বের করে কাঁচের রুমে ফেলে দিল সে।

'নিন। এবার আরেকবার দম নিন।'

প্রথমে খুব হালকা করে শ্বাস টানল রানা, তারপর জোরে জোরে। কিছুই ঘটল না। আগের সেই গন্ধটা এবারও পেল ও ঠিকই, কিন্তু আর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। 'কেমন বুঝলেন, স্যার?'

'দারুণ!' নিখাদ প্রশংসার সুরে মন্তব্য করল রানা।

'ধন্যবাদ।' সন্তুষ্ট হলেও ভাবটা সযত্নে চেপে গেল বিশেষজ্ঞ। 'আরেকটা আইটেম আছে, প্রয়োজনে লাগতে পারে আপনার। তার একটা নমুনা দেখুন।'

আলমারি থেকে বাদামী চামড়ার একটা চওড়া বেল্ট নিয়ে এল বৃদ্ধ। রানার চোখের সামনে ওটা তুলে ধরে দোলাল। 'দেখুন নেড়েচেড়ে।'

নিল রানা বেল্টটা। এমনিতে সাধারণ দেখতে, তবে ওটার বাকল্টা অদ্ভুত। চৌকো, চ্যাপ্টা একটা বাক্সের মত অনেকটা। ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রানা বাকল্টা। একদিকে খুদে একটা স্প্রিংল্যাচ দেখতে পেল ও, ওটা টান দিতেই বাকলের ওপরদিকটা লাফিয়ে উঠল, ভেতরে পৌনে এক বাই পৌনে এক একটা ফোকর বেরিয়ে পড়ল।

'আপনাকে যেটা দেব, সেটার ওই গর্তে বসানো থাকবে খুদে এক্সপ্লোসিভ চার্জ। বাকল্টা যে ভাবে প্রস্তুত করেছি, তাতে ওটা যে কারও নজর কাড়বেই। শত্রু যদি ভাবে ওর মধ্যে লুকানো রয়েছে ক্যাপ্টেন মিডনাইট রেকর্ডার বা কোন মূল্যবান দলিল, অবশ্যই খুলে দেখবে সে ওটা। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে ভেতরের এক্সপ্লোসিভ, মৃত্যু যদি না-ও হয়, জন্মের মত অন্ধ হয়ে যাবে শত্রু।'

'ডার্লিং,' বলল ডায়ানা, 'বিয়ে তো আমাদের হয়নি। ভাবছি, আজ রাতটা আমাদের আলাদা রুমে কাটানো ভাল। তুমি কি বলো?' মিটিমিটি হাসছে সে।

ওদের নিয়ে উইলিয়াম পেরির লিমো হিলটনের দিকে ছুটছে দ্রুত। রাস্তা প্রায় ট্রাফিকশূন্য। বাইরের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় মগ্ন ছিল মাসুদ রানা, শুনতে পায়নি কথাটা। 'কিছু বলছিলে?'

'বলছি অফিশিয়ালি বিয়ে তো হয়নি আমাদের, আজ রাতে একসঙ্গে থাকা ঠিক হবে না।'

'ঠিকই বলেছ। আগেই তা ভেবে রেখেছি আমি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, তোমাকে হোটেলে তুলে দিয়ে এক জায়গায় যাব আমি। ওখানেই কাটাব রাতটা।'

'আচ্ছা!' সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল ডায়ানার নরডিক নীল চোখ। 'কে মেয়েটি?'

'চিনবে না।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। 'খুব ভাল মেয়ে। দেখতে অনেকটা তোমারই মত।'

কপাল কুঁচকে রানাকে দেখল কিছুক্ষণ ডায়ানা। তারপর সরে গিয়ে একেবারে ওপাশের দরজার গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকল। মুখ গোমড়া, নজর বাইরে। দু'হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি করে আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে নিজেকে, হাঁটু জোড়া সেঁটে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। অভিমানী শিশুর মত লাগছে দেখতে।

পরদিন সকালে একটা 'কপ্টার রানা ও ডায়ানাকে উড়িয়ে নিয়ে এল এন্টিগুয়া দ্বীপের পিচ্চি রাজধানী সেন্ট জনস। শিডিউল অনুযায়ী কারিনার পৌঁছতে তখনও ঘণ্টা তিনেক বাকি। রাজধানী কেন্দ্র থেকে কয়েক মাইল দূরে এক এয়ার ট্যুর কোম্পানির প্যাডে অবতরণ করল ওরা। সেখান থেকে ট্যাক্সি চেপে রওনা হলো দ্বীপের সবেধন একমাত্র তিন তারকা হোটেল 'কুইনস'-এর উদ্দেশে।

দ্বীপ ছেড়ে দখলদার ব্রিটিশরা চলে গেলেও তাদের যাবতীয় ঐতিহ্য এখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছে এরা। সবকিছুতেই পুরানো প্রভুর চিহ্ন বহাল রাখতে অতিমাত্রায় সচেতন এন্টিগুয়ানরা। চোখ ধাঁধানো রংচঙে কাপড় পরে স্থানীয়রা। পর্যটকদের দেখানোর জন্যে নয়, চড়া রং এদের পছন্দ বলে।

কুইনস হোটেলের ট্রাভেল এজেন্ট খুব একটা আগ্রহ দেখাল না ওদের কাছে কারিনার টিকেট বিক্রির ব্যাপারে। 'কিন্তু আপনারা ক্রুজের প্রথম অংশ, মানে শুরুটা মিস্ করে ফেলেছেন।'

'জানি।' এক হাতে ডায়ানার কটি জড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা, নিজের ভর প্রায় পুরোটাই ছেড়ে দিল সে রানার ওপর। 'যেটুকু বাকি আছে, সেটুকু...'

'কিন্তু ফুল চার্জ দিতে হবে। নো ডিসকাউন্ট ইজ অ্যালাউড।'

'তুমি কি বলো, ডার্লিং?' মেয়েটির দিকে তাকাল ও। দ্বিধাগ্রস্ত যেন।

জিভ সামান্য বের করে ঠোঁটের এমাথা ওমাথা ভিজিয়ে নিল ডায়ানা। স্বামী প্রবরের কাঁধ থেকে মাথা তুলে তার চোখে চোখ রাখল। 'কি আর করা! নিয়ে নাও টিকেট তাড়াতাড়ি। এতদূর ছুটে এসে ক্রুজ মিস্ করার কথা ভাবতেই পারছি না আমি।'

এজেন্টের দিকে ফিরল রানা। একটা চোখ টিপল। 'বুঝতেই পারছেন!'

'অলরাইট,' কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'কি নামে হবে টিকেট?'

'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সিম্পসন।' হ্যান্ডগ্রিপ থেকে নিজেদের পাসপোর্ট দুটো বের করল মাসুদ রানা, কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল লোকটার দিকে। ভেতরে নজর বোলাল সে ও দুটোর, সন্তুষ্ট হলো। না হওয়ার কোন কারণ নেই, জাল হলেও সি.আই.এ-র এক্সপার্টের তৈরি পাসপোর্ট, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার প্রশ্নই আসে না।

টিকেটে ওদের নাম-ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিখল এজেন্ট। নগদ টাকায় দাম পরিশোধ করল রানা। 'উইশ ইউ আ ভেরি হ্যাপি ক্রুজ, স্যার-ম্যাম,' টাকা ড্রয়ারে পুরে ওদের উদ্দেশে নড করল লোকটি। 'দূরে কোথাও যাবেন না দয়া করে। কারিনার বন্দরে পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই।'

'থ্যাঙ্কিউ। আশেপাশেই আছি আমরা।'

বেরিয়ে এল ওরা হাত ধরাধরি করে। ক্যারিবীয় অঞ্চলের একটা ম্যাপ কিনল রানা। মুখস্থ করতে হবে। কানের কাছে বক্ বক্ করছে ডায়ানা অনবরত। যা দেখছে, সবকিছুতেই তার সমান আগ্রহ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল সে রানাকে। একসময় গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'আমি জানতাম না।'

'কি?' বিস্মিত প্রশ্ন ডায়ানার।

'বিয়ের পর মেয়েরা এত বাচাল হয়।'

খিল্ খিল্ হাসিতে গড়িয়ে পড়ল ডায়ানা। চাপা গলায় বলল, 'এ আর এমন কি? সত্যি সত্যি যদি বিয়ে হতো আমাদের, দেখাতাম বাচালতা কাকে বলে। এখন যা দেখাচ্ছি, তাকে স্যাম্পল বলতে পারো বাচালতার।'

'ঈশ্বর সহায় হোন আমার! রক্ষা করুন আমাকে বিয়ে করার হাত থেকে।'

ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়াল ওরা। হাত ছাড়েনি ওর ডায়ানা এক মুহূর্তের জন্যেও। দূর থেকে জাহাজের বাঁশি শুনে বন্দরে চলে এল দু'জনে। এসে গেছে কারিনা। নতুন রং করানোর জন্যে ঝকঝকে চেহারা পেয়েছে ওটা। পড়ন্ত দিনের আলোয় থেকে থেকে ঝিকিয়ে উঠছে। কম-বেশি পাঁচশো ফুট দীর্ঘ হবে কারিনা, অনুমান করল মাসুদ রানা।

তীরে এল না কারিনা। হারবারের মাঝখানে নোঙর ফেলল, হুইস্‌ল বাজাল একবার লম্বা করে। নতুন যাত্রীদের ডাকছে। মানুষের তেমন আনাগোনা দেখা যাচ্ছে না কারিনার ডেকে। বিনকিউলারে আধ ঘণ্টা চোখ রেখে মাত্র গোটা দশেক হানিমুন যুগল দেখতে পেল ওরা জাহাজে, রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বন্দরের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। অথচ কারিনার যাত্রী ধারণ ক্ষমতা চারশো বলে জানানো হয়েছে মাসুদ রানাকে।

এটাই স্বাভাবিক, ভাবল ও, যে মিশনে রয়েছে কারিনা, বেশি যাত্রী তোলা নিরাপদ নয়। কয়েকটা ছোট মোটর বোট গিয়ে ভিড়ল ওটার গায়ে, কিছু কিছু যাত্রী ও নাবিক তীরের দিকে রওনা হলো ওগুলোয় চড়ে। নাবিকদের ভাল করে লক্ষ করল মাসুদ রানা। ঠিকই বলেছিল এসকোবার, দুই-একজন ল্যাটিন বাদে বেশিরভাগই স্লাভিক এরা। নতুন মালিকের নিয়োজিত। খুব আশা ছিল রানার শেভচেঙ্কো বা গোরোডিন, কাউকে না কাউকে দেখতে পাবে কারিনায়। কিন্তু নিরাশ হতে হলো ওকে।

নেই কেউ। নাকি আছে ভেতরে? মুখ দেখাতে চায় না এখনই? নতুন চার-পাঁচ যুগলের সঙ্গে কারিনায় এসে চড়ল রানা-ডায়ানা। যেমনটা রীতি, কোন পার্সার রিসিভ করল না নতুনদের, বরং ওদেরকেই খুঁজে বের করতে হলো ব্যাটাকে। গোমড়ামুখো মামদো একটা। এবং সম্ভবত বোবা, অন্তত ডায়ানার তাই মনে হলো। একটা শব্দও বেরোল না তার গলা দিয়ে। পথ দেখিয়ে ওদেরকে ওদের স্টেটরুমে পৌঁছে দিয়ে গেল লোকটা। দয়া করে ওদের সুটকেস দুটো যে বয়ে আনল সে, তাতেই নিজেদের ধন্য মনে করল রানা ও ডায়ানা।

আপার ডেকের এক ডেক নিচে ওদের স্টেটরুম। ভেতরে পর্যাপ্ত খোলামেলা

জায়গা আছে। দামী দামী আসবাব। একজোড়া কুশনড় চেয়ার, সঙ্গে একটা গোল, খুদে টেবিল। একটা রকিং চেয়ার, একটা ডিভান, একটা ড্রেসিং টেবিল এবং ডবল বেড। লক্ষ করতে বোঝা গেল আসলে চাকা লাগানো দুটো সিঙ্গেল খাট, গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছে করলেই পৃথক করা যায়।

ঘরে আলোর একমাত্র উৎস একটা টিউব লাইট—ড্রেসিং টেবিলের ওপরে, নিচু ফলস্ সিলিঙে ঝুলছে। পোর্টহোলের ভারি কার্টেন সরিয়ে দিল মাসুদ রানা। ক্যারিবিয়ানের পড়ন্ত, উষ্ণ দিনের আলোয় ভরে উঠল রুম। দরজা বন্ধ করে রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে এল ডায়ানা। 'এবার কি করব আমরা, ডার্লিং? মানে, হানিমুন কাপলরা এরকম মোহনীয় মুহূর্তে কি করে থাকে?'

'উম্‌ম্!' চিন্তা করতে লাগল মাসুদ রানা, 'বিয়ের তো অভিজ্ঞতা নেই, এই প্রথম, তাই সঠিক বলতে পারছি না। তবে…খুব সম্ভব তারা প্রথমেই জাহাজটা ঘুরেফিরে দেখে।' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। 'আমরাও কেন তাই করি না?'

'হানিমুনের প্রথম পাঠ?' চোখ কুঁচকে রানাকে দেখল ডায়ানা। সিরিয়াস।

'হ্যাঁ!'

'তারপর? দ্বিতীয় পাঠ কি?'

মাথা চুলকাল রানা। 'চলো, খোলা হাওয়ায় গিয়ে চাঁদিতে কিছুক্ষণ বাতাস লাগালেই…'

'ঠিক আছে, চলো। কিন্তু মনে রেখো, দ্বিতীয় পাঠ যদি পছন্দ না হয় আমি কিন্তু মায়ের কাছে ফিরে যাব।'

'সে দেখা যাবে, আগে বেরোও তো!' ডায়ানার সুডৌল, ভারি নিতম্বে চাপড় লাগাল রানা।

বেরিয়ে পড়ল ওরা। মন্থর পায়ে ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুরে বেড়াল জাহাজময়। বার, জিমনেশিয়াম, ডাইনিং সেলুন, থিয়েটার, কার্ড রুম, গিফট শপ, বাদ রাখল না কিছু। সবগুলোয় ঢুকল, ঘুরে ঘুরে দেখল। কেমন একটা অস্বস্তি ক্রমেই চেপে বসতে লাগল মাসুদ রানার মধ্যে। যাত্রী সংখ্যা এতই কম, যত সময় যাচ্ছে, ততই মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে লাগল ব্যাপারটা। অস্বাভাবিক।

যারা আগে থেকে ছিল, এবং যারা এখান থেকে উঠেছে, প্রত্যেককে বেশ উদ্বিগ্ন, চিন্তিত মনে হলো রানার। তাদের কারও কারও দুয়েকটা কথাবার্তায় বোঝা গেল, তারাও যাত্রীস্বল্পতা নিয়েই ভাবছে। এখানে ওখানে যে দু'চারজন নাবিক দেখা গেল, প্রত্যেকে যার যার কাজে ব্যস্ত। ওদের দিকে কেউ তাকালোই না। ভাব দেখে মনে হলো, রানা-ডায়ানা যেন অদৃশ্যমান, দেখতে পাচ্ছে না লোকগুলো।

ক্লান্ত হয়ে অবজারভেশন লাউঞ্জে এসে বসল ওরা দু'জন। ব্র্যান্ডিতে মৃদু মৃদু সিপ করার ফাঁকে সতর্ক নজর রাখতে লাগল চারদিকে। বিশেষ করে কী ধরনের লাগেজ তোলা হয় কারিনায়, সেদিকে কড়া নজর রাখল মাসুদ রানা। লাগেজের মালিকদের চেহারাও দেখল। আঁধার হয়ে এল এক সময়। কোন রহস্যময় সুটকেস উঠল না কারিনায়। সের্গেই গোরোভিন বা আনাতোলি শেভচেঙ্কোর ছায়াও চোখে পড়ল না।

আটলান্টিক থেকে ধেয়ে আসা নিকষ অন্ধকার গ্রাস করল খুদে বন্দর সেন্ট জনসকে। আধ ঘণ্টা ধরে থেমে থেমে চারবার হুইস্‌ল্ বাজাল কারিনা, যাত্রী বা

নাবিকদের কেউ বন্দরে থেকে থাকলে তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে আসার সঙ্কেত। তারপর আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে নোঙর তুলল সশব্দে। মন্থর গতিতে নাক ঘুরিয়ে সাগরের দিকে যাত্রা শুরু করল।

পেটের ভেতর একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি রানার। একটু একটু করে বেড়েই চলেছে, মনে হচ্ছে যেন বদহজম হয়েছে। ইচ্ছে নেই মোটেই, তবুও প্রায় জোর করেই রাতের খাওয়া খেলো ওরা। তারপর দু'কাপ কফি ও চারটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা লাউঞ্জ ত্যাগ করার আগে।

রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ডায়ানা। ওদিকে আলো নিভিয়ে পোর্টহোলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। চাঁদ উঠেছে। হীরের মত ঝিকমিক করছে ক্যারিবিয়ান। অন্যমনস্কের মত দেখছে ও। ভারি ডিজেল এঞ্জিনের গম্ভীর আওয়াজ কানে আসছে অস্পষ্টভাবে।

নাকে হালকা, মিষ্টি গন্ধ পেল মাসুদ রানা। মুচকে হাসল ও, ঘুরে তাকাতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে ডায়ানার দুই পেলব, মৃণাল বাহু জড়িয়ে ধরল ওকে। আলতো করে তার আলিঙ্গনের মধ্যেই নিজেকে ঘুরিয়ে নিল রানা, হাত রাখল ডায়ানার কাঁধে। আরও সেঁটে এল ডায়না, মুখ বাড়িয়ে রানার ঠোঁট খুঁজতে ব্যস্ত। 'আমি জানি,' বলল সে ফিসফিসিয়ে, 'দ্বিতীয় পাঠ কাকে বলে।'

এক সময় ক্লান্তি এসে ঘুম পাড়িয়ে দিল ওদের। পুব দিগন্তে তখন দিনের প্রথম আলোর আভাস ফুটতে শুরু করেছে।

অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙল ওদের। প্রায় দশটা বাজে তখন। মাসুদ রানা চোখ খুলল প্রথম, অভ্যেসবশে বাঁ হাত নিয়ে এল চোখের সামনে। পরক্ষণে বাঁদরের মত এক লাফে উঠে বসল ও, হুড়মুড় করে ছুটল অ্যাটাচড্ বাথরুমের দিকে। মহানগর এক্সপ্রেসের মত তুফান বেগে শাওয়ার শেভ সারল রানা।

কারিনা তখন আরেক ক্যারিবীয় দ্বীপ, মার্টিনিকের রাজধানী ফোর্ট-ডি-ফ্রান্সের বন্দরে নোঙর ফেলার তোড়জোড় করছে। দ্রুত ড্রেস পাল্টে তৈরি হয়ে নিল ডায়ানা। 'চলো, রানা,' চুলে শেষবারের মত ব্রাশ বুলিয়ে নিয়ে বলল সে। ঘুরেফিরে আয়নায় দেখে নিল নিজেকে একবার।

'কোথায়?'

কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল তাক্ করে বন্দর দেখাল সে, 'বন্দরে। দেখে আসি জায়গাটা।'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়ল রানা এপাশ-ওপাশ। 'যেতে চাইলে তোমাকে একাই যেতে হবে। আমার জাহাজ ত্যাগ করলে চলবে না।'

'কি করতে চাইছ?'

'এদের তৎপরতার ওপর নজর রাখা দরকার। তুমি যাও, ঘুরে এসো।'

'ঠিক আছে।' কাছে এসে বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো ডায়ানা, আলতো করে চুমু খেলো মাসুদ রানার ঠোঁটে। 'বাই!'

'বাই!'

ধীরেসুস্থে অবজারভেশন লাউঞ্জে এসে বসল রানা। অলস চোখে এদিক-ওদিক

তাকাতে লাগল। দেখে মনে হয় কিছুই বুঝি দেখছে না, আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো, কোনকিছুই নজর এড়াচ্ছে না ওর। এক মামদো স্পীড বোটে করে ডায়ানাকে পৌঁছে দিয়ে এল তীরে। লক্ষ করল রানা, পুরো মামদো নয় লোকটি, আধা মামদো।

বাইশ-তেইশ হবে তার বয়স, স্লাভিক। চেহারা বেশ মায়াভরা। ঠিক হাসি নয়, আবার গম্ভীরও নয়, এমন একটা ভাব ফুটে আছে মুখে। অন্য সব নাবিক থেকে পুরোপুরি আলাদা এই যুবক। হাঁটা-চলা, অঙ্গভঙ্গি বেশ চোস্ত। রাশান আর্মি, নাকি নেভাল পার্সোনেল? কারিনায় ফিরে বোটটা বাঁধল যুবক, তারপর ব্রিজের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে আরেক বোটে চড়ে ফিরে এল ডায়ানা। অবাক হলো মাসুদ রানা, তবে কোন প্রশ্ন করল না। 'দূর! একা একা ভাল্লাগে নাকি?' ওর মুখোমুখি ধপাস্ করে বসে পড়ল মেয়েটি। 'রাস্তায় যে ভিড়! বাবা!'

'এনি ড্রিঙ্কস্?' হাত তুলে একজন ওয়েটারকে ডাকল রানা।

'শুধু কফি, প্লীজ!'

কফিতে চুমুক দিতে লাগল ওরা নীরবে। এরমধ্যে ফোর্ট-ডি-ফ্রান্স থেকে স্থানীয় পত্র-পত্রিকা নিয়ে এসেছে কারিনা কর্তৃপক্ষ, এক গাদা করে সরবরাহ করা হয়েছে সে সব যাত্রীদের মধ্যে। সুবিধেই হয়েছে তাতে মাসুদ রানার। পত্রিকার আড়ালে নিজেকে গোপন করে গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের ওপর ষোলো আনা নজর রাখতে পারছে ও।

এখানে কারিনার বিরতি চার ঘণ্টা স্থায়ী হলো। কোন নতুন হানিমুনার উঠল না, পুরানোরা প্রায় সবাই চষে বেড়াল দ্বীপময়। জাহাজের বাঁশি শুনে ফিরে এল তারা। পুরুষদের প্রত্যেকের মাথায় একটা করে বেঢপ সাইজের স্ট্র হ্যাট দেখা গেল, স্যুভেনিয়র স্টোর থেকে কেনা। মেয়েদের হাতে রয়েছে একটা করে বোঁচকা, কি আছে ওর মধ্যে আল্লা মালুম। তবে মাসুদ রানা যা আশা করছিল মনে মনে, তার কিছুই চোখে পড়ল না।

না কোন রহস্যময় সুটকেস উঠল কারিনায়, না কোন বিশালদেহী অথবা কাঠিদেহী রাশান। আবার রওনা হলো কারিনা। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের রাজকীয় লাঞ্চ সার্ভ করা হলো। ভরপেট খেয়ে নিজেদের রুমে ফিরে এল রানা-ডায়ানা। ওদের পরের স্টপেজ লা গুয়াইরা, ক্যারাকাসের নৌ-বন্দর। রানার মনে আশা, ওখানে সম্ভবত বন্ধ্যা পরিস্থিতি কিছু একটা ফল প্রসব করবে। কারিনা ভেনিজুয়েলায় রেজিস্টার্ড, এবং কারাকাস ভেনিজুয়েলার রাজধানী। কাজেই ওখানে কিছু ঘটতে পারে আশা করতে দোষ কি?

কিন্তু পুরোপুরি হতাশ হতে হলো মাসুদ রানাকে। কিছুই ঘটল না লা গুয়াইরায়। এবার সত্যি সত্যি দুশ্চিন্তায় পড়ল ও মিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। জুয়ান এসকোবার জানিয়েছে, তাকে ছাড়া আরও দুই নাবিককে দুটো সুটকেস বোমা নিয়ে তীরে পাঠিয়েছিল শেভচেঙ্কো। তাদের কোথায় পাঠানো হয়েছে সে জানে না। ওদিকে গোরোডিন যে হুমকি জানিয়েছে, তাতে নিউ ইয়র্কসহ ছয়টি শহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে যেখানে প্ল্যান্ট করা হবে বোমা।

তাহলে? কোথায় সেগুলো? নাকি এরই মধ্যে অন্য কোন মাধ্যমে সেগুলো প্ল্যান্ট করে ফেলেছে ওরা? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে রানার মিশনের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি

অন্ধকার। কিন্তু ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না ও। কারিনার মালিক বদল হওয়া থেকে শুরু করে পরবর্তী সবকিছু এসকোবারের চোখের সামনেই ঘটেছে। বাকি তিন অথবা চারটা সুটকেস কোথায় পাঠানো হয়েছে না জানলেও, অন্তত পাঠানো যে হয়েছে, তা তার চোখ এড়াত না। আর এ-ও ঠিক, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে মাসুদ রানা ভালই জানে, ওর কাছে একটিও মিথ্যে কথা বলেনি লোকটা। তাহলে? কোথায় গেল বাকি সুটকেসগুলো? কোথায় শেভচেঙ্কো, গোরোডিন? বা প্রফেসর আনিসুর রহমান?

নিউ ইয়র্কসহ ছয়টা বড় বড় শহর পারমাণবিক বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে ওরা, নাম উল্লেখ না করলেও ওর মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলস, ওয়াশিংটন অবশ্যই আছে, অনুমান করে নিয়েছে রানা। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করছে একদল বিকৃত মানসিকতার লোকের হাতে, ভাবনাটা আতঙ্কিত করে তুলল রানাকে। হিম হয়ে এল হাত-পা। দিশেহারা বোধ করল মাসুদ রানা। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন সময়, এর মধ্যে যদি কিছু একটা না করা যায়, তাহলে মহাসর্বনাশ ঘটে যাবে। কারও কিচ্ছুটি করার থাকবে না।

অজ্ঞাত স্থানে বসে হাসিমুখে বোতাম টিপে দেবে ওরা, মুহূর্তে লক্ষ তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যাবে। মার্কিন সরকারকে তাদের দাবি মানতে বাধ্য করার চেষ্টায় অবশ্যই কোন ত্রুটি রাখবে না স্যাডিস্টরা। কি করে ঠেকাবে ওদের রানা, বা মার্কিন সরকার? যেখানে শত্রুর দেখাই নেই? বুঝল মাসুদ রানা, শুধু তৎপরতায় কিছু হবে না, এ কাজে সফল হতে হলে ভাগ্যের সহায়তাও প্রয়োজন হবে ওর পুরোপুরি।

আর মাত্র পাঁচ দিন।

রাতে মাসুদ রানার তরফ থেকে তেমন কোন সাড়া না পেয়ে যা বোঝার বুঝে নিল ডায়ানা। 'এত দুশ্চিন্তা করে কি লাভ, রানা?' আন্তরিক কণ্ঠে বলল সে। 'তুমি তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করছ না!'

'কাল কুরাকাও পৌঁছবে জাহাজ,' আনমনে বলল ও। 'ওখানেও যদি একই থাকে পরিস্থিতি, তাহলে সর্বনাশটা বোধহয় আর ঠেকানো যাবে না।'

'সে কালকের ব্যাপার কাল দেখা যাবে, এখন বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। চেহারাখানা যা বানিয়েছ এই ক'দিনে! ঘুমাও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই।'

চোখ বুজল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে রাহাত খানের রূমে দেখা মুমুরা বিস্ফোরণের ছবিগুলো মনের চোখে নেচে বেড়াতে আরম্ভ করল। অনেক ভেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও, আসলে কারিনা-ই এখন একমাত্র ভরসা। চোখ কান খোলা রাখলে সে-ই আরেকবার পথের দিশা দেখাবে, ফোর্ট লডারডেলে যেমন দেখিয়েছিল। মনে মনে অনেকদিন পর সৃষ্টিকর্তাকে ডাকল মাসুদ রানা—একটা সুযোগ চাই, কেবল একটা সুযোগ।

'কি হলো?' হাত থেমে গেল ডায়ানার, মুখের ওপর ঝুঁকে এল সে। 'রানা!'

'অ্যাঁ?' সচকিত হলো মাসুদ রানা। চোখ খুলে মাত্র দু'ইঞ্চি ওপরে ঝুলে থাকা ডায়ানার বিস্মিত মুখের দিকে তাকাল। খ্যাপাটে চাউনি।

'কার সঙ্গে কথা বলছ?' পরিষ্কার উদ্বেগ ডায়ানার কণ্ঠে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। আবার চোখ মুদল। উত্তর দিল না। কি ভেবে ক্ষীণ এক চিলতে হাসি ফুটল ডায়ানার মুখে, উঠে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল সে।

বিছানায় উঠে এল আবার।

দশ মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল মাসুদ রানা। মিশন, পারমাণবিক বোমা, ডেডলাইন সব ভুলে গেছে ও। বিস্মৃত হয়েছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব।

পরদিন শেষ বিকেলে কুরাকাও বন্দরে নাক ঢোকাল কারিনা। তার অনেক আগে থেকেই মনের মধ্যে রানার বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে, কিছু না কিছু ঘটবেই এখানে। ঘটবেই। ঘটতেই হবে। কেন জন্মেছে এ ধারণা জানে না মাসুদ রানা। তবে প্রায় সময়ই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওকে এমন আগাম সঙ্কেত দিয়ে থাকে ওর অবচেতন মন, এবং শেষ পর্যন্ত তা সত্যও হয়। অনেক দেখেছে রানা।

কারিনা নোঙর ফেলামাত্র কেবিন ছেড়ে ডেকে চলে এল রানা ও ডায়ানা। রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল ওরা, নিজেদের মধ্যে গল্পে মেতে উঠল। ডেরিকে ঝোলানো কারিনার নিজস্ব বোট দুটো নামানো হলো পানিতে, তীর থেকে এল আরও গোটাচারেক। তীরে যেতে ইচ্ছুক এবং নতুন যাত্রীদের আনা-নেয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওগুলো। মাত্র চারজোড়া হানিমুনার উঠল এখান থেকে।

গল্পের ব্যস্ততা লোক দেখানো, ভেতরে ভেতরে ছিলার মত টান হয়ে আছে মাসুদ রানার স্নায়ু। উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে ও। কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে হিসেব নেই, হঠাৎ করেই লোকটার ওপর চোখ পড়ল। উচ্চতায় ছয় ফুটের এক চুল খাটো হবে না সে, স্বাস্থ্য পোলার ভল্লুকের মত। মুখের রং টকটকে লাল। হাঁটাচলায় চিতার ক্ষিপ্রতা। জাহাজে এসে চড়ল আনাতোলি শেভচেঙ্কো। পরনে পাম বীচ সুট।

লোকটাকে দেখে এতই খুশি হলো রানা, ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ওর কোমর ধরে এক পাক নেচে আসে। ডেকে উঠে খানিক এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করল শেভচেঙ্কো। যেন বোঝাতে চায় সে-ও একজন ট্যুরিস্ট। তারপর সুড়ুৎ করে সেঁধিয়ে গেল অফিসার্স কোয়ার্টার্সে।

তার হাতে কোন সুটকেস নেই দেখে প্রথমে খানিকটা হতাশই হলো মাসুদ রানা। তবে দানবটা যখন এসেই পড়েছে, পিছন পিছন ও জিনিসও ঠিকই আসবে, ধরে নিল ও। আসবেই। কারণ এখনও কয়েকটা সুটকেস প্ল্যান্ট করা বাকি রয়ে গেছে ওদের। আসলে আগের হল্টেজগুলোতে শুধু শুধু দুশ্চিন্তায় ভুগেছে মাসুদ রানা। এখান থেকে, সঙ্গে যা-ই থাকুক, নিয়ে জাহাজে চড়াই যে সবচেয়ে নিরাপদ হবে তা ওরা জানে। কারণ কুরাকাও চোরাকারবারীদের ঐতিহাসিক হেডকোয়ার্টার্স। রানাই বরং ভুলে বসে ছিল ব্যাপারটা।

সময় উপস্থিত, মনে মনে বলল মাসুদ রানা। সুটকেসের দেখা মিলুক আর না-ই মিলুক, কিচ্ছু এসে যায় না। শেভচেঙ্কোকে হলেই চলবে রানার। ডায়ানার দিকে তাকাল ও। 'চলো, লাউঞ্জে গিয়ে বসা যাক। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

'ওই সেই লোকটা না?' চাপা কণ্ঠে জানতে চাইল মেয়েটি। 'রাসকি?'

'হ্যাঁ, শেভচেঙ্কো।'

'এখন নিশ্চই ওকে ধরবে তুমি?' উত্তেজনায় নীল চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ডায়ানার। 'তথ্য আদায়ের চেষ্টা করবে?'

'সে নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।' ওকে আহত হতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল রানা, 'ভুল বুঝো না। আসলে আমিও তোমার মত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি দানবটাকে দেখে, গণ্ডগোল হয়ে গেছে মাথায়। যতক্ষণ ওর মুখ খোলাতে না পারছি, ততক্ষণ শান্তি নেই। অজ্ঞাত কোথাও বোমার রিমোট কন্ট্রোলড সুইচে হাত রেখে বসে আছে গোরোডিন, প্রফেসর আনিস, ভাবনাটা স্থির হতে দিচ্ছে না আমাকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের অবস্থান বের করার চেষ্টায় লাগতে হবে।'

'তোমার সাফল্য কামনা করি।'

'ধন্যবাদ। আন্তরিকভাবে কোরো, নইলে আমাদের শর্ট হানিমুন হয়তো···সে যাক, ঝামেলা ভালয় ভালয় মিটে গেলে লম্বা ছুটিতে যাব আমরা,' ডায়ানাকে কাছে টেনে আনল মাসুদ রানা। 'শুধু তুমি আর আমি।'

মুচকে হাসল মেয়েটি। মাথা রাখল ওর কাঁধে। 'এখানেই বা তুমি-আমি ছাড়া আর কে আছে?'

'আছে,' গম্ভীর হলো রানা। 'গোরোডিন আছে, শেভচেঙ্কো আছে, আছে প্রফেসর আনিস, তার পারমাণবিক বোমা। আরও···'

তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিল ডায়ানা। 'থাক, আর বলতে হবে না, রানা। এখন কি করতে চাইছ?'

জাহাজ ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে মাসুদ রানা। লক্ষ রাখবে দুয়েকটা সুটকেস ওঠে কি না। তারপর, উঠুক আর না উঠুক, শেভচেঙ্কোকে পাকড়াও করবে ও। 'এখনও ঠিক করিনি,' উত্তরটা এড়িয়ে গেল রানা। 'ভেবে দেখি।'

'আর আমি? আমি কি করব?'

'দূরে দূরে থাকবে। কারণ আমি যখন পা বাড়াব, সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে পুরো বিষয়টা। যে কোন মুহূর্তে যা-তা ঘটে যেতে পারে। অ্যাকশনে যাওয়ার ট্রেনিং আমার আছে, তোমার নেই। কাজেই যতটা পারো দূরে থাকার চেষ্টা করবে, ভুলেও আমার ধার মাড়াবে না। রুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, আমার সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত বেরোবে না। অলরাইট?'

একটু ইতস্তত করল ডায়ানা, মাথা দোলাল। 'অলরাইট!'

লাউঞ্জে বসে স্কচ পান করতে লাগল ওরা নীরবে। অন্ধকার খুব দ্রুত গ্রাস করল ধরণী। আলোয় আলোয় ঝলমল করে হেসে উঠল কুরাকাও। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মাসুদ রানা, তারপর ডায়ানাকে কেবিনে পাঠিয়ে দিয়ে আসন ছাড়ল। অপেক্ষাকৃত এক অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল, কারিনার বন্দর ত্যাগের পূর্বমুহূর্তের কর্ম-তৎপরতার ওপর নজর রাখল।

শেষ পর্যন্ত উঠল না কোন সুটকেস। যথারীতি হুইস্‌ল্ বাজিয়ে জেটি ত্যাগ করল কারিনা, উইলেমস্টাড হারবার ধরে সাগরপানে চলল মন্থর গতিতে। পাঁচ মিনিট একই গতিতে চলল কারিনা, তারপর বেড়ে গেল স্পীড। জায়গা ছেড়ে নড়েনি মাসুদ রানা। আশা ক্ষীণ, তবু নড়তে পারছে না। মন বলছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

চট্ করে নিজের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল ও। নাহ্, কেউ লক্ষ করছে না ওকে, যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ধারেকাছে কোন স্লাভ চোখে পড়ল না। একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। আড়াল ছেড়ে পায়ে পায়ে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। সাগরের

ঠাণ্ডা হাওয়া চোখেমুখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল ওর। ক্রমে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল রানা ভেতরে ভেতরে। একবার এ-পায়ে, আরেকবার ও-পায়ে চাপাচ্ছে দেহের ভর।

হঠাৎ করেই আওয়াজটা কানে এল রানার। দ্রুতগামী একটা টুইন আউটবোর্ড এঞ্জিনের আওয়াজ, একটু একটু করে বাড়ছে। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মাসুদ রানা। এক সময় স্থির হলো দৃষ্টি, বন্দরের দিক থেকে মাঝারি গতিতে এগিয়ে আসছে একটা স্পীডবোট, আলো জ্বালেনি। কাছে এসে গতি কমাল ওটা, কারিনার সৃষ্ট ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চড়ে দোল খেতে খেতে স্টার সাইডে এসে থেমে দাঁড়াল। এতক্ষণে খেয়াল হলো রানার, কারিনাও থেমে দাঁড়িয়েছে প্রায়।

ওর মাথার ওপরের ডেক থেকে সাঁৎ করে একগোছা ম্যানিলা রোপ নেমে এল, আছড়ে পড়ল বোটটার মাঝামাঝি জায়গায়। খাটো, প্রায় চৌকো এক টেকো ঝুঁকে দড়িটা তুলল। তার সামনে গাঢ় রঙের বড়সড় ছ'কোণা কিছু একটা আছে। চারদিকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল সে ওটা দড়ি দিয়ে। সুটকেস বোমা! খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার।

ওপরের কারও উদ্দেশে হাত নাড়ল এবার টেকো, বোঝাতে চাইছে তার কাজ শেষ। লোকটাকে ভাল করে চিনে রাখল মাসুদ রানা। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে চেহারাটা। দড়িতে টান পড়ল এবার, একটু একটু করে শূন্যে ভেসে পড়ল সুটকেস। মাসুদ রানার হাত দশ-বারো দূর দিয়ে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে ওপরে। রেলিঙে পেট বাধিয়ে একটু একটু করে ঝুঁকল রানা বাইরের দিকে, ওপরে কে রয়েছে দেখতে চায়।

যার থাকার কথা, সে-ই আছে। আনাতোলি শেভচেঙ্কো, দুই কোমরে হাত রেখে চাপা গলায় ধমক-ধামক মারছে। তার সামনে ডেকে উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে আছে দুই রাশান নাবিক, সুটকেসটা তুলছে তারা।

'সাবধানে!' হেঁড়ে গলায় হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা, 'খুব সাবধানে!'

'ইয়েস, কমরেড।'

সিধে হলো মাসুদ রানা। হাতের চাপে বাঁ বগলের নিচে শোল্ডার হোলস্টারের উপস্থিতি পরখ করল। ডান কবজির ওপরে খাপে পোরা চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার স্টীলেটোটার স্পর্শ নিল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল ব্রিজের কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে যাওয়ার জন্যে, এই সময় পুরো আকাশটাই ভেঙে পড়ল ওর মাথায়। ভারি, শক্ত কিছু একটা দড়াম করে আছড়ে পড়ল চাঁদিতে।

সাঁৎ করে ডেকের একটা অংশ উঠে এল ওপরে, প্রচণ্ড এক আঘাতে প্রায় গুঁড়িয়ে দিল রানার চোয়াল।

নিকষ কালো অন্ধকার মোড়া এক ভেলভেট টানেলে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা, রকেটের বেগে ছুটে চলেছে অনন্তের পানে।

সাত

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। চোখ মেলার আগেই যে অনুভূতিটা হলো ওর, সেটা হচ্ছে নাকের ডগার চুলকানি। ভীষণভাবে চুলকাচ্ছে জায়গাটা। ব্যাপারটার একটা বিহীত করার জন্যে হাত তুলতে গেল ও, কিন্তু একচুল নড়ল না হাত।

ব্যাপার কি? আস্তে আস্তে চোখ মেলল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় শুরু হলো তীব্র যন্ত্রণা। অসহ্য যন্ত্রণা! মনে হলো এখনই বুঝি বোমার মত বিস্ফোরিত হবে মাথার খুলি। দাঁতে দাঁত চাপল মাসুদ রানা, সামনে সব কেমন ঝাপসা লাগছে, দেখা যায় না পরিষ্কার। চোখ বন্ধ করল ও, পাতা জোরে চেপে ধরে রাখল মিনিটখানেক, তারপর আবার চাইল। এবার দেখতে পাচ্ছে ও, তবে মাথার যন্ত্রণা কমল না।

পুরো মাথা, ঘাড় টন-টন করছে। লোহার মত শক্ত হয়ে আছে ঘাড়। কোথায় আছে ও বোঝার চেষ্টা করল রানা, চোখের মণি ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখার কসরৎ করতে লাগল। খুদে একটা রুম এটা, বুঝল ও, অন্য কোন-রুম, ওদের কেবিন নয়।

একটা সরু বাঙ্কে চিত হয়ে শুয়ে আছে রানা, পা দুটো একসঙ্গে জুড়ে চওড়া অ্যাডেসিভ টেপ দিয়ে আচ্ছা করে কষে বাঁধা। হাত দুটোর অবস্থাও এক, টেপমোড়া। তবে পা থেকে ও দুটোর অবস্থা একটু ভিন্ন। কারণ পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে হাত, পিঠের নিচে আটকে থেকে যেমন বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে ও দুটো মাসুদ রানাকে, নিজেদের অবস্থাও তেমনি সঙ্গীন। কতক্ষণ থেকে এভাবে পড়ে আছে রানা জানে না। হাতে তেমন সাড়া নেই, রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ। চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করছে ও দুই হাতে।

দৃষ্টিশক্তি আরেকটু প্রসারিত হলো রানার। ঘরের ও মাথায়, রানার ছয় হাত তফাতে আরেক বাঙ্কে চিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল ও ডায়ানাকে, একই অবস্থা তারও। একটা উজ্জ্বল স্ট্রাইপড্ ব্লাউজ ও একজোড়া স্ল্যাকস পরে আছে সে। কেবিনে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই কাপড় পাল্টেছিল ডায়ানা, ভাবল মাসুদ রানা। শেষবার তার পরনে অন্য পোশাক দেখেছিল ও, মনে আছে।

'আপনি মর্ত্যে ফিরে এসেছেন দেখে ভারি পুলক বোধ করছি আমি, মিস্টার মাসুদ রানা,' ওর মাথার কাছ থেকে সাঙ্ঘাতিক মোটা, হেঁড়ে গলায় বলে উঠল কেউ। 'বিলিভ মি, ভারি পুলক বোধ করছি। আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।'

বহুকষ্টে মাথা ঘোরাল রানা গলার স্বর লক্ষ্য করে। ওদের দুই বাঙ্কের মাঝামাঝি জায়গায়, মাথার সামান্য পিছনে এক ভিনাইল চেয়ারে বসে আছে দানবসদৃশ কর্নেল আনাতোলি শেভচেঙ্কো। মুখে অমায়িক এক চিলতে হাসি। তার বদখত সুরতটিকে দর্শনযোগ্য রাখার চেষ্টায় হাসিটা পুরোপুরি ফেল মেরেছে। আরও কদর্য, অমার্জিত করে তুলেছে চেহারা। ভদ্রবেশী এক হায়েনা মনে হলো তাকে মাসুদ রানার।

ওর চেহারায় ক্ষীণ বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে হাসিটা প্রশস্ত হলো কর্নেলের। 'অবাক হচ্ছেন কি করে আপনার আসল নাম জানলাম ভেবে? ভেবেছিলেন নকল

একটা নাম ধারণ করলেই ফাঁকি দেয়া যাবে আমাকে, তাই না? আপনার বিশ্বাস, আপনি চলেন পাতায় পাতায়। কিন্তু আমরা যে পাতার রগে রগে চলি, কল্পনা করেননি, এবং সেজন্যেই শুধু নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে কারিনায় চড়ার দুঃসাহস দেখিয়েছেন আপনি। বোধহয় ভুলেও ভাবেননি যে যে-মুহূর্তে ভাঁড়ামো শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তা ধরা পড়ে গেছে?'

রুমের বন্ধ দরজার এপাশে একটা ধাতব ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে সেই হাফ মামদো স্লাভিক যুবক। হাতে পিস্তল, রানার দিকে তাক করে ধরা, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার চেহারায়। তেমনি মায়াভরা চাউনি। আধো হাসি, আধো গাম্ভীর্যের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছে ওকে। তার পিস্তলটা আরেকবার দেখল রানা, ওটা ওর-ই ওয়ালথার পি. পি. কে। কখন বের করে নেয়া হয়েছে হোলস্টার থেকে, টেরও পায়নি রানা।

ডান হাতের কব্জি এদিক ওদিক ঘোরাল রানা যতটা সম্ভব। কোন চাপ অনুভব করল না কব্জি ও কনুইয়ের মাঝামাঝি এলাকায় ভেতরের দিকটায়। অর্থাৎ স্টীলেটোটাও নেই, সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাথা ঘুরিয়ে আবার শেভচেঙ্কোর দিকে তাকাল রানা। এবার চোখে পড়ল লোকটার কোমরের বেল্টে গোঁজা রয়েছে জিনিসটা।

'হ্যাঁ,' ওর মনোভাব টের পেয়ে বলে উঠল দানব, 'আপনার অস্ত্রশস্ত্র এখন আমাদের জিম্মায় আছে। আর আপনার সো কল্ড্ স্ত্রীও।' চোখ ঘুরিয়ে পাশের বাঙ্ক দেখাল সে। একটু বিরতি। 'তাহলে? খেল খতম, না কি বলেন?'

দুই হাতের তালু পরস্পরের সঙ্গে ডলে ডলে ঝাড়ল শেভচেঙ্কো। বুক পকেট থেকে ইয়া মোটা এক চুরুট বের করে ধরাল বেশ আয়েশী ঢঙে। কয়েক মুহূর্ত ধোঁয়া গিলল সে নীরবে। চেহারা দেখে মনে হলো মস্ত মাথাটা ঘামাচ্ছে, ভাবছে কিছু। সেই সঙ্গে মাসুদ রানার মুখ খোলার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু ওর তরফ থেকে তেমন কোন লক্ষণ নেই দেখে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল দানবের।

'ওয়েল, মাসুদ রানা, সারারাত বসে থাকলে চলবে না আমার। হাতে অনেক কাজ। কী উদ্দেশ্যে কারিনায় পদধূলি পড়েছে আপনার, মানে আপনাদের, জানালে কৃতার্থ হব। দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন।'

'আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' জানে কাজ হবে না, তবু চেহারায় যতটা সম্ভব বোকা বোকা ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। 'আপনি যাকে ভাবছেন, আমি সে নই। আমি···আমার নাম রবার্ট সিম্পসন। উনি আমার স্ত্রী···'

'ডায়ানা ডানকান। সি.আই.এ-র জুনিয়র এজেন্ট!' প্রকাণ্ড মুখে টিট্কারির হাসি ফুটল শেভচেঙ্কোর, হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করবেন না দয়া করে. আবারও বলছি। মিথ্যে বলে রেহাই পাবেন না। ডায়ানার তো অবশ্যই, আপনার ঠিকুজি-কুষ্ঠিও মুখস্থ আমার। শুনবেন? শুনুন তাহলে, আপনি মাসুদ রানা, পিতার নাম জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরি, জন্ম ঢাকা, বাংলাদেশ। পেশা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ফিল্ড অফিসার। শুনি, বিশ্বের সেরা দশজন স্পাইর মধ্যে নাকি আপনিও একজন। বুঝি না, তৃতীয় শ্রেণীর এক গর্দভ কি করে তা হয়।'

ঘাড় ঘুরিয়ে ডায়ানার দিকে তাকাল সে। 'আমরা এই অপারেশনে হাত দেয়ার শুরু থেকেই নজর রেখেছিলাম এর ওপর, কারণ আমাদের এক কমরেডের সঙ্গে অতীতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এর। আমরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানতাম, ঝামেলা যদি বাধে, এই মেয়ের তরফ থেকেই বাধবে। হলোও তাই। তবে,' ডান হাতের তালু গালে বোলাল শেভচেঙ্কো, 'স্বীকার করছি, উইলিয়াম পেরি আপনাকেই তথ্য সংগ্রহের জন্যে এর কাছে পাঠাবেন জানলে আমাদের রাইডার বন্ধুদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে বলতাম। আফসোস! ওদের দু'জনকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করেছেন আপনি। আরও দু'জন মারা গেছে পরে, হাসপাতালে। আরও দু'জন আছে হাসপাতালে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি তাদের। আর···ফিরলেই কি? পুলিস কাস্টডিতে রয়েছে তারা। অর্থাৎ, ধরে নিয়েছি আমরা তারাও থেকেও নেই। অনেক ক্ষতি করে ফেলেছেন আপনি আমাদের, মাসুদ রানা।'

'তৃতীয় শ্রেণীর এক গর্দভ এত ক্ষতি করে ফেলল আপনাদের,' বলে উঠল ডায়ানা। 'ভাবছি, আপনারা কোন্ শ্রেণীর গর্দভ!'

মুখের মৃদু তৃপ্তির হাসিটুকু দফায় দফায় মিলিয়ে গেল ভল্লুকের। ধীরে ধীরে দিক বদল করল তার গর্দান, মেয়েটির দিকে ফিরল সে। লাল চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠল প্রচণ্ড রাগে। 'আচ্ছা!' দাঁতে দাঁত চাপল শেভচেঙ্কো। 'এর মধ্যেও রসিকতা! একটু অপেক্ষা করুন, দেখব আমি কত রস আছে আপনার ভেতরে।'

চুরুটটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল লোকটা। 'সে যাক, আপনার চেহারা আমাদের অনেকেরই পরিচিত, মাসুদ রানা। আমাদের কাছে ছবি আছে আপনার। লস অ্যাঞ্জেলসের ওই ঘটনার পর নিজেদের গরজেই জোগাড় করে নিয়েছিলাম আমরা। এন্টিগুয়ায় যে-মুহূর্তে কারিনায় পা রেখেছেন, সেই মুহূর্ত থেকে জাহাজের ক্যাপ্টেনের চোখে চোখে ছিলেন আপনি, টের পাননি। তার মুখে কারিনায় আপনাদের শুভ পদার্পণের খবর পেয়েই এসেছি আমি, হাতের অনেক জরুরী কাজ ছেড়েছুড়ে। এবার, আবারও অনুরোধ করছি, দয়া করে আমার সময় নষ্ট করবেন না। ব্যস্ততা আছে আমার। যত তাড়াতাড়ি মুখ খুলবেন, ততই লাভ আপনার। খুব দ্রুত ওপরে পৌঁছে,' ওপর দিকে আঙুল তুলে কোন্ জায়গা দেখাল সে-ই জানে, 'নিশ্চিন্তে হানিমুন উদযাপন করতে পারবেন আপনারা মনের আনন্দে।'

বুঝে ফেলেছে রানা, অভিনয় করে লাভ হবে না কিছুই। ওদের ব্যাপারে সবকিছুই জানে এ লোক। অতএব মুক্তির উপায় খুঁজতে লেগেছে ও, মাথার মধ্যে ভাবনা-চিন্তার ঝড় বইছে।

'ঠিক আছে, শেভচেঙ্কো, কি জানতে চাও তুমি?' বলল মাসুদ রানা।

খানিক থমকাল দানব। 'আচ্ছা! আমার নামটাও জানা হয়ে গেছে দেখছি! ওয়েল, তাতে অবশ্য কিছু আসবে-যাবে না। আমি যা জানতে চাই, তা হলো, আমাদের অপারেশন সম্পর্কে ঠিক কতটা জেনেছ তুমি প্রেসিডেন্টের টপ ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের তরফ থেকে। কতটা জানে তারা? কিভাবে জানে? ক'দিন আগে জুয়ান এসকোবার নামে আমাদের এক সীম্যান উধাও হয়ে গেছে ফোর্ট লডারডেল থেকে, তাকে আটক করে নির্যাতনের মাধ্যমে জেনেছে তারা এসব? এবং তাদের কাছ থেকে তুমি, ঠিক না?'

'বিলকুল ঠিক।' ভেবে দেখল মাসুদ রানা, ওর ঝোলায় এমন কোন তথ্য নেই, যা শুনিয়ে দানবটাকে অবাক করা যায়, বা খেপিয়ে তোলা যায়। যাতে উত্তেজনার মাথায় এক-আধটা ভুলভাল করে বসে সে, এবং সেই সুযোগে কিছু একটা করার পথ পেয়ে যায় ও। তবু, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? আন্দাজে গোটাকয়েক ঢিল ছুঁড়লে একটাও যদি লেগে যায়?

'হুঁম! লোকটা হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যাওয়ামাত্রই সন্দেহ জেগেছিল আমার মনে। সে যাক্, কি কি জেনেছ তাঁর কাছ থেকে শোনা যাক এবার।'

'যা যা জানার সব-ই জেনেছি। বাকি নেই কিছুই। এবং সেইমত ব্যবস্থাও নিয়ে ফেলেছে ওয়াশিংটন।'

'শেষটুকু বিশ্বাস করলাম না। তাই যদি হতো, তাহলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কারিনায় চড়ার কোন প্রয়োজন পড়ত না তোমাদের। তোমার কাছে ফ্যাক্টস্ শুনতে চেয়েছি আমি, মাসুদ রানা, ধাপ্পা দিয়ে লাভ হবে না।'

'আমরা জানি, ক্রেমলিনের হার্ড লাইনার মিলিট্যান্টদের নেতা বলে খ্যাত সের্গেই গোরোডিনের নেতৃত্বে এই সুইসাইড মিশনে নেমেছ তোমরা।'

'তাই ভাবছ তোমরা, সুইসাইড মিশন?' হাসল দানব। 'আচ্ছা বেশ, না হয় তাই। তারপর?'

'পেছন থেকে তোমাদের দম দিচ্ছে মস্কো, যদিও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে সীনে আসছে না, বরং জানিয়ে দিয়েছে তোমাদের ব্যাপারে সে কোন দায়-দায়িত্ব নেবে না। কিন্তু সেটা যে ভাঁওতাবাজি, ওয়াশিংটন সে প্রমাণ পেয়ে গেছে।'

এবার বেশ ভাবনায় পড়ে গেল যেন শেভচেঙ্কো। রুক্ষ, এলোমেলো চুলে আঙুল চালাল সে ব্রাশের মত। চোখ কুঁচকে উঠেছে। 'আর?'

'কি ধরনের বোমা তৈরি করছ তোমরা, কিসের ভেতর বসাচ্ছ সেসব, কি ভাবে কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছ স্থাপন করার জন্যে, তা-ও জানি আমরা।'

প্রশ্ন করল না শেভচেঙ্কো। তবে চাউনি দেখে বুঝল মাসুদ রানা, ওষুধে ধরেছে। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে একটু একটু। দু'চোখে বিশাল এক প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে দেখছে সে ওকে। 'কে তৈরি করছে বোমা, জানি আমরা। আরও জানি, কোথায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছ তোমরা।'

'কি বললে?' আচমকা কোঁচকানো কপাল সমান হয়ে গেল শেভচেঙ্কোর। 'আমাদের ঘাঁটি কোথায় তা-ও জানো?' বলেই হা-হা অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল সে। হাসির দমকে পিঠ বাঁকা হয়ে গেল, খিল্ ধরে যাওয়ার অবস্থা পেটে। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামাল দিতে সক্ষম হলো দানব। 'এই জন্যেই তখন তোমাকে তৃতীয় শ্রেণীর গর্দভ বলেছিলাম আমি, বুঝলে? তা যদি সত্যি হতো, তাহলে জেনারেল গোরোডিন ও প্রফেসর রেমানকে আটক করার জন্যে ফুল স্কেল রেইড চালাত ওয়াশিংটন, বসে বসে আঙুল চুষত না। তোমাকেও ঘাড়ে একটা ছুঁড়ি গছিয়ে দিয়ে কারিনায় পাঠাত না। অবশ্য যদিও রেইড-ফেইড করে কাজ হত না কিছু। তাদেরকে খুব পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে যদি কোন কারণে ওদের সততা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ জাগে, ডেড লাইনের আগেই বোমাগুলো ফাটিয়ে দেব আমরা। অথবা প্রফেসর

রেমানের হার্টবিট যদি বন্ধ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে এমনিতেই বিস্ফোরিত হতে শুরু করবে বোমাগুলো, কোন বোতাম টেপার প্রয়োজন পড়বে না। এসব তোমারও জানার কথা। যদি রেইড চালানো হয়, আত্মহত্যা করবেন প্রফেসর। অতএব, এটাও ডাহা মিথ্যে।'

হঠাৎ করেই ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল শেভচেঙ্কো। কঠোর হয়ে উঠল চাউনি। 'মাসুদ রানা,' শীতল কণ্ঠে বলল সে, 'আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে আর মিথ্যে বলার চেষ্টা কোরো না। অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলেছি আমি তোমার পিছনে। আবার যদি সে চেষ্টা করো, তবে পরিণতির জন্যে তুমিই দায়ী হবে, আমি নই। আমি যদি চাই, পাঁচ মিনিটে মুখ খুলতে বাধ্য হবে তুমি। শুধু তোমাকেই নয়, যে কাউকে মুখ খোলাতে পারি আমি, চাইলেই।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। দপ্ দপ্ করছে মাথার ভেতর। অসহ্য যন্ত্রণা!

ওর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিল শেভচেঙ্কো। 'ভেরি গুড! এরা নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেদের লোক নিয়োগ না করে তোমাকে কেন লাগাল? এমন কী বিশেষত্ব আছে তোমার?'

'সে আমি ভাবিনি মনে করেছ? ভেবেছি। কিন্তু উত্তর পাইনি এদেরকে জিজ্ঞেস করেও। তবে আমার মনে হয়, আমাদের দেশে কাউকে ভূতে ধরলে ওঝা ডাকিয়ে ভালমত ঝাড়ুপেটা করানো হয় তাকে ভূত ভাগাতে। কেউ কেউ বলে আমি নাকি ঝানু ওঝা। তাই হয়তো লাগিয়েছে, আনিসুর রহমানকে কষে ঝাড়ুপেটা করে আমি ভাল করে তুলতে পারব ভেবে। শুনেছি, বাঙালি ভূত ভাগাতে বাঙালি ওঝা আর মুড়ো ঝাঁটা নাকি খুবই কার্যকর ওষুধ।'

'কি বললে!' হতভম্ব দেখাল শেভচেঙ্কোকে। রানার বক্তব্য পুরোটা যে সে বুঝতে পারেনি, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। ওঝা, ঝাড়ুপেটা বা মুড়ো ঝাঁটা শব্দগুলো জীবনে এই প্রথম শুনল সে, কাজেই ব্যাপারটা স্বাভাবিক। 'আবার বলো।'

'আরও দশবার বললেও তুমি বুঝবে না। এ হচ্ছে আ মরি বাংলা ভাষার বাতচিৎ।'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ভল্লুক কি ভেবে। 'বেশ, প্রয়োজন নেই। এবার অন্য প্রসঙ্গ। তোমার ডায়ানার মত আর কতজনকে আমাদের পিছনে লাগিয়েছে উইলিয়াম পেরি?'

'জানি না।'

'জানো না?' কি যেন ভাবল দানব খানিক কপাল কুঁচকে। 'কে জানে তাহলে? ডায়ানা?' ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটিকে দেখল সে। তার চোখে কী ছিল দেখতে পায়নি রানা, তবে ডায়ানার কুঁকড়ে যাওয়াটা দেখেছে ঠিকই। 'তাই হবে হয়তো।'

'ডায়ানা কিছুই জানে না,' তাড়াতাড়ি বলল ও। 'ডায়ানা জুনিয়র এক এজেন্ট। এটাই ওর জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট।'

পাত্তা দিল না লোকটা রানাকে। মেয়েটির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'কি? মুখ খুলতে...'

'বললাম তো ও জানে না কিছু!' ঝাঁঝিয়ে উঠল রানা।

বিশাল ভারি দেহটা নিয়ে অকল্পনীয় দ্রুততার সঙ্গে আসন ছাড়ল শেভচেঙ্কো,

বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল সে, লোমশ ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবড়া মেরে বসল রানার গালে। জিভে রক্তের স্বাদ পেল রানা।

'চোপ!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'জানে কি জানে না তোমার কাছে শুনতে চাইনি আমি। যতক্ষণ তোমাকে আর কোন প্রশ্ন করা না হচ্ছে, ততক্ষণ চুপ থাকো।' দরজার সামনে বসা যুবকের দিকে তাকাল শেভচেঙ্কো। 'আন্তন! খেয়াল রাখো এর দিকে, মুখ দিয়ে যেন একটা শব্দও বের করতে না পারে।'

'রাইট, কমরেড পলকভনিক (কর্নেল)!'

সরে গিয়ে ডায়ানার মাথার কাছে দাঁড়াল দানব। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল মাসুদ রানা, বুঝতে পেরেছে, খামোকা নির্যাতিত হতে যাচ্ছে মেয়েটি। হঠাৎ কোমরের ট্রিক্ বেল্টটার কথা ওর মনে পড়ল, কেন ওটা চোখে পড়ল না শেভচেঙ্কোর? ওটা কেড়ে নেয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কেন করল না সে? আর কিছু না হোক, অন্তত বেঢপ বাক্‌লটা তো অবশ্যই চোখে পড়ার কথা! ঘাড় উঁচু করে কোমরের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, এবং উত্তরটা পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ট্রাউজারের ভেতর ইন করা স্পোর্টস শার্টটা কিভাবে কখন যেন বেরিয়ে এসেছে, বেল্টটা ঢেকে রেখেছে পুরোপুরি। যাহ্!

ওই অবস্থায়ই শেভচেঙ্কোর দিকে তাকাল রানা। চাউনিতে পরিষ্কার হতাশা, একটা সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। পরক্ষণে দরজার কাছে নড়াচড়া চোখে পড়তে সেদিকে ফিরল ও। ওর-ই ওয়ালথার দুলিয়ে হুমকি দিচ্ছে আন্তন, চুপ করে শুয়ে থাকতে বলছে মাসুদ রানাকে।

ভালই হয়েছে দানব বেল্টটা দেখতে পায়নি, ভাবল ও। অন্তত এই মুহূর্তে শাপে বর হয়েছে ব্যাপারটা। ওটা পরখ করে দেখতে গিয়ে যদি আহত হতোও সে, হাত-পা বাঁধা থাকার কারণে কিছুই করতে পারত না মাসুদ রানা। বরং আন্তন আর তার সঙ্গীদের হাতে ওদের লাঞ্ছনার মাত্রা বেড়ে যেত বহুগুণ। শুয়ে পড়ল মাসুদ রানা, ঘাড় কাত করে তাকিয়ে থাকল পাশের বাঙ্কের দিকে। কি করে মুক্তি পাওয়া যায় এ গেরো থেকে, ভাবছে।

মুখ নিচু করে সরাসরি ডায়ানা ডানকানের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে কর্নেল শেভচেঙ্কো। ভয়ে, আতঙ্কে নীল চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ডায়ানার, দেখতে পাচ্ছে রানা। তবে স্বস্তির কথা, এখনও নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারায়নি সে।

'এবার তোমার পালা, ডায়ানা ডানকান,' গমগম করে উঠল শেভচেঙ্কোর হেঁড়ে কণ্ঠ। 'বলো, তোমাদের মত আর কতজনকে লাগানো হয়েছে আমাদের পিছনে।'

ঢোঁক গিলল মেয়েটি। 'রানা মিথ্যে বলেনি। আমি সত্যিই কিছু জানি না সে ব্যাপারে।'

'হুঁম! ঠিকই ভেবেছিলাম। দেখি, কতক্ষণ মুখ না খুলে থাকতে পারো। তবে খুলতে যে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বেশি স্মার্টনেস দেখাবে, ততই দ্রুত মুখ খুলবে, জানা আছে আমার।' ডান হাত বাড়াল দানব, সাগর কলার মত দীর্ঘ, মোটা আঙুলগুলো দিয়ে ডায়ানার ব্লাউজ মুঠো করে ধরল বুকের কাছে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল ওটা, মুহূর্তে উন্মোচিত হলো তার বুক, ব্লাউজের নিচে

কোন আবরণ নেই ডায়ানার। তাই দেখে বড় বড় হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ল কর্নেলের।

হাঁ করে ডায়ানার সুশ্রী স্তনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল আন্তন। তারপর দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিল। ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেছে শেভচেঙ্কোর, খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠল সে। 'এ দুটো নিয়ে খানিক খেলা করতে ইচ্ছে হয় নাকি হে, আন্তন? দেখতেই পাচ্ছ, বেশ লোভনীয়! এসো হে, এসো! আরে, এত লজ্জার কি আছে? বয়স তো কম হয়নি তোমার, এ বয়সে এরকম নাড়াচাড়ার সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে নাকি?'

দ্রুত নেতিবাচক মাথা দোলাল আন্তন। লজ্জায় কান-গাল লাল হয়ে উঠেছে যুবকের। কর্নেলের এ কাজে সে যে মোটেই সন্তুষ্ট নয়, চেহারায় পরিষ্কার ফুটে আছে তা।

'আসবে না?' ঠোঁট ওল্টাল দানব। 'ঠিক আছে, কী আর করা! সময় পেলে ধীরে সুস্থে মজা লোটা যেত। কিন্তু…এ মুহূর্তে কাজটাই আসল। হঠাৎ পেট চিমটে ধরল সে ডায়ানার। মাসুদ রানা দেখতে পাচ্ছে, তার হাতের পেশী ঠেলে উঠছে ওপরদিকে, ক্রমেই হাতের চাপ বাড়ছে তার একটু একটু করে, তার সঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সমান তালে চেহারা ক্রমেই বিকৃত হয়ে উঠছে ডায়ানার।

ওর মুখের ওপর ঝুঁকে এল শেভচেঙ্কো। 'আবার প্রথম থেকে শুরু করা যাক। বলো, আর কতজনকে লাগানো হয়েছে আমাদের পিছনে।

'আমি জানি না!' চেঁচিয়ে উঠল ডায়ানা। কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে তার, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে সে প্রাণপণে।

'না জানলে তো চলবে না, মাই ডিয়ার!' আফসোস প্রকাশের ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল দানব, মুখে পৈশাচিক হাসি। 'জানতেই হবে। বলো, বলে ফেলো।' হাতের চাপ আরও বাড়ল তার।

'আমি জানি না! আমি কিছুই জানি না!' বাঙ্ক ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়েছে ডায়ানার পিঠ, চোখ কোটর ছেড়ে লাফিয়ে পড়ার জোগাড়। হাঁ করে দম নিচ্ছে সে। 'উহ্! মাগো!'

ভেতরে ভেতরে মরীয়া হয়ে উঠেছে মাসুদ রানা, কিছু একটা উপায় বের করা না গেলে হয়তো মেয়েটিকে মেরেই ফেলবে অমানুষটা। 'বুঝেছি,' বলল শেভচেঙ্কো, 'এভাবে কাজ হবে না। ওষুধ ভালমত না পড়লে…।' হাত সরিয়ে নিল লোকটা, পেট থেকে মোটা মোটা আঙুলের ছাপ লাল হয়ে গেছে। সময় লাগবে দাগগুলো মুছতে।

এবার মেয়েটির পেটে হাত বোলাল দানব, আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামছে হাতটা। স্ল্যাকস পর্যন্ত নেমে থামল, খুলতে আরম্ভ করল বোতাম। নিজের অসহায়ত্ব অনুধাবন করল রানা হাড়ে হাড়ে, অসহায় রাগে দাঁতে দাঁত কাটা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এ মুহূর্তে। কিচ্ছু করার নেই। তবু শেষ চেষ্টা করল ও। বলে উঠল, 'ওকে ছেড়ে দাও। যা জানতে চাও আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি বলছি।'

'চুপ থাকো, বড়দের কাজে নাক গলাবে না,' ধমকে উঠল শেভচেঙ্কো। বোতাম খুলে ফেলেছে ডায়ানার স্ল্যাকসের, দু'হাতে ধরে টানাটানি করছে ওটা খোলার জন্যে। সেই মুহূর্তে প্রায় নাটকীয়ভাবে বাধা পেল শেভচেঙ্কো। কেবিনের বন্ধ দরজায় দু'বার

নক্ হলো, পরক্ষণেই খুলে গেল দরজা। ফ্যাকাসে চেহারার এক স্লাভিক সীম্যানকে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো দেখা গেল। লোকটার গায়ের রংটাই ওরকম, না ভেতরের দৃশ্য দেখে হয়েছে, বোঝা গেল না। একটা নোংরা রুশ গালি বেরিয়ে এল শেভচেঙ্কোর গলা দিয়ে।

'আপনার জন্যে খুব জরুরী রেডিও মেসেজ আছে, কমরেড পলকভনিক,' অন্যদিকে তাকিয়ে দ্রুত বলল সীম্যান। দাঁড়িয়ে আছে অ্যাটেনশন হয়ে।

'এখন নয়, গাধা কোথাকার!' খেঁকিয়ে উঠল দানব, 'দেখছ না ব্যস্ত আছি আমি?'

'কি-কিন্তু কমরেড, জেনারেল গোরোডিন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। খুব নাকি জরুরী।'

ব্যস্ত হাত দুটো স্থির হয়ে গেল দানবের, ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল সে, তারপর সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে। জেনারেলকে গিয়ে বলো আমি আসছি।'

স্যালুট করল তাকে সীম্যান মিলিটারি কায়দায়, লেফট টার্ন করে অদৃশ্য হয়ে গেল দোরগোড়া থেকে। ডায়ানার দিকে তাকিয়ে ভ্যাংচানোর মত করে হাসল শেভচেঙ্কো। 'অপেক্ষা করো,' বলল সে। 'আমি ফিরে এসে সিকোয়েন্সটা পুরো করব।' দরজার কাছে এসে থামল। আন্তনের দিকে ফিরে বলল, 'এই লোকটার ব্যাপারে সতর্ক থেকো,' রানাকে দেখাল সে। 'কোনরকম বেচাল যদি করে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। হত্যা করার জন্যে নয়, কেবল অচল করে দেয়ার জন্যে। বুঝেছ?'

'ইয়েস, কমরেড।'

বেরিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল শেভচেঙ্কো। বাইরে থেকে ল্যাচের 'ঘটাং' আওয়াজ এল। নড়ে উঠল মাসুদ রানা, শার্টটা কোনরকমে যদি খানিকটা ওপরে তোলা যায়, যদি বেল্টটা চোখে পড়ে আন্তনের, তাহলে হয়তো…। এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

'অ্যাই!' ধমকে উঠল আন্তন। তবে যতটা কঠোরতা ফোটাতে চাইল কণ্ঠে, ততটা ফুটল না। ওয়ালথার দোলাল সে। 'চুপ করে শুয়ে থাকুন, নড়বেন না। আরেকবার নড়লে কিন্তু গুলি করব আমি।'

থেমে গেল মাসুদ রানার নড়াচড়া। রুশ ভাষায় খেঁকিয়ে উঠল ও, 'অন্ধ নাকি তুমি? দেখছ না, নিরপরাধ মেয়েটার ওপর অনর্থক কেমন অত্যাচার করছে ওই হারামজাদা পলকভনিক? আরেকটু হলে তো মরেই যেত মেয়েটা!'

থতমত খেয়ে গেল আন্তন। 'আ-আপনি রুশ জানেন!'

'মর জ্বালা!' চরম বিরক্তি প্রকাশ করল রানা, 'শুনেও বিশ্বাস হলো না? তাড়াতাড়ি মেয়েটার কাছে যাও, পানি-টানি খাওয়াও দয়া করে!'

ওর ইঙ্গিত বুঝে ফেলল ডায়ানা। সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মনে মনে আল্লাকে ডাকতে লাগল রানা, ডায়ানার অভিনয়টা যেন সহজে ধরতে না পারে আন্তন, কিছুক্ষণ যেন ব্যস্ত থাকে লোকটা ওকে নিয়ে। ওদিকে ডায়ানার কান্না শুনে দ্বিধায় পড়ে গেল সীম্যান, ঘুরে তাকাল সেদিকে। পরক্ষণেই মুখ ঘুরিয়ে নিল ওর নগ্ন বুকে চোখ পড়তে।

অস্ফুটে এটা-ওটা বলে বিলাপ করছে মেয়েটি, 'উহ্!' 'আহ!' করছে। 'আন্তন!'

কান্নাভেজা স্বরে ডাকল ডায়ানা। 'তোমার সামনে লোকটা…লোকটা আমাকে অপদস্থ করবে, আর তুমি তাই সহ্য করবে?'

'কিন্তু…কিন্তু…।' আমতা আমতা করে থেমে গেল সীম্যান।

'আমাকে বাঁচাও, আন্তুন!' সত্যি সত্যি ডায়ানার গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে দেখে অবাক হলো মাসুদ রানা। 'ও লোক এবার ঠিক মেরে ফেলবে আমাকে।'

'আমি দুঃখিত,' জোর করে নিজেকে কঠোর প্রমাণ করতে চাইল যুবক, যদিও কণ্ঠ যা বলল, চেহারা বলল তার উল্টো। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি না আমি, তাহলে পলকভনিক আমাকে…উনি যা জানতে চান বলে ফেললেই তো ঝামেলা থাকে না আর!'

'আমি জানলে না বলব! কি যে জানতে চায় লোকটা, বুঝতেই তো পারছি না! তুমি-ই বলো, কি বলব আমি? প্লী-ই-জ, আন্তন! তুমি তো ওই লোকটার মত অমানুষ নও। দয়া করে সাহায্য করো আমাকে! হাত দুটো অন্তত খুলে দাও!'

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলল যুবক কয়েক মুহূর্ত। তারপর জোরে জোরে মাথা দোলাল। 'দুঃখিত। কোন সাহায্য করতে পারব না আমি।' মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

এই সুযোগে ডায়ানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মাসুদ রানা। চোখ ইশারায় ওকে আন্তনের সামনের কার্ড টেবিলে পড়ে থাকা এক প্যাকেট সিগারেট দেখিয়ে ঠোঁট গোল করে ধূমপানের মত বাতাস টানল, তারপর মাথা দোলাল। নিজেকে মুক্ত করার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে রানা, সেটা কার্যকর করতে হলে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হলেও আন্তনের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানো প্রয়োজন। লোকটা এদিকে চেয়ে থাকলে কাজ হবে না।

চতুর মেয়ে, ইঙ্গিতের অর্থ ধরে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। এক জোর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সে। 'ঠিক আছে, আন্তন। হাত না হয় না-ই খুললে, ছোট্ট একটা উপকার তো করতে পারো। তাতে তোমার কর্নেলের নির্দেশ অমান্য হবে না।'

'কি উপকার?' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরল যুবক। এবং অবধারিত ভাবে চোখ পড়ল ডায়ানার বুকে। ঢোক গিলল সে।

'আমি একটু বেশি-ই স্মোক করি। যদি একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটের ফাঁকে ভরে দিতে…'

খানিক ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল আন্তন। 'ঠিক আছে,' সামনে থেকে প্যাকেটটা তুলে নিল। 'কিন্তু এগুলো রাশান সিগারেট, চলবে আপনার?'

'সিগারেট সিগারেটই, একটা হলেই হলো। ধরিয়ে দাও, প্লীজ!'

'আচ্ছা।' একটা সিগারেট বের করে ধরাল যুবক, তারপর ওয়ালথারটা কোমরে গুঁজে এগিয়ে এল। ডায়ানার পাশে এসে দাঁড়াল রানার দিকে পিছন ফিরে, ওর থেকে বড়জোর তিন হাত তফাতে।

নিজেকে নিঃশব্দে গুটিয়ে নিল মাসুদ রানা, আবার চোখ টিপল ডায়ানার উদ্দেশে। হাঁটু ভাঁজ করে তুলে আনল বুকের ওপর, সেই সঙ্গে ঘুরিয়ে নিল নিজেকে। পা দুটো থাকল আন্তনের দিকে। জানে, সুযোগ একটাই পাবে ও, এবং অবশ্যই সেটা কাজে লাগাতে হবে। ব্যর্থ হওয়া চলবে না কোনমতেই। ওদিকে আন্তনের কাজ শেষ, সিগারেটটা ডায়ানার ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে সিধে হলো সে, হাত বাড়াল কোমর

থেকে পিস্তলটা তুলে নেয়ার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে রুমের দ্বিতীয় বাঙ্কে যে কিছু একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে, চোখের কোণে ধরা পড়ল তার। ঝট্ করে ডায়ানার দিকে পিছন ঘুরল সে, টান মেরে বের করে ফেলেছে ওয়ালথার। পরের সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে উল্টে গেল পাশার ছক।

'হিট্ হিম!' চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা।

প্রায় তৈরিই ছিল মেয়েটি। রানা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, আগেই চোখে পড়েছে তার, কেন করেছে ও কাজটা, পুরোপুরি বুঝে উঠতে না পারলেও অনুমান করে নিয়েছে একটা কিছু। সিগারেট ওর ঠোঁটে গুজে আন্তন সিধে হওয়ামাত্র অনেকটা পাশ বদল করার মত এদিকে ফিরে শুয়েছে ডায়ানা। রানা চেঁচিয়ে উঠতেই দু'পায়ে মাঝারি আকারের একটা লাথি হাঁকল সে আন্তনের নিতম্বে। আচমকা আক্রমণে ভারসাম্য হারিয়ে এক পা এগিয়ে এল সে। পরমুহূর্তে থুতনিতে রানার জোড়া পায়ের ভয়ঙ্কর এক সবুট লাথি খেয়ে ভুরু জোড়া চুলের সীমানায় পৌঁছে গেল তার।

ছিটকে গিয়ে ডায়ানার বাঙ্কের কিনারায় আছাড় খেলো আন্তন। চিত হয়ে ডায়ানার ওপরই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু সময়মত বাধা দিল মেয়েটি দুই হাঁটু এক সঙ্গে জুড়ে। হাত থেকে 'ঠক' করে মেঝেতে খসে পড়ল ওয়ালথার, পরমুহূর্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল আন্তন। ডেকে কপাল ঠুকল সেজদার ভঙ্গিতে। অজ্ঞান।

আট

'থোক' করে সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে দিল ডায়ানা ডানকান। ঝুঁকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল অজ্ঞান আন্তনের দিকে। 'যে জোরে মেরেছ!' আনমনে বলল সে, 'মরেই গেল কি না কে জানে! থ্যাঙ্ক গড, না মরেনি। বেঁচে আছে। বেচারা!'

কোন দিকে খেয়াল নেই মাসুদ রানার, উঠে বসেছে ও। টেপ বাঁধা পা ঝুলছে মেঝের কয়েক ইঞ্চি ওপরে। ব্যস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা, টেপ কাটার জন্যে ধারাল কিছু একটা খুঁজছে। কিন্তু না, তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। এদিকে মূল্যবান মুহূর্তগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, যে-কোন সময়ে ফিরে আসতে পারে শেভচেঙ্কো, এসে যদি ভেতরের এই পরিস্থিতি দেখে সে, ওদের ভাগ্যে কী ঘটবে, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল মাসুদ রানা।

মুক্তি পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল, এমন সময় সিলিঙের টিউব লাইটটার ওপর চোখ পড়ল ওর। নাগালের বাইরে রয়েছে টিউবটা, তবে কিছু দিয়ে যদি আঘাত করা যায় ওটায়, গুঁড়ো হয়ে যাবে পাতলা কাঁচের টিউব। কি দিয়ে আঘাত করা যায়? নিজের ওয়ালথারটা চোখে পড়ল রানার, ওর কয়েক হাতের মধ্যে মেঝেতে পড়ে আছে। ওটা দিয়ে করা যাবে না কিছু, কারণ হাত বাঁধা। তাহলে?

ভাবনা-চিন্তার পিছনে বেশি সময় নষ্ট করল না মাসুদ রানা। দুই গোড়ালি পরস্পরের সঙ্গে ঘষতে লাগল জোরে জোরে। মিনিটখানেক ধস্তাধস্তির পর ডান পায়ের

জুতোটা খুলে ফেলতে সক্ষম হলো রানা, আঙুলের সঙ্গে বাঁধিয়ে ওটাকে ঝুলিয়ে রাখল ও। চোখ দিয়ে টিউবটা নিরিখ করতে করতে নিজেকে শোনাল, এবারও একটাই সুযোগ পাবে তুমি। কাজেই ভাল করে নিরিখ করো, ব্যর্থ হতে হয় না যেন।

মোটামুটি যখন নিশ্চিত হলো রানা যে মিস্ হবে না, জোর এক ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দিল জুতোটা শূন্যে। পাক খেতে খেতে ফোনাকুনি ছুটে গেল ওটা সাঁ করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে বুকটা 'ছাঁৎ' করে উঠল মাসুদ রানার, টিউবটা মিস্ করেছে জুতোর বাচ্চা, মাত্র দু'ইঞ্চি নিচে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, শেষ পাকটা খাওয়া তখনও বাকি ছিল ওটার। টিউবের তলা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার একেবারে আগমুহূর্তে জুতোর ভারি হিল নিচে নেমে এল, ডগাটা হালকা বলে উঠে গেল ওপরে চট্ করে, হালকা 'ঠুন্' আওয়াজ উঠল একটা, পরক্ষণে গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল কেবিন।

জুতোটা পড়ল আগে, কোথায় পড়ল কে জানে, তার পরপরই মেঝেতে ঝন্‌ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়ল ভাঙা কাঁচের অজস্র টুকরো। দেহমনে মহাস্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিল কে যেন রানার, মনে হলো এত মধুর ঝন্‌ঝন্ শব্দ আগে কখনও শোনেনি ও। লাফ দিয়ে বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল রানা, যেখানে কাঁচের গুঁড়ো পড়েছে, সেদিকে এগোতে লাগল ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে।

জায়গামত পৌঁছে বসে পড়ল ও, ঘুরে বসে দু'হাতে মেঝে হাতড়াতে শুরু করল। পরপর কয়েকটা কাঁচ খণ্ড হাতে পেয়েও ছেড়ে দিল রানা হতাশ হয়ে, খুবই ছোট ওগুলো, কোন কাজে আসবে না ওর। অবশেষে পাওয়া গেল একটা, বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে টুকরোটা ধরে কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নেয়া যাবে কাজ। টেপের গায়ে ঠেকিয়ে খুব ধীরে ধীরে ওটা ওপর-নিচে চালাতে লাগল মাসুদ রানা, যাতে চাপ লেগে ভেঙে না যায় 'মুট' করে।

এক সময় আঙুলে ভেজা পিচ্ছিল কিছু অনুভব করল রানা। হাত কেটে গেছে, তাতে অবশ্য মাইন্ড করার কিছু নেই, অনেকক্ষণ থেকে হাতে রক্ত চলাচল বন্ধ বলে কোন ব্যথাও টের পেল না। এক মিনিটের মধ্যে হাত দুটো মুক্ত করে নিল ও, তারপর পা জোড়াও।

'ডায়ানা, কোথায় তুমি?'

'এই যে, আমার বাঙ্কে।'

দু'পা এগোল রানা তার গলা লক্ষ্য করে, এবং তারপরই জমে গেল জায়গায়। বন্ধ দরজার ওপাশে একজোড়া ভারি পায়ের আওয়াজ, এদিকেই আসছে। কর্নেল শেভচেঙ্কো। বাইরে থেকে দরজার ল্যাচ খোলার আওয়াজ উঠল। সচকিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা, প্রায় নিঃশব্দ দুই দীর্ঘ লাফে পৌঁছে গেল দরজার কাছে, বাল্কহেডে পিঠ ঠেকিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ঝটাং করে খুলে গেল দরজা, করিডরের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল রুমের ভেতরে, সঙ্গে বিশালাকার এক মানুষের ছায়া—শেভচেঙ্কো! দেয়ালের সঙ্গে আরও সেঁটে গেল মাসুদ রানা। এক মুহূর্ত থমকাল কর্নেল ভেতরে আলো নেই দেখে। পরক্ষণে হুঙ্কার ছাড়ল বাঘের মত, 'আগুন!'

লোকটা দুঃসাহসী, সিদ্ধান্তে পৌঁছল মাসুদ রানা, অথবা বোকা, নিজেকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা না নিয়েই দুম করে ঢুকে পড়ল অন্ধকার কেবিনে। হাতে শোভা পাচ্ছে

রানার চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার স্টিলেটো। বাঁ হাতের আঙুলগুলো সটান সোজা রেখে ধাঁই করে কারাতের কোপ চালাল রানা কর্নেলের ছুরি ধরা হাতের কবজিতে। 'কেঁউ' করে উঠল লোকটা লাথি খাওয়া কুকুরের মত, পড়ে গেল ছুরিটা। পরমুহূর্তে ডান চোয়ালের হিঞ্জে ওর হেভিওয়েট পাঞ্চ খেয়ে দরজার ফ্রেমে আছড়ে পড়ল শেভচেঙ্কো, পুরু স্টীলের ফ্রেমে ভয়ঙ্কর 'ঠকাশ' শব্দে ঠুকে গেল তার তরমুজের মত বড় মাথাটা। জ্ঞান হারিয়ে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল শেভচেঙ্কোর বিশাল ধড়।

ছুরিটা কুড়িয়ে নিল মাসুদ রানা, ছুটে গিয়ে ডায়ানার বাঁধন কাটতে শুরু করল। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময় আরেকটা ছায়া দেখা গেল দরজায়। উত্তেজিত ছিল বলে আগন্তুকের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়নি ওরা কেউ। কেবিনে ঢোকার মুখেই কর্নেলের দেহটা পড়ে আছে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেই স্থির হয়ে গেল লোকটা জায়গায়। ঝট করে অন্ধকার কেবিনের দিকে তাকাল এক পলক, তারপরই জান বাজি রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে করিডর ধরে। ভাঙা গলায় চেঁচাচ্ছে তারস্বরে।

বাইরের আলোয় পায়ের কাছে পড়ে থাকা শতছিন্ন ব্লাউজটা দেখতে পেয়ে তুলে নিল ডায়ানা। 'চলো,' চাপা কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'কেটে পড়ি।' হাতড়ে হাতড়ে ওয়ালথারটা তুলে নিল ও।

'কোথায় যাব?'

'আগে বের তো হই, তারপর দেখা যাবে।'

কথার ফাঁকে ব্লাউজ পরে ফেলল ডায়ানা। ওর হাত ধরে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'আমার পিছনে থাকো।' ওয়ালথার বাগিয়ে ধরে করিডরে উঁকি দিল ও, কেউ নেই, ফাঁকা। 'এসো।'

প্যাসেজওয়েতে পা রাখল দু'জনে। সামনে পিছনে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল রানা, কোথায় আছে ওরা। প্যাসেজের দুই প্রান্তেই ওপরে ওঠার সরু মেটাল স্টেয়ারকেস দেখা গেল। অনুমানে ডানদিকের সিঁড়ি বেছে নিল মাসুদ রানা, আশা করল ওদিকে যাওয়াই নিরাপদ। 'দৌড়াও!' বলেই আগে আগে ছুটল ও, পিছনে সেঁটে থাকল ডায়ানা।

ভুল পথ বেছে নিয়েছিল মাসুদ রানা।

সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই মাথার ওপরে কয়েক জোড়া পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ কানে এল, উত্তেজিত কণ্ঠের চেঁচামেচিও রয়েছে সঙ্গে। ব্রেক কষল মাসুদ রানা, ঠিক একই সময়ে ওপরের ল্যান্ডিঙে উদয় হলো এক স্লাভিক, হাতে উদ্যত অস্ত্র। হুড়োহুড়ির মধ্যে গুলি করে বসল লোকটা, ডায়ানার মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে প্যাসেজের দেয়ালে আঘাত করল বুলেট, তারপর বাতাসে 'বিঙ-ঙ' আওয়াজ তুলে উড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল রানার ওয়ালথার পি. পি. কে, বুক চেপে ধরে সিঁড়ির ওপর লুটিয়ে পড়ল লোকটা, পিস্তল ছুটে গেছে হাত থেকে। আগে পিস্তল, পিছনে তার মালিক, দুটোই ধাতব সিঁড়িতে নানারকম আওয়াজ তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এল নিচে। ওদিকে পরমুহূর্তে আরও কয়েক জোড়া পা দেখা গেল ওপরের ল্যান্ডিঙে।

আন্দাজে আরেকটা গুলি করল রানা, ফলাফল দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না,

ঘুরেই ছুটল প্যাসেজওয়ের অন্য প্রান্তের দিকে। ওরই ফাঁকে আশপাশে তাকিয়ে অনুমান করল রানা, আপার ডেকের অন্তত দুই ডেক নিচে রয়েছে ওরা। মুসিবত!

ছুটতে ছুটতেই মাথা ঘামাচ্ছে রানা। এখন কারিনায় অবস্থান করার অর্থ সেধে মৃত্যু ডেকে আনা, অতএব পালাতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল ও। আপাতত জান বাঁচানোই প্রধান কাজ। ছুটতে ছুটতে সেই বিখ্যাত উক্তিটা স্মরণ করল মাসুদ রানা, 'যে একবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নে সক্ষম হয়, সে আরেকবার লড়াই করার সুযোগ পায়'।

বিনা বাধায় সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে আসতে পারল ওরা। এবং তার পরপরই পড়ল বাধার মুখে। সামনেই তিন-চারজন সীম্যানকে দেখা গেল, উত্তেজিত কণ্ঠে কী সব বলাবলি করতে করতে এদিকেই ছুটে আসছে। ওদের মত সামনেই শত্রু দেখে তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল। স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করল রানা, ব্যাটাদের মাত্র একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। দেহের পাশে ঝুলছে তার অস্ত্র ধরা হাত। রানার হাতের উদ্যত ওয়ালথার দেখে আঁতকে উঠল লোকটা।

তার কব্জি সই করে ট্রিগার টানল মাসুদ রানা, রুশ ভাষায় 'মা বাবাকে' ডাকতে ডাকতে বসে পড়ল সে আহত স্থানটা চেপে ধরে, অন্যরা মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে কার্ল লুইসের রেকর্ড ভাঙতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এবার অন্য সিঁড়িটাও মোটামুটি নির্বিঘ্নে পেরিয়ে আপার ডেকে উঠে এল ওরা। জাহাজের পিছনদিকে লাইফবোট এরিয়া, ওখানে পৌছতে হবে। ওদিকে লাইফ জ্যাকেটের একটা বাক্স চোখে পড়েছিল আগে, ওখানে পৌছতে চায়।

সামনেই একটা বন্ধ দরজা, পিছনের খোলা ডেকে পৌছার শেষ বাধা। দ্রুত এগোবার তাড়া থাকলেও তীরে এসে তরী ডোবানোর কোন ইচ্ছে নেই মাসুদ রানার, ওয়ালথার বাগিয়ে সাবধানে দরজাটা খুলে ফেলল ও। পরক্ষণেই ওদের আর রেলিঙের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ানো তিন নাবিকের ওপর চোখ পড়ল, একজনের হাতে একটা কালাশনিকভ এ কে-ফর্টিসেভেন রাইফেল। দরজার কাছে নড়াচড়া দেখেই ঝট্ করে রাইফেল তুলল লোকটা। কিন্তু মাসুদ রানার তুলনায় তার রিফ্লেক্স বহুগুণ শ্লথ, মনে হলো যেন পানির তলায় নড়াচড়া করছে সে।

লোকটার কপাল ভেদ করে ঢুকে গেল ওয়ালথারের থ্রি-এইট ক্যালিবার বুলেট, মাথাটা বেমক্কা এক ঝাঁকি খেলো তার পিছনদিকে। রাইফেলসহ উল্টে পড়ল নাবিক। কিন্তু মাঝপথে থাকতেই তার হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল একজন, অন্যজন ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেলেও পরক্ষণেই পকেটে হাত ভরে দিল। বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিল শেষেরজন, দ্বিতীয়জনের চেয়ে অনেক ফাস্ট সে। পলকে পিস্তল বের করে ফেলেছে পকেট থেকে।

কাজেই তাকেই প্রথম নিল মাসুদ রানা। বুক চেপে ধরল সে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার পিস্তলও গর্জে উঠল, কিন্তু সোজা আকাশপানে ছুটল তার লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। পিছিয়ে গেল লোকটা দ্রুত, নিতম্বের নিচে জোর ধাক্কা লাগল রেলিঙের, পরক্ষণে দু'পা শূন্যে উঠে গেল তার। একটা ডিগবাজি খেয়ে রওনা হয়ে গেল সে নিচে অপেক্ষমাণ কালো ক্যারিবিয়ানের আলিঙ্গনে ধরা দিতে।

গুলিটা ছুঁড়েই তৃতীয়জনের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। চোখের সামনে দুই কমরেডের পরিণতি দেখে জমে গেছে লোকটা ততক্ষণে, রানা চোখ তুলতেই সচকিত

হলো সে, রাইফেল ফেলে স্টার্নের দিকে ছুটল তীরবেগে।

রেলিঙের যেখান থেকে এইমাত্র সাগরে পড়েছে তৃতীয় নাবিক, তার কাছেই রয়েছে বাক্সটা, সামনের দিকে কোনাকুনি 'লাইফ জ্যাকেট' শব্দ দুটো স্টেনসিল করা আছে তার। বাক্স খুলে ভেতরে উঁকি দিতে মনটা দমে গেল মাসুদ রানার, মাত্র একটা জ্যাকেট আছে ওতে। কি আর করা! ওটা বের করে ডায়ানার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। 'জলদি পরে ফেলো!'

ওদিকে অনেকগুলো কণ্ঠের হৈ-চৈ, দৌড়ে আসার আওয়াজ কানে আসছে। মনে হলো চারদিক থেকেই আসছে ওরা, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। বাহু ধরে টানতে টানতে মেয়েটিকে রেলিঙের কাছে নিয়ে এল রানা। দু'চার কথায় বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে তাকে।

'কিন্তু তুমি?' বলে উঠল মেয়েটি। 'জ্যাকেট ছাড়া কি করে তুমি...'

'সে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে,' ব্যস্ত গলায় বলল মাসুদ রানা।

'কিন্তু...'

'আহ্! কথা বাড়িয়ো না। যা বললাম, সাঁতার কাটার চেষ্টা কোরো না, শুধু ভেসে থেকো, আমি খুঁজে নেব তোমাকে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল ডায়ানা, 'আচ্ছা।'

'নাউ জাম্প!' বলেই পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। এসে পড়েছে শত্রুরা দলবেঁধে, খোলা দরজার ওপাশে ছায়ার নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। ওয়ালথার হোলস্টারে গুঁজল রানা, ছুরিটা আগেই ভরে রেখেছে জায়গামত। শেষ মুহূর্তে আগুয়ান শত্রুদলের সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে কর্নেল শেভচেঙ্কোর হেঁড়ে গলা কানে এল রানার।

ঘুরে দাঁড়াল ও, দু'হাত মাথার ওপর সটান সোজা রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরে। নিখুঁত ডাইভ। ডাইভিং বোর্ডের দ্বিগুণেরও বেশি উচ্চতা থেকে পানিতে পড়ার ফলটাও তেমনি ফলল। রানার মনে হলো আরেকটু হলে হয়তো সাগরের তলায় ঠুকে যেত কপালটা। ওদিকে লোনা পানির স্পর্শ পাওয়ামাত্র শুরু হলো আরেক যন্ত্রণা, উত্তেজনার ঠেলায় প্রায় ভুলেই বসেছিল রানা মাথার আঘাত এবং হাত কেটে যাওয়ার ব্যাপারটা। তীব্র জ্বলুনির চোটে চোখে পানি এসে গেল ওর। দাঁতে দাঁত চেপে বিষয়টা ভুলে থাকার চেষ্টা করল সে প্রাণপণে। কিন্তু কিসের কি! ক্রমাগত গোঙানি বেরিয়ে আসতে লাগল দাঁতের ফাঁক গলে।

'ভুশ' করে ভেসে উঠল রানা ভাঙা রেডিয়েটরের মত পানি ছুঁড়তে ছুঁড়তে, কেশে উঠল খক্ খক্ করে। নিজেকে সুস্থির করতে সেকেন্ড পাঁচেক সময় ব্যয় হলো, তারপর নিজের চারদিকে নজর দিল। স্টার্নে আলোড়ন তুলে সরে যাচ্ছে কারিনা। আপার ডেকে কয়েকটা ছায়া ছোটাছুটি করতে দেখল, এখনও ওদের লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি ব্যাটারা। ভাল, ভাবল রানা, যত দেরিতে টের পাবে, ততই সুবিধে ওদের।

ডায়ানার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল মাসুদ রানা, কিন্তু দেখা গেল না তাকে কোথাও। একটু স্থির হয়ে দেখার চেষ্টা করবে সে উপায়ও নেই, বাতাস বইছে বলে সাগর বিক্ষুব্ধ। আকাশের দিকে তাকাল রানা, চাঁদ উঠি উঠি করছে। অর্থাৎ শেষ ভাটা চলছে সাগরে, যে কারণে প্রতিকূল বাতাসের তোড়ে ঢেউ উঠছে। চাঁদ উঠলে জোয়ার

শুরু হবে, আস্তে আস্তে কমে যাবে ঢেউ। কিন্তু মেয়েটা কোথায় গেল? তাকে না পেলে চলবে কি করে রানার?

লাফিয়ে পানিতে পড়ার আগে শেষবার যখন ঘড়ি দেখে ও, কুরাকাও থেকে তার মাত্র দু'ঘন্টা আগে ছেড়েছে কারিনা। অর্থাৎ দ্বীপটি থেকে খুব বেশি হলে বারো মাইল পথ পাড়ি দিতে পেরেছে ওটা এর মধ্যে। একটা লাইফ জ্যাকেটের ওপর নির্ভর করে এটুকু পথ স্রোতে গা ভাসিয়ে অথবা সাঁতরে ফিরে যাওয়া কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয় ভেবেই ঝুঁকিটা নিয়েছে মাসুদ রানা। ইচ্ছে ছিল, খুব বেশি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে মেয়েটিকে ধরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে, থেমে থেমে কুরাকাও ফিরে যাবে।

দুর্ভাবনায় পড়ে গেল মাসুদ রানা, এমনটি ঘটতে পারে আগে কল্পনাই করেনি। কি করবে ও এখন? চারদিকে অথৈ কালো পানি, কুল নেই, কিনারা নেই। ভেসে থাকার কোন অবলম্বনও নেই। কি হবে এখন?

'ডায়ানা-আ-আ!' গলার সব শক্তি এক করে চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। উত্তর নেই। আবার ডাকল ও, জবাবে ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল্ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। হঠাৎ অন্য ভাবনা ঢুকল রানার মাথায়, ডায়ানা কি আসলেই লাফ দিয়েছিল? নাকি শেষ মুহূর্তে সাহস হারিয়ে ফেলেছিল? মুখের ওপর জোরাল আলোর ঝাপটা পড়তে বাস্তবে ফিরে এল রানা। সার্চলাইটের আলো।

দ্রুত ঘুরে তাকাল ও, ফিরে আসছে কারিনা। তার মানে, বুঝে ফেলেছে ওরা ঘটনা। পানিতে আলো ফেলে হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের। ওদের, নাকি শুধুই ওকে? রানার অন্যমনস্কতার সুযোগে অনেক কাছে এসে পড়েছে কারিনা, এখন যে-কোন মুহূর্তে শেভচেঙ্কোর চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে ও। সতর্ক হয়ে গেল মাসুদ রানা। একটু একটু করে এগিয়েই আসছে কারিনা, রানার ওয়াটার লেভেল অবস্থান থেকে ওটাকে পাহাড় সমান উঁচু দৈত্যের মত লাগছে দেখতে।

ওর পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থেমে দাঁড়াল কারিনা, একচোখা দানবের মত ডানে-বাঁয়ে বোলাতে লাগল সার্চলাইট দৃষ্টি। আলোটা ওর মাথা স্পর্শ করার আগেই ডুব দিল মাসুদ রানা, আবার ভেসে উঠল ওপর থেকে আলোর আভাস সরে যেতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটার ওপর চোখ পড়ল, মাসুদ রানা আর কারিনার মাঝে পানিতে ভাসছে বড়সড় জিনিসটা। কি ওটা? দুলছে ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ডায়ানা! খুশিতে বুকটা নেচে উঠল মাসুদ রানার। কিন্তু ডাক দিতে সাহস হলো না, পানির ওপরের সামান্য আওয়াজও বহুদূর থেকে শোনা যায়। তারওপর কারিনার এঞ্জিন এ মুহূর্তে প্রায় বন্ধই বলা চলে। সাঁতরে সেদিকে এগোতে শুরু করল মাসুদ রানা, নজর সার্চলাইটের ওপর। এরমধ্যে দু'বার এদিক দিয়ে ঘুরে গেছে আলো, দেখতে পায়নি রানা বা ডায়ানাকে।

দ্রুত সাঁতরে ব্যবধানটুকু পেরিয়ে এল ও, কিন্তু কাছে এসে হতাশ হতে হলো। ডায়ানা নয়, এক নাবিকের মৃতদেহ ওটা, যে বুকে গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল সাগরে। উপুড় হয়ে ভাসছে লাশটা। সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো দীর্ঘ তর্জনী ঘুরে এসে থমকে দাঁড়াল ওর আর দেহটার ওপর। চট্ করে ডুব দিল মাসুদ রানা। নেমে যেতে শুরু করল নিচের দিকে বিপদ টের পেয়ে। কারিনার ডেকে তখন হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

আবছা গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেল রানা নিচ থেকে, নিজেদের সঙ্গীর দেহটা

মোরব্বা কাচা করছে নিশ্চয়ই ব্যাটারা। নিরাপদ দূরত্বে সরে আসা গেছে মনে হতে সতর্কতার সঙ্গে পানির ওপর নাক জাগাল ও, মনে মনে কারিনার সঙ্গে নিজের দূরত্ব হিসেব করল, তারপর বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে আবার ডুব দিল। নতুন একটা ফন্দি এসেছে মাথায়। এক ডুব সাঁতারেই জাহাজটার দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল মাসুদ রানা। মাথার ওপর আকাশ প্রায় ঢেকে ফেলেছে কারিনার হাল।

গুলি ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। ক্যাঁচ ক্যোঁচ আওয়াজ শুনতে পেল রানা, পানিতে বোট নামাচ্ছে ওরা। ভালই, ভাবল রানা। নিঃশব্দে সাঁতরে কারিনার স্টার্নে চলে এল ও, জেটির সঙ্গে জাহাজের সংঘর্ষ এড়াতে হালের গায়ে মোটা কাছি দিয়ে বেঁধে রাখা একটা টায়ার ধরে জিরিয়ে নিল খানিক নিশ্চিন্তে। সবাই না হলেও কারিনার বেশিরভাগ মানুষ এ মুহূর্তে সামনের দিকে ব্যস্ত, এদিকে খেয়াল রাখার তেমন কেউ নেই, অন্তত থাকা উচিত নয়।

অ্যামিডশিপ বরাবর বৈঠাচালিত একটা নৌকা পানিতে নামানো হলো কপি কলের সাহায্যে। বৈঠা হাতে দুই স্লাভিক বসা ওতে। দড়িদড়া খুলে ভাসমান দেহটার দিকে এগোতে শুরু করল ওরা। টায়ারের ওপর উঠে পড়ল রানা, কাছি বেয়ে বাঁদরের মত তরতর করে ওপরে উঠতে শুরু করল। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে রানা কর্নেল শেভচেঙ্কোকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে, তাকে বন্দী করে কারিনার নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে পারে। ভাবনাটা ক্ষণিকের জন্যে হলেও মনে স্বস্তি এনে দিল ওর।

কিন্তু তাতে লাভ হবে না কিছুই। আসল দু'জন, জেনারেল গোরোডিন আর প্রফেসর আনিস, নাগালের বাইরেই রয়ে যাবে ওর। কিন্তু তা হতে দেয়া যাবে না। যেমন উঠেছিল, দু'মিনিট পর তেমনি নিঃশব্দ ভূতের মত বেরিয়ে এল রানা, কাঁধে ঝুলছে টায়ারাকৃতির একটা লাইফবয়। জনমানবহীন লোয়ার ডেকের ক্রু'জ মেস থেকে খুঁজেপেতে নিয়ে এসেছে। আবার নেমে পড়ল রানা পানিতে।

নিজেকে টায়ারের ভেতর সেঁধিয়ে দিয়ে পানি কেটে জাহাজের পিছন দিকে চলল ও। চাঁদ উঠেছে একটু আগে. বেশ আলো হয়ে গেছে চারদিক, যদিও আলোটা ঘোলাটে। তবুও খোলা জায়গায় থাকার ঝুঁকি নেয়া যায় না। পিছনে এসে কারিনার ওভারহ্যাঙের নিচে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। নিশ্চিন্ত। এবার বোটটার দিকে নজর দিল। ভাসমান দেহটার কাছে পৌঁছে গেছে তখন বোট। কারিনার সার্চলাইট স্থির হয়ে আছে ওটার ওপর।

বৈঠা রেখে কিনারায় ঝুঁকে পড়ল এক স্লাভিক, খানিক টানা-হ্যাঁচড়ার পর দেহটা চিত করতে সক্ষম হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী একটা গাল বকল লোকটা। কারিনার দিকে ফিরে বুল হর্নে মুখ রেখে চেঁচিয়ে বলল, 'ওদের কেউ নয়, কমরেড পলকভনিক! এ আমাদের সীম্যান, বরিস।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর শেভচেঙ্কোর খ্যাঁকানি শোনা গেল। 'ঠিক আছে, তোমরা ফিরে এসো।'

'রাইট, কমরেড। লাশটা কি করবো?'

'ফেলে রেখে এসো!'

ছেড়ে দিল ওরা দেহটা, বোট ঘুরিয়ে রওনা হলো ফিরতি পথে। ওদিকে ব্রিজের

উদ্দেশে অপেক্ষাকৃত নিচু কণ্ঠে কী যেন বলল শেভচেঙ্কো, সঙ্গে সঙ্গে সার্চলাইটটা ঘুরতে শুরু করল আবার এদিক-ওদিক। নতুন করে ওদের খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। এঞ্জিনরূমের টেলিগ্রাফিক বেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ উঠল, ছোটখাটো একটা হুঙ্কার ছাড়ল কারিনা। আওয়াজের সঙ্গে পিছনে পানির আলোড়ন বেড়ে চলেছে একটু একটু করে।

বোটটা অ্যামিডশিপের কাছে আসতে এঞ্জিনের আওয়াজ আবার পড়ে গেল কারিনার। ওপর থেকে হয়েস্টিং লাইন ফেলা হলো পানিতে। এই সময়-কে যেন জোর গলায় বলে উঠল, 'কিন্তু ওরা দু'জন গেল কোথায়? আশ্চর্য!' রানার মনে হলো আপার ডেক থেকেই বলল কেউ কথাগুলো। 'একেবারে হাওয়া হয়ে গেল?'

'যাবে আর কোথায়?' উত্তরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কর্নেল। 'নিশ্চই হাঙরের পেটে গেছে! ইশশ্! আরেকবার যদি হাতের নাগালে পেতাম হারামজাদাটাকে...'

এঞ্জিনের তাড়নায় বাকি কথা শুনতে পেল না মাসুদ রানা। ঘুরতে শুরু করল কারিনা। মন্থর গতিতে এদিক-ওদিক করল সে দশ-পনেরো মিনিট, তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা ও ডায়ানাকে। পুরোটা সময় কারিনার দেহের সঙ্গে লেপটে থাকল রানা আঘাত প্রতিরোধক টায়ারটা ধরে। এক সময় ওদের মৃত ধরে নিয়ে রওনা হয়ে গেল কারিনা। ফিরে চলল কুরাকাও। জোয়ার হয়েছে চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, পানি আর হাওয়া বইছে একই দিকে, কাজেই ঢেউ প্রায় নেই এখন ক্যারিবিয়ানে। উথাল-পাতাল করতে হচ্ছে না বলে রানাও সহজেই নজর বোলাতে পারছে চারদিকে। ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল ওর, সাড়া দিল না মেয়েটা।

শেভচেঙ্কোর কথাই কি সত্যি হলো তাহলে? সত্যিই কি হাঙরের পেটে গেছে ডায়ানা? বিষয়টা জোর করে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল মাসুদ রানা, কিন্তু চাইলেই কি সব হয়? না তাই সম্ভব? জলজ্যান্ত একটা মানুষ, ক'দিন একসঙ্গে কাটাল ওরা, তারপর এক বোঝা মধুর স্মৃতির ভার ওর কাঁধে তুলে দিয়ে ওকে একা ফেলে দুম করে নেই হয়ে গেল সে। যায় ভোলা? একটা কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে।

মাথার ওপর জোছনা ভরা শুধু আকাশ আর আকাশ, নিচে চিকচিকে কালো পানি আর পানি, দু'টোই অফুরন্ত। যেন কোন শেষ নেই এর। মাঝে অসহায়ের মত ভাসছে মাসুদ রানা, দুলছে অল্প অল্প। ডায়ানার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে দু'চোখ জুড়ে তন্দ্রা নেমে এসেছিল, টেরই পায়নি ও। হঠাৎ ধড়মড় করে ফিরে এল রানা বাস্তবে। চরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল, ততক্ষণে প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে চাঁদ। তাড়াতাড়ি হাতঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, দেড়টা বাজে প্রায়। পানি রোধক বলে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত নিজের কাজ ঠিক ঠিক করে চলেছে ঘড়িটা এখনও।

সাগরে দিক নির্ণয়ের অল্প-স্বল্প জ্ঞান কাজে লাগানোর চেষ্টা করল মাসুদ রানা, নক্ষত্র দেখে বিয়ারিং নিল সতর্কতার সঙ্গে। অনুমান করল, গালফ অভ হন্ডুরাসে রয়েছে ও এখন। অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ার ফলে স্রোত ওকে ঠেলে নিয়ে এসেছে উল্টোদিকে, অবশ্য তাতে ক্ষতি যদিও হয়নি কিছু। অন্ধের কাছে লাল-নীল দুই-ই সমান। কাছাকাছি যে কোন একটা দ্বীপে পৌঁছতে পারলেই চলবে রানার।

লাইফবয়ের ওপর দেহের ভর ছেড়ে দিল ও, তারপর আস্তে আস্তে পা দিয়ে

পানিতে আঘাত করতে লাগল, শক্তি যাতে বেশি ক্ষয় না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখল। একটু একটু করে পুবদিকে এগোতে থাকল মাসুদ রানা, ওর বিয়ারিং অনুযায়ী সবচেয়ে কাছের ল্যান্ড ওদিকেই।

ডায়ানার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। গভীর বেদনা অনুভব করল ও মেয়েটির জন্যে। বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে রানা। ডায়ানা নেই, এখনও মন থেকে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু এক সময় কঠিন বাস্তব মেনে নিতেই হলো রানাকে। বুঝে নিল, এ নিরর্থক আশার কোন মানে হয় না। ডায়ানা ডানকান নেই। মরে গেছে।

নয়

প্রকৃতির নিয়মে দিনের আভাস ফুটল এক সময়। একটু একটু করে বাড়তে লাগল আলো। হালকা কমলা ও সোনালী দ্যুতি ছড়িয়ে পুব দিগন্তে উঁকি দিল সূর্য। প্রায় অসাড় পা দুটোকে বিশ্রাম দিচ্ছে এখন মাসুদ রানা, দু'হাতে পানি কেটে এগোচ্ছে সামনের দিকে।

দেহের তাপমাত্রা প্রায় শূন্য ডিগ্রীতে নেমে এসেছে, ওর ঠাণ্ডায়, ঠকাঠক্ বাড়ি খাচ্ছে দু'পাটি দাঁত। টন্-টন্ করছে হাতের পেশী। সাড়ে ছয়টার দিকে থামল মাসুদ রানা, কপালে হাতের আড়াল দিয়ে পুব দিগন্তে নজর বোলাতে লাগল। নাহ্, হতাশ হতে হলো ওকে পুরোপুরি, পানি ছাড়া কিছুই নেই সামনে। তাহলে কি ভুল পথে এসেছে রানা? আরও ঘন্টাখানেক এগোল ও।

পাতা জোরে চেপে রেখে চোখ দুটোকে খানিক বিশ্রাম দিল, তারপর আবার তাকাল সামনে। বুকের মধ্যে ছলকে উঠল রক্ত। ওই যে! অনেক দূরে, দেখা যায় যায় না; যেখানে আকাশ মিশেছে সাগরে, হালকা বাদামী রঙের কি যেন চোখে পড়েছে রানার। ভয়ে ভয়ে আবার চোখ বুজল ও, ঠিক দেখেছে তো? নাকি দৃষ্টি-বিভ্রম? না, তাকানোমাত্র আবার দেখা গেল রংটা, বিশাল নীল চাদরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা পোকা যেন।

ল্যান্ড! কোন্ জায়গা ওটা? হন্ডুরাস, নাকি ইউকাতান? না অন্য কোন জায়গা? ভেতরে ব্যগ্রতা থাকলেও শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সময় ধরে বিশ্রাম নিল মাসুদ রানা, তারপর এগোতে শুরু করল সেদিকে। হাত-পা দুটোই চালাতে লাগল একসঙ্গে। অনুমান মাইল খানেক এগিয়েছে ও, এই সময় চোখে পড়ল, অনাহূত সঙ্গী লেগেছে পিছনে! ক্ষুরধার দাঁতওয়ালা ভয়ঙ্কর সঙ্গী।

প্রথমে ডানদিকে, পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে মসৃণ পানির বুকে কিছু বুদ্বুদ দেখা গেল, এদিকেই আসছে ওগুলো, সাঁতার কাটার ফাঁকে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখল মাসুদ রানা। প্রথমবারের দশ গজ তফাতে নতুন এক দলা বুদ্বুদ উঠল। ওর কাছাকাছি আরও এক দলা। ঢোক গিলল মাসুদ রানা। আতঙ্কিত হয়ে উঠলেও ভাবটা সযত্নে চেপে রাখল অমানুষিক মানসিক শক্তি খাটিয়ে। কারণ শিকার আতঙ্কিত হয়ে পড়লে কুকুরের মত

হাঙরও টের পেয়ে যায় ব্যাপারটা. এবং সে-ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা শিকারের ওপর। হাজার সাহসীভাব দেখালেও আক্রমণ তারা করবে ঠিকই, তবে এতে সময় কিছু বেশি পাওয়া যাবে।

একটু পর বুদ্বুদ ওঠা বন্ধ হয়ে গেল, তার বদলে সারফেস ফুঁড়ে ভেসে উঠল কাস্তে আকারের ডরসাল ফিন—একটা, দুটো, তিনটে। তিনটেই। থেমে পড়ল রানা, আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল! রানার দিকে এগোচ্ছিল ওগুলো, ওকে থেমে যেতে দেখে ওরাও থামল। দু'পাশে দুটো, পিছনে একটা, চমৎকার এক ত্রিভুজ সৃষ্টি করে ঘিরে ফেলল মাসুদ রানাকে। একটু একটু করে ছোট করে আনছে ত্রিভুজের বাহুগুলো। ছোট হয়ে আসছে বেড়ের পরিধি।

দ্রুত সামনে-পিছনে তাকাল রানা। চোখে না পড়লেও এদের আরও বান্ধব কাছেপিঠে থাকতে পারে, বলা যায় না। সেদিকেও নজর রাখা দরকার। আস্তে করে ডুব দিল মাসুদ রানা, নিজেকে মুক্ত করে নিল টায়ারের ফাঁদ থেকে। এতক্ষণ ওর জীবন রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেছে এ জিনিস। অদূর ভবিষ্যতেও করবে, হয়তো। কিন্তু এ মুহূর্তে ওটাকে ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না রানা। ওটার মধ্যে থাকলে অসহায় মৃত্যু বরণ করতে হবে ওকে, মরার সময় সামান্য নড়াচড়ার সুযোগও পাবে না।

বাঁ হাতে আলগোছে লাইফবয় ধরে রাখল মাসুদ রানা, ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে চার ইঞ্চি ব্লেডের ছুরি, এ মুহূর্তে ওর আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল। আবার ডুব দিল মাসুদ রানা, টর্পেডো আকৃতির বিশাল কাঠামো তিনটে পরিষ্কার চোখে পড়ল এবার। তিনটেই চলে এসেছে ওর পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে। পাথুরে রঙের পিঠ, পেট ধপধপে সাদা—ব্লু শার্ক। লেজে প্রচণ্ড শক্তি এদের। তবে অপেক্ষাকৃত ভদ্র এরা হোয়াইট শার্কের চেয়ে, জানা আছে রানার। ওদের মত সারাক্ষণ খাই-খাই করে না। তারপরও, হাঙর হাঙর-ই, বিশ্বাস নেই দীর্ঘ সাঁতারে এ-জাতীয় সঙ্গী একেবারেই পছন্দ নয় মাসুদ রানার।

দশ থেকে বারো ফুট লম্বা হবে এককেটা। যে-কোন মুহূর্তে ছুটে এসে রানাকে আক্রমণ করে বসতে পারে ওদের যে-কেউ, পরক্ষণেই হরিলুট আরম্ভ হয়ে যাবে পানির নিচে। মাসুদ রানার কাছে ওরা যেমন অনাহূত, তেমনি ও নিজেও ওদের ভুবনে অনাহূত। অদ্ভুত আকৃতির, অনাহূত ধীর গতিসম্পন্ন, সম্ভবত কিছুটা বিপজ্জনকও, তবে খাদ্য হিসেবে যে মুখরোচক, তাতে ওদের সন্দেহ নেই। শুরুটা কিভাবে ঘটবে? ভাবল মাসুদ রানা, ছুটে এসেই কামড় বসাবে ওর দেহে? নাকি কাছে এসে আক্রমণের ভঙ্গি করবে প্রথমে, তারপর দূরে সরে গিয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবে ওর? তবে যখনই হোক, পুরোটা পথ অবশ্যই পাড়ি দেবে ওদের কেউ না কেউ, সে ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এসেই পলকে রানার কাঁধ, পিঠ বা উরুর এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে যাবে কোদাল কোপানোর মত করে। তারপর...ধ্যাত্তেরি! নিজেকে চোখ রাঙাল মাসুদ রানা, কী ছেলেমানুষী হচ্ছে এসব!

লাইফবয়ের মাঝের গোল ফাঁকে বাঁ কনুই ভরে, বুকের পাশ দিয়ে দেহের ভর চাপাল রানা ওটার ওপর, তারপর সাঁতার কাটতে শুরু করল। পা চালাচ্ছে ধীরগতিতে, ভঙ্গিটা আয়েশী। যেন পিছনের ওদের বোঝাতে চায়, তোমাদের থোড়াই কেয়ার করি। যদিও ভেতরে ভেতরে হার্টবিট বেড়ে গেছে বহুগুণ। মাঝেমধ্যে ভারিক্কি ঢঙে পিছনে

তাকাচ্ছে ও, একটু থামছে, আবার শুরু করছে চলা। গলা শুকিয়ে চৈত্র মাসের জমির মত খটখটে। জিভের অবস্থাও এক। ইচ্ছে ষোলো আনা থাকলেও ঢোক গিলতে পারছে না রানা, ঠোঁট ভেজাতে পারছে না।

রানা যত এগোচ্ছে, ওরাও ততই একটু একটু করে দূরত্ব কমিয়ে আনছে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে ব্যবধান। এদিকে দেখা দিয়েছে আরেক উপসর্গ, ইচ্ছেমত পা ছুঁড়তে পারছে না মাসুদ রানা, প্রচণ্ড ব্যথায় টন টন করতে শুরু করেছে উরু, পায়ের গোছা। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে মনে হচ্ছে এই বুঝি ছিঁড়ে গেল পায়ের রগ। গেল বুঝি আশা-ভরসা। হঠাৎ ব্যথা শুরু হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না ও।

ওদিকে ঠাণ্ডার কারণে হোক, বা আর যে-জন্যেই হোক, মাথায় আঘাত পাওয়া স্থানেও যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে নতুন করে। ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার মত নির্ধারিত ছন্দে দপ্-দপ্ করছে কপালের দু'পাশ। কারিনায় জ্ঞান ফেরার পর ঘাড়ের কাছে চুল ভেজা, টের পেয়ে বুঝে নিয়েছিল ও, আঘাতের ফলে কেটে গেছে ওখানটা। পরে এক ফাঁকে জায়গাটায় হাত বুলিয়েও দেখেছে, সত্যিই কেটে গেছে খানিকটা। সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর কিছুক্ষণ খুব জ্বালা করেছিল, পরে বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল রানা আঘাতের কথা। কারণ সাগরের লোনা পানি ওষুধের কাজ করেছিল ওখানটায়, একাধারে রক্তপড়া বন্ধ করা ও বেদনানাশক, দুইয়েরই কাজ করেছে। ব্যথা-যন্ত্রণা জোর করে ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা।

সব অগ্রাহ্য করে চলা অব্যাহত রাখল। মাঝে মাঝেই পিছনে, ডানে-বাঁয়ে নজর বোলাচ্ছে সহযাত্রীদের অবস্থান দেখার জন্যে। ওদের আর নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত রানা, যে জন্যে ওর আর দ্বীপের মাঝামাঝি যে একটা নৌকা রয়েছে, এদিকেই আসছে, চোখেই পড়েনি। এইবার পড়ল। পাল তোলা নৌকা, চারটে কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে ওতে। কারা ওরা?

সামান্য সময়ের জন্যে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল মাসুদ রানার, সুযোগটা নিল পিছনের হাঙরটা। ওর কয়েক ফুট নিচে দিয়ে খানিকটা ডানে ঘেঁষে টর্পেডোর মত সামনে ছুটে গেল জলদানব, টার্বুলেন্সের তোড়ে শোলার মত পাক খেলো রানা দু'বার। গলার মধ্যে লোনা পানি ঢোকায় খক্-খক্ করে কেশে উঠল। সুযোগটা যে ইচ্ছে করেই কাজে লাগায়নি হাঙরটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। এটা যে সঙ্কেত, তা-ও বুঝল। আভাস দিয়ে গেল দানব, আর বেশি দেরি নেই।

থেমে পড়ল ও, পাগলের মত হাত নাড়তে লাগল নৌকাটার উদ্দেশে। নৌকার লোকগুলো ওকে দেখেছে কি না নিশ্চিত নয় মাসুদ রানা, তবে আশা করছে দেখেছে, কারণ সরাসরি ওর দিকেই আসছে নৌকাটা। বুকের বল একটু বাড়ল রানার। মিনিট দু'য়েক পর বাঁ দিকেরটা মহড়ার প্রস্তুতি নিল, শক্তিশালী লেজের মাত্র দু'তিন ঝাপ্টায় তীরের গতি পেল ওটা, রানার পাঁচ ফুট সামনে দিয়ে ছুটে গেল সাঁ করে। প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল ওকে।

ছুরি বাগিয়ে ধরে প্রস্তুত হলো মাসুদ রানা, যদিও জানে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু হতে পারে না। চার-পাঁচশো পাউন্ড ওজনের দ্রুত ধাবমান একেকটা দানব ঠেকাতে এ জিনিস কোন কাজেরই নয়। তবু, বাঁচার চেষ্টা তো করতে হবে। ওপর

থেকে হাঙরগুলোর তৎপরতা ঠিকমত বোঝা দায়, তাই ঘন ঘন ডুব দিতে লাগল রানা। নিচ থেকে নজর রাখতে লাগল ওদের ওপর। সেই সঙ্গে নৌকার ওপরও লক্ষ আছে ওর।

পঞ্চম ডুবটা দিয়েই স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানা। মনে হলো, প্রথম হাঙরটা পাঁয়তারা শুরু করেছে হামলা চালানোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধারণাটা সত্যি প্রমাণিত হলো ওর। এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ওটা রানার দিকে। কোথায় যেন শুনেছে রানা, হাঙরের চোয়াল দেহের নিচে, একটু ভেতরদিকে বলে শিকারের দেহে কামড় বসানোর সময় তাকে চিত হয়ে নিতে হয়।

বিশ্বাস কোঁরো না, নিজেকে শোনাল মাসুদ রানা, ওসব বলে হয় অজ্ঞ, নয়তো বোকারা। হাঙর যখন হাঁ করে, ছোটখাটো একটা গুহার আকার পায় তার চোয়াল। সে সময় সে চিত হয়ে থাকুক, কি উপুড়, কোন ব্যাপার-ই নয়। যে-কোন অবস্থান থেকে অনায়াসে শিকারের হালুয়া টাইট করে দিতে পারে ওরা।

শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা, বাঁ হাতে ধরে থাকা বয় ছেড়ে দিল। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে হাঙরটা। উপুড় হয়ে ওয়াটার সারফেসের সঙ্গে নিজেকে সমান্তরাল করে নিল রানা, ভেসে থাকল পিছনটা সারফেসের ওপরে তুলে দিয়ে। না, এবারও মহড়া দিয়েই গেল ব্যাটা, হামলা চালাল না। ইচ্ছে করেই ওকে আরেকবার রেহাই দিয়ে গেল। তবে তলা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় খসখসে কাঁধ দিয়ে হালকা করে ঘষে দিয়ে গেল রানার পিঠ। ঘষার চোটে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা হলো ওর।

ওতেই বুঝে গেল ওরা যে শিকার কতটা অসহায়, নিজেকে রক্ষা করতে কী ভীষণ অক্ষম। ফিরে গিয়ে একজোট হলো হাঙর তিনটে, বোধহয় আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে। ওদের ভাব-সাব সুবিধের মনে হলো না মাসুদ রানার, আশঙ্কা করল, হয়তো ওকে একযোগে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ওরা। চট করে নৌকাটার দিকে তাকাল ও। সাধারণ একটা কাঠের নৌকা। বেশ দূরে আছে এখনও। ওতে যারা আছে, তাদের বেশ খাটো খাটো লাগছে। গায়ের রং গাঢ় তামাটে। কি যেন চেঁচিয়ে বলছে তারা রানাকে, কিন্তু শুনতে পার্চ্ছে না ও। এতদূর আসছে না আওয়াজ।

ডুব দিল রানা। সবচেয়ে বড় হাঙরটার ওপর চোখ আটকে গেল, এক নজর দেখেই বুঝে নিল চূড়ান্ত আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওটা। ঠিক তাই, দূর থেকে রাজকীয় ভঙ্গিতে একটা পাক খেয়ে বিশ-পঁচিশ ফুট গভীরে নেমে গেল সে, তারপর এদিকে ফিরেই শুরু করল দৌড়। মাথা ওপরে লেজ নিচে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসছে হাঙরটা তীর্যকভাবে। চোয়াল হাঁ করা, ঝকঝকে সাদা ক্ষুরধার দাঁত ঘেরা মুখের প্রায় গোল, কালো গহ্বরটা বড় হচ্ছে তার প্রতিমুহূর্তে।

ছুরি ধরেছে রানা দু'হাতে, ধারাল প্রান্ত নিচে, চোখা মাথাটা সামনের দিকে রেখে। এসে পড়েছে দানব, চোখের ভাষা ভাবলেশহীন। প্রস্তুত হয়ে সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে মাসুদ রানা। জানে, এ দফাও সুযোগ মাত্র একটাই আসবে, এবং অবশ্যই তা কাজে লাগাতে হবে। সময়মত একটা ঝাঁকি খেয়ে দানবটার গতিপথ থেকে ছ'ইঞ্চিমত সরে গেল রানা বাঁয়ে। মাত্র চুলখানেক ব্যবধানের জন্যে ওর ডান কাঁধ মিস্ করল হাঙরটা। দম ফুরিয়ে এসেছে রানার। অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। কিন্তু এ-মুহূর্তে করার নেই কিছু। নিচের এই বিপদ থেকে বাঁচতে হবে আগে।

সরে গিয়েই ডানে ঘুরল রানা যত দ্রুত সম্ভব, চোখের সামনে দিয়ে সর-সর করে বেরিয়ে যাচ্ছে দানবটা। তার ধপধপে সাদা বুক এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সর্বশক্তিতে স্টীলেটো চালাল মাসুদ রানা, পরক্ষণে ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেলো দুই কাঁধে, মনে হলো কোন এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কা খেয়েছে যেন ও। ঠেলে নিয়ে চলল ওটা রানাকে। কিন্তু ছাড়ল না রানা, ছুরিটা ধরে থাকল মরণপণ। গতির তোড়ে ততক্ষণে ব্লেডের পুরোটা নিজেই নিজের বুকে সেঁধিয়ে ফেলেছে হাঙরটা।

ওটার গতি সামনের দিকে, আর ব্লেডটা রয়েছে উল্টোমুখো, দেখতে দেখতে ফুট দু'য়েক হাঁ হয়ে গেল দানবটার নরম পেট। ধোঁয়ার মত রক্তের চওড়া একটা রেখা পিছু নিল তার। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই দু'পা তুলে জোড়া লাথি মারল রানা ওটার দেহের পাশে, ছুরিটা মুক্ত করে নিয়েই সরে যাওয়ার চেষ্টা করল যতটা পারা যায়। জানে, এখনই ওটাকে ঘিরে শুরু হয়ে যাবে প্রলয় কাণ্ড। ওর নাকেমুখে লেজের পানির ঝাপটা মেরে হুশ্‌ করে সারফেসের দিকে ছুটে গেল আহত দানব। ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে এসে ঝুলছে নাড়িভুঁড়ি। ওপর পানে ছুটল রানা, দম ফুরিয়ে মরার দশা হয়েছে।

চোখের কোণে একটা রূপালী ঝিলিক ধরা পড়ল মাসুদ রানার, ঘুরে তাকাল ও। সঙ্গীদেরই একজন তীরবেগে ছুটে গেল আহত হাঙরটার দিকে, তাজা রক্তের সুঘ্রাণ উন্মাদ করে তুলেছে ওটাকে। ছুটে গিয়ে সঙ্গীকে আক্রমণ করল সে, তার দেহের মাঝামাঝি স্থানে কামড় বসিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকিতে এক খাবলা মাংস ও নাড়িভুঁড়ি ছুটিয়ে নিয়ে এল। তার দেখাদেখি তেড়ে গেল অন্যটাও, শুরু হয়ে গেল মহা হুলস্থূল।

লাফিয়ে পানির ওপর মাথা তুলল মাসুদ রানা, হাঁ করে এক টানে দুনিয়ার সব বাতাস টেনে নিতে চাইল ওর ফুসফুস। হাপরের মত সশব্দে দম নিল ও কিছুক্ষণ। পিছনে মানুষের গলা শুনে ঘুরে তাকাল। এসে পড়েছে নৌকাটা। চেহারা দেখে বোঝা গেল, ওকে ভেসে উঠতে দেখে আশ্বস্ত হয়েছে লোকগুলো। ওকে দেখছে, আবার পানির আলোড়নও লক্ষ করছে। সেই সঙ্গে অজানা ভাষায় বাক্য বিনিময় করছে নিজেদের মধ্যে।

হাত ধরে রানাকে বোটে টেনে তুলল লোকগুলো। ঘুরে তাকাল রানা। রক্তে, ফেনায় আর বুদ্বুদে ভরে আছে পানি অনেকখানি জায়গা জুড়ে। শিউরে উঠল মাসুদ রানা, ওই রক্ত ওর নিজেরও হতে পারত। এবার উদ্ধারকারীদের দিকে নজর দিল ও। সবাই পূর্ণবয়স্ক, কিন্তু স্বাভাবিকের তুলনায় লম্বায় খাটো। রানার কাঁধের ওপরে নয় কেউ। গম্ভীর, ভাবলেশহীন চেহারা। গায়ের রঙ গাঢ় তামাটে। এরা নিশ্চয়ই মায়ান, অনুমান করল রানা, অন্তত ওর ম্যাপ দেখা বিদ্যে সেরকমই আভাস দেয়। তাছাড়া, ভাষাটাও মায়ানদের মতই, টেনে টেনে কথা বলছে লোকগুলো।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে ডান হাত বাড়িয়ে দিল রানা হ্যান্ডশেক করবে বলে। কিন্তু ওদের কেউ কোন আগ্রহ দেখাল না, বরং ইঙ্গিতে একজন ওকে চুপ করে বসে থাকতে বলল গলুইয়ে। নীরবে নির্দেশ পালন করল মাসুদ রানা। ক্যানভাসের পালটা নতুন করে খাটাল বেঁটেদের দু'জন, বাতাসের জোর চাপ পড়ল পালে, হালকা নৌকাটা মনে হলো যেন শূন্যে ভেসে রওনা হলো দ্বীপটার দিকে।

রোদ আর বাতাসে পরনের কাপড়-চোপড় শুকিয়ে গেল রানার অল্পক্ষণের মধ্যেই।

দেহের উত্তাপও একটু একটু করে ফিরে আসছে। মাথা নিচু করে ঝিমুতে লাগল রানা। একটু বিশ্রাম দরকার দেহের, চোখের। গত কয়েক ঘণ্টার কথা ভাবতে লাগল ও চোখ বুজে। কারিনায় কর্নেল শেভচেঙ্কোর হাতে বন্দী হওয়া, মুক্ত হয়ে পালানো, ডায়ানার নিখোঁজ হওয়া, লম্বা সাঁতার এবং সবশেষে হাঙরের সাথে জীবনপণ লড়াই, সব মিলে প্রায় বিধ্বস্ত করে ফেলেছে রানাকে। এক মিনিট; ওর অন্তত তাই মনে হলো, যেতে না যেতে নৌকার নিচে কাঁকড় আর নুড়ির ঘষা খাওয়ার আওয়াজে চট করে সিধে হলো মাসুদ রানা।

দ্বীপে পৌঁছে গেছে নৌকা। চোখ তুলল ও। সামনে অসংখ্য কুঁড়েঘর। ঘরগুলো খুব নিচু। জানালা নেই কোন। সামনে কেবল একটা করে দরজা। ঘরগুলোর ধরন দেখে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো রানা, এরা মায়ান-ই। আশপাশে যারা ছিল, মাসুদ রানাকে দেখে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল সবাই। নীরবে দেখতে লাগল ওকে। উদ্ধারকারীদের সঙ্গে এদের চাউনির কোন তফাত দেখতে পেল না রানা—একই রকম ভাবলেশহীন। ওকে দেখছে তো দেখছেই, চাউনিতে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা, কোনটিরই আভাস নেই।

ওর রেসকিউ পার্টির দু'জন এসে দাঁড়াল দু'পাশে, ছোট ছোট দুই হাতে আলতো করে ধরল রানার দুই কনুই। ইঙ্গিত করল ওদের সঙ্গে চলার। পা বাড়াল মাসুদ রানা। ওকে এসকর্ট করা হচ্ছে, না বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বুঝতে না পেরে অস্বস্তিতে পড়ল। উপস্থিত মায়ানদের ভিড়টা দু'ভাগ হয়ে গেল, মাঝখান দিয়ে এগোল ওরা।

হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে দ্বীপের প্রায় আরেক মাথায় নিয়ে আসা হলো ওকে। দাঁড় করানো হলো বড় একটা ঘরের সামনে। ঘরটা চমৎকার দেখতে। দেয়াল রোদে শুকানো ইঁটের, চাল গোলপাতার। এখানে সার্চ করা হলো মাসুদ রানাকে। শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বেরুতেই চোখ বড় হয়ে উঠল এক এসকর্টের।

'পিস্তোলা!' ফরাসী ভাষায় ছোটখাটো একটা হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। ভাবলেশহীন চেহারা পলকে বিগড়ে গেল তার।

'নো সি ফাংসিওনা,' লোকটাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল রানা। ফরাসীতে বলল, 'বরবাদ হয়ে গেছে ওটা।' আসলেই তাই। সারারাত লোনা পানিতে ভিজেছে ওটা, অকেজো হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

আর কিছু বলল না মায়ান। বলবে কি! ফরাসী ভাষায় এদের বিদ্যে বড়জোর ইয়েস, নো, ভেরি গুড পর্যন্ত। অস্ত্রটা নিজের কোমরে গুঁজল লোকটা, তারপর ভেড়ানো দরজা খুলে দু'জনে মিলে ঠেলে ভেতরে পাঠিয়ে দিল রানাকে। পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ভেতর থেকে এসকর্ট দু'জনের কথা শুনতে পেল মাসুদ রানা। কথার ধরনে মনে হলো, একজনকে ওর পাহারায় থাকতে বলা হচ্ছে, অন্যজন বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে কোথাও যাচ্ছে। কি করা যায়, ভাবতে লাগল রানা। বাড়িটার সৌন্দর্য দেখে প্রথমে ভেবেছিল বুঝি এদের সর্দারের বাড়ি হবে এটা। এখন বোঝা যাচ্ছে আসলে জেলখানা। বন্দী যাতে পালাতে না পারে সহজে, সেজন্যেই ইঁট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এর দেয়াল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই দেখা যাক কি হয়, ভাবল মাসুদ রানা। এরা নিশ্চয়ই সর্দারের কাছে নিয়ে যাবে ওকে ওর বক্তব্য পেশ করার জন্যে। সেক্ষেত্রে তাকে ম্যানেজ করা খুব একটা কঠিন হবে না। বন্ধ দরজার পাশে বসে পড়ল রানা মাটিতে, হেলান দিল দেয়ালে।

মিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বসল। আর ক'দিন সময় আছে হাতে গোরোডিনকে ঠেকানোর? বসের কাছে ওদের ব্যাপারে কি রিপোর্ট করবে কর্নেল শেভচেঙ্কো? ওরা মারা গেছে? নাকি···ডায়ানার মুখটা মনে পড়তে হোঁচট খেলো মাসুদ রানা, কি ঘটেছে মেয়েটির ভাগ্যে? হাঙরের পেটে গেছে? রানা জানে, রাতের বেলা হাঙর শিকার ধরে না। যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়, তাহলে? নাকি জানায় ভুল আছে ওর?

কখন রাজ্যের ঘুম এসে জুড়ে বসল ক্লান্ত, শ্রান্ত চোখের পাতায়, টেরই পেল না মাসুদ রানা।

দশ

দরজা খোলার আওয়াজে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ মেলে ওর এসকর্ট, শেষের দুই মায়ানকে দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইশারায় বেরিয়ে আসতে বলছে। ওদের পিছনে আরও অনেকে রয়েছে, তাদের চাপা, উত্তেজিত কথাবার্তা কানে আসছে মাসুদ রানার।

উঠল ও, বেরিয়ে এল ঘর থেকে। অনেক লোকের ভিড় বাইরে, সবাই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছে রানাকে। জিজ্ঞাসু নেত্রে সেই দুই মায়ানের দিকে তাকাল ও, জবাবে ওদের সঙ্গে এগোবার নির্দেশ দিল তারা রানাকে। পা বাড়াল রানা, দু'দিকে দুই এসকর্ট, পিছনে এক দঙ্গল মায়ান লেগে থাকল। ওর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে প্রায় দৌড়ে চলতে হচ্ছে স্থানীয়দের। গ্রামে ফিরিয়ে আনা হলো মাসুদ রানাকে। একটা বিচ্ছিন্ন, চারদিক বাঁশের বেড়া ঘেরা কুঁড়ের সামনে দাঁড় করানো হলো।

বেড়ার ভেতরে একটা হাঁটু সমান উঁচু বেদীতে বসে আছে এক বৃদ্ধ। মাথার চুল কাকের বাসার মত এলোমেলো, রুক্ষ। পেকে সাদা হয়ে গেছে সব। তারওপর বসানো আছে সুদৃশ্য এক পালকের মুকুট। বৃদ্ধের চেহারা কঠোর। দেখলেই বোঝা যায় অনেক পোড় খাওয়া। সব কেমন অবাস্তব মনে হলো মাসুদ রানার, জেগে জেগে যেন স্বপ্ন দেখছে ও।

শীর্ণ, চামড়া জরজর ডান হাত মাথার ওপর তুলল বৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ভিড়ের মৃদু গুঞ্জন। এবার রানার দুই এসকর্টের দিকে তাকাল সে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বন্দীকে ভেতরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। তাই করা হলো। আবার নতুন নির্দেশ বৃদ্ধের, লোক দুটোকে বেরিয়ে যেতে বলল সে, বাইরে অপেক্ষা করতে বলল। ওরা পিছিয়ে যেতে মাসুদ রানার দিকে ফিরল বৃদ্ধ।

'আমি দুরি,' বলল সে। 'এই দ্বীপের সর্দার আমি, এল জিফি।' গলার স্বর ভরাট লোকটার, এবং তীক্ষ্ণ।

সর্দারকে সম্মান না জানালে অশোভন দেখায়, হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে দুরি, তাই মাথা ঝুঁকিয়ে মৃদু নড করল তাকে মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে কঠোর চেহারা প্রসন্ন হয়ে উঠল বৃদ্ধের। 'কাম হিয়ার,' চোস্ত ইংরেজিতে বলল সে। 'সিট ডাউন, প্লীজ!'

এগিয়ে এসে বসল রানা বেদীতে। 'ধন্যবাদ। চমৎকার ইংরেজি বলেন আপনি, চীফ।'

প্রশংসা শুনে বৃদ্ধের শীর্ণ বুকটা ইঞ্চি দুয়েক প্রসারিত হলো। 'এখানে একমাত্র আমিই ইংরেজি জানি। ছোটবেলায় মেরিডায় শিখেছিলাম। ছেলেকেও শেখাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ইয়াংকিদের দু'চোখে দেখতে পারে না সে, কিছুতেই তাদের ভাষা শিখতে রাজি নয়।' হাত দুটো কোলের ওপর ভাঁজ করে নড়েচড়ে বসল সর্দার, মাসুদ রানার মুখ খোলার অপেক্ষায় থাকল।

নিজের নাম জানাল ও, আর কি বলা যায় ভাবছে। রানার ইতস্তত ভাব দেখে নিজেই আবার বলে উঠল, 'সাগরে পড়লেন কি ভাবে আপনি, জাহাজডুবি?'

'না। প্রাণ বাঁচাতে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়তে হয়েছে।'

কুঞ্চিত চোখের কোণ আরও কুঁচকে উঠল দুরির। 'সাদা মানুষে সাদা মানুষে লড়াই?'

'হ্যাঁ। খুব ভয়ঙ্কর সাদা মানুষ ওরা, চীফ।'

'ভয়ঙ্কর তো আপনিও কম নন, নইলে পিস্তল এল কোত্থেকে আপনার কাছে?'

'পেশার খাতিরে সব সময় ও জিনিস সঙ্গে থাকে আমার। রাখতে হয়।'

'আপনি পুলিস?'

হ্যাঁ সূচক মাথা দোলাল রানা।

'আই সী! কিন্তু আমরা, কুইনটানা রু-বাসীরা সাদাদের মোটেই ভাল চোখে দেখি না, মাসুদ রানা। আগ্নেয়াস্ত্রওয়ালা সাদা মানুষদের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব খুবই কঠোর। এ জন্যে দায়ী সাদারাই, আমরা নই। টেল মি, মাসুদ রানা, মায়ানদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

'তেমন কিছু জানি না।'

'কোন এক কালে মেক্সিকোর নিম্নাঞ্চলের অধিবাসী ছিলাম আমরা, মানে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা। কিন্তু সেখানে যখন আমাদের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা চালায় সাদা চামড়ার মানুষ, তাদের সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই বেধে যায় আমাদের। আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে তারা আমাদের পরাজিত করে ঠিকই, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি। দলে দলে নতুন আবাসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে আমাদের পূর্ব পুরুষ, ইন্ডিয়ান মায়ানরা। বসতি গাড়ে এসে এই অঞ্চলে। কিছুদিন ভালই কাটে, তারপর আবার লড়াইয়ে জড়িত করা হয় আমাদের, স্প্যানিয়ার্ডরা দখল করে নেয়ার চেষ্টা চালায় আমাদের নতুন আবাস, পশ্চিম ইউকাতান।

'১৮৪৭ সালে তাদের কলোনাইজেশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি আমরা, সম্ভবত আপনাদের ইতিহাসেও খুঁজে পাবেন সে কাহিনী। হাজার হাজার বীর মায়ান যোদ্ধা অকাতরে প্রাণ দেয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে। কিন্তু সেবারও ফলাফল ছিল একইরকম, ওদের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে সার্বিক পরাজয় ঘটে আমাদের। আশপাশের দ্বীপে, গভীর জঙ্গলে পালিয়ে এসে নতুন করে আশ্রয় নেই আমরা, যেমন এই কুইনটানা

রূ। এরকম আরও অনেক ছোট ছোট দ্বীপ আছে আমাদের নিয়ন্ত্রণে, আমরাই এগুলোর শাসনকর্তা। ফেডারেল সরকার এখন আর বিরক্ত করে না আমাদের, কারণ ওরা জানে আমরা মরে যাবো, কিন্তু কারও বশ্যতা স্বীকার করব না।

'অতীতের এই সব তিক্ততা সাদা চামড়ার ওপর বিরূপ করে তুলেছে আমাদের, আপনাদের দেখতে পারি না আমরা এই কারণেই। তবে···' খানিক বিরতি দিয়ে রানাকে পর্যবেক্ষণ করল বৃদ্ধ। '···আপনাকে ঠিক ওদের মত সাদা মনে হয় না আমার।'

'ঠিক, চীফ। আমি আপনাদের সেই সাদা চামড়ার দলে পড়ি না। আমি বাংলাদেশী। কয়েক বছর আগে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে আমাদেরকেও আপনাদেরই মত প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হয়েছে। ত্রিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছি আমরা।'

'আচ্ছা!' মুহূর্তে চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল চীফের। প্রচণ্ড আগ্রহ দানা বাঁধতে দেখল রানা তার দু'চোখে। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' মুখে বলল বটে রানা, কিন্তু ভাবল অন্যকিছু। সত্যিই কি স্বাধীন হয়েছি আমরা, না স্বেচ্ছাচারী হয়েছি? স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থবোধক, তা কি বোঝে বাংলাদেশের 'রাজনীতিকরা'? না, বুঝেও ক্ষমতার মোহে না বোঝার ভান করে? বুড়ো আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতার কাহিনী শোনার আবদার না করে বসে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি আসল প্রসঙ্গে যেতে চাইল রানা, কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল। বোঝা গেল শুধু 'হ্যাঁ'তে সন্তুষ্ট করা যায়নি দুরিকে।

'বলুন তো আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা, শুনি!'

বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে মাত্র এক প্যারায় সে ইতিহাস ঝেড়ে দিল মাসুদ রানা। আবার যাতে প্রশ্ন করে শূন্য স্থান পূরণের সুযোগ না পায় মায়ান সর্দার, সেজন্যে সঙ্গে লেজের মত জুড়ে দিল ওকে সাহায্য করার অনুরোধ। 'এ মুহূর্তে আমেরিকান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি আমি। আপনি যদি দয়া করে আমাকে কাছাকাছি কোন দ্বীপে পৌঁছে দেন, যেখানে টেলিফোন আছে, খুবই উপকৃত হব।'

চুপ করে থাকল দুরি। ভাবছে কিছু।

'বিনিময়ে যদি কিছু দাবি করেন, মানে ন্যায়সঙ্গত কিছু, খুশি মনে মার্কিন সরকার তা···'

'আমি মনে করি, উপকার যদি কারও করতেই হয়, তবে তা নিঃস্বার্থভাবেই করা উচিত। কিন্তু তার আগে কী করে আপনি সাগরে পড়লেন, সে ঘটনা তো অন্তত জানাবেন!'

কি আর করা, বিরক্তি লাগলেও চেপে গেল মাসুদ রানা। এবারও সংক্ষেপেই কাজ সারল। চোখ বুজে চুপ করে শুনে গেল সর্দার, ওর বলা শেষ হওয়ার পরও ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড বসে থাকল একভাবে। তারপর তাকাল, সরাসরি মাসুদ রানার চোখে চোখে। 'আপনার সঙ্গী মেয়েটির পরিণতির জন্যে আমি দুঃখিত। এতক্ষণে হয়তো আপনারও মৃত্যু হত, যদি ভোরে আমার লোকেরা সাগরে মাছ ধরতে বেরিয়ে আপনাকে দেখতে না পেত, সাহায্যের জন্যে এগিয়ে না যেত আমার নির্দেশে।'

'ধন্যবাদ, এল জিফি।' আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা। 'আপনাদের

উপকারের কথা মনে থাকবে আমার চিরদিন।'

'যাদের পিছু লেগেছেন আপনি, ওরা ইচ্ছে করলে আমাদেরও ক্ষতি করতে পারে?'

'নিশ্চই! ক'দিন আগে প্রশান্ত মহাসাগরের মুমুরা নামে একটি দ্বীপ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা। কেউ বেঁচে নেই সেখানে, চোখের পলকে মৃত্যু হয়েছে শ'পাঁচেক মুমুরাবাসীর।'

আবার কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে ভাবল সর্দার। 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, মাসুদ রানা। আপনার চাউনিতে, কণ্ঠস্বরে কোন ভণিতা নেই, বুঝতে পারছি আমি। অল রাইট, ব্রেভ ম্যান,' নিজের সরু রানে চাপড় বসাল বৃদ্ধ। 'আপনাকে আমাদের পাশের ভিজিয়া চিকো দ্বীপে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি।-টেলিফোন আছে ওখানে। আমার সবচেয়ে ওস্তাদ দুই দাঁড় বাইয়ে ক্যানোয় করে এক ঘণ্টায় সেখানে পৌঁছে দেবে আপনাকে।'

'ধন্যবাদ, চীফ। অনেক ধন্যবাদ।'

হাত ইশারায় বাইরে অপেক্ষমাণ এসকর্ট দু'জনকে ডাকল বৃদ্ধ দুরি। দুর্বোধ্য মায়ান ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল তাদের, উত্তর দিল যে রানাকে সার্চ করেছিল। কিছুক্ষণ বাক্য বিনিময় চলল দু'জনের, তারপর সর্দারের নির্দেশে দু'জনেই বেরিয়ে গেল তারা ব্যস্ত পায়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর।

রানার দিকে ফিরল চীফ। 'যে দুই দাঁড়ির কথা বলেছিলাম, সাগরে মাছ ধরতে গেছে তারা। এ দুটোকে পাঠালাম তাদের ডেকে আনতে। একটু দেরি হবে আপনার যাত্রা করতে। ততক্ষণ,' ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে মোড়া রানার ওয়ালথারটা বের করল সে পাশে পড়ে থাকা একটা কাপড়ের ঝোলা থেকে। 'বসে না থেকে এটা পরিষ্কার করুন। লোনা পানি শুকিয়ে যাওয়ার আগে তেল না পড়লে পুরোপুরি অকেজো হয়ে যাবে অস্ত্রটা। আমি গান অয়েল আর আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসি।'

দ্বিতীয়টার ব্যাপারে আগ্রহ বা রুচি, কোনটাই ছিল না মাসুদ রানার। কিন্তু ওর আপত্তি কানেই তুলল না চীফ, উঠে ঘরের ভেতর চলে গেল।

দু'ঘণ্টা পর রানাকে নিয়ে রওনা হলো মায়ানদের ক্যানো, সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়তে শুরু করেছে। সর্দার দুরিসহ কুইনটানা রু-র প্রত্যেকে সাগরতীরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল মাসুদ রানাকে। ক্যানোর মাঝখানে বসেছে ও, দুই পেশীবহুল মায়ান দাঁড়ি বসেছে দুই গলুইয়ে।

নীরবে দাঁড় বেয়ে চলেছে লোক দুটো। প্রতিটানে তাদের বাহু, বুক আর পিঠের থোক থোক পেশী ফুলে ফুলে উঠছে। ফেনিল সাগর যেখান থেকে তীরে ভেঙে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে ঢেউ হয়ে মাথা তুলছে, তার একটু বাইরে দিয়ে খুব দ্রুত ছুটিয়ে নিয়ে চলল তারা ক্যানো। আগে পরে হতে দেখল না রানা একটিবারের জন্যেও, এক সঙ্গে ঝপাৎ করে দাঁড় ফেলছে ওরা পানিতে, আবার তুলছেও একই সঙ্গে, একচুল হেরফের নেই।

এক ঘণ্টার কিছু আগেই ভিজিয়া চিকো পৌঁছল ওরা। কুইনটানা রু-র প্রায়

তিনটের সমান এটা, ঘরগুলো কুঁড়ে হলেও ওখানকার তুলনায় বেশ মজবুত। দ্বীপে কয়েক মাইল পাকা রাস্তা, এমনকি পুব-পশ্চিমে প্রসারিত রেল লাইনও চোখে পড়ল মাসুদ রানার। কোথায় তার শুরু, কোথায় শেষ, আল্লা মালুম। পথ দেখিয়ে স্থানীয় সর্দারের কাছে নিয়ে এল রানাকে ওর দুই বাহক। বকর বকর করল কিছুক্ষণ তারা লোকটির সঙ্গে, তারপর বেরিয়ে গেল ওকে রেখে। একবার ফিরেও তাকাল না, বিদায় নেয়া তো দূরের কথা।

ভিজিয়া চিকোর সর্দার দুরির চেয়ে বয়স্ক, তবে বেশ শক্ত সমর্থ। মাসুদ রানাকে সমাদর করে বসাল সে, নিজের পরিচয় জানাল। 'আমার নাম টিহক, এই গ্রামের এল জিফি আমি। দুরি সম্পর্কে আমার চাচা, তার কাছে যে সম্মান পায়, আমিও তাকে সম্মান দেই। আপনার ঘটনা আমি ওদের মুখে শুনেছি,' ইঙ্গিতে দুই দাঁড়িকে বোঝাল চীফ। 'সাধ্যমত আপনাকে যে-কোন সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত।'

'ধন্যবাদ। তেমন কোন সাহায্য প্রয়োজন নেই, শুধু টেলিফোন অফিসে আমাকে পৌঁছে দিলেই চলবে।'

'নিশ্চই। আমি লোক দিচ্ছি, সঙ্গে করে ওখানে পৌঁছে দেবে সে আপনাকে। ঠিক আছে?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'ওতেই চলবে।'

'তবে একটা কথা।'

'বলুন?'

'এখানে সাহায্যকারীকে টিপস্ দিতে হয়, ইউএস ডলার অথবা পাউন্ড স্টার্লিঙে। এটা রেওয়াজ এখানকার। আশা করি মাইন্ড করবেন না আপনি।'

'না না, মাইন্ড করার কি আছে এতে?' বলল বটে, কিন্তু পকেটের অবস্থা ভেবে প্রমাদ গুণল রানা মনে মনে। মানিব্যাগে রাখা টাকাগুলো রাতভর পানিতে ভিজে পরস্পরের সঙ্গে লেগে প্রায় কংক্রীটের ব্লকে পরিণত হওয়ায় কুইনটানায় ফেলে এসেছে মাসুদ রানা। টানাটানির ফলে ওগুলোর চেহারা হয়েছিল লোম ওঠা কুকুরের মত। বহু কষ্টে ওর থেকে মাত্র একটা দশ ডলারের নোট আলাদা করা গেছে, ওটাই এ মুহূর্তে সম্বল রানার। ক্রেডিট কার্ডটা অবশ্য বেঁচে গেছে ল্যামিনেটেড বলে, কিন্তু সেটা এখানে কাজে লাগানো যাবে মনে হলো না। কি ভেবে আবার মাথা দোলাল ও। 'নিশ্চই দেব।'

'গুড।' এক যুবক মায়ানের ওপর মাসুদ রানাকে টেলিফোন অফিসে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিল টিহক। মোটামুটি ইংরেজি বুঝতে ও বলতে পারে যুবক। তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল রানা শেষবার টিহককে ধন্যবাদ জানিয়ে।

দ্বীপের পুব প্রান্তের এক 'এল' প্যাটার্নের বিল্ডিঙে নিয়ে এল ওকে যুবক। একমাত্র পাকা দালান ভিজিও চিকোর। টালির ছাদ। অল পারপাস বিল্ডিং এটা—গড নো'জ হাউ মেনি ইন ওয়ান, ভাবল মাসুদ রানা। স্কুল, জেনারেল স্টোর, মীটিং হল, ওয়্যারহাউস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ছাড়াও আরও কত কী যে আছে, রীতমত গবেষণার বিষয়।

ফোন এক্সচেঞ্জ আর তার পরিচালক, উভয়ই দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল মাসুদ রানাকে। দাদার আমলের পুরানো সেট, পরিচালক তারও আগের। তবে ওর

সৌভাগ্যই বলতে হবে যে দেরিতে হলেও অবশেষে প্রার্থিত নম্বরটা পাওয়া গেল। প্রথমে ইউকাতানের রাজধানী মেরিডা, সেখান থেকে আরও কয়েকটা রিলে কেন্দ্র ও ইন্টারমিডিয়েট অপারেটরের হাত ঘুরে যখন জায়গামত পৌঁছল লাইন, পুরো ষাট মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে ততক্ষণে। এবং উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় ঘামতে ঘামতে জামা-কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা। নানারকম বিদঘুটে আওয়াজের ভেতর দিয়ে উইলিয়াম পেরির গলা শুনে আশ্বস্ত হলো ও।

'কোত্থেকে বলছেন আপনি?' সংক্ষিপ্ত আইডেন্টিফিকেশন কোড বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

জায়গার নাম জানাল রানা।

'সে কি!' ভদ্রলোকের চমকে ওঠা অনুভব করল ও। 'ওখানে কিভাবে?'

'সবটা বলা সম্ভব নয়। তবে ক্যারিবিয়ান সাঁতরে পৌঁছেছি।'

'আই সী!'

'দুর্ভাগ্যবশত আটকা পড়ে গিয়েছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরুতে হবে এখান থেকে। সাহায্য প্রয়োজন।'

'অফ কোর্স, অফ কোর্স! বলুন, কি সাহায্য প্রয়োজন? জাস্ট নেম ইট।'

'প্রথমে একটা কপ্টার চাই।'

'মনে করুন রওনা হয়ে গেছে কপ্টার। তারপর? ওখান থেকে কোথায় যেতে চাইছেন?'

'কুরাকাওয়ে একটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে এসেছি গতরাতে, ওটা সংগ্রহ করতে যেতে হবে।'

একটু বিরতি। 'আপনি শিওর, ওখানেই ফেলে এসেছেন?' চিন্তিত মনে হলো চীফ অ্যাডভাইজারকে। ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছেন।

'মোর দ্যান শিওর!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'কামনা করি ওটা খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন।'

'একটা দুঃসংবাদ আছে।'

'দুঃসংবাদ?'

'সঙ্গিনীকে হারিয়ে ফেলেছি, সম্ভবত চিরতরে।'

আবার বিরতি। একটু বেশি সময় নিলেন এবার ভদ্রলোক। 'শুনে ব্যথিত হলাম। আমি খুব দুঃখিত। তাহলে? ওই এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ আর কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে সঙ্গে নেবেন? যদি বলেন, ব্যবস্থা করি।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'একজন গাইড পেলে অবশ্য মন্দ হয় না।'

'লাইনে থাকুন একটু, আমি চেক করে দেখি।'

নীরব লাইনে নানারকম আওয়াজের কোরাস শুনতে লাগল রানা। উইলিয়াম পেরি নিশ্চয়ই তাঁর ডেস্ক-সাইড কম্পিউটরের শরণাপন্ন হয়েছেন তথ্য লাভের আশায়। মিনিটখানেক পার করে সাড়া দিলেন তিনি। 'সোজা ভেরাক্রুজ চলে যাবেন, উঠবেন বাহিয়া বোনিটো হোটেলে। ওখানে পিলার নামে এক মেয়ে গাইড দেখা করবে আপনার সঙ্গে কাল। মেয়েটি ব্লন্ড। ভাল কথা, আপনার ওখানে আর কয় ঘণ্টা দিনের আলো থাকবে?'

'আর এক ঘণ্টার মত।'

'তাহলে তো মুশকিল। কপ্টার ল্যান্ড করানো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। এই মুহূর্তেও যদি যাত্রা করে, পৌঁছতে কম করেও চার ঘণ্টা লেগে যাবে।'

'ভাববেন না। ল্যান্ডিং এরিয়া মার্ক করার ব্যবস্থা করব আমি আগুন অথবা ফ্লেয়ারের সাহায্যে।'

'তাহলে চিন্তা নেই। আর···আর কিছু?'

'ক্যাশ টাকা লাগবে। পকেট একদম ফাঁকা।'

'অবশ্যই। বাহিয়া বোনিটোর ডেস্কে খোঁজ নেবেন পৌঁছে; ওখানে প্রস্তুত থাকবে টাকা। অ্যামুনিশনস্ও প্রয়োজন নিশ্চয়ই?'

'ব্যাডলি।'

'অল রাইট। সব পৌঁছে যাবে।'

'রাখছি তাহলে।'

'উইশ মোর দ্যান লাক টু ইউ, বয়।'

রিসিভার ক্রেডলে রাখার সময় ভাবল রানা, জায়গাটা ভিজিয়া চিকোর মত বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বলেই পাবলিক টেলিফোনে এত কথা বলা সম্ভব হয়েছে, তাও যথাসম্ভব রেখে-ঢেকে। সেন্ট্রাল আমেরিকার কোথাও হলে এ কাজ কল্পনাতেও ঠাঁই দিত না ও। বেরিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যুবককে কপ্টার ল্যান্ডিঙের ব্যাপারটা বোঝাল রানা, বুদ্ধি চাইল কোথায় অবতরণের আয়োজন করা যায় ওটার।

এ কাজে ওকে সাহায্য করতে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না ছেলেটিকে। বরং সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। বেশ বেগ পেতে হলো রানার তাকে বোঝাতে যে ওটা তাদের কোন ক্ষতি করতে আসছে না, আসছে শুধু ওকে নিয়ে যেতে। সম্মত হলো সে অবশেষে। এক্সচেঞ্জ এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ভবনটির পিছনের মাঠেই কপ্টার ল্যান্ড করানোর আয়োজন চূড়ান্ত করা হলো। শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে মাঠের চারদিকে ছয়টা স্তূপ তৈরি করল যুবক কয়েকজন স্বগোত্রীয়ের সাহায্যে। এরপর শুরু হলো প্রতীক্ষার পালা।

উইলিয়াম পেরি চার ঘণ্টা সময় লাগবে বলেছিলেন কপ্টার পৌঁছতে। ঠিক চার ঘণ্টা পরই স্তূপগুলোয় আগুন ধরানোর ব্যবস্থা করল মাসুদ রানা। তারপর আবার প্রতীক্ষা। এক সময় বিরক্ত এবং শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা, দেখা নেই হেলিকপ্টারের। অবশেষে যখন দূরাগত রোটরের আওয়াজ কানে এল, দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন।

এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল রানার সাহায্যকারীরা, তন্দ্রাচ্ছন্ন। উঠে পড়ল তারা, প্রয়োজন ছিল না, তবু ছুটে গিয়ে আগুনগুলো উস্কে দিল। পাঁচ মিনিট পর ঝড় বইয়ে দিয়ে অবতরণ করল একটা হিউ, আমেরিকান কোন এক প্রাইভেট ফ্লাইং ক্লাবের ছাপ মারা। মাসুদ রানার পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলো অল্পবয়সী পাইলট, একটা প্যাকেট তুলে দিল ওর হাতে।

'পৌঁছতে এত দেরি হলো কেন?' ওটার মোড়ক খুলতে খুলতে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

ইঙ্গিতে প্যাকেটটা দেখাল সে। 'যিশুর কসম! আমি দেরি করিনি ইচ্ছে করে। ওটা

হাতে পাওয়ামাত্র রওনা হয়েছি।'

প্যাকেটের ভেতরে নজর দিল রানা। ম্যাগাজিনসহ একটা আনকোরা নতুন ওয়ালথার পি. পি. কে, দুটো বাড়তি ক্লিপ, চারটা খুদে বড়ি, 'অগ্নিকুণ্ড' আর ট্রিক্ বেল্ট। একটা গ্যাস মাস্ক এবং ওর নামে এক সেট নতুন ট্রাভেলিং ডকুমেন্টস। শেষের এই আইটেমই দেরি হওয়ার আসল কারণ, বুঝল মাসুদ রানা। চোখ তুলতে সাহায্যকারী দলটির ওপর চোখ পড়ল, বিনিময়ের আশায় অপেক্ষা করছে লোকগুলো।

'সঙ্গে নগদ-টাকা এনেছো কিছু?' পাইলটকে জিজ্ঞেস করল ও।

'টাকা? নাহ্, ওই প্যাক ছাড়া আর কিছু দেয়া হয়নি আমাকে।'

'সেরেছে! সিগন্যাল ফায়ার তৈরি করতে সাহায্যের বিনিময়ে এদের টাকা দেয়ার কথা আছে। কি করি এখন?'

'কি প্রয়োজন ছিল তার? পরিষ্কার দিনের আলোয় ল্যান্ড করতে সিগন্যাল ফায়ার লাগে নাকি?'

'যখন তোমার পৌঁছার কথা এখানে,' শীতল কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা, 'তখন ছিল মাঝরাত। বুঝলে কিছু?'

'তাই তো!' কি ভাবল যুবক। 'সরি, সত্যিই তাই। আমাকেও সন্ধেয় ডেকে নিয়ে বসিয়ে রেখেছে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু...,' মাথা চুলকাল সে, 'কই! টাকা-পয়সার ব্যাপারে কেউ কিছু বলেনি আমাকে।'

অস্বস্তিকর নীরবতা। মৃদু গুঞ্জন উঠল মায়ানদের মধ্যে। ওদের আলোচনার সারবস্তু অনুমান করে নিয়েছে সম্ভবত। 'তোমার ওয়ালেট বের করো।'

'কেন?' বিস্মিত হলো ছোকরা।

'যা বলছি তাই করো,' দাঁতে দাঁত চাপল মাসুদ রানা। 'কত আছে ওতে?'

'ওয়েল...বেশি নেই।'

'জলদি বের করো। এমনিতেই সাদা চামড়া এদের দু'চোখের বিষ, তারওপর যদি ওয়াদা ভঙ্গ হয়...।' হাত বাড়াল রানা, 'কই, দাও! রেগে উঠলে আমাদের একজনকেও আস্ত রাখবে না ওরা।'

এবার কাজ হলো। ইতস্তত ভাবটা দূর হয়ে গেল পাইলটের। হিপ পকেট থেকে একটা জীর্ণ মানিব্যাগ বের করল সে, টাকা গুণতে লাগল। ধৈর্য হারিয়ে ফেলল রানা, থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিল ওটা। ভেতরে যা ছিল বের করে ব্যাগ ফিরিয়ে দিল। বাহান্ন ডলার পাওয়া গেল ওতে, পুরোটাই তুলে দিল রানা দলনেতা যুবকটির হাতে।

গুণল সে টাকাটা, তারপর গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল। সন্তুষ্ট। দুই-এক কথায় রানার কাছ থেকে বিদেয় নিল সে, চলে গেল দলবল নিয়ে।

'এতগুলো টাকা, সব না দিলে চলত না?' মুখ হাঁড়ি করে শূন্য ওয়ালেট যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল পাইলট। 'ওর অর্ধেক দিলেই তো খুশি হয়ে যেত কেলের বাচ্চারা!'

'তা হয়তো হোত,' কপ্টারের দিকে পা বাড়াল রানা। 'আবার বলা যায় না, উল্টোটাও ঘটতে পারত। ওদের হাতের বর্শাগুলো দেখেছ?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'রেগে গেলে ওগুলো দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত ওরা তোমাকে। আমি মনে

করি সামান্য পঁচিশ-ছাব্বিশ ডলারের চেয়ে তোমার বুক বা গলার দাম অনেক বেশি। যাকগে, ভেবো না, তোমার কন্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে একটা ডিটেইলড্ রিপোর্ট লিখব আমি তোমাদের স্টেট ডিপার্টমেন্টকে। ভাগ্য ভাল হলে ক্রিস্টমাসের আগেই ফেরত পেয়ে যাবে তুমি টাকাগুলো। এই ক্রিস্টমাসে না হলে আগামী ক্রিস্টমাসে তো অবশ্যই…'

মৃদু হাসি ফুটল পাইলটের মুখে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

নীল দংশন-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

ভেরাক্রুজ—অতীতের বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের স্মৃতিবাহী মেক্সিকান বন্দরনগরী। ১৫১৯ সালে স্প্যানিয়ার্ড হেরনান্দো কোর্টেজ, প্রথম বিদেশী, পা রাখেন এ শহরে। এর পর থেকেই ভেরাক্রুজের কর্তৃত্ব নিয়ে শুরু হয় লড়াই। আমেরিকানরা কতবার যে আক্রমণ করেছে ভেরাক্রুজ, কোন লেখাজোখা নেই। দু'বার ফরাসীদের হাতেও আক্রান্ত হয়েছে শহরটি।

গালফ অভ কাম্পিচি অতিক্রম করার সময় নিচে তাকাল মাসুদ রানা। বন্দরে গিজগিজ করছে অসংখ্য জাহাজ, ইয়ট, বড় বড় মোটর বোট ইত্যাদি। প্রচুর আকাশচুম্বী ভবন চোখে পড়ল রানার, মোটাসোটা তর্জনীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চলন্ত গাড়িঘোড়ার পিঠে রোদ লেগে চিক-চিক করছে এখানে ওখানে।

মার্কিন কনস্যুলেট ভবনের প্যাডে অবতরণ করল হেলিকপ্টার। পাইলটকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। মেইন রোডে এসে ট্যাক্সি চেপে রওনা হয়ে গেল হোটেল বাহিয়া বোনিটো। হোটেলটা ভেরাক্রুজের পুরানো অংশে। প্রাচীন আমলের খোয়া বাঁধানো সরু অলিগলি ধরে ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করতে করতে ছুটছে ট্যাক্সি, দু'পাশে গায়ে-গায়ে দাঁড়ানো ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে চলেছে মাসুদ রানা। চোখ দিয়েই দেখছে শুধু, মন দিয়ে নয়। ওটা ব্যস্ত অন্য কাজে। কখন হোটেলের কারপার্কে এসে থেমে পড়েছে ট্যাক্সি, টেরই পায়নি রানা। ড্রাইভারের কণ্ঠস্বরে ধ্যান ভাঙল ওর।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বাহিয়া বোনিটো। সামনে ফুটবল মাঠের মত বিশাল উন্মুক্ত কোর্টইয়ার্ড। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ঢুকে পড়ল রানা ভেতরে। রিসেপশন ডেস্কে নিজের পরিচয় জানাতে বড়সড় একটা সীলড় প্যাকেট আর রুমের চাবি ওর হাতে তুলে দিল অ্যাটেনডেন্ট। ডেস্কের পিছনে 'প্রাইভেট' লেখা ছোট একটা রুমে এসে ঢুকল রানা তার অনুমতি নিয়ে। একটা কাগজ কাটা ছুরিও নিয়ে এসেছে লোকটার কাছ থেকে।

প্যাকেটটা নানান দেশী কাগুজে নোটে ঠাসা। মার্কিন ডলার, পেসো, পাউন্ড, স্টার্লিং, ফ্রাঙ্ক এবং গিল্ডার মিলিয়ে বিরাট একটা অঙ্ক। স্থানীয় মুদ্রা পেসোতে ট্যাক্সি ভাড়া মেটাল মাসুদ রানা, সঙ্গে মোটা টিপস্। তারপর প্যাকেটটা বগলে চেপে তিনতলায় নিজের রুমে ঢুকল এসে। ডেস্কে পিলার নামে কেউ ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে এসেছে কি না, খোঁজ নিয়েছে রানা। আসেনি।

প্রথমে ঝাড়া আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে গোসল করল ও। ফোনে এক কাপ কড়া কফির অর্ডার দিল। কফির পর পর-পর তিনটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা, তারপর বহুদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী, নিজের ওয়ালথার আর উইলিয়াম পেরির পাঠানো গান ক্লীনিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে লেগে পড়ল কাজে। অস্ত্রটার প্রতিটি অংশ খুলে ফেলল মাসুদ রানা। এক এক

করে সময় নিয়ে চেক করল পার্টসগুলো। কুইনটানা রু-তে তেল লাগানোর সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল বলে বরবাদ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ওটা কোনমতে।

প্রতিটি পার্টস, ছোট ছোট স্ক্রু ইত্যাদিতে ভাল করে সলভেন্ট মাখাল মাসুদ রানা। কিছুটা সময় দিল ওগুলোকে জিনিসটা শুষে নেয়ার, তারপর প্যাচ্ দিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে ডলে ডলে পরিষ্কার করল সব, ফিরিয়ে আনল আগের চকচকে ভাবটা। লিন্ট-ফ্রী কটন ওয়াইপার দিয়ে ঘষে সলভেন্টের শেষ গন্ধ-চিহ্ন তুলে লো ভিসকোসিটি লুব্রিকেটিং তেল লাগাল ওগুলোয়। এবার ধীরেসুস্থে জোড়া লাগাল রানা পার্টসগুলো।

ওয়ালথারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। সন্তুষ্ট হলো। নতুন একটা ক্লিপ ভরল চেম্বারে। নতুন অস্ত্রটা বের করল না রানা। থাকুক ওটা প্যাকেটেই। লম্বা করে হাই তুলল সে এবার। ঘুমের অভাবে জ্বালা করছে চোখ, ক্লান্ত দেহ, শ্রান্ত পেশী বিশ্রাম চাইছে। কিন্তু পাত্তা দিল না রানা। ওর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে, আগে সেগুলো সারতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। ভাবতে ভাবতেই ডায়ানার হাসিখুশি চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। চোখ রগড়াল ও, মেয়েটির স্মৃতি অনেকদিন ভোগাবে।

উদাস হলো মাসুদ রানা ক্ষণিকের জন্যে। কেন এমন হয়? ভাবল ও, যে-ই আসে ওর সান্নিধ্যে, অকালে কেন ঝরে যায় এভাবে? এক একজন আসে, আর টপাটপ মরে গিয়ে স্মৃতির ফাঁস গলায় পরিয়ে দিয়ে যায় মাসুদ রানার। জমতে জমতে স্মৃতির পাহাড় জমে গেছে ওর ঘাড়ে, সময়ে-অসময়ে হানা দেয় সে-সব মনের দুয়ারে, উন্মনা করে তোলে ওকে। কত ভার বইতে পারে একজন মানুষ? কেন ঘটে বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি? কার দোষে, মাসুদ রানার? না ওর বিপজ্জনক পেশার? কী এক জীবন, তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন, শোক প্রকাশের সময়টা পর্যন্ত জোটে না।

অস্ত্রটা শোল্ডার হোলস্টারে ভরে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল রানা রুম থেকে। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে ভাবল, এই-ই ভাল। ওদের মত মাসুদ রানা নিজেও একদিন নেই হয়ে যাবে দুম্ করে। হারিয়ে যাবে চিরতরে। সেই-ই ভাল। রিসেপশন ডেস্কে রুমের চাবি জমা দিল ও। ভাল অ্যাপারেলস্ বিক্রি করে, এমন কোন স্টোর ধারেকাছে আছে কি না জানতে চাইল অ্যাটেনডেন্ট লোকটার কাছে।

'ইয়েস, সেনিয়র। আমাদের উল্টোদিকেই আছে বড় স্টোর, আগুইলার'স। বড় রাস্তার ওপারে। খুব বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।'

'গ্রেশিয়াস। ওখানে যাচ্ছি আমি। এর মধ্যে আমার কোন ভিজিটর এলে ওখানে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'

'রাইট, সেনিয়র।'

ঘণ্টাখানেক ধরে উইলিয়াম পেরির পাঠানো টাকার সদ্ব্যবহার করল মাসুদ রানা। বড়সড় একটা প্যাকেট হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এল হোটেলে। 'কোন ভিজিটর আসেনি,' জানতে চাওয়ার আগেই বলল অ্যাটেনডেন্ট রুমের চাবি দেয়ার সময়।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওপরে চলে এল মাসুদ রানা। এখনও কেন যোগাযোগ করছে না পিলার, ভেবে চিন্তিত। ঘড়ি দেখল, বারোটা বাজতে চলল প্রায়। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? সদ্য কেনা সুটজোড়ার মধ্যে থেকে ছাই রঙা সুটটা বেছে নিয়ে পরল রানা। আবার বেরিয়ে এল। ডেস্কে আগুইলার'স-এর পাশের একটা সাইডওয়াক

কাফের কথা বলে হোটেল ত্যাগ করল মাসুদ রানা। ঘুম এখন আসবে না কিছুতেই, অতএব বদ্ধ রুমে বসে না থেকে বাইরের খোলা হাওয়ায় বসে মাথা ঘামানো যাক খানিক পান করতে করতে।

এক বোতল ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল মাসুদ রানা। কাফের রাস্তাঘেঁষা একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসল, বাহিয়া বোনিটোর প্রবেশপথ দেখা যায় এখান থেকে।

সবে প্রথম চুমুক দিয়েছে ও ব্র্যান্ডিতে, এই সময় মেয়েটির ওপর চোখ পড়ল রানার। পাঁচ ফুট ছয় থেকে সাতের মধ্যে হবে উচ্চতা, গড়ন হালকা পাতলা। গায়ের রং হালকা তামাটে, মাঝ পিঠ পর্যন্ত দীর্ঘ, 'ইউ' শেপড় ঘন কালো চুল। সামান্য কোঁকড়া। চোখা নাক-নকশা। হিলের মৃদু ঠুক ঠুক আওয়াজ তুলে মাসুদ রানার দিকেই আসছে মেয়েটি। লো-কাট ব্লাউজ সামাল দিতে পারছে না তার বুনো যৌবন। প্রয়োজন নেই, তবু ভারি নিতম্ব দোলাচ্ছে মেয়েটি প্রতি পদক্ষেপে। চেহারা, ফিগার, স্কার্টের নিচে বেরিয়ে থাকা পায়ের পুরুষ্ট গোছা, সবকিছুর মধ্যেই যে-কোন পুরুষকে প্রলুব্ধ করার, পাগল করার প্রচুর উপাদান দিয়েছে প্রকৃতি মেয়েটিকে।

মাসুদ রানার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল মেয়েটি। কালো কফি রঙের চোখ হেসে উঠল তার। 'আপনার কাছে দেশলাই হবে?'

'দুঃখিত। ধূমপান ছেড়ে দেয়ার পর থেকে দেশলাই কেনার কথা মনেই থাকে না।'

হাসিটা গড়িয়ে মুখে নেমে এল মেয়েটির, লোভনীয় অধর সরে গিয়ে সুগঠিত, ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'আমি পিলার। বসতে পারি?'

'নিশ্চই! এনি ড্রিঙ্ক?'

ইঙ্গিতে ব্র্যান্ডির বোতলটা দেখাল পিলার। ওয়েটার ডেকে আরেকটা গ্লাস আনাল মাসুদ রানা। সিকি গ্লাস পানীয় ঢেলে এগিয়ে দিল সেটা পিলারের দিকে। ছোট্ট করে চুমুক দিল মেয়েটি। 'চেহারা দেখে মনে হয় কয়েক রাত ঘুম হয়নি আপনার। খুব কাহিল দেখাচ্ছে। একটা লম্বা ঘুম দিয়ে নিলে হয়তো...'

'এখনই সম্ভব নয় তা। আগের কাজ আগে।' চুমুক দিল রানা।

খানিকটা অপ্রস্তুত হলো যেন পিলার। 'অবশ্যই, অবশ্যই!' ভাবটা লুকোবার জন্যে বেশ জোরের সঙ্গে বলল সে। 'ইয়ে, এই খোলামেলা জায়গায় বসে আলোচনা করা কি ঠিক হবে আমাদের?'

নিজের চারদিকে নজর বোলাল মাসুদ রানা। আশপাশের টেবিলগুলোয় খদ্দের তেমন নেই। দু'চারজন যারা আছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসা। নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তায় ব্যস্ত, এদিকে কারও লক্ষ আছে মনে হয় না। হওয়ার কথাও নয়। 'তো? কোথায় বসতে চান?' 'তবুও' বলে একটা কথা আছে ভেবে প্রশ্নটা করল রানা।

'আপনার হোটেলে? অসুবিধে আছে?'

'মোটেই না। ড্রিঙ্ক শেষ করুন তাহলে।' নীরবে পান করতে লাগল রানা ও পিলার। মাঝে মাঝেই চোখাচোখি হচ্ছে দু'জনের। 'আপনার চুলের এই অবস্থা কেন?' হঠাৎ প্রশ্নটা করে বসল মাসুদ রানা।

আবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল পিলার, একটা হাত উঠে গেল চুলে। পর মুহূর্তে বোধোদয় ঘটতে হাসল সে। 'ও! চুল কালো হলো কি করে, তাই? কখনও কখনও চুলে ডাই করি আমি চেহারা পাল্টাবার জন্যে। ইউ নো,' কাঁধ ঝাঁকাল পিলার, 'পেশার

খাতিরে মাঝে মাঝে এসব করতে হয় এক-আধটু। কেন, দেখতে খারাপ লাগছে?'

'না,' বলল মাসুদ রানা। 'বরং ভালই লাগছে।'

'হোয়াই, থ্যাঙ্ক ইউ।' ঘন, দীর্ঘ পাপড়ির নিচ থেকে মেয়েটির কফি রঙা চোখ প্রায় অপলক তাকিয়ে আছে মাসুদ রানার দিকে। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো পিলারের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমেই, স্থানটা দখল করে নিচ্ছে ডায়ানা। বড় এক চুমুক ব্র্যান্ডি গলায় ঢালল মাসুদ রানা, সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্থান ফিরে পেল পিলার। মিলিয়ে গেছে ডায়ানা।

বিল মিটিয়ে আসন ছাড়ল রানা। 'আগে চলুন, লাঞ্চ সেরে নিই। তারপর হোটেলে যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তখন যে বললেন আগের কাজ আগে?' খোঁচা দিল পিলার।

হাসির আভাস ফুটল রানার চেহারায়। 'তাই তো করতে চাইছি। মিড চেম্বার ঠাণ্ডা না থাকলে আপার চেম্বার ঠিকমত কাজ করে না। খিদেয় পেট জ্বলছে আমার। আপনার অপেক্ষায় বসে থাকতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে, নইলে আরও আগেই কাজটা সেরে ফেলতাম।'

'আমি খুব দুঃখিত,' দ্রুত বলল পিলার। 'সত্যি দুঃখিত। চলুন চলুন।'

পোর্টের কাছের নাম করা এক ফরাসী রেস্তরাঁয় লাঞ্চ খেলো ওরা। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো বাহিয়া বোনিটো। অসহ্য গরম পড়েছে আজ। কড়া রোদের ভয়ে রাস্তাঘাটে মানুষের আনাগোনা খুবই কম। সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড হোটেলের লাউঞ্জে পা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা ও পিলার। ওদের দেহের উত্তাপ শুষে নিল শীতল বাতাস।

মেয়েটিকে নিয়ে তিনতলায় উঠে এল রানা। নিজের রুমে বসল মুখোমুখি। 'পুরো একটা রাত সাগরে সাঁতার কেটেও কী করে বেঁচে গেলেন, ভাবতে খুব অবাক লাগে,' হাসতে হাসতে মন্তব্য করল পিলার। 'সাঙ্ঘাতিক এক মানুষ আপনি!'

একটু থমকাল মাসুদ রানা। 'খবরটা দিল কে আপনাকে?'

'কেন, আমার বস্!'

'আই সী!' কী যেন ভাবল ও। 'আর কি বলেছেন তিনি?'

'আভাস দিয়েছেন আপনি সম্ভবত কারিনার বর্তমান অবস্থান জানতে চাইবেন।'

'জানেন, কোথায় আছে ওটা?'

'জানি, কুরাকাও বন্দরে। আজ সকালেই খোঁজ নিয়েছি। ভেবেছিলাম, আপনি আসার আগেই খবরটা সংগ্রহ করে রাখি।'

'ভাল করেছেন, তথ্যটা কাজে লাগবে। এ ধরনের আরও দুয়েকটা তথ্য প্রয়োজন আমার।'

'বলুন, কি জানতে চান?' ঝুঁকে এল পিলার সামনের দিকে। লো-কাট ব্লাউজের ভেতর তার বুকের অনেকটাই দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা।

জোর করে চোখ সরিয়ে নিল ও। 'ওখানকারই একটা পাওয়ারফুল টুইন আউটবোর্ড মোটর লঞ্চের খোঁজ চাই। নাম বা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার কিছুই জানি না ওটার। মানে, অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। খুব সম্ভব চোরাচালান বা ওই ধরনের কাজে যুক্ত লঞ্চটা।'

নিচের ঠোঁট মুখে পুরে চুষল কিছুক্ষণ পিলার। চোখ কুঁচকে কার্পেটের দিকে চেয়ে আছে। 'ওটার কোন আরোহীকেও দেখতে পাননি? যদি কারও চেহারার বর্ণনা বলতে পারেন, তাতেও চলবে। ওখানে এসব লাইনে যারা আছে, তাদের প্রায় সবাইকেই চিনি আমি।'

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। 'একজনের কথা মনে আছে, আবছামত দেখেছিলাম। লোকটা খাটো, টাকমাথা, ভীষণ মোটা।'

'বুঝতে পেরেছি। আপনি ফার্নান্দেজের কথা বলছেন খুব সম্ভব। খুব ভাল চিনি ব্যাটাকে। যে ধরনের মোটর লঞ্চের বর্ণনা দিলেন, এই লোকের আছে ওরকম একটা।'

'গুড!' খুশি হয়ে উঠল রানা। 'ওখানে কোথায় পাব তাকে?'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' পায়ের ওপর পা তুলে হেলান দিয়ে বসল মেয়েটি। এবার তার ফর্সা উরুর অনেকটাই দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। 'যেখানে খুঁজলে লোকটাকে পাওয়া যাবে, সেখানে নিয়ে যাব আমি আপনাকে।'

মুখ দেখে মনে হলো প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় না। কিন্তু চেপে গেল কি চিন্তা করে। 'অল রাইট, চলুন তাহলে। আজই রওনা হতে চাই আমি। হাতে সময় খুব কম।'

'কিন্তু আজ তো কোন ফ্লাইট নেই। কাল সকালে আছে।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। আজই কুরাকাও পৌঁছতে চেয়েছিল ও।

'কি ভাবছেন?' জানতে চাইল পিলার।

'আজই পৌছতে পারলে ভাল হতো।'

'বরং আজ আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। কাল পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে হলে টানা ঘুম প্রয়োজন।'

'ঠিকই বলেছেন,' খানিক ইতস্তত করে বলল মাসুদ রানা।

'কালকের প্রথম কুরাকাও ফ্লাইটের টিকেট করে রাখব আমি। কোন চিন্তা করবেন না।'

'ঠিক আছে।'

পিলারকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এল রানা। তারপর আবার শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে ভিজল পনেরো মিনিট। জানালার ব্লাইন্ড টেনে দিল সে সবগুলো, আঁধার হয়ে গেল রুম। বিছানায় উঠে পড়ল পুরো দিগম্বর হয়ে, একটা পাতলা চাদর টেনে দিল বুক পর্যন্ত। চোখ বুজে চিত হয়ে মরার মত পড়ে থাকল মাসুদ রানা। কাজ হলো না। এবার খানিক এপাশ ওপাশ করল, তাতেও না। আসছে না ঘুম।

আর মাত্র দু'দিন আছে হাতে। কাছেপিঠেই কোথাও বাংলাদেশী এক বিজ্ঞানী আর এক রুশ জেনারেল নিউক্লিয়ার বোমার সুইচে আঙুল রেখে বসে আছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পূরণের অপেক্ষায় রয়েছে তারা, না হলে সুইচ টিপে দেবে। কয়েক লাখ নিরপরাধ মানুষসহ মুহূর্তে ধুলো হয়ে যাবে নিউ ইয়র্ক শহর। তাদের ঠেকাতে হবে রানাকে। অথচ ও কি না ভেরাক্রুজের এক পাঁচ তারা হোটেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে।

কিন্তু পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া এ ধরনের কাজে পা বাড়ানো হবে চরম বোকামি এবং বিপজ্জনক। তারচেয়ে কাল ফার্নান্দেজকে খুঁজে বের করে, পরিস্থিতি বুঝে-শুনে যদি

এগোয় রানা, সেটাই হবে উপযুক্ত। তাহলে হয়তো সাফল্যের সঙ্গে মিশন শেষ করার সম্ভাবনা থাকবে শেষ পর্যন্ত। কাজেই ভেবেচিন্তে বর্তমানে যা করছে, সেটাই উপযুক্ত কাজ মনে হলো মাসুদ রানার । চোখ বুজল ও আবার।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ডায়ানা ডানকানের জ্বালাতন। বারবার চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে মেয়েটি। মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে ফিরে আসছে। ঢলে পড়েছে প্রখর সূর্য, ব্লাইন্ডের চিলতে ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে রোদ, একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে ভেতরের আঁধার। হঠাৎ করে শ্রবণশক্তি বেড়ে গেল মাসুদ রানার, নিচের বড় রাস্তার ছোটখাটো আওয়াজগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। পাশের রুমের টয়লেটে ফ্লাশের আওয়াজ শুনে মনে হলো ওটা বুঝি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের।

একেবারে শেষ বিকেলে সামান্য তন্দ্রামত এল। কিন্তু পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই লাফিয়ে উঠে বসল ও বিছানায়। ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখেছে মাসুদ রানা। দেখেছে, ধু-ধু মাঠে বড় এক সুটকেস নিয়ে ছুটছে ও প্রাণপণে, পালাতে চাইছে। পিছনে ওকে ধাওয়া করছে একদল হিংস্র নেকড়ে। প্রাণীগুলো আজব, মাথা নেকড়ের, অথচ দেহ মানুষের। ধাওয়া করতে করতে কোণঠাসা করে ফেলল ওরা রানাকে, চারদিক থেকে ঘেরাও করে তীক্ষ্ণ, বিষাক্ত দাঁত বের করে কামড়াতে আসছে ওকে অদ্ভুত জন্তুগুলো।

কয়েক মুহূর্ত ঝিম মেরে বসে থাকল রানা বিছানায়। মাথার ভেতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে যেন, ওজন শূন্য হয়ে পড়েছে। ঘাম মুছে বিছানা ছাড়ল ও। মৃদু নকের আওয়াজ উঠল দরজায়। 'কে?' দ্রুত কোমরে একটা তোয়ালে পেঁচাল রানা।

'আমি, পিলার।'

চোখ-কপাল কুঁচকে উঠল রানার। মনে হলো নামটা ঠিক শোনেনি। দরজা খুলে যখন বুঝল ভুল নয়, এ পিলার-ই, বিস্ময় আরও বাড়ল ওর। 'আপনি?'

'হুম্‌ম্‌!' এক পলক রানার মুখের দিকে তাকিয়েই মাথা দোলাল মেয়েটি। 'যা ভেবেছিলাম! ঘুমাতে পারেননি তাহলে?'

'আসুন,' দরজা ছেড়ে পিছিয়ে এল মাসুদ রানা, আলো জ্বেলে দিল রুমের। 'অসময়ে যে?'

'দেখতে এসেছিলাম ঘুম কেমন হলো।' ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল পিলার। কালো ব্লাউজ ও ক্রীম রঙের স্কার্ট পরেছে সে, কাঁধে ঝুলছে লম্বা ফিতের একটা কাপড়ের ব্যাগ। একটা চেয়ারের পিঠে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখল পিলার। দু'কোমরে হাত রেখে রানার মুখোমুখি দাঁড়াল ঋজু হয়ে। 'আপনাকে ঘুম পাড়াবার ওষুধ নিয়ে এসেছি আমি।'

'ঘুমের বড়ি?' বলল মাসুদ রানা। 'আমি ওসব খাই না।'

'না, সে বড়ি নয়।'

'তাহলে কোন বড়ি?'

নিজের বুকে হাত রাখল মেয়েটি। হাসল মিষ্টি করে। 'পিলার বড়ি।'

'ওয়েল!' বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল রানার। 'অতুলনীয় বড়ি। এ বড়ি গিলতে আপত্তি করবে কোন পাগল!'

'ঠাট্টা নয়, মিস্টার মাসুদ রানা।' হাসি মুছে গেছে তার সুন্দর মুখ থেকে। গম্ভীর

হয়ে উঠেছে চেহারা। 'আপনার দৈহিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। কালকের কুরাকাও হান্টিং, আপনার-আমার জীবন এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আপনার মিশনের ভবিষ্যৎ, সব নির্ভর করছে। সুতরাং, আজ রাতে আপনার ঘুম হতে হবে অবশ্যই বিঘ্নহীন, টানা।' দৃষ্টি নিচে নেমে গেল পিলারের, ওর কোমরে জড়ানো তোয়ালে দেখছে।

সরে গেল মেয়েটি সামনে থেকে। ব্যাগে হাত ভরে মাঝারি সাইজের একটা শিশি বের করল। 'নিন, শুয়ে পড়ুন উপুড় হয়ে। তোয়ালেটা খুলে ফেলুন।'

চোখ কুঁচকে শিশিটা দেখল মাসুদ রানা। 'কি আছে ওতে?'

'একটু পর টের পাবেন। উঠুন বিছানায়। উঁহুঁ, তোয়ালে খুলে ফেলুন!'

সুবোধ বালকের মত বিছানায় উঠল মাসুদ রানা, ইতস্তত করছে তোয়ালে খুলতে। এগিয়ে এল পিলার। যেন ওর অবাধ্যতায় বিরক্ত, এমন ভাব করে এক টানে খুলে নিল ওটা, বেআব্রু করে ফেলল মাসুদ রানাকে। 'উপুড় হয়ে শুতে হবে।'

এবার আর দেরি করল না ও। দু'হাত মাথার নিচে বালিশের মত রেখে শুয়ে পড়ল। বুজে ফেলল চোখ। বিছানার পুরু গদি দুলে উঠল, পাশে এসে বসেছে পিলার। একটু পর ঘাড় এবং খুলির সংযোগস্থলে ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ পেল রানা, গড়িয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে তরল কিছু নিচে নেমে যাচ্ছে ধীরগতিতে। দারুচিনির হালকা মিষ্টি সুবাস পেল ও নাকে।

'দারুচিনি তেল,' ব্যাখ্যা করল পিলার। 'নড়াচড়া করবেন না দয়া করে। স্থির থাকুন, রিল্যাক্স করুন।'

'বিয়েন, সেনিয়রিটা!'

'চোখ বুজুন। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন নেই।'

তাই করল মাসুদ রানা। ওর দুই কাঁধ ও রিবকেজে খানিকটা করে তেল লাগাল পিলার, তারপর দু'হাতের আট আঙুল খাড়া রেখে আস্তে আস্তে, ওপর থেকে নিচে, নিচ থেকে ওপরে চালাতে লাগল। একটু পর হাতের চাপ বাড়াল সে পিঠে, আঙুলের মাথা ভেতরে দাবিয়ে ধরে চালাতে লাগল। আবেশে দু'চোখ আপনাআপনি বুজে এল মাসুদ রানার।

এবার ওর কাঁধ, ঘাড় আর রিবকেজ নিয়ে খেলা করতে শুরু করল পিলার। ওখান থেকে কোমর ও নিতম্ব। উরুর পিছন দিক। দেহের, মাংসপেশীর আড়ষ্টতা একটু একটু করে কেটে যেতে শুরু করল রানার, প্রতিটি রোমকূপে ছড়িয়ে পড়তে লাগল গভীর প্রশান্তি। এরপর হাঁটুর পিছন আর কাফ মাসল নিয়ে পড়ল পিলার। ক্রমে জ্যান্ত হয়ে উঠছে যেন রানার চামড়া, অতি স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে। টের পেল রানা, মেয়েটি হাঁপিয়ে উঠছে একটু একটু করে, দম নিচ্ছে শব্দ করে।

'আর থাক, পিলার,' নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৃদু আপত্তি জানাল ও।

ধমক লাগাল মেয়েটি। 'বলেছি না চুপ করে শুয়ে থাকতে?'

এক হাতে পায়ের গোড়ালি মুঠো করে ধরল সে, ভাল করে ডলে ডলে তেল লাগিয়ে দিল পায়ের তলায়, তেলতেলে আঙুল ভরে ম্যাসেজ করতে লাগল পায়ের আঙুলের মাঝখানটা। এরপর পড়ল আঙুলগুলো নিয়ে। একটা একটা করে প্রাণ ফিরিয়ে আনল ওগুলোয়। ম্যাজিকের মত কাজ করছে পিলারের এক্সপার্ট দুই হাত।

চোখ বুজে পড়ে আছে মাসুদ রানা। মনে হচ্ছে যেন পুরোপুরি ওজনশূন্য হয়ে পড়েছে, হাওয়ায় ভাসছে দেহটা।

কতক্ষণ পর জানে না রানা, হঠাৎ হুঁশ হলো। মনে হলো কিছু বলছে ওকে পিলার। 'অ্যা?' মাথা তুলল ও বহুকষ্টে।

'চিত হয়ে শুতে বলছি।'

'কেন?' বুঝতে পারেনি যেন রানা।

'বাহ্, কেন আবার! ওদিকটা ম্যাসেজ করতে হবে না!'

ঘুরতে গিয়েও থেমে গেল মাসুদ রানা। 'না, থাক।'

'কেন, থাকবে কেন?'

'প্রয়োজন নেই, পিলার। যথেষ্ট হয়েছে।'

'আপনি শিওর?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে আমার।'

'অল রাইট।' বিছানা থেকে নেমে পড়ল পিলার। বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এল সাবান দিয়ে। 'দরজা লাগিয়ে দিন ভেতর থেকে। আমি চললাম।'

সাড়া নেই মাসুদ রানার। ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু এক চিলতে হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে আলতো পায়ে বেরিয়ে গেল সে রুম ছেড়ে। যাওয়ার আগে আলো নেভাতে ভুলল না। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে চোখ মেলল মাসুদ রানা। উঠে টলতে টলতে গিয়ে দরজার সিকিউরিটি চেইন লাগাল ও, টিপে দিল ইয়েল লকের লিভার।

ফিরে এসে বিছানায় পিঠ ছোঁয়ানোমাত্র ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল মাসুদ রানা।

দুই

ভেরাক্রুজ অ্যারোপুয়েৰ্টো ন্যাসিওনাল থেকে সকাল সাড়ে দশটায় আকাশে উড়ল ওদের বিমান। দাদার আমলের খুদে একটা জেট। কুরাকাওর সঙ্গে জিএমটি-র হিসেবে ভেরাক্রুজ দুই ঘণ্টা এগিয়ে আছে, সিডিউল ঠিক থাকলে পৌঁছতে প্রায় সন্ধে হয়ে যাবে ওদের। তারপর, মাসুদ রানার হাতে মিশন শেষ করার সময় থাকবে মাত্র আঠারো ঘণ্টা।

ইউকাতানের গাঢ় সবুজ পেরিয়ে ক্যারিবিয়ানের গাঢ় নীলের ওপর এসে পড়ল ওদের জেট। জানালা ঘেঁষে বসা পিলারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল মাসুদ রানা। কয়েক ঘণ্টা আগে ওই পানিতে মরণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছে ওকে বেঁচে থাকার জন্যে, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলো রানার। মনে হলো সত্যি নয়, স্বপ্ন ছিল ওটা।

হেড রেস্টে মাথা রাখল ও, চোখ বুজে বসে থাকল চুপচাপ। কথা বলছে না পিলারও। যেন আগে থেকেই কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিমানে চড়েছে দু'জনে। আসলে মিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত মাসুদ রানা, মাথায় ওই একটাই চিন্তা। সারাক্ষণ কি হবে, কি হবে করে অস্থির। কথা বলতে মন চাইছে না। পিলারের

ব্যাপারটাও অনেকটা একই রকম। যদিও মাসুদ রানার অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না মেয়েটি। তাকে কেবল রানাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আসল ব্যাপারে তেমন কিছু জানায়নি ওর বস্। জানাবার নিয়ম নেই। মাসুদ রানার তরফ থেকে কিছু জানাবার তো প্রশ্নই আসে না। জানতে চায়ওনি মেয়েটি। চাওয়ার নিয়ম নেই। তবে কাজটা যে কঠিন, বুঝতে অসুবিধে হয়নি পিলারের। তাই মুখ খুলছে না সে-ও। রানার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না।

দু'জনেই পেশাদার ওরা। ছুটে চলেছে অজানা বিপদ, শঙ্কা, হয়তো বা এমনকি মৃত্যুর মুখে। এই যাত্রা হয়তো জীবনের শেষ যাত্রা, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা হবে না আর কোনদিন। এরকম মুহূর্তে কথা আসে না মুখে। অতএব যার যার নিজের ভাবনায় ডুবে আছে ওরা দু'জন। সময়মত লাঞ্চ সরবরাহ করা হলো যাত্রীদের। প্রায় কিছুই খেলো না ওরা। ঝিম মেরে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময় মাসুদ রানা। পাইলটের খ্যানখেনে ধাতব কণ্ঠের ঘোষণা ঘুম ভাঙাল ওর।

'আপনারা যারা স্টারবোর্ড সাইডে বসেছেন,' বলছে লোকটা, 'সামনে তাকালে আরুবা দ্বীপ দেখতে পাবেন। যে তিনটি দ্বীপ নিয়ে নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলিস গঠিত, আরুবা তার মধ্যে সবচে ছোট। কুরাকাও আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল পুবে। আশা করছি পনেরো মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করতে পারব আমরা। আপনারা দয়া করে যার যার সীটবেল্ট বেঁধে নিন। ধন্যবাদ।'

ঘোষণা শেষ হতে ককপিটের দরজার ওপরে বড়, লাল অক্ষরে 'NO SMOKING' সাইন জ্বলে উঠল। নিচে FASTEN YOUR SEAT BELTS, PLEASE ভেসে উঠল একই সঙ্গে। টের পাওয়া গেল, সামনের দিকটা সামান্য ঝুঁকে পড়েছে জেটের, অবতরণের প্রথম পর্যায় শুরু হয়ে গেছে।

নিচে নজর দিল রানা ও পিলার। সাঁ করে পিছিয়ে গেল আরুবা। ওটার আর কুরাকাওর মাঝখানের প্রশস্ত স্ট্রেইটে কিলবিল করছে অজস্র মাছ ধরার ট্রলার। স্ট্রেইটে ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপের মত ভূখণ্ড দেখা গেল। স্থায়ী জনবসতি নেই ওর কোনটিতে। কখনও কখনও জেলেদের কাজে লাগে ওগুলো, আর কারও নয়।

শহরের মাথার ওপর বড় দুটো চক্কর দিতে হলো ওদের রানওয়ের কি এক অসুবিধের জন্যে। প্লেসমান এয়ারপোর্টে যখন ল্যান্ড করল জেট, সন্ধে হতে মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি তখন। কাস্টমসের ঝামেলা সেরে বেরিয়ে এল ওরা নীরবে, ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো পাঁচ মাইল দূরের শহর কেন্দ্রের দিকে। গাড়িটা ক্যানভাস টপ্ পুরানো একটা হাডসন। বাতাস চলাচলের জন্যে রূফ নামিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার আগেই, হু হু বাতাসে চুল উড়ছে ওদের।

গাড়ি চালানোর ফাঁকে বিরতিহীন বক্ বক্ করে চলেছে মধ্যবয়সী ড্রাইভার, যার প্রায় কিছুই শুনছে না রানা বা পিলার। এক সময় বিরক্ত হয়ে লোকটাকে মেশিনগান থামানোর কথা বলতে গিয়ে নিজেই থেমে গেল মাসুদ রানা। তার শেষ বাক্যটা ওর কানের পর্দায় ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মেরেছে।

'কি বললেন!' চেঁচিয়ে বলল ও, নইলে বাতাসের ঝাপটায় শুনতে পাবে না ড্রাইভার। 'অজ্ঞান এক মেয়েকে সাগর থেকে তোলা হয়েছে, না কি…?'

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল লোকটা। হাসল নিকোটিনের দাগ পড়া লালচে দাঁত

বের করে। 'রাইট, সেনিয়র!'

'কবে?' উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকল মাসুদ রানা। আঁকড়ে ধরল সামনের সীটব্যাক। 'কখন, কোথায়?'

'একেবারে সিনেমার মত ঘটনা, সেনিয়র।'

আগের প্রশ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি করল রানা। মেজাজ তেতে উঠছে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল পিলার। কপালে মৃদু কুঞ্চন।

'পরশু ভোরে উদ্ধার করা হয়েছে মেয়েটিকে,' বলল লোকটা।

'দেখতে কেমন, চেহারার বর্ণনা দিন মেয়েটির।'

রানার ব্যগ্রতা দেখে ভড়কে গেল ড্রাইভার। ধীরেসুস্থে গুছিয়ে ব্যাখ্যা করল সে মেয়েটির চেহারার বর্ণনা।

'তারপর?'

'লাইফ জ্যাকেট পরা ছিল বলে বেঁচে গেছে। অজ্ঞান ছিল, এক জেলে নৌকা উদ্ধার করে তাকে। সবাই ভাবছে কী করে সাগরে পড়ল মেয়েটি। কোন জাহাজ এরমধ্যে কোন দুর্ঘটনার কথা জানায়নি পোর্টকে।'

'মেয়েটা কে, মিস্টার রানা?' প্রশ্ন করল পিলার। 'ডায়ানা?'

'খুব সম্ভব।' ড্রাইভারের দিকে ফিরল ও। 'কোথায় আছে এখন মেয়েটা, জানেন আপনি?'

'জানি।' মাথা দোলাল লোকটা। 'খবরটা জানাজানি হওয়ার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কোত্থেকে তার স্বামী এসে উপস্থিত। উদ্ধারকারীদের কাছ থেকে জোর করে, বলতে গেলে প্রায় ছিনিয়েই নিয়ে গেল সে অসুস্থ মেয়েটিকে।'

'তার স্বামী? দেখতে কেমন সে?'

'হ্যাঁ। দৈত্যের মত দেখতে, লাল চামড়া। তাকে চিনি আমি, আমার গাড়িতে অনেকবার চড়েছে সে। তবে নাম জানি না।'

শেভচেঙ্কো! গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা, বেঁচে আছে তাহলে ডায়ানা। বেঁচে আছে? সন্দেহের খোঁচা খেলো ও, নাকি এতক্ষণে মেরে ফেলেছে তাকে রাশান দানবটা? সে রাতে ওদের কাউকে না পেয়ে কুরাকাও ফিরে এসেছিল সে কারিনা নিয়ে। অপেক্ষা করছিল। এবং যেই ডক ইয়ার্ডে ডায়ানা উদ্ধারের কাহিনী এ কান ও কান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, সোজা এসে নিজেকে তার স্বামী পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে গেল মেয়েটিকে। ব্যস্ত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ডায়ানার সূত্র ধরে যদি আরেকবার খোঁজ পাওয়া যায় শেভচেঙ্কোর…।

'লোকটা কোথায় নিয়ে গেছে মেয়েটিকে, জানেন আপনি?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'না, সেনিয়র। তবে আমার এক বন্ধু আছে, যে সেই ফিশিং বোটে ছিল মেয়েটিকে উদ্ধারের সময়। সে হয়তো বলতে পারবে। টোরিও তার নাম।'

'টোরিওর কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।'

ওর বলার মধ্যে কাঠিন্য টের পেয়ে ঘুরে তাকাল আবার ড্রাইভার। 'এখনই যেতে চান?'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে।' দশ গিল্ডারের দুটো নোট বের করল রানা ওর স্ফীত ওয়ালেট

থেকে। এগিয়ে দিল লোকটার দিকে। 'মেক ইট ফাস্ট, প্লীজ!'

ছোঁ মেরে নিয়ে নোট দুটো পকেটস্থ করল সে। 'বিয়েন। পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাব।' এ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার।

প্রায় উড়ে চলতে শুরু করল হাডসন। চার মিনিটের মাথায় রাজধানী উইলেমস্টাডের সামান্য দক্ষিণঘেঁষা ডক এলাকায় এসে পড়ল ওরা। ঝোড়ো গতিতে ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করতে লাগল ড্রাইভার। রাস্তাগুলো বেশ সরু, তেমনি জনাকীর্ণ। একভাবে হর্ন চেপে ধরে রেখেছে লোকটা, জাদুমন্ত্রের মত কাজ করল হর্নের গগনবিদারী আওয়াজ, সামনে থেকে বাঁদরের মত লাফিয়ে লাফিয়ে সরে গিয়ে ওদের পথ করে দিল পথচারীরা।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় ওয়াটারফ্রন্ট স্ট্রীটের বেশ পুরানো এক ভবনের সামনে কড়া ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল চালক। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে নিথর হয়ে গেল হাডসন। 'ভেতরে পাবেন টোরিওকে,' আঙুল তুলে ভবনটা দেখাল সে।

সেদিকে তাকাল মাসুদ রানা। জেলে ও নাবিকদের জন্যে একটা বার ওটা। 'ভ্যানভুর্ট'স হাইডওয়ে'।

'অপেক্ষা করুন,' ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল মাসুদ রানা। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আস্তিনে টান পড়তে ঘুরে তাকাল। লজ্জিত হলো ও এতক্ষণ পিলারের কথা একেবারে ভুলে বসে ছিল ভেবে। 'সরি, পিলার। আসুন। ঘুরে আসি ভেতর থেকে। দেরি হবে না।'

'এ তাহলে সেই মেয়েটি, না?' নামার উদ্যোগ দেখা গেল না তার মধ্যে।

'কোন সন্দেহ নেই।'

'কি করতে চাইছেন?'

'খুঁজে বের করার চেষ্টা করব ওকে।'

'আমরা একটা মিশন নিয়ে এসেছিলাম।' বেশ গম্ভীর দেখাল পিলারকে।

'তাই নিয়েই আমি আছি।' রানাও গম্ভীর।

'বুঝলাম না। এ মুহূর্তে মিশনের সঙ্গে ডায়ানার কি সম্পর্ক?'

'ডায়ানাকে পাওয়া গেলে তার সো কলড্ স্বামীকেও পাওয়া যাবে। তাকে যদি পাই তো আর কোন সূত্র প্রয়োজন হবে না, সে-ই জায়গামত নিয়ে যাবে আমাকে। তাছাড়া আমার-আপনার মত বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত ট্রেনিং ডায়ানার নেই। নিশ্চই ওর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হচ্ছে, অবশ্য এখনও যদি হত্যা করা না হয়ে থাকে তাকে। বাঁচাতে হবে ডায়ানাকে। ওর কাছে ঋণী হয়ে আছি আমি।'

'আমি তা মনে করি না। এ পেশায় কারও কোন ব্যক্তিগত ঋণের দায় থাকতে পারে না। তাছাড়া ওকে আপনি মিশনে যোগ দিতে বাধ্য করেননি, তাই না? সে যাক, আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন, কাজ শেষ করার একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া আছে।'

মুহূর্তের জন্যে থমকাল মাসুদ রানা। 'কোন প্রয়োজন নেই আমাকে আমার কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করার,' কঠিন কণ্ঠে বলল ও। 'ডায়ানার ব্যাপারে কি করব, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি নিজ দায়িত্বে। তা পাল্টাবার কোন ইচ্ছে নেই। এখন বলুন,

আপনি আসছেন?'

কিছুক্ষণ ওর চোখে চোখে চেয়ে থাকল পিলার, তারপর গাড়ি ত্যাগ করে একটা হাত ধরল মাসুদ রানার। 'আমি দুঃখিত। চলুন।' পা বাড়াল ওরা একযোগে।

ভ্যানভুর্ট'স হাইডওয়ে কোন ট্যুরিস্ট বার নয়। এক নজর তাকালেই বোঝা যায়, তেমন যত্ন নেয়া হয় না এটার। অল্প ওয়াটের কয়েকটা আলো মোটামুটি দৃষ্টি চলার ব্যবস্থা রেখেছে ভেতরে। অজস্র বীয়ারের বিজ্ঞাপন ও রাজনীতিকদের পোস্টারে চার দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে। মেঝের লাইনোলিয়াম পায়ের ঘষায় ঘষায় খয়ে গেছে সবখানে, খাওয়া খাওয়া ফাঁক দিয়ে দাঁত ভ্যাঙচাচ্ছে কাঠের ফ্লোর। বার কাউন্টারের চেহারা দেখে মনে হয় বিগত যৌবনা বুড়ি, কত বছর বার্নিশের ছোঁয়া পড়েনি, মালিক নিজেও জানে কি না সন্দেহ।

ভেতরে অল্প কয়েকজন খদ্দের দেখা গেল। সবাই জেলে, নানা দেশী। সিগারেটের ধোঁয়ায় নরক বানিয়ে রেখেছে তারা ভেতরটা। পিলারের তো বটেই, রানার পর্যন্ত নাড়ি-ভুঁড়ি গলা দিয়ে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো ধোঁয়া আর ঘামের মিলিত বদ গন্ধে। ওরা ঢুকতেই ভেতরের কথাবার্তা, হাসি আচমকা থেমে গেল। হাতও থেমে গেছে সবার।

হাঁ করে অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটিকে দেখছে খদ্দেররা। ভ্যানভুর্ট'স হাইডওয়েতে এরকম এক মেয়ে পা রাখতে পারে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। কাউন্টারের ওপাশে চোখে প্রশ্ন নিয়ে অপেক্ষা করছে বারের ডাচ মালিক। গণ্ডারের মত স্বাস্থ্য লোকটার। গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে টাইট ফিট শার্ট। ভয় হলো, যে কোন সময় পেশীর চাপে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যাবে হয়তো শার্টটা।

'এক জেলেকে খুঁজছি আমি,' লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল মাসুদ রানা। পাশে পিলার। রানার এক হাত ট্রাউজারের পকেটে, অন্য হাত কাউন্টারের কিনারায়। 'নাম টোরিও।'

পলকে ওদের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল ডাচ। ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। 'কে বলেছে তাকে এখানে পাওয়া যাবে?'

'তার ট্যাক্সি ড্রাইভার বন্ধু। ক্যানভাস টপ্ হাডসনের মালিক।'

আবার মাথা নাড়ল ডাচ। 'একটাকেও চিনলাম না। এরা দু'জন কি বর্তমানের?'

কটমট করে তাকাল মাসুদ রানা। 'তোমার মত তারাও বর্তমানের, গর্দান মোটা উজবুক কোথাকার!'

'কি বললেন?' বুক চিতিয়ে দাঁড়াল গণ্ডার।

কোটের ল্যাপেল সরিয়ে বাঁ হাত কোমরে রাখল রানা, শোল্ডার হোলস্টারটা চোখে পড়ার মত সময় দিল তাকে, তারপর সরিয়ে নিল হাত। চাপা গলায় বলল, 'শোনো, গর্দভ, তোমার দুলাভাই নই আমি যে রসিকতা করে আমার সময় নষ্ট করলেও কিছু বলব না তোমাকে, এমনিতে ছেড়ে দেব। সরকারী কাজে এসেছি আমি। যদি ভাল চাও, পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে। এক জেলেকে খুঁজছি আমি,' প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'নাম টোরিও। কোথায় পাব তাকে?'

অস্ত্র দেখে ভড়কে গেছে ডাচম্যান। মুহূর্তে চেহারা থেকে উবে গেছে গোঁয়ার্তুমির চিহ্ন। 'ওই ওখানে,' হাত তুলে বারের অন্য প্রান্তের একসার বুদ দেখাল সে। 'ডান

দিক থেকে চার নম্বরেরটায়।'

'বিয়েন।' বুদগুলোর দিকে পা বাড়াল রানা ও পিলার। যেমন আচমকা থেমে গিয়েছিল, তেমনি আবার নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করল খদ্দেররা। গ্লাসের মৃদু টুং-টাং আওয়াজ উঠল। দরজা ভেড়ানো ছিল নির্দিষ্ট বুদের। আলতো করে নক করল রানা দু'বার। খুলে ফেলল দরজা। লোকটা মাঝবয়সী, প্রায় কালো গায়ের রং—ভার্জিন আইল্যান্ডার। বীয়ার পান করছিল ভেতরে বসে। মুখের সামনে গ্লাস ধরা হাত থেমে গেল তার ওদের ঢুকতে দেখে। চোখ সেঁটে থাকল পিলারের ওপর।

'টোরিও?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'ড্যাট'স রাইট, মন! সিট ডাউন। অ্যান্ড ডি লেডি, ইউ টু।' অদ্ভুত উচ্চারণ টোরিওর, অর্ধেক ইংরেজি, অর্ধেক ক্যালিপসো।

'গত পরশু যে মেয়েটিকে সাগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তার ব্যাপারে আগ্রহী আমি,' বলল মাসুদ রানা।

'আহ্, ডি ইয়েলো-হেয়ার লেডি! খুব সুন্দরী। এত ক্লান্ত ছিল, বহু চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করতে পারেনি, বেচারী! খুব টায়ার্ড ছিল। পুরো শক্তি তার শুষে নিয়েছিল ক্যারিবিয়ান। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আস্ত ছিল মেয়েটি শেষ পর্যন্ত। জখম হয়নি। হাড়গোড়ও ভাঙেনি।'

'এক লোক এসে নিয়ে গিয়েছে মেয়েটিকে। নিজেকে সে তার স্বামী বলে দাবি করে, ঠিক?'

'হো-হো! ড্যাট বিগ ম্যান? হ্যাঁ, বলেছে বটে সে মেয়েটির স্বামী, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। শুধু আমি কেন, কেউ-ই করেনি। ওরকম একটি মেয়ে ও-ব্যাটার মত এক নির্দয় ষাঁড়কে বিয়ে করেছে, সে দাবি করল আর বিশ্বাস করলাম এত বোকা নই, আমরা। তাছাড়া…।' থামল টোরিও। বীয়ারে চুমুক দিল।

'তাছাড়া?' বলল মাসুদ রানা।

'মেয়েটির গায়ে কাপড়-চোপড় ছিল না তেমন। মানে, ব্লাউজ একটা ছিল বটে, তবে ছেঁড়াফাটা। আমরা সবাই বুক দেখতে পেয়েছি তার, সারা বুকে কালসিটের চিহ্ন ছিল। আঙুলের ছাপ। কিন্তু আপনি কে? মেয়েটির সত্যিকার স্বামী?'

'না। আমি তার বন্ধু।'

'আর ওই…ড্যাট বিগ ম্যান?'

'সে ওর কেউ নয়। আপনি জানেন, তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে লোকটা?'

'আমরা ঠিক করি, লেডিকে কুইনস হসপিটালে নিয়ে যাব। কিন্তু ও ব্যাটা বলল, দরকার নেই। তার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান-ই এ-জন্যে যথেষ্ট। সে তাকে সুস্থ করে তুলবে। লোকটার যেমন চেহারা-স্বাস্থ্য, তেমনি মেজাজ। সঙ্গে আরও দু'জন ছিল তার। বাধা দিতে সাহস পাইনি আমরা। মোর ওভার, মুখ বন্ধ রাখার জন্যে আমাদের সবাইকে অনেক টাকা দিয়েছিল সে।'

'কোথায় নিয়ে গেছে তাকে লোকটা?'

'ছোট একটা দ্বীপ, লিটল ডগে।'

'লিটল ডগ?' ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'কোথায় দ্বীপটা?'

'কাছেই। উপকূলের বারো মাইল দূরে। বড় বড় বোল্ডার আর জেলেদের

বিশ্রামের জন্যে একটা ঘর ছাড়া কিচ্ছু নেই সেখানে। একটা পাওয়ার বোটে করে মেয়েটিকে ওখানে নিয়ে গেছে সে, আমি দেখেছি দূর থেকে।'

'দ্বীপটা কোনদিকে, দেখিয়ে দিন আমাকে।'

'এখন তো দেখতে পাবেন না, রাত হয়ে গেছে। তারচেয়ে কাল সকালে...'

'তাতে অসুবিধে নেই। এখনই...।' দুটো দশ গিল্ডার বের করল রানা, বাড়িয়ে দিল টোরিওর দিকে।

'বেশ, চলুন। এক মিনিট,' গ্লাসটা তুলল সে। 'এটা শেষ করে আসি।'

আধ মিনিট পর লোকটাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল ওরা বার ছেড়ে। ভাড়া এবং আরও কিছু বকশিশ দিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রানা। পায়ে হেঁটে এগোল সবাই। সরু গলি ধরে অসংখ্যবার ডানে-বাঁয়ে করে ডক এলাকার এক প্রান্তে এসে থামল টোরিওর পিছনে। সামনেই চওড়া স্ট্রেইট। 'ওই দেখুন,' তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটা দক্ষিণ দিকে। 'ওইটা লিটল ডগ। দেখতে পাচ্ছেন?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় কালো একটা কাঠামো চোখে পড়ল ওর, আর কিছু না।

'লিটল ডগ,' বলল টোরিও। 'বোধহয় পাঁচশো মিটার লম্বা, দুইশো মিটার চওড়া হবে। দ্বীপের ওপাশে বোট ভিড়াবার মত একটাই জায়গা আছে, দেখা যায় না এদিক থেকে।'

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, এরই মধ্যে সাড়ে আটটা বেজে গেছে। 'শক্তিশালী একটা স্পীডবোট চাই আমার। জোগাড় করা সম্ভব?'

একটু ভাবল টোরিও। 'আপনি কি পুলিসের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে পুলিসের বোট নিয়েই তো যেতে পারেন।'

পকেট থেকে এক তোড়া কড়কড়ে গিল্ডার বের করল মাসুদ রানা। কবজি ঘুরিয়ে ওটা দিয়ে ছোট হাতপাখার মত বাতাস করল নিজের মুখে। 'আপনার দ্বারা সম্ভব যদি না হয়, তাহলে...।' থেমে গেল ও ইচ্ছে করেই।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল টোরিও, নতুন টাকার গন্ধও পেল নাকে। 'সম্ভব হবে না এমন কথা বলিনি আমি।'

'গুড।' তোড়াটা অনুমানে অর্ধেক করল ও। 'খোঁজে আছে তেমন ভাল কোন বোট?'

'আছে মানে? নিশ্চই আছে! আমারই এক বন্ধুর বোট, একদম নতুন। এবং ফাস্ট। কুরাকাও হারবারে এত ভাল বোট আর নেই।'

'কয়েক ঘণ্টার জন্যে বোটটা ভাড়া চাই আমার।' তোড়ার এক ভাগ তার দিকে এগিয়ে ধরল রানা। কিন্তু টোরিও ওটা ধরার জন্যে হাত বাড়াতেই ইঞ্চি ছয়েক পিছিয়ে নিয়ে এল। 'তবে একটা শর্ত।'

'কি?'

'এ সম্পর্কে একটা টুঁ শব্দও বের করতে পারবেন না মুখ থেকে। না আপনি, না আপনার বন্ধু। বোট ভাড়া করা বা আমার লিটল ডগে যাওয়া সম্পূর্ণ গোপন থাকতে হবে।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন,. ওসব নিয়ে কখনোই মাথা ঘামাই না আমরা। ঘামাই কেবল টাকার অঙ্ক নিয়ে। কোন বিজনেস ডীল, সে যা-ই হোক, শ্রদ্ধার চোখে দেখি আমরা। প্রাণ দিয়ে হলেও তার গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করি।'

'ভেরি গুড। এখানে অর্ধেক আছে। বাকি অর্ধেক পাবেন কাজ শেষে।'

টাকাগুলো নিল টোরিও। চাউনি চকচকে হয়ে উঠেছে তার। সশব্দে একটা চুমু খেলো সে গিল্ডারে ঠোঁট ঠেকিয়ে। 'এখানেই অপেক্ষা করুন, সেনিয়র। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরব বোট নিয়ে।'

কাছের একটা গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এইবার পিলারের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'আমি লিটল ডগ থেকে না ফেরা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবেন আপনি, পিলার।'

'কেন?' বিস্মিত হলো মেয়েটি। 'একা একা ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে আপনার? আমি সঙ্গে গেলে প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারতাম আপনাকে!'

'তা পারতেন। কিন্তু এখানেও একজনের থাকা প্রয়োজন। যদি মাঝরাতের মধ্যে আমি ফিরে না আসি, ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আপনি। খুলে জানাবেন সব। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যা।' ওকে কিছুটা অবাক করে রাজি হয়ে গেল পিলার চট করে। রানা ধরে নিয়েছিল কাজটা একেবারে সহজ হবে না।

'আমি টোরিওকে বলে যাব যেন আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে লক্ষ রাখে।'

মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। 'কোন প্রয়োজন নেই। নিজের নিরাপত্তা নিজেই রক্ষা করতে পারব আমি।'

'তা ঠিক। তবু একজন সঙ্গে থাকা ভাল।' মৃদু হাসল মাসুদ রানা। 'আফটার অল, এরকম সুন্দরী মেয়ের…।' থেমে গেল ও ইচ্ছে করেই। তার এক হাত মুঠোয় পুরে চাপ দিল আলতো করে।

সিগারেট ধরাল রানা। মেয়েটিকে পাশে নিয়ে পায়চারি করতে লাগল। জায়গাটা মূল বন্দর এলাকার মত আলোকিত নয়। বেশিরভাগ লাইটপোস্টেই আলো নেই। দোকান-পাট, বাড়িঘরের আলোয় যা একটু দেখা যায় পথঘাট। দশ মিনিটের আগেই ফিরে এল টোরিও। হাত ইশারায় ডাকল ওদের। পা বাড়াল রানা পিলারকে সঙ্গে নিয়ে।

নদীর তীরে পৌঁছে মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। টোরিওর পিছন পিছন এগোল বিশ-পঁচিশ গজ তফাতে অপেক্ষমাণ বোটের দিকে। বোটের মালিক বসা ছিল বোটে। হাত ধরে মাসুদ রানাকে উঠতে সাহায্য করল লোকটা। টোরিও এবং তার বন্ধুকে কিছু নির্দেশ দিল রানা। নির্দেশ শুনে খানিকটা আশ্চর্য হলেও কোন প্রশ্ন করল না টোরিও। শুধু বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সেনিয়র। যে ভাবে বললেন, সেভাবেই হবে কাজ।'

স্টার্ট দিল মাসুদ রানা। ঘাট থেকে সরে যেতে লাগল ধীর গতিতে। ঠিকই বলেছে টোরিও। বোটটা চমৎকার। ছত্রিশ হর্স পাওয়ারের এভিনরুড এঞ্জিন, আওয়াজ নেই বললেই চলে। আওয়াজ হলেও তেমন কিছু আসত-যেত না রানার। কারণ এ মুহূর্তে প্রচুর এঞ্জিন বোট রয়েছে হারবারে, আসছে-যাচ্ছে, মাছ ধরছে। ওগুলোর সম্মিলিত

গর্জনের কাছে এরকম একশোটা এভিনরুডের আওয়াজও কোন ব্যাপার নয়।

গতি সামান্য বাড়াল রানা, চারদিকে সতর্ক নজর রেখে এগোতে থাকল লিটল ডগের দিকে। সতর্ক না থাকলে অন্ধকারে কখন কার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে, কে জানে। অথবা ঘটতে পারে উল্টোটাও। দূর থেকে খুদে পাথুরে দ্বীপটার চারদিকে একটা চক্কর দিল মাসুদ রানা। আবছামত একটা ছোট বোট দেখা গেল, তীরে বাঁধা। পরিষ্কার বোঝা গেল না ওটা কি ধরনের নৌযান। ওটার পিছনে আকাশের পটভূমিতে বড়সড় একটা ঘর দেখতে পেল মাসুদ রানা। চিমনি পাইপ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে তার। এপাশের একটা জানালা দিয়ে ভেতরের আলোও দেখা যাচ্ছে সামান্য।

থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল ও, গতি পড়ে গেল বোটের, একটু একটু করে ঠেলে নিয়ে চলল তাকে এভিনরুড। ঘর বা তার আশপাশে জনমানুষের সাড়া পাওয়া যায় কি না, দেখার চেষ্টা করল রানা খুব। কিন্তু চোখে পড়ল না তেমন কিছু। তবু আরও ভাল করে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরেকটা চক্কর দিল রানা, এবার অনেকটা কাছ দিয়ে।

তারপর ভূতের মত নিঃশব্দে এগোল লিটল ডগের দিকে। যেদিকে নৌ-যানটা দেখেছে ও, তার উল্টোদিকে বোট ভেড়ানোর মত উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে লাগল। এখানে-ওখানে মোটা, এবড়োখেবড়ো খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে অজস্র পাথুরে স্তম্ভ। বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু একেকটা। খুঁজতে খুঁজতে এমনি একজোড়া স্তম্ভের মাঝখানের ফাঁকটা পছন্দ হলো মাসুদ রানার।

সাবধানে বোটের বো সেঁধিয়ে দিল ও ফাঁকের মধ্যে। একটু এগিয়ে দ্বীপের বালুকা বেলায় মৃদু ঘষা খেলো বোটের তলা।

তিন

দু'ভাঁজ হয়ে ঘরটার দিকে এগিয়ে চলল মাসুদ রানা। কোমরের ওপরের অংশ ঝুঁকে আছে সামনে, ডান হাতে শোভা পাচ্ছে ওয়ালথার। পা টিপে টিপে এগোচ্ছে ও। পাথুরে মেঝেতে প্রচুর নুড়ি, ধাক্কা লাগলে বেশ শব্দ উঠছে। তাছাড়া আশপাশে কোন গার্ড আছে কি না সে চিন্তাও আছে।

মাত্র একশো গজ এগোতে ঝাড়া পনেরো মিনিট সময় লাগল রানার। এরই মধ্যে হাঁসফাঁস অবস্থা গরমে, ঘামে ভিজে একাকার। ঘরটার পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে থামল মাসুদ রানা, হাঁটু ভেঙে দৌড় আরম্ভ করার ভঙ্গিতে বসল। হারবার থেকে যতটা মনে হয়েছিল, ঘরটা তারচেয়ে অনেক বড়। পুরোটাই কাঠের তৈরি। একটা জানালা রয়েছে এদিকে। দূর থেকে এই জানালাটাই সম্ভবত দেখেছিল তখন রানা। পাশে যত, লম্বায় ততটা নয় ওটা। আলো বেরোচ্ছে ঠিকই, তবে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। মানুষজনের কোন চিহ্নও নেই ওটার ধারেকাছে।

নাক কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। একটা বিশ্রী গন্ধ আসছে। কোনদিক থেকে, বোঝা যাচ্ছে না। নাক টানল ও জোরে, আবার পাওয়া গেল গন্ধটা। এইবার বুঝল

কোনদিক থেকে আসছে ওটা, কিসের গন্ধ তাও বুঝে ফেলল মাসুদ রানা। মানুষের চামড়া আর চুল পোড়া গন্ধ, আসছে ঘরটার চিমনি থেকে। ভয়ের একটা হিমশীতল স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে সড় সড় করে নেমে গেল নিচের দিকে। কার চুল-চামড়া পুড়ছে, ভাবল মাসুদ রানা, ডায়ানার? মেরে ফেলেছে তাকে শেভচেঙ্কো? পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইছে ওর দেহাবশেষ?

জোর করে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল রানা, না, তা হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই আর কারও হবে। কিন্তু কেন হতে পারে না, তার কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না ও। দাঁতে দাঁত চেপে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল রানা। চারদিকে তো বটেই, সামনের জানালায়ও সতর্ক নজর রেখেছে, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কোনরকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই জানালার নিচে পৌঁছে গেল রানা। এখনও পর্যন্ত জনমানুষের কোনরকম সাড়া পায়নি ও। নেই নাকি কেউ? পরক্ষণেই তীরে বাঁধা বোটটার কথা ভাবল রানা, কেউ না কেউ না থেকেই পারে না। নিশ্চয়ই আছে।

কাঠের দেয়াল ঘেঁষে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ভাঁজ হয়ে আছে ডান হাত, কানের কাছে ওপরমুখো ধরে রেখেছে পিস্তল। জানালার দিকে নজর দিল ও। একটা পাল্লাও নেই জানালার। নিচের অর্ধেকটা হার্ডবোর্ড দিয়ে আটকে দিয়েছে এরা, যে জন্যে একেবারে কাছে এসে না দাঁড়ালে ভেতরটা দেখা না যায়। ওপরের খোলা অংশ সরু রডের তৈরি খোপ খোপ গ্রিল দিয়ে বন্ধ। পোড়া গন্ধটা অসহ্য লাগছে এখন। দাঁতে দাঁত চাপল রানা, প্রাণপণে চেষ্টা করল ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার।

ভেতরে উঁকি দেয়ার জন্যে গলা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল ও। ভীষণ মোটা গলায় কথা বলে উঠল কেউ ঘরের মধ্যে। শেভচেঙ্কো! কথা তো নয়, কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করছে। 'যথেষ্ট হয়েছে! অসুস্থতার ভান করে দুটো মূল্যবান দিন নষ্ট করেছ তুমি আমার। এখনও সময় আছে, মিস্ ডায়ানা। মুখ খুললেই ক্ষমা করে দেয়া হবে তোমাকে। আসলে তোমাকে দিয়ে কোন উপকার হবে না আমাদের, আমরা চাই মাসুদ রানাকে। এবং তুমি জানো ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। বলে ফেলো। ছোট্ট একটা বিনিময়। বুঝি না, কেন সহযোগিতা করতে চাইছ না তুমি! একটা ইনফর্মেশনের বিনিময়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ দেয়া হবে তোমাকে, এ কি যা-তা ব্যাপার? নিজের ভাল একটা পাগলও বোঝে, মিস্ ডায়ানা। তুমি তো পাগল নও, সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ।' সামান্য বিরতি। 'নাও, তাড়াতাড়ি করো। বোঝার চেষ্টা করো, মুখ বুজে থাকলে পার পাবে না তুমি। হয় প্রশ্নের উত্তর দেবে আমার, নয় মরবে। ভেবে দেখো কোনটা ভাল। তবে যা-ই করো, পনেরো মিনিটের মধ্যে করতে হবে তোমাকে। এর বেশি এক মিনিটও নয়। হাতে আর সময় নেই আমার।' শেষের দিকে লোকটার কথা বলার ধরন অন্যরকম লাগল। মনে হলো যেন তোষামোদ করছে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল মাসুদ রানা। গ্রিলের মধ্যে দিয়ে ভেতরে তাকাল এক চোখে। 'আমরা জানি, তোমারই মত ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে মাসুদ রানা,' আবার খেঁকিয়ে উঠল শেভচেঙ্কো, 'মরেনি। মায়ানরা সাগর থেকে উদ্ধার করেছে লোকটাকে। তবে দুর্ভাগ্য, এখন কোথায় সে জানি না। তুমি জানো। একই মিশনে ছিলে তোমরা, একে অন্যের থেকে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এ ক্ষেত্রে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট ঠিক করা থাকে আগে থেকে, তোমাদের ক্ষেত্রেও তেমন কিছু থাকতে বাধ্য। বলো, কোথায়

সেটা? মাসুদ রানার সঙ্গে কী উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে সেখান থেকে?'

ঘরটার ওপর নজর বোলাল মাসুদ রানা। বেশ বড় এক রুম এটা, আয়তাকার। কম করেও পঁচিশ বাই পনেরো হবে। ওর থেকে অনুমান পনেরো-ষোলো গজ দূরে, এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ডদেহী কর্নেল। তার সামনে একটা কাঠের চেয়ারে ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে বসা ডায়ানা ডানকান। চেহারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। পরনে সেদিনের সেই স্ল্যাকস, কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। থুতনি ঠেকে আছে বুকে।

দেহের ওপরের অংশে কিছু নেই তার। ফর্সা বুকে অসংখ্য কালসিটে দেখতে পেল মাসুদ রানা। চেয়ারের হাতলে দু'হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ডায়ানার। কোমর বাঁধা চেয়ারের ব্যাক রেস্টের সঙ্গে। চোখের চারপাশ টকটকে লাল হয়ে আছে ওর, সুন্দর চুলগুলোর অবস্থা যাচ্ছেতাই। ঘন ঘন নাক টানছে ডায়ানা।

'মুখ খোলো!' ধমকে উঠল শেভচেঙ্কো। 'সময় শেষ হয়ে আসছে। প্রাণে বাঁচতে চাইলে প্রশ্নের উত্তর দাও, জলদি!'

ধীরে ধীরে, যেন অনেক কষ্টে মুখ তুলল ডায়ানা। মাথা নাড়ল। 'কোন কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট নেই। ছিল না,' চিঁ চিঁ করে বলল ও।

খানিকটা নিচু হলো শেভচেঙ্কো। 'মিথ্যে কথা!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'ছিল! আছে! না থেকে পারে না।' সিধে হলো দানব। 'তুমি একটা জঘন্য মিথ্যেবাদী! এবং বোকা। এটুকু অন্তত তুমি বোঝো, চাইলে তোমার মুখ আমি খোলাতে পারি অবশ্যই। হয় এখনই ভালয় ভালয় আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে তুমি, নয়তো নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে, চেঁচাতে চেঁচাতে দেবে। এবং আমিও খুঁজে বের করে ফেলব তোমার পেয়ারের নাগর মাসুদ রানাকে।' বাঁ হাতের তালুতে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাল কর্নেল, আওয়াজটা হলো প্রায় পিস্তলের গুলি ফোটার মত জোরালো। চমকে উঠল ডায়ানা।

'মাসুদ রানাকে আমার চাই-ই চাই। ওকে হাতের মুঠোয় না পোরা পর্যন্ত শান্তি নেই। শেষবারের মত জানতে চাইছি, মিস্! বলো, মাসুদ রানা কোথায়? করতে পারবে তো শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার আণ্ডা, জানি। তবু, কোন ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। এরমধ্যে যেটুকু ক্ষতি সে করেছে আমার, কম করেনি। এ জন্যে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। জলদি বলো!' আচমকা খেঁকিয়ে উঠল আবার লোকটা। 'কোথায় পাওয়া যাবে লোকটাকে?'

'আমি জানি না,' ক্লান্ত, একঘেয়ে সুরে বলল মেয়েটি। 'সত্যি জানি না।'

ঝট করে সিধে হলো শেভচেঙ্কো। আগুন ঝরা দৃষ্টিতে ডায়ানার নত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। দাঁতে দাঁত চাপল কড়মড় শব্দে। 'অল রাইট! ধৈর্য হারাতে বাধ্য করলে তুমি আমাকে, মিস্ ডায়ানা! এর পরিণতির জন্যে তুমিই দায়ী হবে। এখন দেখতে পাবে তুমি, অবাধ্যদের আমি কী শাস্তি দিয়ে থাকি।'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। পরক্ষণেই ঘরের ও প্রান্তের খুদে আগুনের কুণ্ডটার ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। পুরু লোহার একটা বালতি, ভেতরে গনগনে আগুন। কাঠ কয়লা জ্বলছে। আগুনের অদৃশ্য আঁচে তার ওপাশের দেয়াল মৃদু মৃদু কাঁপছে পানির ছায়ার মত। রাবার মোড়া দীর্ঘ হাতলওয়ালা কিছু একটার অন্য প্রান্ত ঢোকানো রয়েছে আগুনের মধ্যে। শেভচেঙ্কোর দশাসই দেহের আড়ালে ছিল বলে ওটা দেখতে পায়নি রানা এতক্ষণ। জিনিসটা দেখামাত্রই চামড়া-চুল পোড়া গন্ধের কথা খেয়াল হলো

রানার। নিশ্চিত হলো, হাতলওয়ালা ওই জিনিসটাই দায়ী সে জন্যে।

খানিকটা বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। ডায়ানার নয়, তাহলে আর কার দেহ থেকে উৎপত্তি গন্ধটার? কাছে গিয়ে দু'হাতে রাবারমোড়া হাতল দুটো ধরল শেভচেঙ্কো মুঠো করে। বালতি থেকে বের করে আনল জিনিসটা। চোখা মাথার প্রকাণ্ড এক নোজ প্লায়ার্স, আগুনে পুড়ে হালকা কমলা রং পেয়েছে ওটার সরু প্রান্ত। উঁচু করে ডায়ানাকে জিনিসটা দেখাল কর্নেল।

'চামড়া তোলার এই পদ্ধতির কথা হয়তো শুনে থাকবে তুমি,' দু'পা এগোল আনাতোলি শেভচেঙ্কো। 'বেশ পুরনো, এবং খুব সাংঘাতিক কার্যকর পদ্ধতি। যেখানেই স্পর্শ করানো হবে, চোখের পলকে উঠে আসবে এককে গাদা চামড়া-মাংস। তোমার বেলায় কোত্থেকে শুরু করা যায়? বুক দিয়েই শুরু করি, কি বলো? আগে লোভনীয় মাংসের স্তূপ দুটো সমান করে দিই বুকের সঙ্গে, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেয়া হবে তোমাকে, ভেবো না।' কাছে এগিয়ে এল দানব। 'আমি শিওর, বুকে এটার ছোঁয়া পাওয়ার পর প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যু কামনা করবে তুমি।'

বিস্ফারিত চোখে, সম্মোহিতের মত লাল হয়ে ওঠা প্লায়ার্সজোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে ডায়ানা ডানকান। তীব্র আতঙ্কে কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে তার। কোনমতে একটা ঢোঁক গিলল সে, 'কিন্তু··· কিন্তু সত্যি বলছি, আমি জানি না কোথায় আছে মাসুদ রানা। কোন কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট ছিল না আমাদের।' গাল বেয়ে ঝরঝর করে পানি গড়াচ্ছে ডায়ানার, কাঁদছে শব্দ করে।

পাত্তা দিল না শেভচেঙ্কো। 'আর একটা সুযোগ দিতে চাই তোমাকে। কেবল তুমি মেয়ে, এবং সুন্দরী আর অল্পবয়সী, এই বিবেচনায়। ভেবে দেখো, সুযোগটা নেবে কি না।' প্লায়ার্স নিয়ে বালতির দিকে এগোল সে।

অনেক হয়েছে, মাসুদ রানা ভাবল, এবার অ্যাকশনে নামা উচিত। কি ভাবে শুরু করা যায়? জানালা দিয়ে গুলি করতে পারে ও শেভচেঙ্কোকে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাশ হয়ে যাবে সে। কিন্তু তাতে নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই ঘরেই আরও দু'জন আছে। দেখতে পাচ্ছে না রানা তাদের। হয়তো এই জানালারই ধারেকাছে আছে তারা, দেয়াল ঘেঁষে, যে কারণে চোখে পড়ছে না। তবে আছে নিঃসন্দেহে, দু'বার দু'জনের মৃদু কাশির আওয়াজ পেয়েছে মাসুদ রানা।

লোক দুটো সশস্ত্র, তাতেও সন্দেহ নেই। ও শেভচেঙ্কোকে গুলি করলে বসে থাকবে না তারা। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পাল্টা কিছু অবশ্যই করবে। কি করবে? আর কিছু না পারুক, ডায়ানা তাদের মুঠোর মধ্যেই আছে, হয়তো ওকেই মেরে ফেলবে। তার ওপর এই জানালা সোজা ওপাশের দেয়ালে আরও একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, ওপাশের রুমে যাওয়ার। বন্ধ। ওই রুমে আরও লোক আছে কি না তা-ই বা কে জানে?

প্লায়ার্সজোড়া জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এদিকে ফিরল কর্নেল। মাসুদ রানার পাঁচ হাত ডানে কাউকে উদ্দেশ করে বলল, 'ওকে নিয়ে এসো। দেখাও মিস ডায়ানাকে, আমাকে সহযোগিতা না করার পরিণতি কত ভয়ঙ্কর হতে পারে বুঝতে দাও। দৃশ্যটা হয়তো সাহায্য করবে ওকে সিদ্ধান্ত নিতে।'

এক ক্রু-কাট স্লাভ বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে, রানার মাত্র কয়েক হাত তফাত

দিয়ে হেঁটে গেল ওপাশের রুমে যাওয়ার দরজার দিকে। কি আনতে যাচ্ছে লোকটা? ভুরু কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। টান দিয়ে দরজার পাল্লা খুলল ক্রু কাট, পরমুহূর্তে পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল রানার পোড়া চামড়ার উৎকট গন্ধে। অসুস্থ বোধ করল ও।

অদৃশ্য হয়ে গেল স্লাভ। মিনিটখানেক পর আবার উদয় হলো লোকটা, ভারি কিছু একটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে মেঝের ওপর দিয়ে। মাথা আরেকটু তুলল রানা জিনিসটা ভাল করে দেখতে সুবিধে হবে বলে। দুর্গন্ধে এরই মধ্যে দূষিত হয়ে উঠেছে বাতাস, ঠেলে উঠে আসতে চাইছে বমি, ঠেকিয়ে রেখেছে রানা অনেক চেষ্টা করে। ডায়ানার অবস্থা আরও খারাপ।

টানতে টানতে জিনিসটা তার পায়ের কাছে এনে ফেলল স্লাভ। ওটার আকৃতি অনেকটা মানুষেরই মত। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল রানা সেদিকে। ডায়ানার অবস্থা হয়েছে অবর্ণনীয়। থর থর করে কাঁপছে তার সারা দেহ, হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে।

ওটা মানুষ-ই, নিশ্চিত হলো মাসুদ রানা। মাথা, ধড়, হাত-পা, সবই আছে। নেই কেবল চামড়া-মাংস। জীবন্ত এক কঙ্কাল প্রায় ওটা। দেহের কোথাও, এমনকি মাথার খুলিতে পর্যন্ত চামড়া নেই এক ইঞ্চিও। দগদগে ঘায়ের মত বেরিয়ে আছে লালচে, রক্তাক্ত মাংস। ভেতরের হাড়ও বেরিয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। দেখতে দেখতে মেঝে ভেসে গেল অচেনা, হতভাগ্য মানুষটির দেহ নিঃসৃত রক্ত এবং অন্যান্য ফ্লুইডে। ঠোঁট পুরোটাই, সম্ভবত কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে তার, মাড়িসহ দাঁত বেরিয়ে আছে সার্বক্ষণিক ভূতুড়ে হাসির মত। যেখানে ডান চোখটা ছিল, সেখানে বড় একটা গর্ত। সবচেয়ে বড় কথা, বেঁচে আছে এখনও মানুষটি। বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

মেঝেয় নিথর পড়ে থাকা একটা হাত নড়ে উঠল জীবন্মৃত মানব দেহটার। এক চুল এক চুল করে এগোচ্ছে হাতটা ডায়ানার দিকে। শিউরে উঠল বিস্ফারিত ডায়ানা, পরক্ষণেই চোখ বুজে মুখ ফিরিয়ে নিল ঝট করে। 'ওয়াক' করে উঠল ও।

'আহ্-হা!' বলে উঠল শেভচেঙ্কো। 'এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অবহেলা করা ঠিক নয় পুরানো সুহৃদকে, মিস্ ডায়ানা। নাকি চিনতে প্যারোনি তুমি তোমার অনুরাগী, হ্যান্ডসাম ইয়াং আন্তনকে?'

নামটা কানে যাওয়ামাত্র চমকে উঠল ডায়ানা, বিস্ফারিত চোখে আস্তে আস্তে ঘুরে তাকাল আন্তনের দিকে। একই অবস্থা হলো মাসুদ রানারও, বেকুবের মত হাঁ করে চেয়ে থাকল ও সেদিকে। এক মুহূর্ত মাত্র, প্রচণ্ড রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল ওর। মনে হলো আগুন লেগে গেছে সারা দেহে। ট্রিগারে চেপে বসার জন্যে নিশপিশ করে উঠল আঙুল। কিন্তু নিজেকে সংযত করল মাসুদ রানা। রাগের মাথায় কিছু করতে যাওয়া চরম বোকামি হবে।

'সে রাতে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ওকে কেবিনে।' বলে উঠল পিশাচ শেভচেঙ্কো। আমার কড়া নির্দেশ থাকার পরও অসতর্ক হয়ে পড়েছিল আন্তন, এবং মাসুদ রানা ও তুমি সুযোগটা নিয়েছিলে। খুবই স্বাভাবিক, আমি হলেও অমন সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। এখন তার মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে ওকে। এবারের পালা তোমার,' হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল তার কণ্ঠ। 'হয় মাসুদ রানা কোথায় আছে জানাবে,

নয়তো এর মত পরিণতি বরণ করতে হবে তোমাকেও।'

এবার নিজেকে সংবরণ করতে ব্যর্থ হলো মেয়েটি। কেঁদে উঠল হাউমাউ করে। কাঁপা গলায় বিলাপ করতে লাগল। 'আমি জানি না…আমি জানি না…ফর গডস্ সেক, কিচ্ছু জানি না আমি!'

নোংরা একটা রুশ গালি বেরিয়ে এল শেভচেঙ্কোর হেঁড়ে গলা দিয়ে। এক লাফে বালতির কাছে পৌঁছে গেল সে, থাবা দিয়ে প্লায়ার্সের হাতল ধরল। 'রাখো! বার করছি তোমার জানিনাগিরি!'

চট করে পকেটে হাত ভরে দিল মাসুদ রানা, স্টিফেনের আবিষ্কৃত একটা 'অগ্নিকুণ্ড' বের করে আনল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল জিনিসটা ভেতরে ছোঁড়া নিয়ে। ছোট খোপ খোপ ছিদ্র গলিয়ে ওটা শেভচেঙ্কোর কাছাকাছি ফেলা যাবে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর। দূরে পড়লে যে কাজ হবে না ওতে, তা-ও নয়, হবে ঠিকই, তবে সম্ভবত খানিকটা বেশি সময় নেবে। ঘরটা প্রমাণ সাইজের চাইতেও বড়, গ্যাস ছড়াতে স্বাভাবিকভাবেই সময় লাগবে। অথচ সময় নেই। লোকটাকে পলকে কাহিল করতে হবে যেভাবে হোক।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে ওদিকে শেভচেঙ্কো, প্লায়ার্স বাগিয়ে এগোতে শুরু করেছে ডায়ানার দিকে। কি করা যায়? ভাবনাটা শুরু করতে না করতেই সমাধান পেয়ে গেল মাসুদ রানা। কোটের ভেতরের পকেট থেকে দ্রুত বের করে আনল বল পয়েন্ট কলমটা। পিছনদিকটা পেঁচিয়ে খুলে বের করে আনল ওর ভেতরের ইঙ্ক কার্ট্রিজ। ক্যাপটাও খুলে ফেলল রানা। সব ফেলে দিয়ে কেবল কলমের দু'মাথা খোলা সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা দেহটা হাতে রাখল। এক মাথা সরু ওটার, আরেক মাথা চওড়া। পিছনের চওড়া, ফাঁপা প্রান্ত দিয়ে বড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল মাসুদ রানা।

তারপর গাল ফুলিয়ে বাতাস টেনে সরু প্রান্ত মুখে পুরে নিল, অন্য মাথা তাক করল শেভচেঙ্কোর কোমর বরাবর। মুখ সামান্য এগিয়ে স্থির রাখার জন্যে একটা খোপের কিনারায় ঠেকাল ও টিউবটা, তারপর খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করল এইম ঠিক আছে কি না। আছে!

ডায়ানার দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে তখন শেভচেঙ্কো, গনগনে প্লায়ার্সটা এগোচ্ছে মেয়েটির বাঁ স্তনের দিকে। গায়ের জোরে ফুঁ দিল রানা ব্লোগানে, মিসাইলের মত উড়ে গেল বড়িটা। তির্যক একটা রেখা ধরে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল ওটা শেভচেঙ্কোর পায়ের এপাশে, এক হাতের মধ্যে। মৃদু 'হিস্স্!' আওয়াজের সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো 'অগ্নিকুণ্ড', এক রাশ হালকা নীল ধোঁয়া ব্যাঙের ছাতার মত লাফিয়ে উঠল দানবটার কোমর পর্যন্ত।

ব্লোগান ফেলে চোখের পলকে তেকোনা মাস্কটা পরে নিল মাসুদ রানা, গ্যাসের ক্রিয়া এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে। ওয়ালথার বাগিয়ে ছুটল ও দেয়াল ঘেঁষে, দেয়ালের শেষ মাথায় পৌঁছে বাঁক নিল দমকা বাতাসের মত, তারপর আরও কয়েক পা এগিয়েই ব্রেক কষল ঘরে ঢোকার বন্ধ দরজার সামনে। ভয়ঙ্কর এক লাথি বসিয়ে দিল রানা দরজাটার মাঝ বরাবর, থর থর করে কেঁপে উঠল পুরানো কাঠের ঘর

আরেকটা লাথি পড়তেই খুলে গেল ভেতরের ছিটকিনি ধরে রাখার মরচে পড়া আংটা, ছিট্কে গিয়ে দড়াম দড়াম করে ভেতরের দেয়ালে আছড়ে পড়ল দরজার পাল্লা।

চোখের কোণ দিয়ে পলকের জন্যে শেভচেঙ্কোকে দেখতে পেল মাসুদ রানা, ভয়ঙ্করভাবে কাশতে কাশতে কুঁজো হয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল ওপাশের রূমে। সেই ক্রু-কাট স্লাভের ওপর চোখ পড়ল ওর, চোখ বুজে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে সে এদিক-ওদিক, শত্রুর খোঁজে, হাতে উদ্যত মেশিন পিস্তল। চোখ দিয়ে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে তার, কাশির দমকে বারবার কুঁকড়ে যাচ্ছে। দরজা ভাঙার আওয়াজ কানে গেছে লোকটার, তড়াক করে ঘুরল সে এদিকে, তুলতে শুরু করেছে মেশিন পিস্তল।

গুলি করল মাসুদ রানা, বুকে মুগুরের ঘা খেলো যেন ক্রু-কাট, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চার হাত-পা আকাশে তুলে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। ওই অবস্থাতেও অস্ত্র ছাড়েনি সে, বরং কসরত করছে ওটা তোলার। তাকে ঠাণ্ডা করতে আরও একটা গুলি খরচ করতে হলো রানাকে। গুলি করেই ঘুরে দাঁড়াল ও, এবং সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল ঝপ করে। শেভচেঙ্কোর ফেলে যাওয়া প্লায়ার্স নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে আরেক স্লাভ।

দু'হাতে ধরে সোজা মাসুদ রানার চোখ সই করে চালিয়েছিল সে জিনিসটা, ও হঠাৎ বসে পড়ায় মিস হয়ে গেছে। মাত্র কয়েক সুতার ব্যবধানে রানার খুলির চামড়া ছুঁতে ব্যর্থ হয়েছে গনগনে প্লায়ার্স। বসেই সামান্য ডানে ঝুঁকল মাসুদ রানা, তারপর কনুই দিয়ে প্রচণ্ড বেগে মারল লোকটার পাঁজরে। কড়াৎ আওয়াজ উঠল, হাড় ভেঙে গেছে ব্যাটার পাঁজরের। প্লায়ার্স ছুঁড়ে ফেলে আছড়ে পড়ল লোকটা মুখ থুবড়ে। পরক্ষণে ওই জায়গায়ই মাসুদ রানার ডান পায়ের শক্তিশালী এক কিক খেয়ে জ্ঞান হারাল সে।

এক দৌড়ে ডায়ানার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। ছুরি দিয়ে তিন পোচে বাঁধন-মুক্ত করল ওকে। 'অগ্নিকুণ্ড' সবচেয়ে বেশি কাহিল করেছে ডায়ানাকেই। এই কড়া গ্যাস সামাল দিতে অবশিষ্ট জীবনীশক্তির অর্ধেকটাই ফুরিয়ে গেছে তার। কাশি দেয়ার শক্তিও নেই, দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে স্রোতের মত। তবু ওরই মধ্যে উদ্ধারকারীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে নতুন করে কেঁদে ফেলল ডায়ানা। পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার প্রশস্ত বুকে।

'রানা···রানা!' ওর বুকে মুখ ঘষতে লাগল মেয়েটি। সারা দেহ কাঁপছে তার থরথরিয়ে, চোখের পানিতে রানার বুক ভেসে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

'ডায়ানা!' ওর বাহু ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা। 'শান্ত হও! এক্ষুণি বেরুতে হবে আমাদের এখান থেকে। জলদি হাঁটো! এগোও!'

হাত ধরে টানতে টানতে মেয়েটিকে বাইরে নিয়ে এল রানা। একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। 'থাকো এখানে। আমি আসছি।' বলেই আবার দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। এক পলক আন্তনকে দেখল, তেমনি পড়ে আছে হতভাগ্য যুবক। ডান হাতটা এখনও নড়ছে অল্প অল্প, কিছু খুঁজছে হয়তো ওটা। ওর কষ্টের কথা ভেবে আপনাআপনি চোখে পানি এসে গেল মাসুদ রানার। জোর করে নিজেকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করল ও সেদিক থেকে। এখন আবেগ অনুভবের উপযুক্ত সময় নয়। মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে এখন। আগে শেভচেঙ্কোর ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে, তারপর অন্য সব। জানে পাওয়া যাবে না, তবু সাবধানে পাশের ঘরে উঁকি দিল মাসুদ রানা। ফাঁকা। ও ঘরের মত এ ঘরেও জানালা আছে একটা। পাল্লা পুরো মেলা গরাদহীন জানালাটার।

ছুটে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল রানা, গলা বাড়িয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ উঠল বাইরে, জানালার ফ্রেমের বড়সড় একটা চলটা তুলে নিয়ে গেল বুলেটটা। ঝটকা মেরে মুখ সরিয়ে নিয়েই পরপর দুটো গুলি করল রানা আন্দাজে। পরক্ষণেই বাইরে থেকে ডায়ানার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। ঘুরেই ছুটল রানা। বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। ওকে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, 'ওই যে, রানা! পালাচ্ছে শেভচেঙ্কো।' হাত তুলে রানার পিছনদিকটা দেখাল ও।

ঘুরে তাকাল রানা। আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে দানবটার বিশাল কাঠামো দেখতে পেল, বাঁদরের মত লাফাতে লাফাতে ছুটছে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত। নিশ্চয়ই বোট নিয়ে পালাবে, ভাবল মাসুদ রানা। ছুটল ও তার পিছন পিছন। কোথায় পা ফেলছে দেখা যায় না ঠিকমত, কয়েকবারই নুড়িতে পা হড়কে পড়ার দশা হলো, তবু থামল না রানা, ধাওয়া করে নিয়ে চলল শেভচেঙ্কোকে।

দু'মিনিটও হয়নি, তীরে পৌঁছে গেল ওরা। দূরে শেভচেঙ্কোর বোটটা দেখা যাচ্ছে। এই সময় ঘুরে দাঁড়াল দানব আচমকা, ডান হাতটা পেট বরাবর উঠল তার। মোটামুটি তৈরিই ছিল মাসুদ রানা, ওয়ালথার তুলেই ট্রিগার টেনে দিল ও চোখের পলকে। কিন্তু তার আগেই ফুটল শেভচেঙ্কোর এরমা পিস্তল। কনুইয়ে একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল মাসুদ রানা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ওর বুলেট। কর্নেলের পরিবর্তে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল ওটা তার বোটের ফুয়েল ট্যাঙ্কে।

অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ফুলের পাপড়ি মেলার মত বিস্ফোরিত হলো বোটটা, 'হুপ্!' করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল কমলা রঙের আগুন। থতমত খেয়ে পিছনে তাকাল শেভচেঙ্কো, পরক্ষণেই ওকে শত্রু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পেরে বসে পড়ল ঝপ করে। দ্রুত কয়েক গড়ান দিয়ে বড় বড় কয়েকটা বোল্ডারের ওপাশে গিয়ে আশ্রয় নিল। এগোতে গিয়েও থেমে পড়ল মাসুদ রানা, এখন এক পা এগোনোর অর্থ হচ্ছে নিজেকে কবরের দিকে এক পা ঠেলে দেয়া। আড়ালে রয়েছে শেভচেঙ্কো, মাসুদ রানা খোলা জায়গায়, যে কোন মুহূর্তে ওর বুক ঝাঁঝরা করে দেবে তার পিস্তল।

বসে পড়ল রানা, সাবধানে এদিক ওদিক তাকাল। আগুন বেড়ে গেছে, চড়চড় করে উড়ছে বোটটার উডওয়র্ক। সে আভায় বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটু ভাবল রানা, তারপর সন্তর্পণে পিছিয়ে আসতে শুরু করল। দৈর্ঘ্য প্রায় অর্ধেক নামিয়ে এনেছে ও নিজের, কুঁজো হয়ে এগোচ্ছে এক পা দু'পা করে। একসার বোল্ডারের আড়ালে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা।

নিজের ভাড়া করা বোটটা নিরাপদ করতে হবে, ভাবল মাসুদ রানা। শেভচেঙ্কো মরীয়া হয়ে উঠেছে পালাবার জন্যে, হয়তো ওটা দখল করতে চাইবে সে এখন। দ্রুত ডায়ানার কাছে ফিরে এল রানা। কাঁপুনি এখনও বন্ধ হয়নি ওর। নিজের কোট খুলে মেয়েটিকে পরিয়ে দিল ও। খুব ঢোলা হয়ে গেল, লম্বাও হয়েছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত, তবু ভাল হয়েছে ডায়ানার জন্যে। ওর ফরসা চামড়া ঢেকে রাখবে কোটটা। একটু একটু করে আলো ফুটতে শুরু করেছে, চাঁদ উঠতে যাচ্ছে। এ সময় দূর থেকে ওকে দেখা যাওয়ার চান্স আছে।

'হাঁটতে পারবে?' আলতো করে ওর চোখের পানির সঙ্গে গালে লেপটে থাকা

কয়েক গোছা চুল সরিয়ে দিল মাসুদ রানা।

'পা-পারব মনে হয়।'

'পারতেই হবে, ডায়ানা। আমার পিছন পিছন এসো। খেয়াল রেখো, শব্দ হয় না যেন। আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে শেভচেঙ্কো। অস্ত্র আছে ওর হাতে।'

'কোথায় যাব আমরা?' ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল মেয়েটি।

'ওদিকে,' হাত ইশারায় দ্বীপের উত্তর দিকটা দেখাল মাসুদ রানা। 'তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বোট নিয়ে এসেছি আমি। চলো!'

বোল্ডারের আড়ালে আড়ালে সতর্ক পদক্ষেপে এগোল ওরা। আলো অনেক বেড়ে গেছে এর মধ্যে, যে কোন মুহূর্তে উঁকি দেবে চাঁদ। দু'পা এগোচ্ছে মাসুদ রানা, থেমে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে, আবার পা তুলছে। কান পুরোমাত্রায় সজাগ। ওর পিঠের সঙ্গে সেঁটে আছে ডায়ানা, ও যা করছে তাই করছে। বোট আর ওদের মাঝে পাথরের একসার বোল্ডার কেবল, ওগুলো অতিক্রম করতে পারলেই মোটামুটি নিরাপদ হওয়া যায়, এই সময় চোখের কোণে আবছা একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল রানার। ওদের বাঁ দিকে, মাত্র বিশ গজ দূরে ঘটেছে ব্যাপারটা।

চরকির মত ঘুরে গেল রানা, প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল ডায়ানাকে। নিজেও ডাইভ দিয়ে পড়ল তার পাশে। প্রায় একই মুহূর্তে গুলি করেছে শেভচেঙ্কো, বুলেটটা রানার নাকের দুই ফুট সামনে পাথরে আঘাত খেয়ে এক রাশ চলটা ছড়াল বাতাসে। 'নোড়ো না,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'শুয়ে থাকো চুপ করে।'

চিত হলো ও, মাথাটা সামান্য উঁচু করে তাকাল যেদিক থেকে এসেছে গুলিটা। একই অবস্থান থেকে আবার গুলি করল দানবটা, সঙ্গে সঙ্গে প্রতি উত্তর দিল রানার ওয়ালথার। তার গান মাজলের ফ্ল্যাশ সই করে গুলি ছুঁড়ছে ও। বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ করে উঠল শেভচেঙ্কো। খুশি হয়ে উঠল মাসুদ রানা অমানুষটাকে আহত করা গেছে ভেবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘ ফুঁড়ে উঁকি দিল চাঁদ, তার হলদেটে আলোয় ওপাশের একটা পাথরের গায়ে শেভচেঙ্কোর ঝাপসা ছায়া পড়ল। দেখা গেল, ডান হাতটা ঘন ঘন খুলছে আর মুঠো করছে সে। তার মানে তেমন মারাত্মক কিছু নয় আঘাতটা, ভাবল মাসুদ রানা। হাতের ব্যায়াম সেরে মাটিতে রাখা পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল শেভচেঙ্কো, বসে বসেই এগোল এক পা। আকাশে যে চাঁদ উঠেছে, পিছনে তার ছায়া পড়েছে, উত্তেজনার ঠ্যালায় সেদিকে লক্ষ্যই নেই।

তরমুজের মত প্রকাণ্ড মাথাটা একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে এল সে, উঁকি মারল ওদের অবস্থান বের করার আশায়। তার চওড়া চকচকে কপালটা দেখতে পেল রানা পরিষ্কার। মাত্র কয়েক গজ দূরের একটা টার্গেট, পানির মত সহজ। গুলি করল মাসুদ রানা, পরক্ষণেই চমকে উঠল। শূন্য চেম্বারে আছড়ে পড়েছে হ্যামার। মৃদু 'খুট' শব্দে ব্যাপারটা জানান দিল ওকে ওয়ালথার। ইয়াল্লা! আঁতকে উঠল ও মনে মনে।

পাগলের মত পকেট হাতড়াতে লাগল রানা। নেই! এক্সট্রা ক্লিপ একটাও নেই সঙ্গে। আনেনি ও। কয়েক মুহূর্তের জন্যে জমে থাকল মাসুদ রানা, লোপ পেয়ে গেল বোধবুদ্ধি। সংবিৎ ফিরতে এরকম জঘন্য একটা ভুল করার জন্যে নিজেকে অভিসম্পাত করল ও। কিন্তু সময় নষ্ট করার উপায় নেই। জান বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে এখন।

ভুল ভুলই। তা নিয়ে মাথা গরম করলে লোকসানের বোঝা আরও বাড়বে। ওর হ্যামারের ফাঁপা আওয়াজটা শেভচেঙ্কোর কানে গেছে কি না, কে জানে?

এদিক ওদিক তাকাল রানা ব্যস্ত হয়ে। দশ গজ দূরে, যেদিক থেকে এসেছে ওরা, তিনদিক পাথরঘেরা একটা গর্ত চোখে পড়ল ওর। দেখতে প্রায় কফিনের মত। চাঁদের আলো পৌঁছতে পারছে না ওখানে। ডায়ানার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে গেল মাসুদ রানা। ফিসফিস করে বলল, 'আমার নির্দেশ পেলেই ওই গর্তটা লক্ষ্য করে ছুটবে। যত দ্রুত ও নিঃশব্দে সম্ভব, এবং অবশ্যই নিচু হয়ে। ওকে?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল মেয়েটি, এই সময় নড়ে উঠল শেভচেঙ্কো। অস্ত্র বাগিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার মানে কি ও বুঝে গেছে ব্যাপারটা? শুনে ফেলেছে ওয়ালথারের…? না, পুরোপুরি দাঁড়াল না সে। আড়ালেই রেখেছে নিজেকে এখনও। 'গো!' চাপা স্বরে বলল মাসুদ রানা।

উঠেই দৌড় শুরু করল ডায়ানা। কুঁজো হয়ে, মাতালের মত টলতে টলতে ছুটল সে, দেখতে দেখতে সেঁধিয়ে গেল অন্ধকার, কালো কফিনের ভেতর। উঠে বসল মাসুদ রানা, মনস্থির করার জন্যে এক মুহূর্ত সময় নিল, তারপর নিজেও ছুটল সেদিকে।

কড়াক!

গর্তে ঢোকার ঠিক আগমুহূর্তে গর্জে উঠল শেভচেঙ্কোর এরমা, রানার বাঁ কাঁধের সামান্য চামড়া তুলে নিয়ে গেল বুলেটটা। দৌড়ের সঙ্গে বুলেটের ধাক্কা যোগ হওয়ায় দ্বিগুণ গতি পেল মাসুদ রানা, প্রায় রকেটের বেগে উড়ে গিয়ে গর্তের পাথুরে মেঝেতে ল্যান্ড করল ও। পড়েই ধড়মড় করে উঠে বসল রানা। আঘাতটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো খানিকটা : তেমন কিছু নয়।

'গুলি লেগেছে, রানা?' ডায়ানা আঁতকে উঠল জায়গাটায় হাত বুলিয়ে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। সামান্য আঘাত।'

'কিন্তু রক্ত…?'

'ভেবো না। ঠিক হয়ে যাবে।'

'মাসুদ রানা!' বাইরে থেকে হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল। 'তুমি কোথায় আছ আমি জানি। গুলি ফুরিয়ে গেছে তোমার তা-ও জানি। অতএব বাহাদুরি দেখিয়ে লাভ নেই আর। বেরিয়ে এসো মাথার ওপর দু'হাত তুলে। জলদি!'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। খানিক অপেক্ষা করে আবার গুলি করল শেভচেঙ্কো, পর পর দুটো। একটা বুলেট ঢুকে পড়ল কফিন গুহায়, এ দেয়াল ও দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে বোলতার মত গুঞ্জন তুলে ছোটাছুটি করে বেড়াল শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত।

'লোকটা আবার গুলি করলে চেঁচিয়ে উঠবে প্রাণপণে,' ডায়ানাকে বলল রানা। 'ওকে বোঝাতে হবে গুলি খেয়েছ তুমি।'

বলতে না বলতেই গুলি করল শেভচেঙ্কো, উত্তরে মেঝেতে হাত-পা দাপড়ে এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল ডায়ানা যে ভয়ে রানারই পিলে চমকে গেল। মনে হলো সত্যিই হয়তো গুলি খেয়েছে সে। কিন্তু ভুলটা পরক্ষণেই ভাঙল ওর অন্ধকারে ডায়ানার দু'সারি দাঁত দেখতে পেয়ে। বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করে 'ওকে' সঙ্কেত দিল রানা তাকে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল বিকৃত স্বরে। 'শেভচেঙ্কো! মারাত্মক জখম করেছ তুমি আহত মেয়েটাকে! তুমি…তুমি একটা অমানুষ!'

খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল দানব। 'তাই নাকি? শুনে খুব খুশি হলাম। জলদি বেরিয়ে এসো, মাসুদ রানা! নইলে তোমারও একই অবস্থা করব।'

'আমি…আমি হাঁটতে পারছি না!' গলায় যন্ত্রণাকাতর ভাব ফুটিয়ে বলল রানা। 'হাঁটুতে গুলি…গুলি লেগেছে আমার। ডায়ানার অবস্থা খুব খা-খারাপ, বাঁচবে না মনে হয়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে।'

'হুঁম!' সন্তোষ প্রকাশ পেল দানবের কণ্ঠে। 'অল রাইট, মাসুদ রানা। তোমার অস্ত্রটা বাইরে ছুঁড়ে মারো। জোরে মারবে। যেন আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে। চালাকি করে ঢিল মারো কি না নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।' গুহামুখের ওপরে এসে দাঁড়াল সে। অপেক্ষা করছে।

নিচু কণ্ঠে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল রানা ডায়ানাকে। তারপর ছুঁড়ে মারল ওয়ালথারটা। পাথরে খটাখট কয়েকটা ড্রপ খেয়ে গড়িয়ে চলে গেল ওটা। 'এই নাও!' চেঁচিয়ে বলল ও।

'গুড। এবার তোমার স্টীলেটো, ওটাও ছুঁড়ে মারো।'

সুবোধ বালকের মত সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশটা পালন করল মাসুদ রানা। 'যাহ্!' পরিষ্কার হতাশার সুরে বলল ডায়ানা। 'এখন? কি দিয়ে মোকাবেলা করবে ওকে তুমি, রানা? এবার নিশ্চই ভেতরে আসবে ও?'

'চুপ! যা বলেছি মনে থাকে যেন।' দ্রুত হাতে ডান পায়ের জুতোর বিশেষভাবে তৈরি হিলটা ধরে ঘুরিয়ে দিল মাসুদ রানা, ভেতরে বেরিয়ে পড়ল খুদে একটা পকেট। ওর মধ্যে দু'আঙুল ভরে বের করে আনল চার ভাঁজ করা একটা মাইক্রো ছুরি। ভাঁজগুলো খুলতে হাতল আর ব্লেডসহ ওটার দৈর্ঘ্য দাঁড়াল প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। অন্ধকার বলে ব্যাপারটা চোখেই পড়ল না ডায়ানার।

বাইরে শেভচেঙ্কোর ভারি পায়ের মশ মশ আওয়াজ উঠল, আসছে দানব। ছুরিটা পেটের নিচে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাসুদ রানা। ফিসফিস করে বলল ডায়ানাকে, 'ভুল হয় না যেন!' মাথা দুলিয়ে সায় দিল মেয়েটি।

কফিন গুহার মাথার ওপরে অর্ধেকের মত পা ঠুকল শেভচেঙ্কো। সামান্য বিরতি। তারপরই হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা, 'বেরিয়ে এসো, মাসুদ রানা! খোলা জায়গায় দেখতে চাই তোমাকে। আউট!'

দুর্বল কণ্ঠে বলল ডায়ানা, 'ও…ও জ্ঞান হারিয়েছে।'

ঝুপ করে লাফিয়ে নামল দানব উন্মুক্ত গুহামুখে। আলো-আঁধারিতে চোখ সয়ে আসতে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে নিথর পড়ে থাকা রানাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। 'সত্যি জ্ঞান হারিয়েছে? না ভান করছে?' বলেই পিস্তল তুলল শেভচেঙ্কো, গুলি করল মাসুদ রানার চকচকে নাকের ডগার চার ইঞ্চি দূরে। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গুহা। কিন্তু রানা নড়ল না, পড়ে থাকল একভাবে।

'হুঁম! সত্যিই তাহলে?' পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এল সে, রানার ওপর ঝুঁকল ডায়ানার দিকে পিছন ফিরে। পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে মেয়েটি। তাকে গ্রাহ্য করল না সে। 'কোথায় লেগেছে গুলি?'

এক চোখ সামান্য একটু মেলল মাসুদ রানা। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে শেভচেঙ্কো ঠিকই, কিন্তু প্রায় নিরস্ত্র রানার জন্যে দূরত্বটা একটু বেশিই। বিশেষ করে যখন তার

হাতে প্রস্তুত অবস্থায় আছে আগ্নেয়াস্ত্র। মনে মনে বলছে রানা, ডায়ানা, কুইক! কুইক! কুইক!

এই সময় পিছন থেকে জোড়া পায়ে লাথি ছুঁড়ল ডায়ানা শেভচেঙ্কোর নিতম্বে। চট করে এক পা এগিয়ে এল লোকটা দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার স্বাভাবিক প্রচেষ্টায়, এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে, প্রয়োজনে দেয়াল ধরে পতন ঠেকাবে। একই সঙ্গে ডায়ানার উদ্দেশে 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি' গোছের একটা হুমকিও ছুঁড়ল।

এই সময় নড়ে উঠল মাসুদ রানা, বিদ্যুৎ গতিতে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিত হয়ে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল শেভচেঙ্কোর ব্যারেলের মত প্রশস্ত বুকে। থমকে গেল দানব, চরম অবিশ্বাসে দু'চোখ কপালে উঠে গেল। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাসের মত আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে। ঘড় ঘড় শব্দ উঠল, তারপর আচমকা হুড়মুড় করে মেঝেতে ধসে পড়ল শেভচেঙ্কোর অতিকায় দেহ। মারা গেছে মাটিতে পড়ার আগেই। এই ছিল, এই নেই হয়ে গেল লোকটা।

উঠে বসল মাসুদ রানা। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল নিঃসাড় দেহটার দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত ধরে টেনে তুলল ডায়ানাকে। ঝুঁকে শেভচেঙ্কোর এরমাটা তুলে নিল মাসুদ রানা। চেক করে দেখল, দুটো বুলেট আছে এখনও ম্যাগাজিনে। তার পকেট থেকে নিজের পিস্তল আর ছুরিও বের করে নিল। গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা। 'তুমি একটু অপেক্ষা করো এখানে, আমি আসছি,' ডায়ানাকে বলল রানা।

'কোথায় যাবে?'

'কাছেই। একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও।'

ওকে আর প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে পা বাড়াল মাসুদ রানা। ঘরটার কাছে এসে একটু থামল, জানালা দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। একটু একটু নড়ে উঠতে দেখা গেল দ্বিতীয় গার্ডটিকে, জ্ঞান ফিরছে সবে। তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। ভাঙা পাঁজরের ব্যথায় কাতরাতে শুরু করেছে তখন স্লাভ, গড়াগড়ি খাচ্ছে।

লোকটাকে সার্চ করল ও দ্রুত হাতে। নিরস্ত্র। নিশ্চিত হয়ে জীবন্মৃত আন্তনের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। গলা দিয়ে কেমন এক শব্দ করছে হতভাগ্য যুবক, কিছু বলতে চাইছে হয়তো। এক চোখে মাসুদ রানাকে দেখছে সে। কী এক করুণ মিনতি যেন রয়েছে চাউনিতে। বেদনায় বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেল মাসুদ রানার। অনেক কথা ঠেলাঠেলি করছে গলার কাছে, কিন্তু শব্দ হয়ে বেরোতে পারছে না।

বহু কষ্টে কেবল বলল, 'আমি দুঃখিত, আন্তন! আমি দুঃখিত।'

পিস্তলটা কোনরকমে ওর ডান হাতে ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা। উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। কয়েক পা সবে এগিয়েছে ও, ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। চলার গতি আপনাআপনি কমে এল খানিকটা। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হলো মাসুদ রানা। দ্রুত পায়ে ফিরে চলল ডায়ানার কাছে।

চার

যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই পাওয়া গেল ডায়ানাকে। দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে দুই হাতে নিজেকে আলিঙ্গন করে বসে আছে সে অসহায়, পরিত্যক্ত শিশুর মত। গাল বেয়ে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে, চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে তার সারা মুখ। কাঁপছে মেয়েটি বাঁশ পাতার মত।

দু'হাতে টেনে তুলল রানা ডায়ানাকে। রুমাল বের করে চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'চলো। আর কোন ভয় নেই।'

নড়ল না ডায়ানা। দু'হাতে ওকে সজোরে আঁকড়ে ধরে হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ল। বাধা দিল না মাসুদ রানা, এক হাতে ওকে বুকে চেপে ধরে অন্য হাত মাথায়-পিঠে বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টার ভয়ঙ্কর বিভীষিকা সহ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে মেয়েটিকে। আর কিছুক্ষণ হলে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যেতে পারত ও মানসিকভাবে, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতে পারত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডায়ানার পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে কুরাকাও ফিরে গিয়ে।

ওর ভেজা গালে চুমু খেলো মাসুদ রানা। 'চলো, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমাদের।'

মুখ ঘুরিয়ে ঘরটার দিকে তাকাল ডায়ানা। কোটের প্রান্ত দিয়ে ডলে ডলে চোখ মুছল। 'ওদিকে একটা গুলি হলো না এইমাত্র?'

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে বলল মাসুদ রানা।

'কে করলো, তুমি?'

'না। আন্তন। আত্মহত্যা করেছে ও।'

'ওহ্!' রানার বাহুতে আঁকড়ে বসল ডায়ানার আঙুলগুলো। 'বেঁচে গেছে।'

ওকে এক হাতে ধরে বোটের দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। পাশে বসিয়ে স্টার্ট দিল এভিনরুড, রওনা হয়ে গেল। সারাপথ ওর কাঁধে মাথা রেখে আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকল ডায়ানা, একটা কথাও বলল না। চুপ করে থাকল মাসুদ রানাও। ইচ্ছে করছে না কথা বলতে। আসল কাজ এখনও বাকিই রয়ে গেছে। অথচ সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্যের অশুভ চিন্তা।

তীরের কাছে পৌঁছে গতি কমাল মাসুদ রানা। তিনটে অপেক্ষমাণ কাঠামো চোখে পড়তে সেদিকে ঘুরিয়ে দিল বোটের নাক। থ্রটল অফ্ করে টো লাইন ছুঁড়ে দিল ও তীরের দিকে, কয়েক পা এগিয়ে এসে ক্যাচ ধরল ওটা টোরিও। ডায়ানাকে পাঁজাকোলা করে রাস্তায় উঠে এল মাসুদ রানা।

'এ নিশ্চই ডায়ানা?' দ্রুত এগিয়ে এসে মেয়েটিকে ধরল পিলার। তাকে দেখল ডায়ানা, কিন্তু চেহারায় কোন পরিবর্তন এল না। 'ইস্! এ কি অবস্থা হয়েছে এর?'

'হ্যাঁ,' বলল মাসুদ রানা। 'অবস্থা ভাল না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে।'

'প্রয়োজন হতে পারে ভেবে একটা জীপ ভাড়া করে এনেছি আমি শহর থেকে,' বলল পিলার। হাত তুলে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জীপ গাড়িটা দেখাল। 'একে নিয়ে পিছনের সীটে বসুন আপনি, আমি ড্রাইভ করছি। হাসপাতাল চিনি আমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, পিলার,' আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মাসুদ রানা। বুদ্ধি করে কাজটা সেরে রাখায় কম উপকার হয়নি, এরকম জরুরী মুহূর্তে খানিকটা হলেও সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে পিলার। 'আপনি হাঁটুন ওকে নিয়ে, আমি এদের বাকি টাকা মিটিয়ে আসছি।'

'ঠিক আছে।' ঘুরে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে পড়ল পিলার। হাসল রানার দিকে তাকিয়ে। 'আপনার ডায়ানা দারুণ মেয়ে। ভেরি প্রিটি। অ্যান্ড লাভলি।'

'পিলার কম কিসে?' চোখ মটকাল মাসুদ রানা।

মোহনীয় এক টুকরো হাসি উপহার দিল সে জবাবে। কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ডায়ানাকে। ওদের কয়েক গজ এগিয়ে যেতে দিল মাসুদ রানা, তারপর ফিরল টোরিওর দিকে। মেয়েরা জীপের কাছে পৌঁছার আগেই জোর পা চালিয়ে ধরে ফেলল তাদের রানা। গাড়ি ছাড়ল পিলার। রাস্তায় তেমন কোন কথা হলো না, প্রায় নীরবেই হাসপাতালে পৌঁছল ওরা। কুরাকাওর সর্বাধুনিক সরকারী হাসপাতাল, কুইনস হসপিটাল।

এখান থেকে স্থানীয় মার্কিন কনস্যুলেটে টেলিফোন করল মাসুদ রানা। দশ মিনিট পর দুর্ধর্ষ চেহারার চার সশস্ত্র মেরিনকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছলেন কনসাল স্বয়ং। ডায়ানার কেবিনের দরজায় কড়া পাহারা বসে গেল। তার আগেই ইঞ্জেকশন পুশ করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ডায়ানাকে। কনসাল ভদ্রলোকের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক একান্তে কথা বলল মাসুদ রানা, তারপর পিলারকে নিয়ে বেরিয়ে এল হাসপাতাল ছেড়ে।

এবারও নিজে সেধে ড্রাইভ করার দায়িত্ব নিল পিলার। নিক্ষিপ্ত তীরের মত উইলেমস্টাডের প্রায় ট্রাফিকশূন্য রাজপথ ধরে উড়িয়ে নিয়ে চলল সে গাড়ি। রাত কম হয়নি, বন্দর ছাড়া আর সব এলাকা ঝিমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। অনেকক্ষণ পর জানতে চাইল পিলার, 'ডায়ানার কিগ ম্যান স্বামীটা কে, মিস্টার রানা?'

'এক রুশ কর্নেল, আনাতোলি শেভচেঙ্কো।'

'মাই গড! এই মিশনে মস্কো জড়িত নাকি?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত। সরাসরি মস্কো না হলেও কয়েকজন রুশ আছে।'

'ডায়ানার অবস্থা সুবিধের মনে হলো না। নিশ্চই ওরা খুব টর্চার করেছে?'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আমার পৌঁছতে আর কিছুক্ষণ দেরি হলে হয়তো মেরেই ফেলত।'

'ডায়ানা স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল মিশনে?'

'হ্যাঁ। তবে এর সম্ভাব্য বিপদের ব্যাপারে ওকে সতর্ক করা হয়েছিল কি না আমার সন্দেহ আছে।'

কিছুক্ষণ একমনে গাড়ি চালাল পিলার নীরবে। 'ওর যদি খারাপ কিছু ঘটে যেত, খুব দুঃখ পেতেন আপনি?' যেন কথার কথা, এমনভাবে বলল ও।'

মুখ খোলার আগে উত্তরটা গুছিয়ে নিল মাসুদ রানা। 'অর্থাৎ ওর মৃত্যু ঘটলে? হ্যাঁ,

পেতাম। তবে আপনি যদি মীন করে থাকেন যে আমি ডায়ানার প্রেমে পড়েছি কি না, উত্তরটা হচ্ছে "না"। এই পেশায়, পেশার খাতিরেই ডায়ানা বা আপনার মত অনেক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, ক্ষণিকের পরিচয়। তাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে দুর্ভাগ্যবশত, অনেকে বেঁচেও আছে। কাজ শেষে যার-যার পথে চলে গেছে তারা, আমিও। তাদের অনেকের সঙ্গে পরে আর কখনও দেখা হয়নি, এমন রেকর্ডের সংখ্যাও কম নয়। এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে আমার, জন্মেছে ক্ষণিকের প্রেম। সঠিক কারণ গুছিয়ে বলতে পারব না, তবে প্রত্যেকের জন্যে ফীল করি আমি।'

'অর্থাৎ বলতে চাইছেন, এদের কারও সঙ্গেই সত্যিকার অর্থে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি আপনার? আত্মিক সম্পর্ক জন্মোনি?'

'হ্যাঁ, জন্মেছে। তাদের কাউকে কাউকে একান্ত আপন করে পেতেও চেয়েছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে ওরা কেউ সে সুযোগ দেয়নি আমাকে। অসময়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে ওরা।' একটু থামল মাসুদ রানা। অতীত মনে পড়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ। দোষটা আমারই, ভাবছে ও, নিশ্চয়ই অশুভ কিছু আছে আমার মধ্যে। নইলে যাকেই আমি আপন করে পেতে চেয়েছি, সুলতা রায়, অনিতা গিলবার্ট, রেবেকা সাউল, কেন সবাই ছেড়ে গেল আমাকে? কেন টপাটপ মরে গেল ওরা?

'একজন সহকর্মী হিসেবে ডায়ানার খারাপ কিছু ঘটে গেলে অবশ্যই কষ্ট পেতাম। যেমন গত দু'দিন পেয়েছি ডায়ানা সাগরে ডুবে মরেছে ভেবে। মরে যদি সত্যিই যেত, আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকত না। কিন্তু বেঁচে আছে, এ কথা জেনেও কি করে চুপচাপ বসে থাকি? নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্যেই লিটল ডগে ছুটে গিয়েছি আমি, ডায়ানাকে উদ্ধার করতে। শেভচেঙ্কোকে পাকড়াও করার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ব্যর্থ হলাম। ওকে পেলে অনেক সুবিধে হত।

'বুঝলাম। কিন্তু এ পেশায় এ জাতীয় ব্যক্তিগত...'

'জানি কি বলবেন। এ ধরনের ঝুঁকি নেয়া বিপজ্জনক, বুঝি। কোন অ্যামেচারকে হয়তো এসব সাজে, পেশাদারকে নয়।'

'আপনি নিজেকে পেশাদার মনে করেন না তাহলে?' হেসে পরিবেশ লঘু করতে চাইল পিলার।

হাসল মাসুদ রানাও। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। 'আর যা-ই হই, ফুল অন্তত মনে করি না।'

'আর একটা প্রশ্ন।'

'শিওর।'

'আমিও আপনার মিশন সহকারী। আমার যদি এমনি কিছু ঘটে যায়, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমাকেও উদ্ধার করতে ছুটবেন আপনি?'

'অবশ্যই!' দৃঢ়স্বরে বলল মাসুদ রানা।

আর কোন প্রশ্ন করল না পিলার, একমনে গাড়ি চালাতে লাগল। রানা ডুবে গেল নিজের চিন্তায়। ওয়াটারফ্রন্টে ফিরে এল ওরা, তারপর ছুটল দক্ষিণে। পুরানো, অবহেলিত ফ্রন্ট এলাকায় পৌঁছে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। জায়গাটা নোংরা, এবং প্রায় আলোহীন। ঘাটে বাঁধা আছে জেলেদের দুঃখিত চেহারার মান্ধাতা আমলের নড়বড়ে মাছ ধরার নৌকা। আধুনিক এঞ্জিনচালিত ফিশিংবোটের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে

মূল ওয়াটারফ্রন্ট ছেড়ে সরে এসেছে এরা, পোড়া তেল-মবিলের পুরু স্তর আর নানান ভাসমান জঞ্জালের সঙ্গে মিতালী করে ভাসছে।

আরও মাইলখানেক এগিয়ে গতি কমাল পিলার। কড়া ব্রেক কষে ধূসর রঙের একটা রাস্তাঘেঁষা বিল্ডিঙের সামনে জীপ দাঁড় করাল। বিল্ডিংটার সামনে ঝুলছে একটা নিওন সাইন: লিটল জেসি'স। মানুষজন ভেতরে আছে মোটামুটি বোঝা গেল। হল্লা, গ্লাস-বোতলের ঠোকাঠুকির আওয়াজ পেল ওরা। থুতনি তুলে বিল্ডিংটা ইঙ্গিত করল পিলার। 'এখানে পাওয়া যাবে ফার্নান্দেজ ভায়াকে।'

এঞ্জিন অফ করতে বোঝা গেল, মোটামুটি নয়, প্রচুর খদ্দের আছে লিটল জেসি'স-এ। প্রবেশপথের দিকে যত এগোচ্ছে ওরা, কানের পর্দায় ততই বাড়ছে চাপ। সামনের বারান্দায় উঠতে মনে হলো দাঙ্গা বেধে গেছে বুঝি ভেতরে। ঢুকে পড়ল ওরা। রুমটা মোটামুটি বড়। কম করেও শ'দেড়েক মানুষ হবে, অনুমান করল মাসুদ রানা, অর্ধেকের বেশি মেয়ে। পান করছে, লাফাচ্ছে, নাচছে। এক নজরে মনে হয় এরা সবাই হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। অন্তত নাচের নামে যা করছে, দেখে তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সবাই কথা বলছে একযোগে। গলার রগ ফুলিয়ে না চেঁচালে পাশের জনও শুনতে পায় না কিছু। মাঝেমধ্যে এক-আধটা নারীকণ্ঠের ভূতের তাড়া খাওয়া চিৎকারের মত হাসির আওয়াজ উঠছে। ভেতরে কোথাও জুক বক্স বাজাচ্ছে কেউ, বহুদিন তেল না পড়লে চলার সময় গরুর গাড়ি যেমন আওয়াজ করে, ঠিক তেমনি শোনাল মিউজিকটা রানার কানে। সামনে দুই কনুই, আর মুখে 'সরি', 'এক্সকিউজ মি'-র তুবড়ি ছোটাতে ছোটাতে ভিড় ঠেলে এগোল রানা ও পিলার।

রুমের অপর মাথায় পৌঁছতে দু'জনেরই ঘাম ছুটে গেল। সামনে সাধারণ একটা বার। বারের ওপাশে দাঁড়িয়ে লেবেলহীন বোতল থেকে গ্লাসে পানীয় ঢালার কাজে ব্যস্ত দেখা গেল মোটামুটি গডজিলা সাইজের মাঝবয়সী এক মহিলাকে। ফিগার যা-ই হোক, চেহারা তার বেশ আকর্ষণীয়।

পিলারের কানের কাছে মুখ নিয়ে হাঁক ছাড়ল মাসুদ রানা, 'লিটল জেসি?'

'লিটল জেসি।' ওপর-নিচে মাথা দুলিয়ে ওকে নিশ্চিত করল মেয়েটি।

লাল রঙের কোঁকড়া একটা পরচুলা পরেছে জেসি। আর যার-ই হোক, অন্তত মানুষের চুল দিয়ে তৈরি নয় ওটা। ছয় ফুট-ছয় অথবা সাত হবে মহিলার দৈর্ঘ্য, প্রস্থেও তেমনি। দেহের সর্বত্র থলথল করছে চর্বির রেচপ স্তূপ। যেন কোন অপেশাদার ভাস্কর, যেমন-তেমন করে তৈরি ফ্রেমওয়ার্কের ওপর দলা দলা ক্লে-র ঢিপি বানিয়ে বাকি কাজ পরে করবে ভেবেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেছে। হয়তো ঘাবড়ে গেছে এটিকে মনুষ্য রূপ দেয়া তার ক্ষমতায় কুলোবে না চিন্তা করে।

অনেক কষ্টে জেসির দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হলো মাসুদ রানা। ওর বক্তব্য শোনার জন্যে বারের কিনারায় তলপেট বাধিয়ে ঝুঁকে এল গডজিলা, ঝাঁকি খেয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ লাফিয়ে উঠল নানান ছন্দে।

'কি বলছেন?' মহিলার গলা শুনে চমকে উঠল রানা, মনে হলো পাকা রাস্তায় শূন্য পিপে গড়াচ্ছে বুঝি।

'ফার্নান্দেজকে খুঁজছি আমি,' পাল্টা গলার ক্ষমতা দেখাল ও।

'শুনিনি জীবনে এ নাম,' মুখটা আরও ছয় ইঞ্চি এগিয়ে বলল গডজিলা, ঢিল পড়ল যেন পিপের গায়ে।

'শেভচেঙ্কো পাঠিয়েছে আমাকে।'

'কারও নাম বুঝি?' কাঁধ এবং তার সঙ্গে কম করেও মনখানেক চর্বি নাচাল জেসি। 'আগে কখনও শুনিনি তো!'

বোঝা গেল এভাবে হবে না। চোটপাট দেখিয়ে কাজ আদায় হবে, ভরসা হয় না। হয়তো উল্টে ওদেরকেই বেকায়দায় ফেলে দেবে মহিলা। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল মাসুদ রানা। খুঁজে দেখল গিল্ডারের ভাণ্ডার প্রায় শেষ, কাজেই দুটো দশ ডলারের নোট বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল, ঠেলে দিল বিশালবপু জেসির দিকে। 'এবার চিনেছেন?'

ভেজাল সে। আরও আগেই খোলাসা করে বলা উচিত ছিল।' আস্ত কাঠ পেন্সিলের সমান লম্বা, সাগর কলার মত মোটা তর্জনী তুলে বারের বাঁ দিকের একটা বন্ধ দরজা দেখাল সে। দরজায় বড় করে লেখা 'প্রাইভেট'। 'ওর ভেতর পাবেন ফার্নান্দেজকে।'

'ধন্যবাদ।' পিলারকে পিছনে নিয়ে সেদিকে পা বাড়াল রানা। হাতল ধরে আস্তে করে দরজা টান দিল, উঁকি দিল সাবধানে। দেখামাত্র লোকটাকে চিনতে পারল মাসুদ রানা। ঘুমে বিভোর। চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা, দরজা লাগিয়ে দিল নিঃশব্দে। বাইরের হট্টগোলের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। রুমটা ছোট। একটা টেবিল, একটা চেয়ার এবং স্টীল কট ছাড়া আর কিছু নেই। কটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে টেকো, ঘরের আলো লেগে চকচক করছে পুরো মাথা।

লোকটার মাথার কাছে আরেকটা দরজা দেখে সেদিকে এগোল মাসুদ রানা। দরজা খুলে নজর বোলাল বাইরে। দরজার সঙ্গে দুটো শান বাঁধানো ধাপ, তারপরই খোলা মাঠ। প্রয়োজন পড়লে পালাবার সুন্দর ব্যবস্থা। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কয়েক মুহূর্ত দেখল ঘুমন্ত ফার্নান্দেজকে। কি ভেবে আলতো করে হাত চালিয়ে দিল তার বালিশের তলায়, শক্ত কিছু একটা ঠেকতে চোখ কুঁচকে উঠল। জিনিসটা বের করে আনল রানা—একটা কোল্ট পয়েন্ট থ্রীএইট অটোমেটিক। জিনিসটা পিলারের হাতে তুলে দিল ও।

হোলস্টার থেকে ওয়ালথার বের করে ঠাণ্ডা নলটা ফার্নান্দেজের নাকের ডগায় ঠেকাল মাসুদ রানা। তারপর বাঁ হাতে শক্ত একটা চড় লাগাল টেকোর ফোলা গালে। হাউমাউ করে কি যেন বলল ফার্নান্দেজ, আঘাত লাগা জায়গাটা চুলকে পাশ ফিরে শোয়ার আয়োজন করতে গিয়েও থমকে গেল, পরমুহূর্তে চোখ মেলল চট করে। টকটকে লাল চোখ মেলে তাকাল রানার দিকে। নাকের নিচে ওয়ালথার দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল দু'চোখ।

'অ্যাই! অ্যাই!! এসব কি?' ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু পারল না। ওয়ালথারের নল দিয়ে তাকে বালিশের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে রানা।

'হ্যালো, ফার্নান্দেজ!' অমায়িক হাসি ফুটল ওর মুখে।

'কে-কে আপনি? এসব কি?'

'এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি,' ওয়ালথার সরিয়ে নিল রানা। ওটা নাচিয়ে উঠে বসতে

বলল লোকটাকে।

আস্তে আস্তে উঠল ফার্নান্দেজ। পালা করে ওদের দু'জনকে দেখছে।

চেয়ারের কাঁধে ঝোলানো তার শার্টটা দেখাল ও। 'পরে নাও। বাইরে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

'কিন্তু···কিন্তু আপনারা কারা? কোথায় নিয়ে যেতে চান আমাকে?'

'কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না, কোন লাভ হবে না তাতে। নাউ মুভ! অ্যান্ড রিয়েল ফাস্ট!'

কট ত্যাগ করল টেকো। জামাটা পরে নিল। লক্ষ করল রানা, অল্প অল্প সে। বোতাম লাগিয়ে ওর দিকে তাকাল ফার্নান্দেজ। 'কোথায় যেতে হবে?'

'হাওয়া খেতে,' পিছনের দরজা ইঙ্গিত করল ও। 'আউট!'

আরেকবার ওদের দু'জনকে দেখল লোকটা, তারপর পা বাড়াল। পিছনের মাঠ ঘুরে সামনের রাস্তায় উঠে এল ওরা। নিতান্ত গোবেচারার মত রানার নির্দেশ পালন করে গেল টেকো। প্রায় ঘাড় ধরে তাকে জীপের পিছনে ওঠাল রানা, নিজে বসল পাশে। ওয়ালথার ঠেকিয়ে রেখেছে ফার্নান্দেজের পাঁজরে।

পিলারকে গাড়ি ছাড়তে বলল মাসুদ রানা। 'সামনে কোথাও নির্জন জায়গা দেখে থামবে, অন্ধকারে। খুন-টুনের প্রয়োজন পড়লে কোন সাক্ষী রাখতে রাজি নই আমি।'

'অল রাইট।' গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়ল পিলার, ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠে ছুটল জীপ। দুইশো গজ মত এগোতে পছন্দসই একটা জায়গা পেয়ে গাড়ি সাইড করল। বন্ধ করে দিল স্টার্ট।

'এবার, ফার্নান্দেজ!' ওয়ালথার দিয়ে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মারল রানা লোকটার পাঁজরে। 'তোমার সুটকেস ব্যবসা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী আমি। ঝটপট মুখ খোলো। কোনরকম ধানাইপানাই করার চেষ্টা কোরো না।'

সশব্দে ঢোঁক গিলল ফার্নান্দেজ। অসহায় ছাগশিশুর মত এদিক-ওদিক তাকাল, সম্ভবত সাহায্যের আশায়। 'সুটকেস?'

'আমার সময় খুব কম, ফার্নান্দেজ,' থমথমে গলায় প্রচ্ছন্ন হুমকি দিল ও। 'নানা টেনশনে মেজাজটা ইদানীং খুব খারাপ, অল্পেতে রেগে উঠি। যদি তাড়াতাড়ি মুখ না খুলেছ, দুই-এক মিনিটের মধ্যেই হাড়গোড় ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাবে তুমি, প্রচুর তাজা রক্তও দেখতে পাবে। সে হাড়-রক্ত সবই তোমার। কাজেই দয়া করে এ সুযোগটা কাজে লাগাও। আসন্ন মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করো নিজেকে। হাড় ভাঙার শব্দ নিশ্চই পছন্দ নয় তোমার? বা রক্ত দেখতে?'

চুপ করে থাকল ফার্নান্দেজ। চাঁদের আলোয় তার টাকে প্রচুর ঘাম দেখতে পেল মাসুদ রানা। সবদিক থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে মোটা ধারায়। সচকিত হলো সে, তোয়ালে সাইজের রুমাল বের করে মাথা মুছল। 'ওকে, ওকে! পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বিদেশীদের হয়ে কাজ করতে গিয়ে ল্যাংড়া, খোঁড়া হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার। বলুন, কি জানতে চান?'

'সুটকেস।' রানা গম্ভীর।

'মানে যেগুলো কারিনায় তুলে দিয়েছি আমি, রাইট?'

মাথা দোলাল ও। 'বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন। ঠিকই ধরেছ। জানতে চাই, কদ্দিন

থেকে এ ব্যবসা শুরু করেছ। ওগুলো কে সরবরাহ করে তোমাকে। কোত্থেকে পিক করো ওগুলো তোমার লঞ্চে।'

'ছয় মাস আগে, খুব লম্বা-চওড়া এক বিদেশী কিছু মালপত্র বন্দর থেকে আমার লঞ্চে করে সুবিধেমত সময়ে তার জাহাজে, মানে কারিনায় তুলে দেয়ার জন্যে আমার সঙ্গে চুক্তি করে। আ রিয়েল কিং ম্যান, সারা গায়ে বনমানুষের মত লোম। নাম জানি না। জিজ্ঞেস করিনি। আসলে তার চেহারা-সুরত দেখে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি। কড়া গলায় শুধু অর্ডার করে লোকটা, একটু এদিক-ওদিক হলেই গাল দিয়ে ভূত ভাগায় সবার। তবে লেনদেনের ব্যাপারে কোন ঢিলেমি নেই, সব সময় অগ্রিম পরিশোধ করে সে আমার পাওনা। কখনও…'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'এ ধরনের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট অর্গানাইজারদের কারিকুলাম ভিটাই মোটামুটি জানা আছে আমার। আগে বাড়ো। সুটকেসের কথা বলো।'

'সময় হলে নির্দেশ দিত সে আমাকে। এখান থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে, দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ছোটখাটো একটা ঘাঁটি আছে তার, ওখান থেকে সুটকেস নিয়ে আসতাম আমি। লঞ্চে করে তুলে দিতাম ইয়টে। বিশ্বাস করুন, সেনিয়র, এর বেশি এ ব্যাপারে আর কিছু জানি না আমি।'

'যেখান থেকে সুটকেস সংগ্রহ করতে, সে জায়গাটা কোথায় বললে?'

'দক্ষিণে। পঁচিশ মাইল দূরে। অন্য কোথাও থেকে হেলিকপ্টারে করে সুটকেসগুলো আনা হত ওখানে।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'মোট কয়টা সুটকেস তুলেছ তুমি কারিনায়?'

'চারটা। কিন্তু…'

'কিন্তু কি?'

'ভেবেছিলাম ওর মধ্যে কোন নিষিদ্ধ পণ্য থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক। অন্তত কিছু না কিছু তো থাকবেই। কিন্তু কিছু ছিল না, কিচ্ছু না। গোপনে তৃতীয় সুটকেসটা খুলে দেখেছি আমি, ফাঁকা। আজব কারবার।'

'অল রাইট, ফার্নান্দেজ। তুমি এখন ওখানে নিয়ে যাচ্ছ আমাদের।'

চোখ পিট পিট করল লোকটা। 'কোথায়?'

'যেখান থেকে সুটকেস চারটে এনেছ।'

'তা-আঁ, হ্যাঁ, তা নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু ওখানে গেটে সশস্ত্র গার্ড থাকে দুই জন, সবসময়।'

'মোট কয়জন গার্ড আছে ওখানে?'

'বলতে পারি না। আমি দুইজনই দেখেছি।'

'অন্য লোকজন?'

'কপ্টারের পাইলট ছাড়া আর কাউকে দেখিনি।'

আরও মিনিট দু'য়েক এটা-ওটা প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিয়ে ফিরল পিলারের দিকে। 'যাত্রা শুরু করা যাক।' বিনা বাক্য ব্যয়ে গাড়ি ছাড়ল মেয়েটি। ফার্নান্দেজের উদ্দেশে বলল রানা, 'পথ দেখাও।'

কামানের গোলার মত ছুটল জীপ। কিছুক্ষণের মধ্যে পিছনে হারিয়ে গেল শহরের

শেষ চিহ্ন। অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় এসে পড়ল ওরা, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেতে খেতে এগোচ্ছে। দু'পাশে পাহাড় আর গ্রাম, চাঁদের আলো মনোহর করে তুলেছে দৃশ্যটা। পনেরো মিনিট এক নাগাড়ে চলার পর পিলারকে গাড়ি থামাতে বলল মাসুদ রানা। নেমে সামনের প্যাসেঞ্জারস সীটে বসল ও, ফার্নান্দেজকে নির্দেশ দিল ড্রাইভ করতে। মেয়েটি উঠল পিছনে।

আধ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আসন বদলাবদলি সেরে আবার রওনা হলো ওরা। ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে রাস্তা। এখন আর ঝাঁকি নয়, লাফাতে লাফাতে চলছে জীপ। মনে মনে পিলারকে ধন্যবাদ জানাল মাসুদ রানা, ফোর হুইল ড্রাইভ জীপ ভাড়া করে কাজের কাজ করেছে ও। কার হলে সাঙ্ঘাতিক ঝামেলায় পড়তে হত। দশ মিনিট পর বাঁয়ে গাড়ি ঘোরাল ফার্নান্দেজ, রাস্তা ছেড়ে অস্পষ্ট সরু ট্রেইলে উঠে এল। পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করল জীপ। মাসুদ রানা ওদিকে মুখ চালাচ্ছে সমানে, জায়গামত পৌঁছে কি করতে হবে সে বিষয়ে পাখি পড়ানো করছে ফার্নান্দেজকে।

পাহাড়ী ঝোপঝাড় ঢাকা প্রায় চিহ্নবিহীন ট্রেইল বেয়ে নৌকার মত দুলতে দুলতে আরও মিনিট দশেক এগোল গাড়ি, তারপর আচমকা একটা বাঁক ঘুরেই ব্রেক কষল ফার্নান্দেজ। সামনেই হাঁটু সমান উঁচুতে আড়াআড়ি করে রাখা একটা বাঁশ পথ আগলে রেখেছে। তার ওপাশে অনেকখানি খোলামেলা জায়গা। বাঁশটার গজ দশেক দূরে একটা গার্ড হাউস চোখে পড়ল ওদের। আর কিছু দেখার সুযোগ হলো না, চারদিক আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে জ্বলে উঠল বড় একটা সার্চ লাইট, ধাঁধিয়ে দিল ওদের দৃষ্টি।

'হু কামস দেয়ার!' একটা বাজখাঁই কণ্ঠ ভেসে এল আলোর পিছন থেকে।

'ফ্রেন্ড!' আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফার্নান্দেজ, হাত নাড়ল মাথার ওপরে তুলে। আলোর সামনে এসে দাঁড়াল রাইফেলধারী এক গার্ড। কিন্তু কাছে এল না। 'তুমি এখানে কেন? আজ তো আসার কথা ছিল না তোমার!' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল সে।

'বাধ্য হয়েই আসতে হলো। কারিনায় বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটা পাইলটকে জানাবার জন্যে আসতে হয়েছে আমাকে।'

'কে পাঠিয়েছে?'

'কর্নেল শেভচেঙ্কো।'

'তোমার সঙ্গে কারা?'

এবার মাসুদ রানা মুখ খুলল। 'আমরা শেভচেঙ্কোর বন্ধু। সমস্যাটা ওয়ারনোকে জানাতে এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেনারেল গোরোডিনের কাছে পৌঁছতে হবে খবর।' ওয়ারনো পাইলটের নাম, আগেই ফার্নান্দেজের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল রানা।

জেনারেলের নামটা কানে যেতে সতর্কতায় ঢিল পড়ল গার্ডের। রাইফেল কাঁধে ঝোলাল সে। সার্চ লাইটটা সামান্য ঘুরিয়ে দিল, তারপর বাঁশ তুলে জীপের কাছে এসে দাঁড়াল। হিসেব কষে দেখল রানা, এখনও ওর নাগালের বাইরেই রয়েছে ব্যাটা। 'আপনাদের পরিচয়পত্র দেখান, স্যার,' অল্পসল্প সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল গার্ড।

'নিশ্চই!' পকেটে হাত ভরে দিল মাসুদ রানা। সতর্ক চোখে ওটার গতিবিধি লক্ষ

করতে লাগল লোকটা। সার্চ লাইট কেবল ওদের চোখকে সরাসরি আলোর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে সরানো হয়েছে, এমনিতে সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক টুকরো কাগজ বের করে বাঁ হাতে বাড়িয়ে দিল মাসুদ রানা। এগিয়ে এল গার্ড, ধরল কাগজটা, পরমুহূর্তে রানার ফিঙ্গার লকের ফাঁদে আটকা পড়ল। টুঁ শব্দটি করার সময়ও পেল না লোকটা, আঙুলে হ্যাঁচকা টান খেয়ে এগিয়ে এল সামনে, এবং কানের নিচে পিলারের জুডো চপ খেয়ে জ্ঞান হারাল।

টেনে হিঁচড়ে দেহটা জীপের পিছনে টেনে নিয়ে এল রানা। মুখে তারই পকেট থেকে বের করা নোংরা একটা রুমাল গুঁজে দিল। ওদিকে ফার্নান্দেজের পিস্তলটা দেহের আড়ালে লুকিয়ে গার্ড পোস্টের দিকে পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল পিলার। ফার্নান্দেজকে নিজের পাশেই [illegible] রানা, দু'হাত পিছমোড়া করে ওটা দিয়েই বেঁধে ফেলল শক্ত করে। কারও সাহায্য না পেলে ওই বাঁধন তার একার পক্ষে খোলা সম্ভব হবে না। তারপর দেহটা একটা ঝোপের আড়ালে ঠেলে দিল।

'আর কারও সাড়াশব্দ নেই,' রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে বলল পিলার। মাথা ঝাঁকিয়ে একগোছা চুল পিছনে সরিয়ে দিল।

'শুভ লক্ষণ।' গার্ড হাউসের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনে নজর বোলাল মাসুদ রানা। সামনের খোলা মাঠের ওপাশে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা কাঠের ঘর, ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা মাঝারি আকারের কপ্টার।

'ওই ঘরে আরও গার্ড আছে,' বলে উঠল ফার্নান্দেজ। 'অন্তত একজন।'

'চলো, ভেতরে ঢুকেই দেখা যাক কতজন আছে।'

ফার্নান্দেজকে সঙ্গে নিয়ে বাঁ দিকের জঙ্গলের কিনারা ঘেঁষে এগোল রানা, পিলার এগোল ডান দিক দিয়ে। বিনা বাধায় ঘরের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ভেতর থেকে নাক ডাকার আওয়াজ আসতে শুনে আশ্বস্ত হলো রানা, সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বাঁ হাতে আস্তে করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে, ডান হাতে ওয়ালথার প্রস্তুত। কিন্তু এত সাবধানতার আসলে কোন প্রয়োজনই ছিল না। দু'জনকে দেখা গেল ভেতরে, দুই কটে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছে তারা। একজনের নাক ডাকার আওয়াজে ঘরের চাল উড়ে যাওয়ার দশা। ঘরটা মাঝারি আকারের, মাঝখানে তারের মাথায় ঝুলছে একটা নগ্ন বালব।

একজনের চেহারা দেখে মনে হলো বাইরে বেঁধে ফেলে রেখে আসা গার্ডের যমজ ভাই বুঝি। এই লোকই নাক ডাকাচ্ছে। আঙুল তুলে অন্যজনকে দেখাল ফার্নান্দেজ, চাপা গলায় বলল, 'ওয়ারনো।'

মানুষটা ছোটখাটো। চল্লিশের মত বয়স। চেহারা বলে দক্ষিণ আমেরিকান। প্রকাণ্ড হাঁ করে ঘুমাচ্ছে সে। আচমকা দরজার পাশেই রাখা একটা চেয়ারে পায়ের ধাক্কা লেগে গেল রানার অসতর্কতার ফলে, সশব্দে আছড়ে পড়ল ওটা মেঝেতে। জেগে গেল দু'জনেই, সোজা উঠে বসল কটের ওপর। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে ওদের। ধাক্কাটা সামলে নিল গার্ড, মাথার কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা রাইফেলের দিকে হাত বাড়াবার উদ্যোগ নিল সে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' ওয়ালথার নাচিয়ে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'চালিয়ে যাও চেষ্টা। থেমো না। দুই-একটা বুলেট খেলে কী-ই বা আসবে যাবে, তাই না?'

জমে গেল লোকটা। ওয়ারনো তখনও সামলে উঠতে পারেনি পুরোপুরি। ঘন ঘন চোখ মুছছে আর পিটপিট করে তাকাচ্ছে। চারদিকে সংক্ষিপ্ত নজর বোলাল মাসুদ রানা। তিনটে কট, কয়েকটা কাঠের চেয়ার এবং একটা টেবিল, এ ছাড়া আর কোন আসবাব নেই ঘরে। টেবিলের ওপর একটা অত্যাধুনিক শর্টওয়েভ রেডিও সেট, ঢাকা দেয়া এক জগ পানি আর একটা গ্লাস দেখা গেল।

'বিশ্বাসঘাতক!' ফার্নান্দেজের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল গার্ড। 'এ কাজ করতে একটুও বাধল না তোমার বিবেকে?'

নিম পাতার রস খাওয়া চেহারা করল ফার্নান্দেজ। 'আমার জায়গায় যদি তুমি [illegible] ডগায় যদি কেউ [illegible] ধর[illegible] য়ে[illegible] মধ্যে, তাহলে বুঝতে কত দুঃখে বেড়াল গাছে চড়ে।'

'ওয়ারনো, কপ্টারের ট্যাঙ্কের কি অবস্থা?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। 'ফুয়েল আছে কতখানি।'

'ফুল ট্যাঙ্ক, সেনিয়র,' কাঁপতে কাঁপতে বলল পাইলট। খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে লোকটা। চেহারা মড়ার মত ফ্যাকাসে।

'গুড। কাপড় পরে নাও। আকাশ ভ্রমণে যাব আমরা।' পরক্ষণে তার কাঁপাকাঁপি বন্ধ করার জন্যে বলল, 'তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। যতক্ষণ আমার নির্দেশমত চলবে, ততক্ষণ সুস্থ থাকবে তুমি। নাউ, গেট ড্রেসড্।'

এইবার যেন ধড়ে প্রাণ ফিরল ওয়ারনোর, কট থেকে নেমে পড়ল সে দ্রুত। ট্রাউজার পরাই ছিল, শার্টের মধ্যে দু'হাত চালিয়ে দিয়ে ঝটপট জুতো পরে নিল। তারপর পরবর্তী নির্দেশের জন্যে প্রায় অ্যাটেনশন হয়ে মাসুদ রানার দিকে তাকাল।

'খানিকটা দড়ি জোগাড় করো।'

মুহূর্তের মধ্যে পালিত হলো নির্দেশ। রানার পিছনে, দরজার আড়ালে পেরেকে ঝোলানো ছিল খানিকটা নাইলনের রশি, নিয়ে এল পাইলট। রশিটুকু ছুঁড়ে দিল রানা গার্ডের দিকে। ফার্নান্দেজকে দেখিয়ে বলল, 'একে ভাল করে বাঁধো চেয়ারের সঙ্গে। সাবধান, বাঁধন ঢিলেঢালা হলে দুঃখ আছে কপালে।' পিঠে হাত রেখে ফার্নান্দেজকে সামনে ঠেলে দিল রানা। 'অর্ধেক দড়ি খরচ কোরো, বাকি অর্ধেক লাগবে তোমাকে বাঁধতে।'

গার্ডের হাতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও এবং পিলার সতর্ক নজর রাখল ওদের দু'জনের ওপরই। সন্তুষ্ট হলো রানা গিঁটগুলো পরখ করে, যথেষ্ট শক্ত হয়েছে। তেমনি আঁটোসাঁটো। হাসল রানা মনে মনে, গার্ড ব্যাটা ফার্নান্দেজের ওপর রাগের ঝাল খানিকটা অন্তত মিটিয়েছে বাঁধার ছলে।

'তোমার হাতের কাজ খুব ভাল,' গার্ডের উদ্দেশে বলল ও। 'এবার যাও, ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসে পড়ো লক্ষ্মী ছেলের মত।' ঘরের আরেক মাথার একটা চেয়ার দেখাল ও। ভাল মানুষের মত হেঁটে গেল সে, বসল চেয়ারে এদিকে মুখ করে। 'আপনি বাঁধুন ওকে,' পিলারকে বলল রানা।

বিনা বাক্য ব্যয়ে এগিয়ে এল পিলার। ফার্নান্দেজের কোল্টটা রানার হাতে দিয়ে

অবিশিষ্ট দড়ি নিয়ে পা বাড়াল। এবং ভুলটা তখনই করে বসল। হয়তো অসতর্ক ছিল, হয়তো বিপদ বুঝেও পাত্তা দেয়নি, হঠাৎ করেই গার্ড আর মাসুদ রানার মাঝখানে এসে পড়ল পিলার। সুযোগটা চিনতে দেরি হলো না গার্ডের, এক লাফে আসন ছেড়ে উঠে এসেই পিছন থেকে বাঁ হাতে মেয়েটির গলা পেঁচিয়ে ধরল সে। ডান হাতে ভোজবাজির মত বেরিয়ে এসেছে একটা চকচকে ছুরি, ওটার ছুঁচোলো ডগা চেপে ধরল সে পিলারের নরম কণ্ঠার হাড়ে।

পুরো ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে চেঁচিয়ে মেয়েটিকে সাবধান করা বা গার্ডকে গুলি করা, কোনটাই হলো না। বেকুব হয়ে গেল রানা মুহূর্তে ছক উল্টে যেতে দেখে।

'পিস্তল ফেলে দিন, মিস্টার,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল লোকটা। 'নইলে মেয়েটা মরবে।'

দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা, অস্ত্র ফেলার লক্ষণ নেই। মনে মনে হিসেব কষতে ব্যস্ত ও। পিলারকে এমনভাবে ঢাল বানিয়েছে লোকটা যে তার দেহের এমন কোন অংশ ওর চোখে পড়ছে না যেখানে গুলি করে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হত্যা করতে পারে রানা। অথবা নিদেনপক্ষে মারাত্মকভাবে জখমও করতে পারে, যাতে নিজের জ্বালায় অস্থির হয়ে ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ব্যাটা। এক গুলিতে যদি ওকে অচল করে দেয়া সম্ভব না হয়, নির্ঘাত জবাই হয়ে যাবে পিলার। দ্বিধায় পড়ে গেল মাসুদ রানা, এই পর্যায়ে এসে ভাগ্যের ডিগবাজী মেনে নিতে পারছে না।

'কানে যায়নি কথা?' খেঁকিয়ে উঠল গার্ড। 'এই মুহূর্তে ফেলে দাও পিস্তল, নইলে···নইলে কিন্তু···'

তবু নড়ল না মাসুদ রানা। অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠল পিলার। ছুরির ডগা তার চামড়ার মধ্যে চুল পরিমাণ ঢুকিয়ে দিয়েছে গার্ড, কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত মেয়েটির গলা বেয়ে নেমে এল, কণ্ঠার হাড়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ব্লাউজের ভেতরে চলে গেল। ভীত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পিলার।

'ওয়ারনো! গাধাটার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নাও!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল গার্ড। 'জলদি করো।'

এক সঙ্গে দু'তিনটে ঢোঁক গিলল পাইলট। ফের কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে তার। কোনমতে চিঁ চিঁ করে বলল, 'আমি-আমি পারব না।'

উন্মত্ত ক্রোধে 'ঘোঁৎ' জাতীয় একটা হুঙ্কার বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে। 'জীবনে অন্তত একবার পুরুষ হওয়ার চেষ্টা কর, শালা বানচোত্! নইলে আজ তোকেই···' ওয়ালথারের প্রচণ্ড 'কড়াক্!' আওয়াজে চাপা পড়ে গেল গার্ডের কণ্ঠ। পাইলটের ওপর রাগে নিজের প্রতিরক্ষার কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিল লোকটা, পিলারের আড়াল থেকে মুখ বের করে চোখ রাঙাতে গিয়েছিল তাকে, সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে অব্যর্থ-লক্ষ্য মাসুদ রানা। বাঁ দিকের পুরো কপাল উড়ে গেছে লোকটার পয়েন্ট থ্রী এইট বুলেটের ধাক্কায়।

পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে দেয়ালে আছড়ে পড়ল সে, তারপর ভেঙেচুরে পড়ে গেল মেঝেতে। শেষ মুহূর্তে ছুরি ধরা হাতের মুঠি আরও শক্ত হয়ে গেল তার একটা খিঁচুনি দিয়ে। পিলারের দিকে এগোল রানা তাড়াতাড়ি। 'আপনি ঠিক আছেন?'

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটি। গলার কেটে যাওয়া স্থানে আলতো করে

আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, 'লোকটা যদি আপনার চোখের সামনে সত্যিই জবাই করত আমাকে, তবু বোধহয় পিস্তল ছাড়তেন না আপনি?'

'ঠিক বলেছেন,' নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করল ও। 'ওটা ছাড়লে আপনার সঙ্গে আমাকেও মরতে হত। কিন্তু তা হতে দিই কি করে? মিশনের এই পর্যায়ে আমার বেঁচে থাকাটা ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট।'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল মেয়েটি। চোখে আহত চাউনি। 'ঠিকই বলেছেন,' বলেই শিউরে উঠল আপাদমস্তক। 'ওহ্, গড!'

'কি হলো?'

'আপনার বক্তব্যের অর্থ বুঝতে পেরে হঠাৎ যেন শীত লেগে উঠল। অবশ্য মৃত্যুর একেবারে দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি, সেটাও এর একটা কারণ।'

'কোন চিন্তা নেই। সামনে দৌড়ঝাঁপের ব্যাপার আছে, গরম হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না।' পাইলটের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'আমাকে নিয়ে এখনই আকাশে উড়াল দিতে হবে তোমাকে, ওয়ারনো।'

'কোথায় যেতে হবে, সেনিয়র?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল লোকটা। গার্ডের আচমকা মৃত্যু চাক্ষুষ করে ভীতু মানুষটা সাঙ্ঘাতিক ঘাবড়ে গেছে।

'যেখান থেকে ফার্নান্দেজকে দেয়ার জন্যে সুটকেসগুলো এনেছ তুমি।'

'জেনারেল গোরোডিনের হাইডআউট, বুঝেছি।'

'ঠিক বুঝেছ। জায়গাটা কোথায়?'

'ভেনিজুয়েলা আর ব্রিটিশ গায়ানার বর্ডারে, সেনিয়র। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল। কিন্তু, সেনিয়র...!'

'বলো।'

'রাতে কখনও ওখানে ল্যান্ড করিনি আমি অসম্ভব বলে। দিনের বেলাতেই অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। যা একখানা জায়গা!'

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। 'কয় ঘণ্টা লাগবে পৌঁছতে এখনই রওনা হলে?'

'সাড়ে তিন ঘণ্টা মত লাগবে, সেনিয়র।'

'তাহলে চিন্তা নেই। ততক্ষণে দিনের আলো ফুটে যাবে। তবে একটা কথা, ওয়ারনো, যদি আমার সঙ্গে কোনরকম চালাকির চেষ্টা করো, যদি আর কোথাও ল্যান্ড করে ধানাইপানাই বুঝ দেয়ার চেষ্টা করো, জীবনের তরে তোমাকে ল্যান্ড করাব আমি, ছয় ফুট মাটির নিচে।'

'আমাকে ভয় দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই, সেনিয়র। সাহসী বা নির্বোধ, কোনটাই নই আমি। আপনি যেভাবে চাইবেন, ঠিক সেভাবেই কাজ করব আমি।'

'ভেরি গুড। সেক্ষেত্রে আরও কিছুদিন বাঁচবে তুমি। তোমার কোয়েরিডোকে তোমার আজকের বীরত্বের কথা সবিস্তারে জানাবার সুযোগ পাবে। আছে না?'

'কি, সেনিয়র?'

'তোমার কোয়েরিডো?'

লাজুক হাসি দিল পাইলট। 'আছে।'

পাঁচ

'এক মিনিট, মিস্টার রানা,' দু'পা এগিয়ে এল পিলার। 'আপনি যেভাবে বলছেন, তাতে মনে হয় আপনি একাই যাচ্ছেন গোরোডিনের হাইডআউটে, আমাকে ছাড়াই?'

'ঠিক ধরেছেন, একাই যাচ্ছি।'

'কারণটা জানতে পারি?'

'পারেন। ওখানে হয়তো পটকা ফোটানোর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আজ। আগুন নিয়ে কারবার। ওর মধ্যে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই না আমি।'

'তবু আমি যাব। নিজ দায়িত্বে যাব। এতদূর এসে এমনি এমনি ফিরে যেতে রাজি নই আমি, মিস্টার রানা।' একটু থামল সে। 'আমাকে কি অকাজের মনে হয় আপনার?'

'না, তা মনে হয় না।'

'সামান্য হলেও কিছু কাজে তো লেগেছি আপনার?'

'নিশ্চই, কিন্তু...'

'প্লীজ, নিয়ে চলুন আমাকে,' অনুনয় করল পিলার। 'পিস্তল চালাতে প্রায় আপনারই মত অব্যর্থ আমার নিশানা। আর, একটার বদলে দুটো পিস্তল হলে যে মিশন সফল হওয়ার চান্স অনেক বেড়ে যাবে, আপনি তা নিশ্চই মানবেন?'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধায় পড়ে গেছে। তবে পিলারের দাবি যে উড়িয়ে দেয়ার নয়, সে সত্যও স্বীকার করে ও। মেয়ে হলেও এ-মেয়ে পুরুষের চেয়ে কম যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, একটু আগে হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছে সে, প্রয়োজনে তাকে লাশ হতে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না মাসুদ রানা। এর পরও যে নিজ দায়িত্বে যেতে চায়, সাহায্য করতে চায়...।

'অল রাইট। চলুন তাহলে। আফটার অল, এমন এক জবরদস্ত সুন্দরী যুবতী একা একা পায়ে হেঁটে উইলেমস্টাড ফিরে যাবে, তা হতে দিতে পারি না আমি। পথে কতকিছু ঘটে যেতে পারে।'

'তার মানে!' তাজ্জব হয়ে গেল পিলার। 'কি বলছেন এসব?'

'ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপ চেনেন?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'কি?'

'গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপ।'

'হ্যাঁ, চিনি। এর মধ্যে ওই জিনিস...?'

'জীপের কাছে যান। খুলে নিয়ে আসুন ওটার ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপ।'

পিলারের লোভনীয় দু'ঠোঁট প্রসারিত হলো দু'দিকে। আশ্চর্য মোহনীয় এক টুকরো হাসি দিল সে। 'আই আই, স্যার।'

ফার্নান্দেজের পিস্তলটা তাকে ফিরিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'তাড়াতাড়ি ফিরবেন।'

'যাব আর আসব,' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল পিলার।

ওয়ালথার কোমরে গুঁজে টেবিলের দিকে এগোল রানা। রেডিও সেটটা দুই হাতে মাথার ওপর তুলে গায়ের জোরে আছাড় মারল মেঝেতে। আছাড়ের পর আছাড় মেরে চলল ও যতক্ষণ না বিস্ফোরিত হলো ওটার শক্ত ধাতব খোল। এরপর মৃত গার্ডের রাইফেলের বাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে ভেতরের যান্ত্রিক নাড়িভুঁড়ি চুরমার করে দিল রানা যন্ত্রটার। কাজের ফাঁকে একটা চোখ রেখেছে ও ওয়ারনোর ওপর। যদিও সারাক্ষণ সুবোধ বালকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাসুদ রানার ধ্বংসযজ্ঞ দেখা ছাড়া আর কিছু করার লক্ষণ ছিল না তার মধ্যে। বরং ওর হাতের ওঠানামার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাইলটের দু'চোখও ওঠানামা করেছে দেখে হাসি চেপে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল রানার।

ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপ নিয়ে ফিরে এল পিলার। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে রেডিওর ধ্বংসাবশেষ দেখল সে। হাসল মুখ টিপে। তারপর কাছে এসে ক্যাপটা এগিয়ে দিল রানার দিকে। চোখ ইশারায় রেডিও ইঙ্গিত করে বলল, 'ওটার যে হাল করেছেন, তাতে এটার স্মৃতিও অবশিষ্ট থাকবে বলে ভরসা হয় না।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। বাঁটের দুই আঘাতে ক্যাপটা সমান করে দিল মেঝের সঙ্গে। 'বাইরের গার্ডের কি অবস্থা, দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, জেগে গিয়েছিল। আবার ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। কাল দুপুরের আগে ভাঙবে না ঘুম। তারপর জেগে ওঠামাত্র যে-রকম মাথা ব্যথা অনুভব করবে সে, অ্যাসপিরিন আবিষ্কারককে গুলে খাওয়ালেও তা কমবে না।'

'অল রাইট।' ফার্নান্দেজের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'এখন থেকেই বাঁধন খোলার সংগ্রাম শুরু করে দাও। কাজটা নিজেকেই করতে হবে তোমাকে। বুঝতেই পারছ, তোমাকে সাহায্য করার মত কেউ এখানে থাকছে না। যখন মুক্ত করতে পারবে নিজেকে, পায়ে হেঁটে শহরে ফিরতে হবে। কষ্ট হবে একটু, কিন্তু বেঁচে তো গেলে প্রাণে। হাঁটতে হাঁটতে অন্য আর কি উপায়ে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা যায়, ভেবেচিন্তে বের করো। আমি ফিরে এসে শুনব, কেমন? আর হ্যাঁ, যদি কোনভাবে তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়ে যাও, শহরে ফিরে যেতে সক্ষম হও, মুখে কুলুপ এঁটে রেখো। আমার ব্যাপারে যদি একটুও ট্যাঁ-ফোঁ করেছ...।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাঝপথে বক্তব্য শেষ করল মাসুদ রানা। আর হুমকি না দিলেও চলবে।

'ওয়ারনো, তুমি রেডি?'

'ইয়েস, সেনিয়র।' আবার অ্যাটেনশন হয়ে গেল পাইলট।

'চলো তাহলে।' লোকটাকে আগে রেখে হেলিকপ্টারের উদ্দেশে পা বাড়াল রানা ও পিলার। পাঁচ মিনিট পর আকাশে উঠল যন্ত্র ফড়িং। এই সময়টুকুর মধ্যে আমূল বদলে গেছে ভীরু, কাপুরুষ ওয়ারনো। কপ্টারের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে গেছে সে। এ মুহূর্তে তাকে নিজের ওপর পরিপূর্ণ আস্থাবান এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী সত্যিকার এক পুরুষের মতই লাগছে। শুভ লক্ষণ, ভাবল মাসুদ রানা, এখন ওর মাথা সুস্থভাবে কাজ করবে। হয়তো দু'য়েকটা বুদ্ধি-টুদ্ধিও বাতলাতে পারবে রানাকে।

পুবে চলেছে ওরা, সামান্য দক্ষিণ ঘেঁষে। অনেক দূর দিয়ে কুরাকাও-কে পাশ কাটাল ওয়ারনো। এর পাঁচ মিনিট পর খুদে দ্বীপ বনেয়ার পেরিয়ে ক্যারিবিয়ানের ওপর

এসে পড়ল কপ্টার। নিচের এক-আধটা আলো যা-ও বা চোখে পড়ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কালো ক্যারিবিয়ান ছাড়া কিছুই নেই এখন আর। চাঁদ ডুবে গেছে কখন যেন। আকাশ ছেয়ে আছে তারায় তারায়। মনে হয় কে যেন কালচে নীল চাদরে অযত্নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে ছোট-বড় অগুনতি পুঁতি।

অনেকক্ষণ পর কারাকাসের আলো দেখা গেল। তারপর ভেনিজুয়েলান উপকূলের আলো। ওয়ারনোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা এই বেলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা। 'তুমি তখন বলছিলে আকাশ থেকে গোরোডিনের হাইডআউট স্পট্ করা খুব কঠিন নতুন কারও পক্ষে, তাই না?'

মাথা দোলাল পাইলট। 'শুধু 'খুব কঠিন' বললে বোধহয় সবটা বলা হবে না, সেনিয়র। বরং বলা উচিত, প্রায় অসম্ভব। ওর ওপর দিয়ে কোন এয়ারলাইনারের রুট নেই, থাকলেও কারও চোখে পড়ত না। আমি শিওর। ওই পাহাড়ের রং কমলা-বাদামী, জেনারেলের হাইডআউটে যতগুলো ভবন আছে, সেগুলোর রংও তাই। আকাশ থেকে স্পট্ করা তাই অসম্ভব। কোন রাস্তা নেই যা দেখে কিছু সন্দেহ জন্মাবে কারও মনে। ওখানকার সাপ্লাই এবং পার্সোনেলদের আনা-নেয়ার জন্যে কপ্টার ব্যবহার করা হয় কেবল।

'সাউথ আমেরিকান কোন এক দেশের সঙ্গে চুক্তি আছে জেনারেলের, কোন দেশ জানি না। চুক্তি অনুযায়ী ওখানকার পার্সোনেলদের এ দেশে পৌঁছে দেয়ার কাজ করে সে দেশ। এতদিন আমার ডিউটি ছিল সাপ্লাই আর মাঝেমধ্যে হঠাৎ প্রয়োজন পড়লে দুই একজন ভিআইপিকে দিয়ে আসা-নিয়ে আসা। ইদানীং জুটেছে সুটকেস বহনের অতিরিক্ত দায়িত্ব।'

'ওপর থেকে দেখা যায় না এমন এক জায়গায় প্রায় রোজই আসা-যাওয়া করতে হয় তোমাকে। কি করে বের করো জায়গাটা?'

'একটা বিশেষ ল্যান্ডমার্ক আছে, তাই দেখে। ওটা না থাকলে কিছুতেই সনাক্ত করা সম্ভব নয় ওই জায়গা। হাজারবার আসা-যাওয়া করলেও না।'

সীটের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে পিলার কখন যেন, ছোট হাত ব্যাগটা পাশেই পড়ে আছে তার। কোল্টটাও। আবছা আলোয় অপ্সরীর মত লাগছে মেয়েটিকে। বেশ খানিকটা বাঁয়ে ত্রিনিদাদ রেখে এগোচ্ছে এখন কপ্টার। সামনেই, দক্ষিণে, ওরিনোকো ব-দ্বীপের বিস্তীর্ণ জলাভূমি। পুব আকাশে আলো ফুটতে শুরু করেছে একটু একটু করে, ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে নিচের দৃশ্য। প্রায় অনায়াসেই সব দেখতে পাচ্ছে ওরা। গায়ানা হাইল্যান্ডস নামে পরিচিত পাহাড়ী এলাকার ওপর এসে পড়ল কপ্টার ঝড়ের বেগে।

বাতাস দুর্বল এখানে, কপ্টারের মত ভারি যন্ত্র ভাসিয়ে রাখার শক্তি কম। যে কারণে উচ্চতা বাড়াতে হলো ওয়ারনোকে, পিচ্ কন্ট্রোলের সঙ্গেও লড়াই করতে হলো কিছু সময়। রোটরের আরপিএম বেড়ে গেল অনেক, অনেক গভীর হলো তার চুঁই চুঁই চুঁই চুঁই সার্বক্ষণিক শিস। এর মধ্যে আরও বেড়ে গেছে দিনের আলো। কোদালে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রং ছড়াতে শুরু করেছে পুবের আকাশ। ভাবনাটা যতই দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে মাসুদ রানা, ততই বারবার মনে পড়ছে—আজই সেই দিন। নিউ ইয়র্ক উড়িয়ে দেয়ার দিন। আর কয়েক ঘণ্টা পর গোরোডিনের দেয়া সময়সীমা ফুরিয়ে যাবে।

মৃত্যু আর ধ্বংসপুরীতে পরিণত হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত শহরটি, যদি না সময় ফুরোবার আগে মাসুদ রানা···।

'শিডিউল ছাড়া গোরোডিনের হাইডআউটে গেলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে ওদের মধ্যে, শুটিং শুরু করে দেবে কপ্টার দেখলেই?' আগের থেকে অনেক জোরে চেঁচাতে হলো রানাকে, নইলে শুনতে পাবে না পাইলট।

'না, তা করবে না,' জোরের সঙ্গে মাথা নাড়ল ওয়ারনো। 'তেমন কিছু করতে হলে ওদের অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে আগে যে খারাপ কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি আমরা। ব্যাপারটা ঘটতে অবশ্য পারে, যদি এর মধ্যে কুরাকাও থেকে কেউ যোগাযোগ করে থাকে এদের সঙ্গে। যদি এরা জেনে গিয়ে থাকে ওখানকার সংবাদ।' একটু বিরতি দিল পাইলট, চোখ কুঁচকে ভাবল কিছু, তারপর ফিরল রানার দিকে। 'সেনিয়র, ওখানে যা ঘটেছে, আমরা পৌঁছার আগে গোরোডিনের তা জেনে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? রেডিওটা বুঝলাম আপনি ভেঙেছেন, ওটা দিয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু আর কোথাও থেকে, অন্য কেউ যদি যোগাযোগ করে থাকে জেনারেলের সঙ্গে?'

পিলারের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মনে হলো হঠাৎ করেই যেন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে তার চেহারা। তাই তো! একটা প্রশ্ন বটে। তবু জোর গলায় বলল, 'সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই।' ওয়ারনোর চাইতে নিজেকেই যেন বেশি আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। ওর জোর বিশ্বাস, হয় ওই রেডিও, নয় শেভচেঙ্কো, এ ছাড়া আর কোন মাধ্যমে খবরটা ফাঁস হওয়ার চান্স নেই। অতএব···।

'তাহলে চিন্তা নেই। গিয়েই কোন সমস্যার মুখে পড়তে হবে না আমাদের।'

'যাক,' চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা।

'এখনই শিওর হবেন না, সেনিয়র। বাধা ওরা দেবে না ঠিকই, গুলিও চালাবে না, এ হচ্ছে আগের কথা।'

'আর পরের কথা?' ভুরু কোঁচকাল ও।

'যেইমাত্র আমার সঙ্গে অচেনা দুই নারী-পুরুষ দেখতে পাবে ওরা, আস্ত নরকটাই ভেঙে পড়বে আমাদের মাথায়।'

'বুঝেছি। ওখনকার ফিজিক্যাল লে আউট সম্পর্কে ধারণা দাও এবার কিছু। কোথায় তোমার জেনারেলের হেডকোয়ার্টার, বিজ্ঞানী আনিসুর রহমানের ল্যাব কোথায় ইত্যাদি।'

'দুঃখিত, সেনিয়র। এ সবের কিছু জানি না আমি। ধারণা পর্যন্ত নেই।' চট করে রানার দিকে তাকাল পাইলট। 'বিলিভ মি, সেনিয়র! মা মেরির কসম! যদি জানতাম, অবশ্যই বলতাম আপনাকে। এই পর্যায়ে রাখ-ঢাকের আর আছেটাই বা কি? যখনই এখানে আসি আমি, কপ্টার প্যাডেই থাকতে হয় লোডিং-আনলোডিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মালপত্রই হোক, বা মানুষই হোক। মূল ফ্যাসিলিটি এরিয়ায় যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই ওসব জানার প্রশ্নই আসে না আমার।'

'সুপিরিয়র কাউকে যখন মেসেজ দেয়ার থাকে, তখন কি করো?'

'কপ্টার প্যাডের গার্ডের হাতে তুলে দিয়ে বসে থাকি। মেসেজের জবাব এলে পরে সে-ই এসে দিয়ে যায়।'

'প্যাডের গার্ড সংখ্যা কত?'

'একজন।'

অবাক হলো মাসুদ রানা। 'মাত্র?'

মাথা দোলাল ওয়ারনো। 'হ্যাঁ। ঘাঁটির অলমোস্ট ইনভিজিবল অবস্থান সম্পর্কে তো আগেই বলেছি আপনাকে। শুধু শুধু বাড়তি গার্ড বসিয়ে লাভ কি? ও কাজে একজনই যথেষ্ট। এবং প্রথমে তাকেই মোকাবেলা করতে হবে আপনাদের।'

নীরবে বসে থাকল ওরা। নিচের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে। সূর্য উঠল। এর প্রায় আধঘণ্টা পর কথা বলে উঠল পাইলট। 'ওই দেখুন, সেনিয়র। ওইটা হচ্ছে আমার ল্যান্ডমার্ক। ফিস্ট মাউন্টেন নাম দিয়েছি আমি ওটার। ওর পিছনেই জেনারেলের হাইডআউট।'

ল্যান্ডমার্কটা লক্ষ করল মাসুদ রানা। পাহাড় থেকে হঠাৎ করে ঠেলে ওঠা কয়েকশো ফুট উঁচু, টাওয়ারের মত নিঃসঙ্গ একটা পাথরের স্তম্ভ ওটা। মাথার দিকটা সামান্য বাঁকা, মুষ্টিবদ্ধ হাতের মত দেখতে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে স্যালুট করছে বুঝি স্তম্ভটা আকাশচারীদের। দেখতে দেখতে মার্কটার ওপর পৌঁছে গেল কপ্টার, স্তম্ভের গায়ে তার দ্রুত অপসৃয়মাণ গাঢ় ছায়া পড়ল পলকের জন্যে।

'যে মতলবেই এখানে এসে থাকেন, সেনিয়র,' গম্ভীর মুখে বলল লোকটা। 'তৈরি হয়ে নিন। নামছি আমরা।' একটা সরু ক্যানিয়নের ওপর এসে স্থির হলো কপ্টার, চারদিক থেকে অসংখ্য ছোটবড়, খাড়া শৃঙ্গ ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। মরচে পড়া ছুরির মত ছুঁচোল ওগুলোর চূড়ো। অজান্তেই শিউরে উঠল একবার মাসুদ রানা। এখন কোন কারণে যদি নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায় ফড়িংটার, আর দেখতে হবে না। নামতে শুরু করল কপ্টার।

চারদিকে ভাল করে নজর বোলাল ও। যা দেখতে পেল, নিতান্তই সামান্য তা। খোঁজার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা না থাকলে সেটুকুও দেখতে পেত না মাসুদ রানা। চারটা বড় বিল্ডিঙের সামান্য আভাসমাত্র চোখে পড়ল ওর, পাহাড়ের মত এবড়োখেবড়ো বাইরের দেয়াল। আর দেখল ছোট, লম্বাটে আরেকটা, যেখানে নামতে যাচ্ছে কপ্টার, তার কাছেই। পুরো এলাকা জুড়ে পিঁপড়ের মত ছড়ানো রয়েছে অজস্র বোল্ডার।

এক লিলিপুটের ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার, প্যাড সংলগ্ন ছোট এক কাঠের ঘর থেকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। কাঁধে রাইফেল ঝুলছে তার, পরনে বাদামী রঙের ইউনিফর্ম। ওপরে তাকাল লিলিপুট।

'এই সেই গার্ড,' বলল পাইলট। 'আপনারা সতর্ক থাকুন, সেনিয়র। দেখে ফেললেই সর্বনাশ।'

আসন ছেড়ে ফ্লোরবোর্ডে বসল মাসুদ রানা, ওর দেখাদেখি পিলারও। 'ল্যান্ড করে গার্ডকে সিগন্যাল দেবে তুমি,' ওয়ারনোকে বলল রানা। 'যতটা সম্ভব দরজার কাছে চাই ওকে আমি।'

অনেকক্ষণ পর আবার নার্ভাস হতে দেখা গেল লোকটিকে। 'একটা ঢোক গিলল সে। 'কিন্তু যদি কাছে আসতে রাজি না হয় গার্ড? যদি সন্দেহ করে বসে কিছু? কি করব তখন?'

'যে ভাবে পারো ওকে আমার নাগালের মধ্যে তোমাকে আনতেই হবে। কাজটা করার সময় মনে রাখবে, এর ওপরই নির্ভর করছে তোমার জীবন-মরণ,' নির্বিকারভাবে

বলল মাসুদ রানা। ওয়ালথারটা দেখাল নীরব শাসানির ভঙ্গিতে।

আবার ঢোঁক গিলল পাইলট। গত কয়েক ঘন্টার আস্থা, আত্মবিশ্বাস কর্পূরের মত উবে গেছে তার। মৃদু ঝাঁকির সঙ্গে ল্যান্ড করল কপ্টার, এঞ্জিন অফ করে দিল ওয়ারনো। রোটরের গতি যত কমছে, তত বেশি ঝাঁকি খাচ্ছে এখন কপ্টার। চেঁচিয়ে কি যেন বলল গার্ড পাইলটের উদ্দেশে, শোনা গেল না পরিষ্কার। দরজা খুলে ফেলল ওয়ারনো। 'জেনারেলের জন্যে একটা পার্সেল নিয়ে এসেছি আমি,' বলল সে বিশ ফুট দূরে দাঁড়ানো গার্ডকে।

'এনেছ ভাল করেছ, কৃতার্থ করেছ আমাদের,' টিটকিরির সুর গার্ডের কণ্ঠে। 'দয়া করে দিয়ে যাও এখানে।'

'কিন্তু···কিন্তু প্যাকেটটা খুব ভারি। আমি একা পারব না। তুমিও এসো, হাত লাগাও।' এই সামান্য ক'টা কথা বলতে গিয়েই ঘেমে উঠতে শুরু করল সে, কাঁপুনিও উঠে গেছে অল্প-স্বল্প।

খানিক নীরবতা। পাথরে ভারি বুট জুতোর আওয়াজ উঠল, ভারিক্কি চালে এগিয়ে আসছে গার্ড হেলেদুলে। ভঙ্গীটা অলস। এক হাত প্যান্টের পকেটে। 'যন্ত্রণা!' কাছে এসে আপনমনে গজগজ করে উঠল লোকটা। অভিযোগের সুরে বলল, 'আমি কুলি নই। তোমার উচিত ছিল···'

আচমকা থেমে গেল সে, দাঁড়িয়ে পড়ল চট্ করে। বুকের ভেতর কলজেটা ছোটখাটো একটা লাফ দিল মাসুদ রানার। লাফিয়ে উঠেই খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে পাঁজরের গায়ে গুঁতোগুঁতি শুরু করেছে ওটা। দেখে ফেলেছে ব্যাটা ওদের? কাঁধ থেকে তার রাইফেল নামানোর আওয়াজ পরিষ্কার টের পেল রানা। বুঝল, এখন আর লুকোছাপার সময় নেই। ঝট করে উঠে বসল ও, সরাসরি তাকাল গার্ডের চোখের দিকে, হাতে শোভা পাচ্ছে সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথার। দরজার মাত্র পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে লোকটা। অস্ত্রটা দেখামাত্র চোখ কপালে উঠল তার, গুলি চালাবার মত পজিশনে আনতে পারেনি সে তখনও রাইফেল। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল সে।

'দুপ!'

মৃত্যু বর্ষণ করল ওয়ালথার। চোখ কপালেই থাকল, কণ্ঠার হাড় ভেদ করে উইন্ডপাইপ চুরমার করে দিল শুধু বুলেটটা। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করল গার্ড। টলে উঠে পড়ে যাচ্ছিল দেহটা, লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা, এক হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তাকে পাশ থেকে। অন্যহাতে পতনোন্মুখ রাইফেলটা ধরে ফেলল চট্ করে। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল ও। না, কারও চোখে পড়েনি ওর হাতসাফাই। কেউ থাকলে না দেখবে! ও আর পিলার ধরাধরি করে দেহটা তুলল কপ্টারের পিছনে, শুইয়ে দিল ফ্লোরবোর্ডে। ওদিকে মূর্তির মত নিজের আসনে বসে আছে বিস্ফারিত-নেত্র ওয়ারনো। ঘামছে দরদর করে, নড়ছে না একচুল। এয়ার সিক্‌নেস বা সী সিক্‌নেসের মত এ ব্যাটার হয়তো ল্যান্ড সিক্‌নেস রোগ আছে, ভাবল মাসুদ রানা। নইলে মাটিতে থাকলেই সব এলোমেলো হয়ে যায় কেন লোকটার?

'এবার কি?' প্রশ্ন করল পিলার।

'এখানে অপেক্ষা করুন,' বলল ও। 'আমি যাচ্ছি শহরটা ঘুরে দেখতে। এর ওপর নজর রাখবেন আপনি,' পাইলটকে দেখাল রানা।

'কিন্তু আপনার একা যাওয়া কি ঠিক হবে? একা কতদিক সামলাবেন আপনি?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না মাসুদ রানা। 'যখন ফিরব, অবশ্য যদি ফিরি আর কি, হয়তো ঘোড়দৌড়ের ওপর থাকব, সে সময়ে আমার পিছনটা কাভার করার জন্যে আপনাকে প্রয়োজন হবে আমার।'

তর্ক করল না পিলার এবার, সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তিও দেখাবার চেষ্টা করল না। 'বেশ।'

'আর তুমি,' ওয়ারনোর দিকে ফিরল রানা। 'আমাকে দৌড়ে আসতে দেখলেই স্টার্ট দেবে কপ্টার।'

'শিওর, সেনিয়র। খুব খুশি হতাম যদি এই মুহূর্তে স্টার্ট দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতেন আমাকে।' পরের কথাগুলো আরেক দিকে ফিরে মৃদু কণ্ঠে বলল লোকটা।

পা বাড়াল মাসুদ রানা। পিছন থেকে বলে উঠল পিলার, 'উইশ ইউ হিরোয়িক "—"।' শেষ শব্দটা শোনা হলো না ওর। আকাশ থেকে দেখা লেআউটের কথা মনে রেখে বড় বিল্ডিংগুলোর দিকে পা চালাল রানা। যুক্তি বলে, ওগুলোই গোরোডিনের অপারেশন হেডকোয়ার্টার্স। খুঁজলে ওরই কোন একটায় পাওয়া যাবে তাকে এবং বিজ্ঞানীকে। প্যাড এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। সামনে লোকজনের কথাবার্তা, চলাফেরার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। একটা বোল্ডার বেছে তার আড়ালে বসে পড়ল রানা।

ছয়

গলা বাড়িয়ে কাকের মত উঁকি দিল মাসুদ রানা। সামনে একটা পায়ে চলা পথের আবছা আভাস চোখে পড়ল। তিন-চারশো গজ দূরের একটা লম্বা, নিচু বিল্ডিঙের দিকে চলে গেছে। গঠন দেখে মনে হলো হয়তো ব্যারাক বা অমনি কিছু হবে বিল্ডিংটা। ওটার পিছনে বড় আরেকটা দালান। প্রথমটার সামনে খোলা মাঠে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে হালকা নীল কভারল পরা একদল শ্রমিকগোছের লোক। অস্ত্র নেই তাদের কারও হাতে। সারির কাছেপিঠে হাঁটাহাঁটি করছে আরেক দল, এদের সবার সঙ্গে আছে একটা করে সাইডআর্মস।

প্রথম দল থেকে আলাদা এরা। সবাই স্লাভ। পরনে লাল ট্রিমওয়ালা বাদামী ইউনিফর্ম—রেড আর্মি। গোরোডিন প্রসঙ্গে ক্রেমলিনের বক্তব্য মনে পড়ল রানার। তেতো হয়ে গেল মনটা। ব্যারাকের ওপাশে বড় ভবনটার দিকে তাকাল ও, ব্যারাক লেভেল থেকে ওটা কম করেও দেড়-দুশো ফুট উঁচুতে। উঠল মাসুদ রানা। বোল্ডার আর রিজের আড়ালে আড়ালে দূর দিয়ে ব্যারাকের পাশ কাটিয়ে চলল ওটার দিকে। বড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছের বলে ওটাই প্রথম পছন্দ রানার। চারদিক সতর্ক নজর রেখে, থেমে থেমে এগোতে হচ্ছে বলে প্রচুর সময় নষ্ট হলো ওর জায়গামত পৌছতে।

কাছে আসতে বোঝা গেল বিল্ডিংটার বেশিরভাগই মাটির নিচে। ওপরে ওটার

উচ্চতা মাসুদ রানার চাইতে মাত্র ইঞ্চি চারেক বেশি। দেয়াল ঘেঁষে অনুমানে ভবনটির পিছনে চলে এল ও। ভেতরে ঢোকার উপায় নিয়ে ভাবছে, এমন সময় একটা গলা কানে যেতে ঝট্ করে পিস্তল বের করল। এদিক ওদিক তাকাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলটা ভাঙল রানার। বাইরে থেকে নয়, কথা আসছে বিল্ডিঙের ভেতর থেকে। আওয়াজটা ফাঁপা, গমগমে। হাত তিনেক সামনে একটা ভেন্টিলেটিং স্লিট খুঁজে বের করল রানা দেয়ালের গায়ে। সেদিকে এগোল নিঃশব্দে।

'...জেনারেল?'

'হ্যাঁ, মেজর সুরায়েভ, আমি ডেকেছি তোমাকে।'

ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল মাসুদ রানা। বিলাসবহুল একটা অফিস রুম, বিশাল এক ডেস্কের পিছনে এদিকে মুখ করে বসে আছে সের্গেই গোরোডিন। পরনে সিভিলিয়ান সুট। তার বাঁ দিকে, রানার দিকে পাশ ফিরে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরোদস্তুর এক মেজর, রেড আর্মির। তার ওপাশে দেয়াল ঘেঁষে ঘুমিয়ে আছে প্রকাণ্ড দুটো কালো কুকুর।

'অর্ডার করুন, জেনারেল।'

প্রচুর সময় নিয়ে চুরুট ধরাল গোরোডিন। সামান্য চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। ভিসুভিয়াসের মত ধোঁয়া ছাড়ল সে কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। মেজর রানার দিকে, ফুট দুয়েক নিচে স্থির। সচকিত হলো গোরোডিন। হাতঘড়ি দেখল। 'মেজর, আরও এক ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে কর্নেল শেভচেঙ্কোর যোগাযোগ করার টাইট শিডিউল ছিল। করেনি সে।' সামান্য বিরতি। 'তাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের ভার দিয়েছিলাম, আমাদের প্রজেক্টের জন্যে মারাত্মক হুমকি এক বিদেশী স্পাইকে খতম করার। আমি কাউকে এক কাজের দায়িত্ব দু'বার দেই না। কিন্তু কর্নেলকে দিয়েছিলাম।

'তিনদিন আগে হাতের মুঠোয় পেয়েও স্পাইটিকে খতম করতে ব্যর্থ হয় শেভচেঙ্কো। ফলে আমি ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিলাম তাকে, কিন্তু খুব অনুনয়-বিনয় করে সে আরেকটা সুযোগের জন্যে। রাজি হই আমি। জানিয়ে দেই, কাজ শেষ করে তবে আমার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে কর্নেল। টাইট শিডিউল ছিল। কিন্তু...যোগাযোগ করেনি সে। অর্থাৎ ব্যর্থ হয়েছে আবারও। কাজেই আসছেও না সে। এদিকে ওয়াশিংটনও মেনে নেয়নি আমাদের দাবি। ওদের কানে পানি ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আজ আমরা। ঝামেলা আছে আরও অনেক। এসব কাজে সহায়তা করার জন্যে আমার একজন সেকেন্ড ইন কম্যান্ড প্রয়োজন। দায়িত্বটা আমি তোমাকে দিতে চাই, মেজর সুরায়েভ।'

'সেজন্যে আমি সম্মানিত বোধ করছি, জেনারেল।'

'তুমি নিশ্চই জানো আমাদের প্ল্যান্ট করা প্রথম বোমা কখন ফাটবে?'

'হ্যাঁ, জেনারেল। আর ঠিক চার ঘণ্টা পর,' দ্রুত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল সে।

'ভেরি গুড, মেজর। তুমি...' থেমে গেল জেনারেল কুকুরের পিলে চমকানো হুঙ্কার শুনে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। জেগে উঠেছে কুকুর দুটো, মেজরের দিকে তাকিয়ে গজরাচ্ছে। ভয় পেয়ে গেছে মেজর, আড়চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ওদের দিকে। 'আমার বন্ধুরা জেগে গেছে দেখছি! কোন ভয় নেই তোমার, মেজর। অন্তত যতক্ষণ আমি নিয়ন্ত্রণ করব এদের। এরা পশু হলে হবে কি, খুব মানে আমাকে। ভীষণ

প্রভুভক্ত। আমার এক ইশারাতে মুহূর্তে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে এরা তোমাকে।'

চুরুটটা অ্যাশট্রেতে পিশে মারল জেনারেল গোরোডিন। 'জাগতিক জীবনের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দুটো শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এরা।' হাত বাড়িয়ে পিনশারটার মাথায় বেমক্কা এক গাঁট্টা চালাল সে, 'কেঁউ' করে উঠল কুকুরটা। সামান্য পিছিয়ে গেল ভয়ে ভয়ে। 'কোন সেই দুই শক্তি, জানো?'

'না, জেনারেল,' বলল পাথরমুখো সুরায়েভ।

'ভীতি,' মুখের সামনে হাত তুলে মাঝখান থেকে তর্জনী ভাঁজ করে দেখাল পক্ককেশ জেনারেল। 'এবং,' মধ্যমা ভাঁজ করল এবার, 'ঘৃণা। রিমেমবার দ্যাট।'

এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না, ভাবল মাসুদ রানা। তারচেয়ে বাংলাদেশী প্রতিভাটির সন্ধান বের করা দরকার। সরে এল ও ভেন্টিলেটরের কাছ থেকে। লেআউটের ছবিটা আরেকবার স্মরণ করার চেষ্টা করল। পায়ে পায়ে ভবনটির আরেক প্রান্তে চলে এল রানা, বসে পড়ল আড়াল নিয়ে। বিপরীত দিক থেকে তাকাল ব্যারাকের দিকে। শ্রমিকরা কেউ একা, কেউ জোড়ায় জোড়ায় হাঁটাচলা করছে এদিক-ওদিক। কাজে না অকাজে বোঝা যায় না, কারণ কারও মধ্যে ব্যস্ততা নেই। সশস্ত্র রেড আর্মি গার্ডদের অবস্থাও তাই। ভাবভঙ্গি ঢিলেঢালা, হাঁটে, তো চলে না; নড়ে, তো চড়ে না। সবার মাঝেই কেমন গা-ছাড়া একটা ভাব। ঠিকই বলেছে ওয়ারনো, ঘাঁটির সিকিউরিটির ব্যাপারে এরা অতিমাত্রায় নিশ্চিত।

ভালই, ভাবল মাসুদ রানা, সুবিধেই হবে ওর এতে। আবার উঠল ও, খুঁজেপেতে আর একটা নিরাপদ জায়গা বের করল, যার আশপাশ দিয়ে হাঁটাচলা করে মানুষ। সুযোগের অপেক্ষায় থাকল। মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় এল সুযোগটা। পিস্তলের বাঁটের আঘাতে অজ্ঞান শ্রমিকের দেহটা আড়ালে টেনে আনল রানা, নিজের পরিধেয়র ওপরেই পরল তার ইউনিফর্ম। লোকটা লম্বা চওড়া ওর চেয়ে কিছুটা বেশিই ছিল, কাজেই তার কভারল ভালই ফিট করল রানার। কভারলের কোমর থেকে গলা পর্যন্ত লম্বা জিপারটা টেনে দিল ও।

লোকটাকে বেঁধে রাখা নিয়ে সমস্যায় পড়ল মাসুদ রানা। এমন কিছুই নেই হাতের কাছে যা দিয়ে বাঁধা যায়। না বেঁধেও উপায় নেই। কখন জ্ঞান ফিরে আসে তার ঠিক কি? আর কোন উপায় নেই দেখে মোজা খুলে ফেলল রানা পা থেকে। ওর একটা দিয়ে লোকটার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধল কষে। মোজা নাইলনের বলে বাঁধন মনমত হলো ওর। অন্যটা দিয়ে বাঁধা হলো তার পা দুটো। কভারলের পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল লোকটার রুমাল, ওটা তার গালে পুরে নিজের রুমাল দিয়ে মুখটাও বেঁধে ফেলল মাসুদ রানা। বাঁধনগুলো টেনেটুনে দেখে সন্তুষ্ট হলো। আপাতত এদিকটায় নিশ্চিন্ত।

খালি পায়ে জুতো পরে উঠে দাঁড়াল রানা। সবশেষে লোকটার ক্যাপ মাথায় দিল। সামনের বাড়তি কিনারা টেনে নামিয়ে দিল ভুরু পর্যন্ত। তারপর কভারলের মাঝামাঝি জায়গার বোতাম লাগানোর ভান করতে করতে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, বোঝাতে চায় পানি খরচ করতে আড়াল নিয়েছিল ও। যেদিক থেকে লোকটা আসছিল, সেদিকে চলল রানা। ধড়ফড় করছে বুকের ভেতর। ওর মত নীল কভারল তো বটেই, কয়েকজন বাদামী ইউনিফর্মধারীকেও পাশ কাটিয়ে এল রানা নির্বিঘ্নে, কেউ ভ্রূক্ষেপই করল না। সাহস বেড়ে গেল ওর।

প্রথম দেখা ব্যারাকের মতই লম্বাটে, তবে ছোট আরেকটা ভবনের সামনে পৌঁছল ও হাঁটতে হাঁটতে। তার মাঝামাঝি এক রুম থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখল রানা। নিশ্চয়ই কিচেন, ভাবল ও। আরও খানিকটা এগোতে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ পেল ও নাকে। জিভে পানি এসে গেল রানার, খিদে মুচড়ে উঠল পেটের মধ্যে। খেয়াল হলো, গত সন্ধের পর থেকে মুখে কিছু দেয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু এখন তা নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। এখন নিশ্চয়ই টক হবে আঙুর।

কিচেন থেকে বড় একটা বোঝাই ট্রে নিয়ে বেরিয়ে এল এক নীল কভারল। ওতে জালি দিয়ে ঢাকা বড় কয়েকটা প্লেট, অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে প্রায় সবগুলো থেকে। মাসুদ রানার দিকেই আসছে লোকটা, ওর বিপরীতে যাবে। কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দু'জন, মুখ আরেক দিকে ফিরিয়ে তাকে পাশ কাটাতে যাচ্ছে রানা। এমন সময় কে একজন হাঁক ছাড়ল ট্রে বহনকারীর উদ্দেশে। 'কার ব্রেকফাস্ট নিয়ে যাচ্ছো, জুয়ান?'

আড়চোখে দেখল রানা, ওর বাঁ দিকে রয়েছে প্রশ্নকারী। একটা প্রায় অদৃশ্য পথ ধরে এদিকেই আসছে সে। 'কার আবার! বিজ্ঞানী সাহেবের! ট্রের সাইজ দেখেও বোঝো না?' বলল জুয়ান।

আপনাআপনি হাঁটার গতি কমে এল মাসুদ রানার। আর দশ গজমত সামনে রয়েছে জুয়ান। তার এবং রানার মাঝামাঝি রয়েছে প্রশ্নকারী, এ রাস্তায় উঠে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল সে। 'আজ তো ভদ্রলোকের ডিম ফোটানোর দিন। নিশ্চই সেই খুশিতে জেনারেল তাঁর জন্যে বিশেষ ভোজের আয়োজন করেছেন?'

'নিশ্চই! এক হালি ডিমের ওমলেট, বীফ, বাটার, টোস্টেড রুটি, পাকা টম্যাটো, আঙুর, কলা···আর শুনবে? না, থাক্। অহেতুক আত্মাকে কষ্ট দেয়া ঠিক নয়।' ধীর পায়ে ওদের পাশ কাটাল মাসুদ রানা।

'আর আমাদের জন্যে? সেই নিত্য আবর্জনা?'

'তাড়াতাড়ি যাও,' বলল জুয়ান। 'নইলে তাও ফুরিয়ে যাবে।'

'ইশশ্!' পিছন থেকে লোকটার খেদোক্তি শুনতে পেল রানা। 'কবে যে এই জাহান্নাম ছেড়ে মানুষের পৃথিবীতে গিয়ে মানুষ হতে পারব। মানুষের খাদ্য খেতে পাব।'

'আফসোস কোরো না, কমরেড। সময় এসে গেছে।'

খানিক এগিয়ে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। বাঁক ঘুরেই একটা বোল্ডারের আড়ালে থেমে পড়ল মাসুদ রানা। আশপাশে লোকজন নেই দেখে নিয়েছে আগেই, তবু যদি কেউ আড়ালে থেকে থাকে, তাকে দেখানোর জন্যে আরেকবার ভারমুক্ত হওয়ার ভান করল ও। বোল্ডারের পিছন থেকে ডান চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে আছে জুয়ানের দিকে। চলে যাচ্ছে সে, অন্যজন ততক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে কিচেনে। আরও গজ বিশেক এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল রানা জুয়ানকে, তারপর পিছু নিল।

মিনিট তিনেক ডানে-বাঁয়ে করে বড় একটা বিল্ডিঙের কাছে পৌঁছল লোকটা, অন্যগুলো থেকে বেশ তফাতে এটা। অর্ধেক মাটির নিচে এটারও। এর মধ্যে একবারও পিছনে তাকায়নি সে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল জুয়ান, একটা ভেড়ানো দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভবনের ভেতর। কোন গার্ডের মুখোমুখি হতে দেখা গেল না তাকে। দু'মিনিট অপেক্ষা করল মাসুদ রানা, তারপর আল্লাহ্র নাম নিয়ে পা বাড়াল

দরজাটার দিকে। ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়ল। না, কোন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হলো না ওকে। সামনে দীর্ঘ, প্রশস্ত করিডর, একদম ফাঁকা।

জুয়ানকে দেখা যাচ্ছে না, তবে তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শব্দটা করিডরের উঁচু সিলিঙে, দেয়ালে। চারদিক তাকিয়ে নতুন একটা চিন্তা ঢুকল মাসুদ রানার মাথায়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখন, বিল্ডিংগুলো বেশ কয়েক বছর আগের তৈরি, এবং জরুরী কাজ চালাবার জন্যে যেন-তেনভাবে নয়, সুপরিকল্পিতভাবে এবং বেশ পোক্ত করেই করা হয়েছে। মাটির তলায় এগুলোর ফ্লোর একাধিক হওয়াও বিচিত্র নয়। পাথর কেটে তৈরি দেয়াল, সিলিং, মেঝে সব খুব যত্নের সঙ্গে ঘষে মসৃণ করে তোলা হয়েছে এর, দেখলে অবাক হতে হয়। পুরো ঘাঁটি তৈরি করতে নিঃসন্দেহে বছরের পর বছর সময় লেগেছে।

হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগল ওর মনে। বেশ কয়েক বছর আগে একটা গুজব শোনা গিয়েছিল, দক্ষিণ আমেরিকার কোন এক অজ্ঞাত পাহাড়ী এলাকায় একটা গোপন ঘাঁটি তৈরি করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা মিসাইল সঙ্কটের সময়। পরে অবশ্য চাপা পড়ে যায় গুজবটা। সত্যিই কি গুজব ছিল সেটা? নাকি এটাই সেই ঘাঁটি? পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল সেই থেকে, এখন প্রয়োজন পড়ায় ব্যবহার করছে জেনারেল গোরোডিন? মস্কোর গোপন নির্দেশে?

ওয়ারনোর একটা মন্তব্য মনে পড়ল মাসুদ রানার। গোরোডিনের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী কোন এক দক্ষিণ আমেরিকান দেশ এখানে গোরোডিনের প্রয়োজনীয় সাপ্লাই, পারসোনেলদের আনা-নেয়ার কাজ করে। চুক্তিটা আদতেই গোরোডিনের সঙ্গে, নাকি মস্কোর সঙ্গে? কোন দেশ সেটা? ব্রিটিশ গায়ানা না ভেনিজুয়েলা? তা পরে জানলেও চলবে। আগে আসল কাজ। পা বাড়াল মাসুদ রানা।

অর্ধেক করিডর পেরিয়ে এসেছে ও, দু'বার বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। এর মধ্যে মাত্র দুটো দরজা চোখে পড়েছে। দ্বিতীয় দরজার সামান্য পরে এসে যোগ চিহ্নের মত ডানে বাঁয়ে আরও দুটো করিডর চলে গেছে। উঁকি মেরে দু'দিকেই দেখে নিল রানা। এখনও জুয়ানের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এদিকে কেউ নেই, ফাঁকা। আবার পা চালাল ও সোজা। কিছুদূর এগিয়ে আবার যোগ চিহ্ন। থেমে দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে যাচ্ছিল ও, জমে গেল গলার আওয়াজ পেয়ে। জুয়ানের কণ্ঠ ওটা। 'রাজার নাস্তা নিয়ে এসেছি আমি হিজ হাইনেস সায়েন্টিস্ট সাহেবের জন্যে।'

'ট্রে-টা দাও,' বলল আরেকটা কণ্ঠ। স্বর কঠিন। 'আর ফালতু মন্তব্যগুলো তোমার নোংরা কভারলের পকেটে পুরে বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

'কি করছেন ভেতরে বিজ্ঞানী সাহেব? ডিমে তা দেয়া শেষ হয়নি এখনও? কখন ফুটবে ওটা?'

দ্বিতীয়জনের হাসি শোনা গেল এবার। খুব সতর্কতার সঙ্গে ডান দিকের শাখা করিডরে উঁকি দিল মাসুদ রানা। একশো গজমত গিয়ে শেষ হয়েছে ওটা। শেষ মাথায় বন্ধ, নিরেট এক স্টীলের দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক গোঁফওয়ালা বাদামী ইউনিফর্ম। জুয়ান দাঁড়িয়েছে তার মুখোমুখি, এদিকে পিছন দিয়ে। তার হাত থেকে ট্রে-টা নিল গার্ড। তার গোঁফের নড়াচড়া দেখতে পেল মাসুদ রানা।

'রাত-দিন কাটে তার কানা গর্তে। ভেতরে বসে ডিমে তা দেয়, না নিজের ডিম

নিজেই খায় বুঝি কি করে, বলো? তবে আজ বোধহয় লোকটা মুডে আছে, খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে। এত ভোরে কোনদিন তাকে জাগতে দেখিনি আমি আজ পর্যন্ত।'

জুয়ান কথায় ওস্তাদ মানুষ, ভাবল রানা, ধার এবং রস দুটোই আছে তার কথায়। গার্ডের উত্তরে বলল, 'তার মুড আমাদের মত হা-ভাতেদের কিস্‌সু কাজে আসবে না, কাজটা গুড চাই আমরা। ওয়েল, প্রার্থনা করি, দুনিয়ার সব ভাল তাদের হোক, আর সব খারাপ আমাদের হোক। চলি।'

জুয়ান ঘুরে দাঁড়াবার আগেই পা চালাল মাসুদ রানা, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই ফিরে চলল। কারণ এখানে গা ঢাকা দেয়ার জায়গা নেই। আনিসুর রহমানের গর্ত চেনা হয়ে গেছে, এখন পরবর্তী কর্মপন্থা ভেবে বের করতে হবে ওকে। দৌড়ে এগোল রানা, জুয়ানের চোখে পড়ে যাওয়ার চান্স আছে নইলে। আগে একবার দেখেছে সে ওকে রাস্তায়, আবার যদি এখানে দেখে, সন্দেহ করে বসতে পারে। শেষ বাঁকটা ঘুরে সরলরেখার মত করিডরে পড়ল মাসুদ রানা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খুলে গেল ও মাথার দরজাটা, ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে এক সশস্ত্র আর্মি গার্ড। চোখ তুলে দেখল সে রানাকে, মাত্র ত্রিশ গজ দূর থেকে। চট্ করে থেমে পড়ল রানা, কভারলের দুই পকেট চাপড়াল ওপর থেকে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল, যেন কিছু ফেলে এসেছে। আবার ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

'অ্যাই!' ডেকে উঠল গার্ড পিছন থেকে।

শুনল না রানা। বাঁকটা ঘুরেই ছুট লাগাল পড়িমরি করে। ও জানে বেশি দূর যেতে পারবে না পালিয়ে। কারণ ওদিক থেকে আসছে জুয়ান। গার্ড এবং তার, দু'জনেরই পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে মাসুদ রানা, তবে প্রথমটা বেশ দ্রুত, সে-ও দৌড়ে আসছে। করিডরের প্রথম দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, চাপ দিল হাতল ধরে। নড়ল না হাতল। তালা মারা। ঘামতে শুরু করল রানা। ব্যস্ত হাতে কভারলের বুকের কাছে তুলে রাখা চেইনের জিপার ধরে একটানে নামিয়ে আনল কোমরের কাছে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।

ফাঁক দিয়ে কসরৎ করে নিজের ট্রাউজারের পকেটে ডান হাতটা ঢোকাল ও। বের করে আনল এক খণ্ড সরু স্টীলের তার। ট্র্যাডিশনাল সেলুলয়েডের টুকরোর চাইতে অনেক শক্ত এবং ফ্লেক্সিবল্ জিনিসটা। তেমনি যে-কোন তালা খুলতে অনেক বেশি কার্যকর। পৌঁছে গেছে প্রায় গার্ড, যে-কোন মুহূর্তে বাঁক ঘুরবে সে।

এরকম জীবন-মরণ মুহূর্তে মনস্থির করা বড্ড কঠিন। তবু মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করতে লাগল মাসুদ রানা মরীয়া হয়ে, ভুলে যেতে চাইল গার্ডের কথা, জুয়ানের কথা। তারটা তালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ও, চোখ বুজে বন্ধ দরজায় গাল ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে তারটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। ঘেমে ভিজে গেছে সারামুখ। মৃদু 'কট্' আওয়াজটা যেন স্বর্গের শীতল বাতাস, দেহ-মন জুড়িয়ে দিল মাসুদ রানার।

হাতল ধরে দরজা টান দিল মাসুদ রানা, ইঞ্চিখানেক খুলল পাল্লাটা, এই সময় হুড়মুড় করে বাঁক ঘুরল গার্ড। 'হেই, ইউ!' হাঁক ছাড়ল সে। ইউনিফর্মের নিচে চওড়া বুক ওঠানামা করছে তার, হাঁপিয়ে উঠেছে। লাল মুখটা রাগে আরও লাল হয়ে আছে তার। 'ওখানে কি···!'

চট্ করে ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখল মাসুদ রানা। 'শ্‌শ্‌শ্!' তারপর ইঙ্গিতে

তাড়াতাড়ি কাছে আসতে বলল তাকে, সেই সঙ্গে বোঝাতে চাইল রূমের ভেতর অনাহূত কেউ ঢুকেছে।

কপাল কুঁচকে ওর দিকে তাকাল গার্ড, কয়েক সেকেন্ড পর মাথা দোলাল। জানতে চাইছে, কি?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আবার ভেতরটা দেখাল মাসুদ রানা। হাতের তালু চিত করে এমন একটা ভঙ্গি করল, যেন বোঝাতে চায়, বোকা নাকি তুমি? তাড়াতাড়ি আসতে বলছি না? একই সঙ্গে তুফান বেগে গার্ডটার মা-বাপ চোদ্দগুষ্টি তুলে সমানে গাল পাড়ছে মনে মনে। ভয় পাচ্ছে, এসেই পড়ল বোধহয় জুয়ান। একা দু'জনকে···।

এবার বোধোদয় হলো গার্ডের, দেহের পাশে ঝোলানো হোলস্টার থেকে চট্ করে কামান আকৃতির এক পিস্তল বের করল সে। পা টিপে টিপে এগিয়ে এল। 'কি হয়েছে?' ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করল লোকটা।

'কে যেন ঢুকেছে ভেতরে,' একই ভাবে বলল মাসুদ রানা। 'অচেনা লোক। আগে কখনও দেখিনি তাকে এখানে।'

'তাই নাকি!' এক পা এগোল সে। 'দেখি, সরো! দেখতে দাও।'

পিছিয়ে এল মাসুদ রানা। দরজা আরও ফাঁক করে কামান বাগিয়ে উঁকি দিল গার্ড ভেতরে। আড়চোখে একবার পিছনটা দেখে নিল রানা, এখনও মুখ দেখায়নি জুয়ান। তবে দেখাল বলে। দরজাটা টান মেরে আরেকটু খুলল রানা, হাঁটু দিয়ে মাঝারি একটা গুঁতো মারল শত্রুর খোঁজে ব্যস্ত গার্ডের নিতম্বে। পুরো ঢুকে পড়ল গার্ড রূমের ভেতরে, পিছন পিছন মাসুদ রানা। বাঁ হাতে আগে থেকে ধরে রাখা দরজাটা টেনে বন্ধ করল রানা প্রথমে। সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে তখন গার্ড। অর্ধেকটা ঘুরেছে সবে, এমন সময় ওয়ালথারের বাঁট সজোরে বসিয়ে দিল সে তার চাঁদিতে।

কয়েক সেকেন্ড পর দরজার ওপাশে পায়ের আওয়াজ উঠল জুয়ানের। চলে যাচ্ছে লোকটা।

সাত

ভেতরের আবছা আঁধারে চোখ সয়ে আসতে চারদিকে তাকাল মাসুদ রানা। ওর ধারণা ছিল ব্যবহার হয় না এ রূম, কিন্তু তা নয়। চমৎকার সব ফার্নিচার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা আছে ভেতরে। ঘরের মাঝখানে সিলিং থেকে ফ্লোর পর্যন্ত লম্বা ভারি পর্দা ঝুলছে। ওপাশে কি আছে দেখবে বলে পা বাড়াতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় খসখস আওয়াজ উঠল, পর্দা সরিয়ে এপাশে এসে দাঁড়াল এক সুন্দরী তরুণী। 'ঢোকার আগে একবার অন্তত নক্ করে ঢোকা উচিত···' থেমে গেল সে। হাঁ করে একবার অজ্ঞান গার্ড, আরেকবার থতমত খাওয়া চেহারার মাসুদ রানার দিকে তাকাতে লাগল।

'হ্যালো!' ধাক্কাটা সামলে সহজ হওয়ার চেষ্টা করল রানা। দাঁত কেলিয়ে বলল, 'ডিসটার্ব করলাম না তো?'

'কে আপনি!' গলা কেঁপে গেল তরুণীর। ষোলো কি সতেরো বয়স হবে তার।

উচ্চতা মাঝারি। সোনালী চুল। চেহারা দেখে বোঝা যায় এইমাত্র বিছানা ছেড়েছে। 'কি করেছেন একে, মেরে ফেলেছেন?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় আরেক মেয়ে বেরিয়ে এল পর্দা ঠেলে। সামনের দৃশ্য দেখে অস্ফুটে আঁতকে উঠে ব্রেক কষল সে। 'এ কি! এই লোকটা···আপনি! আপনি কে?'

মাসুদ রানার বিস্মিত হওয়ার পালা এবার। আগের তরুণীর আয়নায় প্রতিফলিত ছায়া যেন পরের মেয়েটি। অবিকল এক চেহারা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এ-ও বিছানা থেকে উঠে এসেছে। পার্থক্য কেবল প্রথমটি পরে আছে খাটো পিঙ্ক নাইট গাউন, দ্বিতীয়টি কালো হারেম পাজামা। পোশাকগুলো এতই স্বচ্ছ যে ওদের সারা অঙ্গ দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা।

'আপনি কে?' প্রশ্ন করল প্রথম মেয়েটি।

'আগে তো কখনও দেখিনি আপনাকে!' এটি দ্বিতীয়।

'লিসন, গার্লস···'

থামিয়ে দিল রানাকে এক নম্বর। 'আমি কিটি।'

'আর আমি পিটি।'

'দু'জনেরই নামের শেষ অক্ষর ওয়াই,' প্রথম তরুণী বলল।

'আই সী!' আর কি বলবে ভেবে পেল না মাসুদ রানা।

দু'নম্বর তড়পে উঠল। 'আমরা যমজ।'

'শুনে খুশি হলাম।'

ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল দু'বোন। 'আপনি মনে হয় এখানকার কেউ না, ঠিক?' বলল পিটি।

'নিশ্চই ধাওয়া খেয়ে গা ঢাকা দেয়ার জন্যে ঢুকেছেন আমাদের রুমে?' পাকা সমঝদারের মত মাথা দোলাল কিটি।

কখন এরা চেঁচিয়ে ওঠে, সেই ভয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ তটস্থ ছিল মাসুদ রানা। কিন্তু ধীরে ধীরে ভয়টা কেটে যেতে লাগল। এতক্ষণেও তেমন কিছু কারেনি, আশা করা যায় আর করবেও না। ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। 'শোনো, কিটি আর পিটি। তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। তবে এখনই নয়, পরে। আগে এর ব্যবস্থা করতে দাও, তারপর।'

'কি ব্যবস্থা করবেন এর?' প্রশ্ন করল পিটি।

'হাত-পা, মুখ বাঁধব। লুকিয়ে রাখতে হবে দেহটা।'

বোনের দিকে ফিরল পিটি। ভুরু নাচাল। 'কি, বলিনি এ লোক এখানকার কেউ নন?' হাত তালি দিয়ে উঠল সে। 'হাউ এক্সাইটিং!'

'আপনি নিশ্চই পুলিস নন?' কপাল কোঁচকাল কিটি।

'না, পুলিস নই। কিন্তু দয়া করে কিছুক্ষণ মুখ বন্ধ রাখো তোমরা। হাতের কাজটা সারতে দাও, তারপর খোশ গল্প করা যাবে তোমাদের সঙ্গে। ওকে?'

'ওকে।' যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো ওরা।

'গুড গার্লস। এবার খানিকটা সাহায্য করো আমাকে। কিছু দড়ি জোগাড় করে দাও।'

'দড়ি? দড়ি তো নেই!' বলল পিটি চিন্তিত মুখে। 'আর কিছু হলে চলবে না? একটা পাজামা এনে দেব আমার?'

'হ্যাঁ, ওতেও চলবে। নিয়ে এসো।'

ওটার মাঝখানের দু'পা জুড়ে রাখা সেলাইয়ের জায়গাটা ফড়াৎ করে ছিঁড়ে ফেলল রানা এক টানে। টুকরো দুটো দিয়ে আচ্ছামত কষে বাঁধল অজ্ঞান গার্ডের হাত পা। তারপর মেয়েদের একটা তোয়ালে আনিয়ে মুখটাও বাঁধল। 'কোথায় রাখা যায় এটাকে?' প্রশ্ন করল রানা কাজটা শেষ করে।

'আমাদের বাথরুমে,' সমাধান দিল পিটি।

'ধন্যবাদ।' লোকটার দুই বগলের তলায় হাত ভরে দিল রানা, টানতে টানতে নিয়ে চলল বাথরুমে। মেয়ে দুটো সাহায্য করল ওকে। কাজটা শেষ হতে না হতেই করিডরে জুতোর আওয়াজ উঠল। এই রুমের বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে থামল পদশব্দ, পরমুহূর্তে চাবির গোছা নাড়াচাড়ার আওয়াজ। জমে গেল মাসুদ রানা।

'গার্ড!' আঁতকে উঠল পিটি। পলকে মুখ শুকিয়ে গেল দুই বোনের। কাঁদো কাঁদো চেহারা করে রানার দিকে তাকাল ওরা।

দুই লাফে বাথরুমের সামনে ফিরে গেল রানা। ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে হাতে। 'ঘাবড়িয়ো না,' ফিসফিস করে বলল ও। 'ও যাতে ঘরে না ঢোকে, সেই চেষ্টা করো তোমরা। তারপর যদি দরকার হয়…।' বলতে বলতে ঢুকে পড়ল ও বাথরুমে। দাঁড়াল গিয়ে অজ্ঞান গার্ডের পাশে। খোলাই থাকল দরজা। সেই মুহূর্তে খুলে গেল সামনের দরজা, পাল্লা ফুট দুয়েক ফাঁক করে উঁকি দিল আরেক গার্ড।

'ওয়েল,' বলল সে আমুদে কণ্ঠে। 'আজ এত জলদি বিছানা ছেড়েছ তোমরা কি মনে করে?'

'কেন এসেছ তুমি, ইউরি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিটি।

'ভোর হতে না হতেই নারীদেহের রাক্ষুসে খিদে পেয়ে বসেছে বুঝি প্রফেসরকে?' টিপ্পনি কাটল পিটি। ভয়টা মনে হলো কাটিয়ে উঠতে পেরেছে সে। 'কাকে চাই তার? আমাকে, না কিটিকে? নাকি দু'জনকেই?'

'না, ওদিক থেকে আসিনি আমি। আমি এসেছি বাইরে থেকে। কাজেই সায়েন্টিস্ট সাহেবের খবর বলতে পারছি না।' ওদের দু'বোনকে পালা করে দেখতে লাগল গার্ডটা।'

'তাহলে কেন এসেছ তুমি?' সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল কিটি। 'প্রফেসরের নির্দেশ ছাড়া তোমাদের কারও এ রুমে ঢোকার হুকুম নেই, ভুলে গেছ সে কথা?'

'না, ভুলিনি,' দাঁত বের করে হাসল গার্ড নির্লজ্জের মত। 'এলাম…এমনিই এলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। ভাবলাম, আধবুড়ো প্রফেসরে এতদিনে নিশ্চই অরুচি ধরে গেছে তোমাদের। আমার মত জোয়ান মরদ পেলে খুশি না হয়ে পারো না তোমরা, তাই এলাম আর কি! বুঝলে না? তাছাড়া আজ আমাদের আনন্দের দিন। এমন একটা দিনের শুরুটা যদি…'

'চলে যাও, ইউরি,' শান্ত কণ্ঠে বাধা দিল কিটি। 'নইলে পরে পস্তাবে। ব্যাপারটা প্রফেসর রেমানকে জানাতে বাধ্য হব আমরা।'

'আহা, রাগ করো কেন! এমনি ঠাট্টা করলাম একটু। আচ্ছা, চলি। ও, ভাল কথা,

বরিসকে দেখেছ তোমরা?'

ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠল ওরা দু'বোনই। কারণ ওদেরই বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বরিস। 'বরিস!' বিস্মিত হওয়ার ভান করল পিটি, সে-ই আগে সামলে উঠতে পেরেছে আকস্মিক নতুন ধাক্কাটা। কিটি তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি।

'সে কি?' অবাক হলো যেন গার্ড। 'আকাশ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে? বরিসকে চিনতে পারলে না?'

'চিনতে কেন পারব না!' ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিল মেয়েটি। 'কিন্তু তাকে আমাদের দেখার প্রশ্ন আসছে কিভাবে?'

'নাহ্! তোমরা বড় ত্যাড়া ত্যাড়া কথা বলছ আজ। আমার সোজা কথাটাকেও সহজ মনে গ্রহণ করতে পারছ না।'

'আহ্, থামো!' বিরক্তির ভঙ্গি করে বোনকে ধমকাল কিটি। এক পা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। 'কি হয়েছে বরিসের, ইউরি?'

'হয়নি কিছু। আমার আগে আগে এই বিল্ডিঙে ঢুকেছে বরিস, অথচ ভেতরে কোথাও দেখলাম না তাকে। তাই ভাবলাম, প্রফেসরের ওখানে না হয় তোমাদের এখানে, এ ছাড়া এ বিল্ডিঙে যাওয়ার আর জায়গাটা কোথায়!'

'ও, তাই বলো!' আশ্বস্ত হওয়ার ভান করল কিটি। 'যাবে আর কোথায়! এসে থাকলে আছে নিশ্চই আশেপাশে কোথাও!'

'অল রাইট, গার্লস,' পিছিয়ে গেল ইউরি। 'সী ইউ!' দড়াম করে আছড়ে পড়ল দরজা। তালা লেগে গেল।

'অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের,' ওয়ালথার কোমরে গুঁজে বেরিয়ে এল রানা বাথরুম থেকে। 'ভাবছি কি করে শোধ করব তোমাদের ঋণ।' একটু থামল ও। 'এখানে তোমাদের দুই বোনের উপস্থিতির যে কারণ শুনলাম, তা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষিপ্ত উত্তর পিটির। 'এবার দয়া করে আপনার উপস্থিতির কারণটা জানাবেন কি?' মেয়েটিকে চিন্তিত মনে হলো।

'বলছি। তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'বলুন, কি জানতে চান?' বলল সে।

'তোমরা এখানে কেন? কি ভাবে জড়ালে প্রফেসরের সঙ্গে?'

'সে অনেক কথা,' বলল কিটি।

'সংক্ষেপে বলো। জানা প্রয়োজন আমার।'

কিটির দিকে ফিরল পিটি। 'তুমি বলো।'

'বসুন,' রানাকে সোফা দেখাল কিটি।

বসল ও একটা সিঙ্গল সোফায়। মেয়েরা ওর মুখোমুখি কার্পেটের ওপর বসল। 'বছর খানেক আগে সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকলে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল "কনজেনিয়াল গার্লস ওয়ান্টেড ফর ট্রাভেল, অ্যাডভেঞ্চার, এক্সাইটমেন্ট" বলে। দরখাস্ত করি আমরা দু'বোন।'

'এবং গৃহীত হয় তোমাদের দরখাস্ত, এই তো?'

'হ্যাঁ। আরও অনেক মেয়ে অ্যাপ্লাই করেছিল। কিন্তু যমজ বলে অগ্রাধিকার দেয়া হয় আমাদের।'

'তারপর?'

'এখানে নিয়ে আসা হয়।'

'এবং প্রফেসরের নিয়মিত ভোজে নিজেদের উৎসর্গ করতে বাধ্য করা হয়, রাইট?'

'রাইট,' একটু ইতস্তত করে বলল কিটি।

'আই লাইক ইউ,' বলে উঠল পিটি। 'প্রফেসরের থেকে আপনি অনেক ইয়াং, আর হ্যান্ডসাম...'

'পিটি বা কিটি, যেই হও তুমি,' কঠিন কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'এখানে আমি তোমাদের কাছে আমার সেক্সুয়াল ট্যালেন্ট প্রমাণ করতে আসিনি। আমি এসেছি...।' থেমে গেল ও।

'থামলেন কেন?' বলল পিটি। 'বলুন, বক্তব্য শেষ করুন।'

'আমি...আমি এসেছি তোমাদের প্রফেসরকে সম্ভব হলে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে।'

'মানে!' বিস্মিত হলো পিটি। 'তার অপরাধ?'

'আপনি না বললেন আপনি পুলিস নন?' ডান পাশের চুল কানের পিছনে গুঁজল কিটি।

'থামো,' ডান হাত তুলল মাসুদ রানা। 'এক সঙ্গে এত প্রশ্ন কোরো না।' পিটির দিকে ফিরল ও। 'তার অপরাধ, হাজার হাজার মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মেতেছে সে। নিউক্লিয়ার বোমা মেরে নিউ ইয়র্ক শহর উড়িয়ে দেয়ার সব আয়োজন পাকা করে ফেলেছে এই লোকটা। যদি বাধা দেয়া না যায় তাকে, আগামী আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ধুলোয় মিশে যাবে নিউ ইয়র্ক। যে কারণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসতে হয়েছে আমাকে। কিছুদিন আগে বোমা মেরে সাউথ প্যাসিফিকের একটা দ্বীপ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এই লোক। হত্যা করেছে দ্বীপের পাঁচশো নিরীহ সাধারণ মানুষকে।' কিটির চোখে চোখ রাখল রানা। 'আমি পুলিস নই ঠিক, তবে ওইরকমই কিছু একটা।'

'ও, মাই গড!' চোখ কপালে উঠল দুই বোনের। বিস্ময় ধ্বনিটা একই সঙ্গে, একই স্কেলে বেরিয়ে এল দু'জনের গলা দিয়ে। খানিক বিরতি দিয়ে মুখ খুলল পিটি। 'আপনি কি... আপনি কি স্পাই?'

'ধরে নাও একটা কিছু।'

'কিন্তু আমাদের কি অবস্থা হবে?' পরিষ্কার উদ্বেগ তার কণ্ঠে।

'মানে?'

'এখানে প্রচুর টাকা পাই আমরা। প্রচুর টাকা, যা কল্পনাও করিনি কখনও। সব টাকা জমা করছি আমরা। ঠিক করেছি, আরও কিছু টাকা জমিয়ে চলে যাব, সান ফ্রান্সিসকোয় একটা দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করব।'

'তোমরা কোন দিন এই জায়গা ত্যাগ করতে পারবে, ভাবলে কি করে?'

'মানে?' চোখ পিটপিট করে উঠল কিটির। 'পারব না কেন?'

'পারবে না এই জন্যে যে তোমরা বন্দী। এই সোজা...'

মাথা দুলিয়ে বাধা দিল পিটি। 'না, বন্দী হতে যাব কেন? প্রায়ই তো বাইরে যেতে

দেয় ওরা আমাদের, যখনই চাই। ইচ্ছেমত ঘোরাঘুরি করে বেড়াই, কেউ বাধা দেয় না।'

'হ্যাঁ, ঘুরে বেড়াও, কিন্তু কোথায়? এই এলাকার মধ্যে। এর বাইরে নয় নিশ্চই? এখানে ঘুরে বেড়ালে বাধা দেয় না কেউ তোমাদের, কারণ তার আসলে প্রয়োজন নেই। একমাত্র আকাশপথ ছাড়া চাইলেও তোমরা পালাতে পারবে না এখান থেকে কোনমতেই, তাই ওরা বাধা দেয় না। তোমরাই বলো, আসার পর কোনদিন বের হতে পেরেছ তোমরা এখান থেকে? কোন শহরে গিয়েছ?'

'না, তা অবশ্য যাইনি,' চিন্তিত গলায় বলল কিটি।

'যেতে চেয়েছিলে, কখনও?'

পিটি বলল, 'হ্যাঁ, দু'বার চেয়েছিলাম।'

'কাকে বলেছিলে?'

'প্রফেসরকে।'

'তারপর?'

'বলেছিল, এখন কিছু ঝামেলা আছে, পরে যেয়ো।'

'কি ঝামেলা?'

'কি জানি, জিজ্ঞেস করিনি।'

'কোন ঝামেলা না, আসলে তোমাদের যেতে দেবে না সেটাই আসল কথা। যেতে যদি দিতেই হয়, একবারেই দেবে।'

'মানে?'

আঙুল দিয়ে গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গি করে দেখাল রানা। 'চিরজীবনের জন্যে শেষ করে দেবে। এসব ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম। প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে তোমরা, সে আশা বাদ। এই ঘরে সারাদিন নিশ্চই তালা মেরে রাখা হয় তোমাদের?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' নিস্তেজ গলায় বলল অন্যজন। বোঝা গেল সে-ও গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। 'তালা মারা থাকে সবসময়।'

'তারপরও তোমরা ভাবো তোমরা মুক্ত? ইচ্ছে করলেই সান ফ্রান্সিসকো নিউ ইয়র্ক ঘুরে আসতে পারো?'

অনেকক্ষণ কথা নেই দুই বোনের মুখে। ঘন ঘন দৃষ্টি বিনিময় করছে তারা পরস্পরের সঙ্গে। চেহারার লাবণ্য উবে গেছে দু'জনেরই, একটু একটু করে ভয় চেপে বসছে চোখেমুখে, ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে চেহারা। চুপ করে থাকল মাসুদ রানা, আগে মেয়েরা তাদের প্রতিক্রিয়া দেখাক, তারপর মুখ খুলবে ও।

'ও, জেসাস গড!' দীর্ঘ বিরতির পর প্রায় গুঙিয়ে উঠল কিটি। 'কি হবে তাহলে আমাদের?'

'আমি তোমাদের উদ্ধার করতে পারি এখান থেকে,' বলল মাসুদ রানা। 'যদি তোমরা ছোট একটা সাহায্য করো আমাকে।'

'কি সাহায্য?'

'বলুন বলুন!'

'কি ভাবে প্রফেসরের গর্তে ঢুকতে পারি, সে ব্যাপারে পরামর্শ দাও আমাকে।'

মুখ তুলল কিটি। 'কিন্তু ওখানে আপনি ঢুকতে পারবেন না কিছুতেই, যতই চেষ্টা করুন না কেন।'

'কেন পারবো না?'

'তার ওখানে সিকিউরিটি সিস্টেম খুব কড়া।'

'ঠিক আছে, পুরোপুরি শোনা যাক সে ব্যাপারে। ভেতরে রোজই একবার না একবার যেতে হয় তোমাদের। ঢুকতে বেরোতে কি কি সিস্টেম ফলো করতে হয় তোমাদের, বলো।'

'সব সময় একজন গার্ড থাকে প্রফেসরের পাহারায়,' শুরু করল পিটি। 'তার রুমে ঢোকার আগে ছোট এক ফ্রন্ট রুমে থাকে সে, ভারি স্টীলের গেটের ওপাশে। গেটটা ইলেক্ট্রিক্যালি কন্ট্রোলড্। প্রফেসর যখন আমাদের কাউকে নিতে পাঠায়, সেই গার্ড এসে নিয়ে যায়। ভেতরে গিয়ে তার বন্ধ গেটে নক করে সে, দরজার গায়ে ছোট একটা ফ্ল্যাপ আছে, ওটা দিয়ে বাইরে তাকায় প্রফেসর। আমাদের দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে তবে দরজা খোলে সে। বাইরের দিকে কোন তালা-চাবির কারবার নেই ওই দুই গেটের। ভেতর থেকে খোলে কেবল। লিভারের সাহায্যে।'

'তারপর? ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে বলো।'

'ফ্রন্টরুমের পরে প্রফেসরের রুমে ঢুকতে প্রথমে ফুট দশেক লম্বা করিডর,' কিটি বলল এবার। 'তারপর বড় একটা অফিসরুম। একটা ডেস্ক, তারওপর একটা টেলিফোন, আর বসার জন্যে চেয়ার, এ ছাড়া আর কিছু নেই রুমটায়। ডেস্কের কাছে দেয়ালে যুক্তরাষ্ট্রের বড় একটা ম্যাপ ঝোলানো আছে। অফিসরুমের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা দিয়ে প্রফেসরের লিভিংরুমে আসা-যাওয়া…'

'রাখো!' বাধা দিল পিটি। 'ওই ম্যাপটার আড়ালে একটা ওয়াল সেফ আছে। ঠিক ওয়াল সেফ নয়, একটা চৌকো গর্তের মত আর কি! একবারই দেখেছি আমি ওটা, খুব সম্ভব প্রফেসরের ভুলে। দেখেছি হোলটা খোলা, ভেতরে কাগজপত্র ডায়েরী ইত্যাদি যত্ন করে গুছিয়ে রাখা। আমি অবশ্য ভান করেছি যেন দেখিনি। আসলে ও ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহও ছিল না আমার। পরেরবার যখন আমাকে ডেকে পাঠায় প্রফেসর, আমি যাই, ম্যাপটা ঝোলানো ছিল আগের জায়গায়। বন্ধ ছিল সেফটা।'

'তোমরা কে কোনজন সনাক্ত করে কিভাবে লোকটা?' আনমনে হাতের তালু দিয়ে গাল ঘষল মাসুদ রানা।

'আমার এখানে,' বাঁ স্তনের নিচে আঙুল রাখল পিটি। 'একটা তিল আছে।'

'আই সী! এবার তার লিভিং রুম সম্পর্কে বলো।'

'রুমটা খুব বড়। মাঝখান থেকে আমাদের এই রুমের মত পর্দা দিয়ে আড়াল করা। প্রথম অর্ধেক প্রফেসরের বেডরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটা খাট, দুয়েকটা ছোটখাটো ফার্নিচার আর একটা টিভি ছাড়া তেমন কিছু নেই সেখানে। একটা দরজা আছে অ্যাটাচড্ বাথরুমে যাওয়ার। সামনের অফিসরুমের সঙ্গেও ওই বাথরুমে ঢোকার দরজা আছে আরেকটা।'

'আর পর্দার ওপাশে?'

'বড় একটা টেবিল, তারওপর নানান যন্ত্রপাতি, চিনি না কিছু। ল্যাব জাতীয় হবে হয়তো। ওহ্, প্রফেসরের বেডের সঙ্গে একটা টেলিফোনও আছে। ভুলে গিয়েছিলাম।

ইনসাইড ফোন।'

'কখনও ওই ফোনে কথা বলতে শুনেছ তাকে?'

'মাত্র একবার শুনেছি,' বলল কিটি। 'কিন্তু ইংরেজিতে নয়, আর কোন ভাষায় কথা বলছিল লোকটা। বুঝিনি কিছুই।'

'আমি শুনেছি কয়েকবার,' বলে উঠল অন্যজন। 'একবার ইংরেজিতে খুব উত্তেজিত গলায় কথা বলতে শুনেছি তাকে কোন এক জেনারেলের সঙ্গে।'

কপাল কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'কি বলছিল সে?'

'বলছিল, "আমাকে চাপাচাপি করবেন না, জেনারেল। ভয় দেখানোর চেষ্টাও করবেন না আর কখনও। মনে রাখবেন, আমার যদি কিছু হয়, আপনাদের সাধের মস্কোও ধুলোয় মিশে যাবে। ওখানে যখন কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, সঙ্গে তিনটে সুটকেস ছিল আমার। আসার সময় ছিল একটা কম"। খানিক চুপ করে থেকে আবার বলে ওঠে প্রফেসর, "এর অর্থ কিছু বুঝতে পারলেন, জেনারেল?" '

'কিসের সুটকেস?' প্রশ্ন করল কিটি।

'সুটকেসের ছদ্মবেশে ওগুলোই সেই বোমা, যার কথা বললাম আমি,' নাকের ডগা চুলকাল রানা। 'বুঝলে কিছু "সাধের মস্কোও ধুলোয় মিশে যাবে" কথাটার মানে?'

'তাইতো!' বলল পিটি। বোনের দিকে তাকাল সে।

'জেসাস গড!' গুঙিয়ে উঠল কিটি।

ভাবতে লাগল মাসুদ রানা। সময় এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্রফেসর আনিসুর রহমানকে কবজা করতে হবে। কিন্তু সে জন্যে হুড়োহুড়ি করে কোন পদক্ষেপ নিতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ইচ্ছে করলে তার গেটের গার্ডকে হত্যা করতে পারে মাসুদ রানা, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। গেট বাইরে থেকে খোলার যদি কোন ব্যবস্থা থাকত, তাহলে না হয় চেষ্টা করে দেখা যেত একবার। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়তে উৎসাহী হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ঝট করে মেয়ে দুটোর দিকে ফিরল।

'রোজই সকালে তোমাদের কাউকে না কাউকে ডেকে পাঠায় প্রফেসর?'

'হ্যাঁ,' বলল কিটি।

'প্রত্যেকদিন?'

'প্রত্যেকদিন।'

'এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি কখনও?'

'একদিনও না। অবশ্য প্রফেসর যখন এখানে থাকে। বাইরে কোথাও গেলে আলাদা কথা। নইলে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মতই নিয়মিত ঘটে ব্যাপারটা। এখন যে কোন মুহূর্তে ডাক পড়বে আমাদের।'

আজও কি বহাল থাকবে প্রফেসরের সে রুটিন? ভাবল মাসুদ রানা, এদের কাউকে কি ডেকে পাঠাবে লোকটা? হে খোদা! যেন পাঠায়। 'শোনো, মেয়েরা। তোমাদের যাকেই আজ ডেকে পাঠাবে প্রফেসর, তাকে খানিকটা কাজ দেখাতে হবে। অবশ্যই খুব সাবধানে করতে হবে কাজটা, কোনমতেই যেন টের না পায় সে।'

'কি কাজ?' সমস্বরে প্রশ্ন করল কিটি ও পিটি।

'ভেতরে ঢুকে প্রথমে বিছানায় নিয়ে লোকটাকে উত্তেজিত করে তুলতে হবে। তারপর শেষ মুহূর্তে বাথরুমে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে বলে নেমে পড়বে। বাথরুমে যাওয়ার কথা বললে নিশ্চই বাধা দেবে না প্রফেসর।'

'ঢুকলাম। তারপর?'

পালা করে দু'বোনকে দেখল মাসুদ রানা। বুঝতে পারেনি কে করল প্রশ্নটা। নাকি দু'জনেই করেছে একসঙ্গে? 'বাথরুমে ঢুকে ফ্লাশ করবে, তারপর একছুটে এদিকের রুম সংলগ্ন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সামনের গেট খুলে দেবে ভেতর থেকে। কাজটা সেরে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতে হবে বিছানায়। এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না।'

'বাপরে!' শিউরে উঠল কিটি। 'গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার।'

'আমারও।'

হঠাৎ অন্য চিন্তা ঢুকল রানার মাথায়। আজকের ব্যাপার আলাদা, প্রফেসরের জীবনে আজকের দিনটা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। এমন আনন্দঘন দিনে যদি মেয়েদের সান্নিধ্য এড়িয়ে থাকতে চায় সে, অন্তত বিস্ফোরণ ঘটানোর আগ পর্যন্ত?

'তারপর?'

'আমি বেডরুমে না ঢোকা পর্যন্ত আটকে রাখবে তাকে বিছানায়।'

ফিক্ করে হেসে উঠল দু'বোন।

কপাল কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'হাসলে কেন?'

মুখে হাত চাপা দিল কিটি। 'প্রফেসরের লাস্টিং ক্ষমতা একেবারেই নেই। বলতে গেলে শুরু হতে না হতেই...'

'তা হোক, তবু কিছুটা দেরি করাতেই হবে তাকে। যে ভাবে পারো, অন্তত পাঁচ মিনিট আটকে রাখবে।'

'সে না হয় হলো,' বলল পিটি। 'কিন্তু যদি ব্যাটা একসঙ্গে দু'জনকেই ডেকে পাঠায়?'

'তা করবে না,' মাথা দোলাল অন্যজন। 'সকালে কখনও দু'জনকে চায় না প্রফেসর।'

'জানি। কিন্তু আজ যদি চেয়ে বসে, বাই চান্স? তাছাড়া বাইরের গার্ড? ওকে ঠাণ্ডা না করলে ভেতরে ঢুকবেন কি করে আপনি, মিস্টার...মিস্টার...?'

'ফ্যানটম,' বলল মাসুদ রানা। 'সে আমি ভেবে রেখেছি। এবার শোনো; আরও কথা বাকি আছে বলা।'

'বলুন, শুনছি আমরা।'

পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল রানা। নিচু কণ্ঠে, একনাগাড়ে পাঁচ মিনিট দ্রুত কথা বলে গেল ও। নীরবে শুনল দু'বোন। এক সময় ব্যাখ্যা শেষ হলো ওর। 'কোন প্রশ্ন আছে তোমাদের কারও?'

মাথা দোলাল পিটি। 'আমার নেই। ইউ আর আ রিয়েল জিনিয়াস। আই লাইক ইউ, মিস্টার ফ্যানটম।'

'থ্যাঙ্কস। তোমার, কিটি?'

ওর চোখে চোখ রেখে অভিভূতের মত মাথা নাড়ল সে। 'না। কোন প্রশ্ন নেই, মিস্টার জিনিয়াস ফ্যানটম।'

'অল রাইট দেন। অভিসারের জন্যে তৈরি হয়ে নাও তোমরা। আর ভাল করে মাথার মধ্যে গেঁথে নাও, কোথাও যদি সামান্যতম ভুল করো তোমরা কেউ, জীবনে কোনদিন বের হতে পারবে না এখান থেকে। সান ফ্রান্সিসকো ফিরে যাওয়া আর দোকান খুলে বসা তো অনেক দূরের ব্যাপার।'

'প্রশ্নই আসে না ভুল করার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল পিটি।

অন্যজন বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'ভেরি গুড।'

আট

মূল্যবান প্রতিটি মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। কিছুই ঘটছে না। সোফায় বসে আছে উৎকণ্ঠিত মাসুদ রানা। এই বুঝি এল গার্ড, এই বুঝি করিডরে বুট পরা পায়ের ভারি আওয়াজ উঠল—আশা আর আশঙ্কার এক অদ্ভুত দোলায় দুলছে ও। দু'হাঁটুতে কনুইয়ের ভর রেখে বসে আছে রানা। উৎকর্ণ। উল্টোদিকের হালকা ক্রীম রঙের দেয়ালে নিবদ্ধ পলকহীন দৃষ্টি। নড়ছে না একচুল।

মাসুদ রানার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা প্রভাবিত করেছে মেয়ে দু'টিকেও। প্রফেসর আনিসুর রহমানের ডাক আসার আশায় আছে কিটি ও পিটি। পোশাক পাল্টে সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। সময় যত বয়ে যাচ্ছে, ততই ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে ওরা। চঞ্চল পায়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, কথা নেই কারও মুখে। হাঁটতে হাঁটতে কখনও থেমে পড়ছে কিটি বা পিটি, মাথা কাত্‌ করে বাইরের প্রার্থিত শব্দটি পাওয়া যায় কি না, চেষ্টা করছে শোনার। তারপর আবার পায়চারি।

দশ মিনিট কেটে যেতে স্থির ধারণা জন্মাল মাসুদ রানার, আজ আসছে না গার্ড। শুধু শুধু সময় নষ্ট করছে ও। প্রফেসর আজ তার নির্ধারিত কাজ শেষ করার ব্যাপারে ব্যস্ত, জৈবিক চাহিদা মেটানোর নিত্য রুটিনের কথা খেয়ালই নেই হয়তো। রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, আর ঘন্‌ ঘন হাতঘড়ি দেখছে, কখন সময় হবে ভাবছে। কখন সুইচে চাপ দেবে। অথবা হয়তো আশায় আছে, শেষ মুহূর্তে ওদের হুমকির কাছে মাথা নত করবে যুক্তরাষ্ট্র, মেনে নেবে দাবি।

কিটি বা পিটির সাহায্য ছাড়াই প্রফেসর আনিসের কাছে পৌঁছার আধ ডজন পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে মাসুদ রানার মাথায়। ফেলনা নয় কোনটিই, কিন্তু মুশকিল হলো, ওর আর প্রফেসরের মাঝখানের নিরেট স্টীলের দরজায় গিয়ে ঠেকে পড়ছে সে সব, ভেতরে ঢোকার পথ পাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে এক আধটা আওয়াজ উঠছে বাইরের টানেল করিডরে, মোটা গলার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। মেয়েরা দরজায় কান পেতে শুনে আওয়াজগুলোর ভাবার্থ অনুবাদ করে শোনাচ্ছে মাসুদ রানাকে। 'ও কিছু নয়,' বা 'কারা যেন এল,' অথবা 'কারা যেন চলে যাচ্ছে,' এইসব।

ঝাড়া আধ ঘন্টা অপেক্ষা করেও যখন ফল হলো না, উঠে পড়ল মাসুদ রানা। আর বসে থাকলে চলবে না, নিজেকেই যা হোক একটা কিছু করতে হবে এখন ওকে।

উঠে দাঁড়াল রানা, এবং ওদের সবার পিলে চমকে দিয়ে একজোড়া বুটের আওয়াজ এসে থেমে পড়ল বন্ধ দরজার ওপাশে। চাবির আওয়াজ শুনল ওরা। কয়েক মুহূর্ত অবিশ্বাস ভরা বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা, তারপর গুলি খাওয়া বাঘের মত এক লাফে গিয়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

সশব্দে বিস্ফোরিত হলো রুমের দরজা। 'এই যে, মিস্ তিলওয়ালী,' গলা শুনে বুঝল রানা, এ হচ্ছে সেই মোছুয়া, যার হাতে প্রফেসরের নাস্তা তুলে দিয়েছিল জুয়ান। 'প্রফেসর সাহেব এই মুহূর্তে তাঁর খেদমতে পেশ হতে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে। ডবল মার্চ! মীটিঙের নামে এতক্ষণ আটকে রেখে মেজাজ বিগড়ে দিয়েছেন তাঁর জেনারেল, তর সইছে না। ভদ্রলোক তোমাকে বলতে বলেছেন, এক মুহূর্ত যদি দেরি করো, আজ দুপুরে তোমাকে দিয়ে সাপার করবে জেনারেলের দুই কুকুর।'

আঁতকে ওঠার ভান করল পিটি। 'ওহ্, লর্ড! মাত্র চার কামড়ে সাবড়ে দেবে আমাকে রাক্ষস দুটো।' ব্যস্ত হয়ে পা বাড়াল সে দরজার দিকে। 'চলো চলো, প্রফেসরের গরম ভাব বজায় থাকতে থাকতে পৌঁছানোই মঙ্গল।'

'গরম নয়, বোধহয় তার ঠাণ্ডা ভাবটা ফ্রিজিং পয়েন্টে নেমে যাওয়ার আগে পৌঁছার কথা বোঝাতে চাইছ তুমি, তাই না, পিটি?' সংশোধন করে দেয়ার চেষ্টা করল কিটি।

'ওই হলো আর কি!' ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল গার্ড, কিটি ডেকে উঠল, 'গিওর্গি!'

'কি বলো?'

আমন্ত্রণের হাসি ফুটল ওর মুখে। আড়মোড়া ভাঙার ছলে গার্ডের লোভাতুর চোখের সামনে একটা মোহনীয় ভঙ্গিমা করল সে। 'ওকে পৌঁছে দিয়ে তুমি একবার আসবে আমার কাছে, এক মিনিটের জন্যে?'

'তোমার কাছে আসব? কেন?' কণ্ঠে বিস্ময় মোছুয়ার। প্রত্যাশাও আছে।

'একা একা ভাল লাগে না। আর···সত্যিকার একজন শক্তিশালী পুরুষ কাছে পেতে ইচ্ছে করছে।'

'আচ্ছা!' অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস ফুটল মোছুয়ার গলায়। 'কিন্তু এক মিনিটে একজন সত্যিকার পুরুষ দিয়ে কি কাজ হবে তোমার?'

'ওহ্!' হাসল কিটি। 'ও একটা কথার কথা। আসবে, প্লীজ?'

খানিক ইতস্তত করল গার্ড। 'আসতে পারি। কিন্তু সমস্যা আছে।'

বাথরুমে শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। এতক্ষণ পর যা-ও বা একটা সুযোগ পাওয়া গেল, গেল বুঝি ফসকে। 'কোন সমস্যা নেই!' হড়বড় করে উঠল মেয়েটি, রানার মত প্রায় একই অবস্থা তার। 'কেউ জানবে না কিছু। প্রফেসর ওদিকে ব্যস্ত থাকবে পিটিকে নিয়ে, সেই ফাঁকে···।' থেমে গেল কিটি।

আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা আর নোনতা স্বাদে মুখ ভরে তোলা দীর্ঘ, অনিশ্চিত প্রতীক্ষার পর শোনা গেল গার্ডের কণ্ঠ। 'ঠিক আছে। আসছি আমি এখনই, তৈরি হয়ে নাও।' ভেতরের আনন্দ চেপে না রাখতে পেরেই বোধহয় প্রচণ্ড জোরে দরজা আছড়ে বন্ধ করল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। আশ্রয় নিল বন্ধ দরজার পিছনের দেয়াল ঘেঁষে। এক মিনিটও পার হয়নি, ফিরে এল গার্ড। দরজা খুলে

গলা বাড়াল ভেতরে। 'তুমি রেডি?'

গায়ের জোরে দরজাটার মাঝ বরাবর লাথি হাঁকাল মাসুদ রানা। হাসি গায়েব হয়ে গেল মোছুয়ার। দরজার আঘাতে ভারি কাঠের ফ্রেমের ওপর আছড়ে পড়ে থেঁতলে গেল মাথা, চেঁচিয়ে উঠে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা ধপ্ করে। পরমুহূর্তে রানার ওয়ালথারের বাটের ভয়ঙ্কর এক ডাউন স্ট্রোকে মাথার খুলি দেড় ইঞ্চি ভেতরে সেঁধিয়ে গেল তার। পলকে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল গার্ড। চোখের সামনে গিওগির মৃত্যু আর মাসুদ রানার রুদ্রমূর্তি দেখে ভড়কে গেল কিটি। আতঙ্কে চোখ কপালে উঠল তার। উদগত চিৎকার ঠেকানোর জন্যে চট্ করে মুখের মধ্যে ডান হাতের সব ক'টা আঙুল ভরে দিল সে, পিছিয়ে গেল দু'পা।

ইউনিফর্ম জ্যাকেটের কলার ধরে টেনে দেহটা ভেতরে নিয়ে এল মাসুদ রানা। দরজা লাগিয়ে দিল। দ্রুত হাতে পরনের কভারল খুলে ফেলল ও। মৃত গার্ডের ইউনিফর্ম পরল। ওর ব্যস্ততা পলকহীন চোখে দেখল কিটি। সে চাউনির অর্থ অবোধ্য লাগল মাসুদ রানার। 'দুঃখিত,' মেয়েটির অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করল ও। 'এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

দরজা খুলে করিডরের এ-মাথা ও-মাথা চোখ বোলাল রানা, কয়েক মুহূর্ত কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর কিটির দিকে এক পলক তাকিয়ে বেরিয়ে এল রুম থেকে। হান্ড্রেড মিটার স্প্রিন্ট দিল রানা প্রফেসরের গর্তে ঢোকার স্টীল দরজা লক্ষ্য করে। ফ্রন্ট রুমের দরজা খোলাই ছিল, ভিড়িয়ে রেখে অভিসারে গিয়েছিল মোছুয়া। ভারী পাল্লা ঠেলে নিঃশব্দে ঢুকল মাসুদ রানা। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই লোহার দরজাটা পর্যবেক্ষণ করল ও তীক্ষ্ণ চোখে। ঠিকই বলেছিল পিটি। ওর বাঁ দিকে দেয়ালে বড় একটা লিভার দেখা গেল। লিভারটার নিচের দিকে রুশ ভাষায় লেখা 'ওপেন'। ওপরে লেখা 'অটো ক্লোজ'। লিভারটা এ মুহূর্তে ওপেন-এর ওপর আছে দেখা গেল। ঠেলে দিল রানা ওটা ওপরে। নিঃশব্দে লেগে গেল ভারি কপাট। শব্দ হলো মৃদু 'ক্লিক'। দুর্ভেদ্য এ লোহার দরজা। যত যা-ই ঘটুক, বাইরের কোন হুমকির দুশ্চিন্তায় অন্তত ভুগতে হবে না এখন রানাকে।

এগিয়ে এসে বিজ্ঞানীর রুমে ঢোকার দরজায় হাত রেখে মৃদু চাপ দিল ও। বন্ধ। এখনও খোলেনি পিটি। পারবে তো ও? সুযোগ পাবে তো? ভাবতে লাগল মাসুদ রানা। ভাবছে আর ঘামছে। ঘামছে আর প্রতীক্ষা করছে। প্রতীক্ষা করছে আর বিড় বিড় করে কথা বলছে অনড় স্টীলের দেয়ালটার সঙ্গে। 'খোলো…খোলো…খুলে যাও…পথ দাও ভেতরে যাওয়ার…একটিবারের জন্যে…,' উন্মত্ত পাগলা ঘোড়ার মত কলজেটা লাফিয়ে উঠল রানার। ভেতর থেকে দরজার ল্যাচ খোলার মৃদু আওয়াজ পেয়েছে ও। কিন্তু ওই সামান্য আওয়াজটাই কানের পর্দায় এত জোরে আঘাত করল, মনে হলো যেন ভারি হাতুড়ির ঘা মেরে বসেছে কেউ দরজার গায়ে।

আগে ঢুকল ওয়ালথার, পিছনে মাসুদ রানা। বাথরুমে এদিক দিয়ে আসা-যাওয়ার দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন, ফ্লাশের জোর আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে। পলকের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে সম্পূর্ণ নগ্ন পিটিকে দেখতে পেল রানা ফাঁক দিয়ে। আজব কাণ্ড! আর কোথাও নয়, মেয়েটির বাঁ স্তনের নিচের তিলটার ওপরই শুধু পড়ল ওর দৃষ্টি। লেগে গেল দরজাটা। দ্রুত পায়ে সংক্ষিপ্ত করিডর পেরিয়ে এল মাসুদ রানা,

চোখ বোলাল বিজ্ঞানীর অফিসরূমে।

ওদের দু'বোনের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সবকিছু, কেবল একটা জিনিস বাদে। দেয়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাপের পাশে দক্ষিণ আমেরিকারও ম্যাপ আছে একটা। প্রথমেই ডেস্কের ড্রয়ারগুলো নিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। কিন্তু খোলা গেল না একটাও, সবগুলো তালা-মারা। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাপটার কয়েক জায়গায় মোটা নিবের আঁকা লাল বৃত্ত দেখে ঝুঁকল ও। মোট সাতটা বৃত্ত, দেশের বড় বড়, গুরুত্বপূর্ণ সাতটা শহরের নাম ঘিরে রেখেছে ওগুলো। নামগুলো পড়ল মাসুদ রানা: নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, হিউস্টন, লস অ্যাঞ্জেলস, ক্লিভল্যান্ড, সান ফ্রান্সিসকো এবং ওয়াশিংটন ডিসি। নামগুলোর পাশে ছোট্ট অক্ষরে এক দুই তিন করে লেখা আছে ক্রমানুসারে। সাতটা শহর, ভাবল মাসুদ রানা, এর মধ্যে ক্লিভল্যান্ডের জন্যে বরাদ্দ বোমাটা ঠেকিয়ে দিয়েছে সেখানকার কর্তৃপক্ষ।

বাকি থাকল ছয়টা। কিন্তু ছয়টা কেন? চারটা নয়? দূর! নিজের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করল রানা, আগে আসল কাজ কর, গাধা কোথাকার! গবেষণা পরে করা যাবে। চোখ তুলল ও, দেয়ালে গাঁথা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত বড় একটা পিতলের হুকে ঝুলছে প্রকাণ্ড ম্যাপটা। নামিয়ে ফেলল রানা ওটা। জানে, বাধা সরিয়ে ফেললেই দেয়ালের গায়ে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়বে, যার মধ্যে প্রফেসরের গোপন কাগজপত্র, ডায়েরী ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু তার কোন আভাসই চোখে পড়ল না মাসুদ রানার। মসৃণ দেয়াল, একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই কোথাও।

পরক্ষণেই নিজের মাথায় কষে একটা গাঁট্টা লাগাতে ইচ্ছে করল ওর নির্বোধের মত যা হওয়ার নয়, তাই আশা করে চরম আহাম্মকির পরিচয় দিয়েছে বলে। কিটি বা পিটি যে-ই হোক, একটা গর্ত যে দেখেছে এখানে তাতে সন্দেহ নেই কোন। তাই বলে রানা কোন আক্কেলে ভাবল যে ওটা একেবারেই খোলামেলা হবে? হুকটার দিকে নজর দিল ও। দু'আঙুলে ধরে ওটা ডানে-বাঁয়ে ঘোরাবার চেষ্টা করল। কাজ হলো না। শক্ত হয়ে গেঁথে আছে জিনিসটা দেয়ালে, নড়ছে না কোনদিকে। শেষ চেষ্টা হিসেবে ওটাকে বাইরের দিকে টান দিল রানা।

আধ ইঞ্চিমত বেরিয়ে এল হুক, চাপা 'ক্লিক' আওয়াজ উঠল একটা, পরক্ষণেই দেড় ফুট বাই দেড় ফুট দেয়াল নিঃশব্দে সরে গেল সামনে থেকে। ভেতরে কম করেও চার ফুট গভীর হবে গর্তটা, অনুমান করল মাসুদ রানা। চামড়া বাঁধানো একটা ছোট নোটবুক আর বেশ কয়েকটা ব্লু-প্রিন্ট রয়েছে ওর মধ্যে। সবগুলোতেই একটা করে সংখ্যা লেখা আছে লাল বৃত্তের ভেতর, ম্যাপের মত। গুণে নিশ্চিত হলো রানা, সাতটাই আছে ব্লু-প্রিন্ট। ওর অনুমান, কোন শহরের কোন বিল্ডিঙে সুটকেস বোমাগুলো পাতা হয়েছে বা হবে, এতে তার উল্লেখ আছে।

চট্ করে হাতঘড়িতে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। মনে হচ্ছিল না জানি কয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ও এখানে আসার পর। কেটেছে আসলে মাত্র দুই মিনিট। আর কতক্ষণ বিজ্ঞানীকে আটকে রাখতে পারবে পিটি? প্রয়োজনীয় সময় পাবে তো মাসুদ রানা? ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায় বসে পড়ল ও, পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করল নোট বইটার। ওয়ালথার পাশেই টেবিলের ওপর রেখেছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড ভেতরের পাতাগুলো দেখল মাসুদ রানা। তারপর

হেসে উঠল নিঃশব্দে। বিজ্ঞানীর বোমা তৈরির সূত্র, অসংখ্য জটিল অঙ্ক ইত্যাদি দুর্বোধ্য কোডে হলেও বোমা ফাটানোর মেকানিজম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে আক্রমণের পরিকল্পনাসহ আরও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পরিষ্কার বাংলায় লেখা। আগেরগুলো অনেকটা চীনা ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল-এর মত। এসব কোড ভাঙার আর্ট মোটামুটি জানা আছে মাসুদ রানার। তবে ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ বলে সে পথ মাড়াল না ও।

নজর দিল বোমা ফাটানোর মেকানিজমের দিকে। প্রথমে পুরোটার ওপর নজর বুলিয়ে নিল রানা এক লহমায়, তারপর পড়ে গেল সংক্ষেপে লেখা পুরো আয়োজন সম্পর্কিত তথ্য। মাথার মধ্যে গেঁথে নিল তথ্যগুলো। জানা গেল, রিমোট এলাকায় প্ল্যান্টেড বোমা ফাটাতে একটা সেলফ-পাওয়ারড্ স্টাইলাস আবিষ্কার করেছে প্রফেসর আনিসুর রহমান। একটা এক ডলার কয়েন মুদ্রা আকারের ধাতব মাইক্রোইলেকট্রনিক ডিস্ক; যেটা প্রফেসরের বুকের বাঁ দিকে, চামড়ার নিচে বসানো, প্রয়োজনের সময়ে স্টাইলাসের নির্দেশে অত্যন্ত শক্তিশালী হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল ট্রান্সমিট করবে সেটা পেতে রাখা বোমায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকটিভেট হবে বোমার ট্রিগারিং মেকানিজম, এবং এর ত্রিশ সেকেন্ড পর ঘটবে বিস্ফোরণ। আবার প্রয়োজন পড়লে, অ্যাকটিভেট করার পরবর্তী এই বিরতির মধ্যে বোমা নিষ্ক্রিয়ও করে দেয়া যাবে।

এই মাইক্রোইলেকট্রনিক ডিস্কটা একাধারে প্রফেসর আনিসুর রহমানের পেসমেকারও বটে। যদি দুর্ভাগ্যবশত অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায় তার হার্টবিট, যেখানে যত বোমা প্ল্যান্ট করা আছে, সব একসঙ্গে বিস্ফোরিত হবে। বিজ্ঞানী স্টাইলাসের নাম রেখেছে পাসকী। পাসকী এবং স্টাইলাস, দুটোরই স্কেচ আঁকা আছে। পেন্সিল দিয়ে আঁকা হয়েছে স্কেচ দুটো। ভাল করে দেখল রানা ও দুটো। আবার পাতা ওল্টাল। নোট বইয়ের শেষের দিকে ইংরেজিতে বড় অক্ষরে 'DISARM' লেখা দেখে থমকাল মাসুদ রানার দৃষ্টি।

শব্দটার নিচে অনেকগুলো সংখ্যা লেখা। লক্ষ করল ও, প্রতিটি সংখ্যা শুরু হয়েছে ৫-২১ দিয়ে, অনেকটা টেলিফোনের এরিয়া কোডের মত। গুণে দেখল রানা, প্রায় দুই ডজন সংখ্যা। চিন্তিত মনে সংখ্যাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগল মাসুদ রানা, একবার ওপর থেকে নিচে নামছে ওর নজর, আরেকবার নিচ থেকে ওপরে উঠছে। এক সময় চাউনি স্থির হলো, কি যেন ভাবল রানা। পলকের জন্যে চেহারা অভিব্যক্তিহীন হয়ে পড়ল, তারপরই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। বিড়বিড় করে মুখস্থ করছে কি যেন।

আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। নোট বইটা চালান করে দিল কোটের ভেতরের পকেটে। তারপর ব্লু প্রিন্টগুলো বের করল খুপরি থেকে। ওগুলো গোল করে মুড়ে গার্ডার পেঁচিয়ে রাখা। গার্ডার খুলে ফেলল রানা ওগুলোর গা থেকে। একটার ওপর আরেকটা রেখে টেবিলে বিছিয়ে সবগুলো সমান করল, তারপর চার ভাঁজ করে বোতাম খুলে সেঁধিয়ে দিল শার্টের নিচে। সবশেষে বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে পিতলের হুকটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল মাসুদ রানা, ঝুলিয়ে দিল ম্যাপটা আগের জায়গায়। ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে গর্তের মুখ।

টেবিল থেকে ওয়ালথারটা তুলে নিয়ে অ্যাটাচড বাথরুমের দিকে পা বাড়াল মাসুদ

রানা। বাথরুমটা বেশ বড়, অত্যাধুনিক ফিটিংস দিয়ে সাজানো। দ্রুত পায়ে রুম পেরিয়ে এ মাথায় চলে এল রানা, প্রফেসরের বেডরুমের দরজা ঘেঁষে দাঁড়াল। ভেতর থেকে বিজ্ঞানীর কথা ভেসে আসছে। কি যেন প্রশ্ন করছে সে পিটিকে। তার গলাও শুনল মাসুদ রানা। যদিও কারও বক্তব্যই বুঝল না।

এর পরের কথাগুলো শুনতে পেল ও দরজায় কান পাতার ফলে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে খুব জরুরী একটা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করতে হবে বিজ্ঞানীকে, তাই আপাতত বিদেয় হতে বলছে সে পিটিকে। কিন্তু পিটি কাঁঠালের আঠা, ছুটতে চাইছে না সহজে। প্রফেসরের মত এমন সুপুরুষ আর চার্মিং মানুষ তার জীবনে এই প্রথম। যতবারই সে এখানে আসে, প্রফেসরের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়, ততই সে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দরজার নবে আলগোছে হাত রাখল মাসুদ রানা, খুব সাবধানে আধ ইঞ্চি ফাঁক করে চোখ রাখল তাতে। এদিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে স্ল্যাকস আর ল্যাব জ্যাকেট পরা ছোটখাটো, ফ্যাকাসে চেহারার বিজ্ঞানী আনিসুর রহমান। পাশ থেকে তাকে একপলক দেখেই রানা বুঝল, এর ব্যাপারে ঠিকই বলেছিল ডায়ানা। চেহারাই বলে দেয় মানুষটা ইতর শ্রেণীর মানসিকতাসম্পন্ন। নীচ। পারে না এমন কাজ নেই। মুখটা ছুঁচোর মত সরু। পেশীহীন অপ্রশস্ত কাঁধ।

তার খাটে এদিকে মুখ করে বসে আছে পিটি। শুধু একটা জাঙ্গিয়া পরে আছে সে। তার নগ্ন দু'কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে প্রফেসর। মুখে জঘন্য এক টুকরো হাসি।

'আজ সন্ধেয় তোমাদের দুই বোনকে ডেকে পাঠাব আমি,' বলল বিজ্ঞানী। গলার স্বরে পরিষ্কার বোঝা যায় পিটির পাম্প খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। 'ভিনটেজ শ্যাম্পেন আর স্পেশাল ডিনারের আয়োজন করব আমি আজ তোমাদের জন্যে। তারপর রাতটা আমরা উপভোগ করব আমাদের ইচ্ছেমত, কি বলো?' থুতনি ধরে নেড়ে দিল সে পিটির।

'সে ব্যাপারে আমার ঘোর সন্দেহ আছে, প্রফেসর।' ভেতরে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। বিজ্ঞানীর চোখে চোখে তাকাল। 'আজ সন্ধেয় আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনের পথে থাকবেন আপনি, আমার বন্দী হিসেবে।'

আপাদমস্তক প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো প্রফেসরের। সশব্দে আঁতকে উঠল সে। ঝট করে ঘুরে তাকাল এদিকে। পরমুহূর্তে চোয়াল ঝুলে পড়ল অস্ত্র উঁচিয়ে মাসুদ রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তার বাদামী দুই চোখের দৃষ্টি প্রাণহীন মনে হলো রানার, অনেকটা মৃত মানুষের মত। শীতল একটা ধারা মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল রানার। মনে হলো যেন বাস্তবিক এক মরা মানুষের দিকে পিস্তল ধরে আছে ও। সামলে নিল মাসুদ রানা। কিছু বলার জন্যে শব্দ হাতড়াতে ব্যস্ত লোকটিকে অগ্রাহ্য করে পিটির দিকে তাকাল।

'পিটি, রুমে ফিরে যাও। রেডি হয়ে নাও দু'বোন। যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসব আমি। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে, দেরি করা যাবে না তখন এক সেকেন্ডও।'

'ঠিক আছে।' বেডের পাশে কার্পেটে স্তূপ হয়ে পড়ে থাকা কাপড়-চোপড় খাবলা মেরে তুলে নিয়েই দরজার দিকে পা বাড়াল মেয়েটি।

'ওগুলো পরে নাও পাশের রুমে গিয়ে। আর নিশ্চিত হয়ে নিয়ো দরজা ভেতর থেকে লক হলো কি না। দুটোই।'

'আচ্ছা।' অদৃশ্য হয়ে গেল পিটি।

তাজ্জব হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল বিজ্ঞানী। তোতলাতে লাগল, 'মেয়েটা...ওকে আপনি...!'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'পরিচয় হয়েছে আমার ওদের সঙ্গে।'

গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা। 'ও। বুঝেছি। আমার গার্ড কোথায়?'

'নরকে।'

'খুন করেছেন তাকে?' চোখ ছোট হয়ে এল প্রফেসরের। হতবিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে সে। খানিকটা সাহসও সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে।

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। সে অপেক্ষায় বসেও থাকল না লোকটা। শান্ত গলায় বলল, 'আমি জানি আপনি কে।' একটু বিরতি। 'অবাক লাগছে না কি করে জানলাম ভেবে?'

'না।' রানা নির্বিকার।

ঢোঁক গিলল প্রফেসর। 'বসতে পারি?' খাটের পাশের চামড়া মোড়া বড় একটা চেয়ার ইঙ্গিত করল সে।

'বসুন।'

চেহারায় সন্তুষ্টির, এবং স্বস্তির আভাস ফুটল বিজ্ঞানীর, লক্ষ করল না রানা সেটা। বসে পড়ল সে। চেয়ারের পাশেই একটা খুদে টিভি সেট। চেয়ারের নরম গদিতে ছোটখাটো দেহটা প্রায় ডুবে গেল লোকটার, বুকে দু'হাত বাঁধল সে। 'আপনি ভাবছেন, আমাকে ভয় দেখিয়ে কাবু করতে পারবেন, তাই না, মাসুদ রানা? কি উপায়ে কাবু করবেন আমাকে?' আঙুল তুলে ওয়ালথারটা দেখাল সে। 'ওটা দেখিয়ে? যদি ওতে কাজ না হয়, যদি আপনার নির্দেশ না শুনি আমি, তো কি করবেন? গুলি করবেন? মেরে ফেলবেন আমাকে? আপনি জানেন, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার প্রায় অর্ধেকটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে? ছাই হয়ে যাবে পুড়ে? মারা যাবে লাখ লাখ মানুষ?' বক্তব্যের শেষদিকে নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে যথেষ্ট আস্থাশীল মনে হলো বিজ্ঞানীকে।

'হতে পারত, কিন্তু এখন আর হবে না! কাজেই ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'মানে!' চেহারায় মনে হলো রানার বক্তব্যের অর্থ ধরতে পারেনি সে। 'কি বলতে চান?'

'ফাইভ, টু ওয়ান, এইট জিরো, ফাইভ ফোর, টু এইট, সেভেন।' টিটকিরির বাঁকা হাসি ফুটল মাসুদ রানার। 'সংখ্যাগুলো কিছু মীন করে, প্রফেসর?'

হঠাৎ করে ঝড়ের মুখে পড়েছে যেন টিমটিমে মোমবাতি, তেমনি চেহারা হলো লোকটার। ঝড়ে পড়েই নিভে গেল মুহূর্তে। চোখ দেখে পরিষ্কার বুঝল রানা কি ভাবছে সে। মনের দ্রুত ধাবমান গাড়িটা তার গিয়ার লো করতে বাধ্য হচ্ছে, এক এক করে নেমে এল গিয়ার নিউট্রালে, তারপর ব্রেক কষল গাড়ি। ক্রোধ, ক্ষোভ, হিংসা, বিস্ময়, আতঙ্ক, শঙ্কা, শোক, হতাশা ইত্যাদি অসংখ্য ভাবের ছায়া মুহূর্তের মধ্যে খেলে গেল তার চেহারায়। জোর করে মুখে হাসি ফোটাল বিজ্ঞানী, দেখতে লাগল বাঁদরের ভেংচির মত।

'না। এখন অন্তত কিছু মীন করে না। আলটিমেটলি নাথিং ম্যাটারস। সবকিছুরই অন্ত আছে। আমার, আপনার, সবার।'

'মহান উদ্ধৃতি,' আবার হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে।

'তবে আপনিও নিশ্চিত থাকুন, মুসুদ রানা, এই রূম থেকে জ্যান্ত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবেন না আপনি আমাকে। এবং আপনি নিজেও পারবেন না জীবিত বেরিয়ে যেতে।'

'লাশ যদি এ ঘরে কেউ হয়, সে হবেন আপনি, প্রফেসর। আর কেউ নয়।'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল বিজ্ঞানী। মনে হলো কিছু যেন বলতে চাইছে, অথচ পারছে না। অতঃপর সফল হলো সে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর। 'আপনি আর আমি,' বলল লোকটা। 'ইচ্ছে করলেই এই রূমে বসে পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, মাসুদ রানা। ভেবে দেখুন, কী অপরিসীম ক্ষমতা আমাদের হাতে। শুধু আমাদের দু'জনের হাতে।' খানিক বিরতি। 'হয় আমার প্রস্তাব মত পৃথিবীকে যৌথভাবে পরিচালনা করার প্রস্তাবে রাজি হবেন, নয়তো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই রূমে লাশ হয়ে যাব আমরা দু'জনেই, কোনটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় আপনার?'

'একটিও না,' বলল রানা। 'প্রফেসর, একটা তৃতীয় শ্রেণীর গর্দভ জুয়াড়ীও বোঝে কখন তার হার অবশ্যম্ভাবী। এবং হার স্বীকারও করে নেয় সে। আপনাকে ত্রিশ সেকেন্ড সময় দেয়া হলো, এরমধ্যে ঠিক করুন, আমার সঙ্গে যাবেন, নাকি ওই চেয়ারে বসে মৃত্যুবরণ করবেন। যদি আত্মসমর্পণ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বিচার হবে আপনার, এবং অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড হবে। আর যদি পরেরটা পছন্দ হয়···আমার মতে পরেরটাই ভাল হবে আপনার জন্যে। আমার জন্যেও বটে। কারণ এখান থেকে আপনাকে বের করে নিয়ে যাওয়া খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে আমার একার পক্ষে। সারাক্ষণ গুলি খাওয়ার ভয় থাকবে আমার।'

চেয়ারের গদিমোড়া হাতলে তবলা বাজাচ্ছে বিজ্ঞানীর আঙুল। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে। পলকহীন তাকিয়ে আছে মাসুদ রানার দিকে। আবারও তার মুখে নানা ভাবের খেলা দেখল মাসুদ রানা। কি চিন্তা করছে মানুষটা? ভাবল ও, পরিত্রাণের উপায়? কিসের আভাস দেখা যাচ্ছে তার চাউনিতে? কিসের ইঙ্গিত ওটা?

'সময় শেষ, প্রফেসর,' ঘোষণা করল ও। 'কি ঠিক করলেন?'

'অল রাইট। যাব আমি আপনার সঙ্গে,' বলল প্রফেসর। ভঙ্গি করল যেন আসন ছাড়তে যাচ্ছে। সন্দিগ্ধ চোখে তার কার্যকলাপ দেখতে লাগল রানা। আচমকা চেয়ারের ডান হাতলটা ধরে সামনের দিকে ঠেলা দিল বিজ্ঞানী, ওটার গদিমোড়া অংশটা লাফিয়ে উঠল, ভেতরে দেখা গেল আলো জ্বলা একটা কনসোল। একটা বড় লাল বোতাম, একটা টগল সুইচ, এবং টেবিল ফ্যানের অপারেটিং ডায়ালের মত গোল একটা ডায়াল। সম্পূর্ণ প্রস্তুত থেকেও বাধা দেয়ার সময় পেল না মাসুদ রানা, জিতে গেল বিজ্ঞানী।

ডান হাতের তালুর নিচের অংশ দিয়ে লাল বোতামটার ওপর আঘাত করে বসল লোকটা। গুলি করল মাসুদ রানা, বদ্ধ ঘরে বিকট শব্দে ফুটল বুলেট, বুকে গুলির আঘাতে ভয়ানকভাবে ঝাঁকি খেলো বিজ্ঞানী, চেয়ার ব্যাকে আছড়ে পড়ল। কিন্তু থামল না, ওই অবস্থায়ই চোখমুখ বিকৃত করে ডায়ালটা আঁকড়ে ধরল সে। আবার গুলি করল রানা, পর পর দু'বার। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো যেন থেমে গেছে লোকটার হাতের

ক্রিয়া, কিন্তু না।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তের পেশী সঙ্কোচন, না তার অতিমানবীয় ক্ষমতা, কোনটার কারণে নিশ্চিত নয় মাসুদ রানা, কট কট কট কট শব্দে ডায়ালটা প্রায় পুরো এক চক্কর ঘুরিয়ে দিল বিজ্ঞানী। পর মুহূর্তে চেয়ারের পাশে মরা সাপের মত ঝুলে পড়ল তার ডান হাতটা, দুলতে লাগল পেণ্ডুলামের মত। থমকে গেল রানা ঘটনার আকস্মিকতায়, তাকিয়ে থাকল নিহত প্রফেসরের মুখের দিকে।

লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল ও, স্টাইলাসটা কোথায় রেখেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসল সে। রানাকে বাধ্য করল তাকে হত্যা করতে। বলতে গেলে আত্মহত্যাই করে বসল প্রফেসর আনিসুর রহমান। স্টাইলাসের সন্ধান পায়নি মাসুদ রানা, যে দিতে পারত সন্ধান, সে মৃত। ওদিকে টাইম ল্যাগের ত্রিশ সেকেন্ডের প্রায় অর্ধেকটা এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কেবল নিউ ইয়র্কই নয়, যতগুলো বোমা প্ল্যান্ট করা আছে যুক্তরাষ্ট্রে, সব একসঙ্গে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে এখনই। সংখ্যায় ওগুলো সত্যিই চারটা, না সাতটা কে বলতে পারে? প্রফেসরের হার্টবিট থেমে যাওয়ায় ওগুলোর আউটপুটে স্টাইলাসের নির্দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে গেছে। কি হবে এখন? ঘামতে ঘামতে ভাবল মাসুদ রানা। কোথায় যেন আছে জিনিসটা? কি যেন লেখা ছিল নোট বইয়ে? চোরাচোখে হাতঘড়ি দেখল ও, আর মাত্র বারো সেকেন্ড দূরে আছে প্রলয়।

ঝাঁকি দিয়ে সচকিত হলো মাসুদ রানা। চেয়ার ব্যাকে ঘাড় ঠেকিয়ে ওপরমুখো হয়ে পড়ে আছে প্রফেসর, হাঁ হয়ে আছে মুখ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সাদা ল্যাব জ্যাকেট। চোখ দুটো সিলিঙে নিবদ্ধ, প্রায় ভাবলেশহীন চাউনিটা প্রাণ হারানোর ফলে পূর্ণতা লাভ করেছে যেন। যেটুকুও বা ঘাটতি ছিল, পুরোপুরি শূন্য হয়ে পুষিয়ে নিয়েছে। মৃত- দেহটার সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ডান হাতে মুঠো করে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তার রক্তাক্ত ল্যাব জ্যাকেটটা ফড়াৎ করে ছিঁড়ে ফেলল। পরক্ষণে আরেক উন্মত্ত টানে শার্টটাও নামিয়ে আনল রানা। এবং চোখ পড়ল ওর জিনিসটার ওপর। লম্বা রূপালী চেইনের সঙ্গে প্রফেসরের গলায় ঝুলছে স্টাইলাসটা।

রক্তে থৈ থৈ করছে তার অপ্রশস্ত, লোমহীন বুক। পাগলের মত হাত দিয়ে ডলে ডলে বাঁ পাশটা পরিষ্কার করল মাসুদ রানা, দেখতে পেল চার বাই চার ইঞ্চি কাটা দাগটা।

বাইরের দিকের খাড়া দাগটার ভেতর আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করল ও ব্যস্ত হয়ে। কাজ হলো না, ঢুকছে না। টপ টপ ঘামছে মাসুদ রানা। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। হাত কাঁপছে। দুর্বল ঠেকছে হাঁটুর কাছটায়, ইচ্ছে করছে বসে পড়ে। ঘড়ির দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছে না আর। মাথা ঝাঁকিয়ে পাপড়ির ওপর জমে ওঠা কয়েক ফোঁটা ঘাম ঝরাল রানা, তর্জনী খাড়া রেখে চাপ দিল ভেতরের খাড়া দাগটায়। ফাঁক হয়ে গেল চামড়া। টান মেরে চড়চড় করে ফ্ল্যাপটা তুলে ফেলল মাসুদ রানা।

আবরণ সরে যেতে ভেতরের চকচকে ডিস্কটা ঝিকিয়ে উঠল। আলপিনের মাথার মত অসংখ্য কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট গিজগিজ করছে ওটার সারা গায়ে, প্রতিটির নিচে একটি করে নাম্বার লেখা। স্টাইলাসটা কলমের মত ধরে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল মাসুদ রানা, মুখ এগিয়ে নিল সামনে। তাজা রক্তের গন্ধে গুলিয়ে উঠল পেটের মধ্যে, নাক

কুঁচকে উঠল ওর আপনাআপনি। দম বন্ধ করে আরও ঝুঁকল রানা। স্টাইলাসের চোখা মাথা দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে দেখে দেখে প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো স্পর্শ করতে লাগল। ৫…২১…৮০…৫৪… ২৮…৭! এই সামান্য কাজটুকু করতেই হাঁপ ধরে গেল ওর, প্রায় থেমে পড়েছে হৃৎপিণ্ডের গতি।

পরক্ষণেই স্টাইলাস ছেড়ে লাফ দিল মাসুদ রানা। কি করছে, সচেতনভাবে বুঝে ওঠার আগেই টিভির সুইচ অন করে দিল। ওটা সাধারণ টিভি, না ক্লোজ সার্কিট টিভি, জানে না রানা। তবু ওর মন এবং যুক্তি দুটোই বলল, ওটা পরেরটাই। এতবড় এক ঘটনা; যদি ঘটাতেই হয়, চোখে দেখার আয়োজন রাখবে না বিজ্ঞানী, তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন রুশ স্যাটেলাইটের সহায়তায় ব্যবস্থাটা করে রেখেছে সে।

ঠিকই ধারণা করেছিল মাসুদ রানা। পর্দায় নিউ ইয়র্ক শহরের ক্লোজ এরিয়াল ইমেজ ভেসে উঠল তৎক্ষণাৎ। হাঁ করে সেদিকে চেয়ে থাকল ও পলকহীন চোখে। পর্দার ওপরে, ডান কোণে, '5' সংখ্যাটা ভাসতে দেখা গেল কালো বক্সের মধ্যে। পরমুহূর্তে '4' হয়ে গেল। স্বয়ংক্রিয় কাউন্ট ডাউন চলছে।

ব্যগ্র চোখে দৃশ্যটা গিলতে লাগল মাসুদ রানা। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রয়েছে নিউ ইয়র্কে, কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। গাড়ি চলছে, মানুষ হাঁটছে, কয়েকটা চলমান ট্রেন দেখা গেল। বিমানবন্দরও ব্যস্ত—সব স্বাভাবিক। চোখ তুলল রানা। 3……2……1…0!

অর্ধেক বিশ্বাস আর অর্ধেক অবিশ্বাস ভরা চোখে সম্মোহিতের মত তাকিয়েই থাকল মাসুদ রানা। না, কিছুই ঘটেনি। আগের মতই আছে দৃশ্যটা। সব স্বাভাবিক। '0' টা এখনও ভাসছে বক্সের মধ্যে। ভেসেই থাকল। বুক ফুলিয়ে বাতাস টানল রানা, তারপর সশব্দে দম ছাড়ল। ইউনিফর্মের আস্তিনে মুখের ঘাম মুছে উঠে দাঁড়াল ও। তাকাল চেয়ারের হাতলে হাঁ হয়ে থাকা কনসোলের দিকে। লাল সুইচটার ওপর জ্বলছে খুদে একটা সবুজ আলো। নিচে একটা লেবেলে লাল অক্ষরে লেখা: DESTRUCT. ডায়ালের নিচেও আছে একটা লেবেল। ওতে লেখা: DESTRUCT TIME DELAY. সবশেষে টগল সুইচটা দেখল মাসুদ রানা, ওটার লেবেলে লেখা আছে: ALARM.

এই একটা কাজ করে যেতে পারেনি বিজ্ঞানী মরার আগে। অ্যালার্ম বেলটা টিপে দিতে পারেনি। ষোলো কলা পূর্ণ হত তাহলে। লোহার গেটের ওপাশে রেড আর্মির মহড়া শুরু হয়ে যেত এতক্ষণে মাসুদ রানাকে পাকড়াও করার।

ডায়ালটার দিকে তাকাল রানা। অন্যমনস্ক। কিসের ডিলেড ডেস্ট্রাকশন ডায়াল ওটা? ডায়ালটার বাইরের দিকে, ওপরের অর্ধেকে একটা অ্যারো আঁকা, অ্যারোর মাথা রয়েছে বাঁ দিকে। তার মানে প্রয়োজনে ঘড়ির উল্টোদিকে ঘোরাতে হবে ডায়াল? ভাবল মাসুদ রানা, তাই করেছে বিজ্ঞানী? ওপরে, মাঝখানে; যেখানে ঘড়িতে বারোটার নির্দেশ থাকে, ইংরেজিতে '0' লেখা আছে ডায়ালের সেখানটায়। তার সামান্য ডানে, রয়েছে ডায়ালের ছোট্ট লাল তীর আঁকা মাথাটা। এর অর্থ কি? আগে যেখানেই থেকে থাকুক, ঘুরিয়ে সেটাকে '0'-এর ওপর নিয়ে আসতে চেয়েছিল প্রফেসর? ঘড়ির মিনিটের কাঁটা পাঁচ মিনিট এগিয়ে দিলে যেটুকু সরে, ডায়ালটাও ঠিক সেই পরিমাণ বাঁয়ে ঘুরলেই '0' -এর ওপর এসে পড়ত।

এটা নিশ্চয়ই কোন টাইম লক হবে, ভাবল ও। এ না হয়েই যায় না। কি করে অফ করতে হয় লকটা? ব্যস্ত হয়ে কনসোলের ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। কিন্তু আশার কোন আলো দেখতে পেল না।

হঠাৎ আরেকটা সম্ভাবনার কথা খেয়াল হতে টিভিটার দিকে ফিরল ও। কেবল নিউ ইয়র্কের দৃশ্যই কেন দেখা গেল ওতে, অন্যগুলো কেন দেখা গেল না? শুধু নিউ ইয়র্কের ওপরই প্রোগ্রাম করা ছিল বলে? তাই হবে হয়তো, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় এ মুহূর্তে।

নয়

পঞ্চান্ন মিনিট নির্দেশ করছে টাইম লকটা। কিসের নির্দেশ ওটা? কি ঘটবে পঞ্চান্ন মিনিট পর? হঠাৎ যেন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হলো মাসুদ রানা। এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার তাড়া অনুভব করল। চেইনসহ স্টাইলাসটা বিজ্ঞানীর গলা থেকে খুলে নিল রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। প্রফেসরের রুমের গেট খুলল ও ফ্ল্যাপ দিয়ে বাইরেটা দেখেশুনে। বেরিয়ে আসার আগে লিভারটা ঠেলে তুলে দিল ওপরদিকে। চোখের সামনে ধীরগতিতে লেগে গেল লৌহকপাট, যবনিকা পড়ে গেল অতীত আর বর্তমানের মধ্যে। চাইলেও এখন ওই রুমে ঢোকার সাধ্য নেই কারও। পারবে ঢুকতে, তবে আগে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে গেট, তারপর।

ফ্রন্টরুম অতিক্রম করে এল মাসুদ রানা। ফ্ল্যাপে চোখ রেখে করিডর দেখল। ফাঁকা। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, নাক বরাবর সামনের বাঁকটার দিকে তাকিয়ে থাকল তীক্ষ্ণ চোখে। কেউ বসে আছে কি না আড়ালে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু সে আশঙ্কায় বসে থাকলেও চলবে না ওকে। এগিয়ে যেতে হবে। বিপদের কথা ভেবে সময় নষ্ট করলে তা আরও বাড়বে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে, হেলিপ্যাডে পৌঁছতে হবে।

পিলারকে একা রেখে এসেছে ওখানে মাসুদ রানা। যে কোন মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারে ও, ধরা পড়ে যেতে পারে। পড়ে গেছেই কি না এর মধ্যে, তাই বা কে জানে? দরজা খুলল মাসুদ রানা, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল আবার। করিডরে কয়েকজোড়া ভারি বুটের এগিয়ে আসার শব্দ উঠেছে হঠাৎ করেই। কারা আসছে? পায়ের শব্দে লোকগুলোর মধ্যে ব্যস্ততার আভাস ফুটে বেরুচ্ছে। চিন্তায় পড়ে গেল মাসুদ রানা। কেউ কি ওর এখানে ঢোকার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে? ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনে মনিটরিং করা হয় প্রফেসরের রুম? নাকি পিলার ধরা পড়ে গেল?

বাঁকের মুখে কয়েকটা ছায়া দেখে চট করে ফ্ল্যাপ থেকে মুখ সরিয়ে নিল মাসুদ রানা। কি করা যায় ভাবতে লাগল। হঠাৎ গার্ডের বাথরুমের কথা খেয়াল হলো। দুই লাফে ঢুকে পড়ল রানা ওর মধ্যে। দ্রুত হাতে ওয়ালথারে নতুন একটা ক্লিপ ভরে নিল। সাইলেন্সারটা খুলে রেখেছিল, ওটাও লাগিয়ে নিল। এসে পড়েছে পায়ের আওয়াজ। দরজা খোলা রেখেই কমোড ফ্লাশ করে দিল মাসুদ রানা।

'গিওর্গি!' হাঁক ছাড়ল কেউ ফ্ল্যাপে মুখ রেখে। 'সামনে এসো, গিওর্গি!'

'কে?' পাল্টা হাঁক দিল রানা।

'আমি, মেজর সুরায়েভ।'

'ওহ্, মেজর! আহ্··· ইয়ে, মাফ করবেন মেজর! হঠাৎ করে কামড়ে উঠল পেটটা। এইমাত্র বসলাম এসে, স্যার। মানে···'

'কামড়ানোর আর সময় পেল না তোমার পেট!' গজগজ করে উঠল মেজর। 'ঠিক আছে, শোনো। আমি বা জেনারেল হুকুম না দেয়া পর্যন্ত গেট খুলবে না তুমি। কোন অবস্থাতেই না। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি, মেজর।'

'আমরা দু'জন ছাড়া যে লাট-বেলাটই আসুক, গেট খোলা চলবে না। প্রফেসর বের হতে চাইলেও না। ব্যাপারটা খুব জরুরী বলে আমি নিজেই তোমাকে জানিয়ে গেলাম।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

'গিওর্গি!'

'মেজর?'

'তোমার গলার স্বর অমন লাগছে কেন? ওখানে কিসে কামড়াচ্ছে?'

'মেজর, স্যার, ঠাণ্ডা লেগে···'

'যত্তোসব! খেয়াল রেখো।'

'অবশ্যই, মেজর! স্যার?'

'বলো।'

'খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি?'

'তা জেনে কোন দরকার আছে তোমার?'

'না, স্যার। এমনিই···'

'ঘটেনি এখনও। তবে ঘটতে পারে। সতর্ক থেকো।'

'রাইট, স্যা-অ্যাঁ-অ্যাঁ-হ্যাঁচ্চো!'

ঘুরে দাঁড়াল সুরায়েভ ও তার সঙ্গীরা। একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে তাদের বুটের আওয়াজ। ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মাসুদ রানা। এগিয়ে এসে চোখ রাখল ফ্ল্যাপে, বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল তখনই চারজনের দলটা। কান পেতে দাঁড়িয়েই থাকল রানা যতক্ষণ না পুরোপুরি মিলিয়ে গেল বুটের সম্মিলিত আওয়াজ। তারপর বেরিয়ে এল গার্ডরূম ছেড়ে। এটার দরজাও বন্ধ করে দিল আগেরটার মত।

ওর সাড়া পেয়ে ঝটাং করে দরজা খুলল কিটি। ভয়ে, আশঙ্কায় চেহারা নীল হয়ে আছে দু'জনেরই। কয়েক মুহূর্ত অবিশ্বাস ভরা বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল ওরা। 'আপনি···আপনি সত্যি···,' আর কি বলবে ভেবে পেল না কিটি।

'হ্যাঁ, সত্যি আমি।'

'কিন্তু এইমাত্র কারা যেন প্রফেসরের ওদিকে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ফিরেও গেছে তারা।'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'আমরা ভয় পাচ্ছিলাম আপনি হয়তো ধরা পড়ে গেলেন শেষ মুহূর্তে।'

'আগে দরজা ছাড়ো। ঢুকতে দাও।' মেয়েটিকে ঠেলে ভেতরে চলে এল মাসুদ রানা। বন্ধ করে দিল দরজা।

তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিল দু'বোন। চকলেট রঙের সুট পরেছে দু'জনেই, পায়ে কেড্‌স। বব ছাঁট সোনালী চুল ঘাড়ের কাছে টেনে বাঁধা। চমৎকার লাগছে দেখতে একই চেহারার, একই পোশাক পরা মেয়ে দু'টিকে। সামনের কার্পেটে দুটো ছোট আকারের সুটকেস দেখে মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'সুটকেস নেয়া চলবে না। সব রেখে শুধু জানটা নিয়ে ভাগতে হবে, বুঝলে? আর টাকা-পয়সা য্যা আছে, নিয়ে নাও।'

সমীহের দৃষ্টিতে দেখছে ওকে দু'বোন। একযোগে মাথা দোলাল ওরা।

'গুলি ছুঁড়তে জানো তোমরা কেউ? পিস্তল বন্দুক চালাতে জানো?'

'আমি জানি,' বলল কিটি। 'বাবার পিস্তল দিয়ে টার্গেট শূটিং প্র্যাকটিস করেছিলাম কিছুদিন।'

'পিটি?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'গোলাগুলি ভয় পাই আমি। তবে প্রয়োজন পড়লে মনে হয় পারব। শিখিয়ে দিলে।'

'অল রাইট।' বাথরুম থেকে গিওর্গি ও বরিসের অস্ত্র দুটো নিয়ে এল রানা। জ্ঞান ফিরে এসেছে বরিসের। অসহায় ক্রোধে চোখ দিয়ে ওকে ভস্ম করে দিতে চাইল সে। হাসি মুখে তাকে 'টা-টা' করে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। অস্ত্র দুটো সোভিয়েত, এরমা পিস্তল। উল্টেপাল্টে দেখল ও প্রকাণ্ড পিস্তল দুটো। কি করে চালাতে হয় ওগুলো, সংক্ষেপে শিখিয়ে দিল দু'বোনকে। 'প্রয়োজনে গুলি ছুঁড়তে এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না কেউ। মনে রেখো, যে দ্বিধা করবে, পলকে মৃত্যু হবে তার। বাইরের ওরা প্রফেশনাল ক্রিমিনাল, এক চুলও ছাড় দেবে না কাউকে। যদি বাঁচতে চাও, প্রতি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে তোমাদেরকে। ইজ দ্যাট আন্ডারস্টুড?'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল কিটি। পিটি কিছু বলল না, তবে চেহারায় বুঝিয়ে দিল সে-ও বুঝেছে।

'দ্যাট'স অল, গার্লস! ফলো মি।'

ওদের পিছনে রেখে দরজা খুলল মাসুদ রানা, বেরিয়ে এল টানেল করিডরে। কান পেতে অপেক্ষা করল কিছু সময়। না, কোন শব্দ নেই, অন্তত করিডরে। বাঁকের ওপাশে যদি পুরো এক ব্যাটেলিয়ন রেড আর্মিও ওঁৎ পেতে বসে থেকে থাকে, এখান থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। সতর্ক পায়ে এগোল মাসুদ রানা, ওর দেখাদেখি মেয়ে দু'টিও তাই করছে। বাঁকের কাছে পৌঁছে হাত তুলে ওদের অপেক্ষা করতে বলল রানা, একা এগিয়ে গেল সামনে। উপুড় হয়ে শুয়ে গলা বাড়িয়ে বাঁকের ওপাশটা দেখে সন্তুষ্ট হলো। ফাঁকা।

এক সারিতে পা টিপে টিপে ছুটল ওরা প্রধান দরজার দিকে। বাইরে বাদামী ইউনিফর্মের মোকাবেলা করতে হবে বলে মানসিকভাবে তৈরি-ই ছিল মাসুদ রানা। কিন্তু কেউ নেই এখানেও। একদম ফাঁকা প্রান্তর। মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। সামনের ছোট আঙিনা অতিক্রম করে ধাপগুলো টপকাল ওরা, উঠে এল রাস্তায়। কয়েক গজ এগিয়েই একদল নীল কভারলসের মুখোমুখি পড়ে গেল। এদিকেই আসছে

দলটা জোর পায়ে। এরা নিরস্ত্র। কাজেই মাসুদ রানাও হাত বের করল না পকেট থেকে। মেয়েরা অনুসরণ করছে ওকে। কোটের ভেতরে, কোমরে গোঁজা পিস্তল যথাস্থানেই থাকল তাদের। পাশ কাটাবার সময় কিটি-পিটির ওপর লেপটে থাকল লোকগুলোর আগ্রহী নজর, যদিও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না কারও মধ্যে। মাসুদ রানাকে তেমন লক্ষই করল না কেউ।

ব্যাপারটা বাদামী ইউনিফর্মের কল্যাণে ঘটেছে, ভাবল মাসুদ রানা, এই জন্যেই কেউ ভাল করে তাকায়নি ওর দিকে। তাকালেও ওকে চিনতে পারত বলে মনে হয় না। লোকসংখ্যা এখানে প্রচুর। অতএব, সবাই সবার মুখ চেনে এমনটি ভাবার কোন যুক্তি নেই। দলটা আড়ালে চলে যেতে রাস্তা ছেড়ে বোল্ডারের রাজত্বে চলে এল মাসুদ রানা। এর মধ্যেও মাথা ঘামাচ্ছে রানা মেজর সুরায়েভের মন্তব্য নিয়ে। কি খারাপ ঘটতে চলেছে বলে আশঙ্কা করছে সে? সত্যিই কি ওর আগমন ফাঁস হয়ে গেছে? ধরা পড়ে গেছে পিলার?

নিজেদের আড়াল করে এগিয়ে চলল ওরা ব্যারাকের দিকে। ওটার পিছন দিয়ে ঘুরে হেলিপ্যাডে যাবে। মিনিট বিশেক চড়াই পেরিয়ে থামল মাসুদ রানা, পিছনে তাকাল ওদের অনুসরণ করা হচ্ছে কি না দেখার জন্যে। কিটি আর পিটিকে ছাড়া আর কাউকে দেখল না ও, বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে মেয়ে দুটো। চড়াই অতিক্রম করতে কষ্ট হচ্ছে ওদের। একটা বড় বোল্ডারে হেলান দিল মাসুদ রানা। মেয়েরা না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

এমন সময় আওয়াজটা কানে এল। রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ। একেবারে কানের কাছে। শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে ডানে তাকাল। যে বোল্ডারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে ও, তারই ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল এক বাদামী ইউনিফর্ম। কাঁধে ক্যাপ্টেনের ইনসিগনিয়া। আরও একজন রয়েছে তার পিছনে, সাধারণ সৈনিক। তার হাতেও রাইফেল। মাত্র ছয় ফুট দূর থেকে মাসুদ রানার বুক সই করে রাইফেল ধরে রেখেছে ক্যাপ্টেন। অন্যজন অস্ত্র তোলেনি।

'দাঁড়িয়ে থাকো!' নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন রুশ ভাষায়, সতর্ক চোখে মাপছে রানাকে। 'বলো, কে তুমি? কি নাম?'

'আমি বরিস ইভানভ। মেজর সুরায়েভের নির্দেশে এই দুই মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কমপ্লেক্স থেকে নিরাপদ দূরত্বে। নিচে ঝামেলা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মেজর সুরায়েভ।'

একটা ভুরু ওপরে তুলল ক্যাপ্টেন, হাসি ফোটাল মুখে। চেহারা দেখে মনে হলো বিস্মিত হয়েছে। 'তুমি দেখছি আমার থেকেও চোস্ত রুশ বলো হে! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তোমার বক্তব্য হজম করা গেল না। কারণ এসব ছোটখাটো নির্দেশ সৈনিকদের আমিই দিয়ে থাকি, আমি ওদের কম্যান্ডার, মেজর সুরায়েভ নয়। তারচেয়েও দুঃখের কথা যে বরিস ইভানভ বলে কেউ নেই আমাদের এখানে। বরিস একজন আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে ইভানভ বলে কোন লেজ নেই। আর আমার বিশ্বাস ঝামেলা যা ঘটার ঘটে গেছে। তুমিই সেই ঝামেলা। বুঝলে কিছু?'

কিছু নয় শুধু, সবই বোঝা হয়ে গেল রানার এক লহমায়। আহাম্মকের মত একবার ক্যাপ্টেন, আরেকবার তার রাইফেলের চকচকে নলটার দিকে তাকাতে লাগল

ও। মরীয়া হয়ে চেষ্টা করলে গুলি হয়তো করতে পারবে রানা ক্যাপ্টেনকে, কিন্তু খুব একটা ভরসা করা যায় না তার ওপর। মাত্র ছয় ফুট দূর থেকে তাক করা কামান দিয়ে ছাতু করে দেবে ওকে লোকটা সামান্য সন্দেহ হলেই। অথচ মাসুদ রানার ওয়ালথার সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আছে। হাতে ধরা আছে ঠিকই, কিন্তু নল মাটির দিকে।

'তুমি নিশ্চয়ই সেই বাংলাদেশী স্পাই, মাসুদ রানা?' বলে উঠল ক্যাপ্টেন। 'তোমার শুভ আগমনের খবর পেয়ে সেই কখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। ভোগালে খুব তুমি আজ। ওই ইউনিফর্মই সব গুবলেট করে দিয়েছে, নইলে...

লোকটার সব কথা কানে ঢুকল না মাসুদ রানার, চোরাচোখে বার বার কিটি আর পিটির দিকে তাকাচ্ছে ও। রানার দশ গজমত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দু'বোন মূর্তির মত। চেহারা ফ্যাকাসে, চাউনি হতবিহ্বল। ওদের বক্তব্য বুঝতে পারছে না, রাশান জানে না ওরা। কিটির সঙ্গে চোখাচোখি হলো মাসুদ রানার। একটা চোখ টিপল ও। কিন্তু মেয়েটি ধরতে পারল না ওর ইঙ্গিত, নজর ঘুরিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। পিটি এদিকে তাকাচ্ছেই না। আরও কয়েকবার চেষ্টা করল রানা ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের, কিন্তু হতাশ হতে হলো শেষ পর্যন্ত। বুঝে গেল এ মুহূর্তে মেয়েরা কোন সাহায্যেই আসবে না ওর।

'কি হে!' মাথা দোলাল ক্যাপ্টেন। 'একেবারে স্পিকটি নট হয়ে গেলে যে, ভুলে গেলে নাকি রুশ?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা।

'যাক্গে! এবার খুব সাবধানে ডান হাতের আঙুলগুলোয় ঢিল দাও, মিস্টার স্পাই। খুব সাবধানে। নলটা যেন একচুল এদিক ওদিক না হয়, সোজা মাটিতে গিয়ে পড়ে, ঠিক আছে? দাও, ঢিল দাও।'

ইতস্তত করতে লাগল মাসুদ রানা। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাপ্টেন আর তার সঙ্গীর দিকে। তারাও অপলক চোখে ওকে দেখছে। রানাকে দেরি করতে দেখে হুঙ্কার ছাড়ল ক্যাপ্টেন, 'ড্রপ দা গান অ্যাটওয়ান্স, ইউ বাস্টার্ড!'

আলগোছে হাতের মুঠো খুলল মাসুদ রানা, খসে গেল ওয়ালথারটা হাত থেকে। কিন্তু ওটার মাটিতে পড়ার শব্দ পেল না ও। তার বদলে কানের কাছে পর পর দুটো গুলির বিকট আওয়াজে চমকে উঠল রানা। অবাক বিস্ময়ে সামনে তাকাল। দেখল, একটা চোখ নেই হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের। এরমার হেভি ক্যালিবার বুলেট তার ডান চোখ দিয়ে ঢুকে খুলির পিছনের অংশ পুরোটাই চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। একটা পাক খেয়ে রাইফেলসহ দড়াম করে আছড়ে পড়ল ক্যাপ্টেন।

পরের বুলেটটা সৈনিকের অ্যাডামস অ্যাপেল ছিন্নভিন্ন করে দিল। অস্ত্র ফেলে দু'হাতে গলা চেপে ধরল সে, বিস্ফারিত চোখে বসে পড়ল ধীরে ধীরে। টকটকে লাল রক্তে কনুই পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেল তার মুহূর্তের মধ্যে। চোখ দুটো দেখে মনে হলো এখনই বুঝি কোটর ছেড়ে টপাটপ লাফিয়ে পড়বে বাইরে। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ সামনে পিছনে দোল খেলো সৈনিক, তারপর লুটিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে।

ধীরে ধীরে ঘুরে তাকাল হতভম্ব মাসুদ রানা। দু'হাতে এরমা বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিটি, নলটা কাঁপছে অল্প অল্প। ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। রানা নড়ে উঠতে

ধ্যান ভাঙল যেন মেয়েটির। অস্ত্র নামাল সে, পরক্ষণে ঝপ করে বসে পড়ল মাটিতে। থর থর কাঁপছে তার সারাদেহ, ফোঁপাচ্ছে মেয়েটি, কাঁদছে। চট করে ওয়ালথারটা তুলে নিল মাসুদ রানা, কিটির পাশে এসে বসল। ওর মাথা নিজের কাঁধে রাখল রানা, পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কিটির ঘাড়ে মাথায়। এ মুহূর্তে ওর প্রাণ রক্ষাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, এবং তাকে সাহস জোগানোর এর চেয়ে ভাল পন্থা আর কি আছে, জানে না মাসুদ রানা।

হঠাৎ মুখ তুলল কিটি। কান্না জড়ানো কণ্ঠে অপরাধী চেহারা করে দাঁড়িয়ে থাকা পিটিকে অভিযুক্ত করতে লাগল। 'তোমার…তোমারও গুলি করার কথা ছিল আমার সঙ্গে সঙ্গে! কেন করলে না, পিটি? ওই লোকটা…ওই লোকটা যদি মেরে ফেলত আমাকে?' ইঙ্গিতে মৃত সৈনিকটিকে দেখাল সে। পরক্ষণেই আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এবার পিটিও যোগ দিল ওর সঙ্গে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বোনকে জড়িয়ে ধরল সে।

'আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ভয়ে…ভয়ে…!'

কয়েক মুহূর্ত সময় দিল রানা ওদের আবেগ কাটিয়ে ওঠার, একই সঙ্গে উপভোগ করল দু'বোনের অম্ল ঝগড়া ও মধুর মিলন। তারপর বাগড়া দিল বেরসিকের মত। 'কাট ইট, লিটল সোলজারস! সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না আমাদের। লেট'স গো!'

আবার সার বেঁধে পা বাড়াল ওরা। বোল্ডারের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগোতে লাগল হেলিকপ্টার প্যাডের দিকে। অনেকটা পথ এগিয়ে সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে দাঁড়াল মাসুদ রানা, ঘাঁটির মূল ফ্যাসিলিটিজ এলাকায় কি ধরনের তৎপরতা চলছে দেখার জন্যে। বেশ খানিকটা পিছনে ফেলে এসেছে ওরা জায়গাটা। দূর থেকে অনেকগুলো বাদামী ইউনিফর্ম দেখতে পেল ওরা, অস্ত্র বাগিয়ে এ-ভবন ও-ভবন ঢুঁ মারছে লোকগুলো, খুঁজছে ওকে। কয়েকজন নীল কভারলসের হাতেও অস্ত্র দেখতে পেল মাসুদ রানা। জরুরী পরিস্থিতির কারণে শ্রমিকদেরও লাগানো হয়েছে অনুসন্ধানকাজে। ঘুরে উল্টোদিকে তাকাল ও। প্যাডের খুব কাছেই রয়েছে ওরা। পুরো প্যাড, হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কিন্তু এখনই এ জায়গা ত্যাগ করা ঠিক হবে না।

আপাতত কিছুক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা। ওদের তৎপরতায় ভাটা পড়ুক কিছুটা, তারপর আবার এগোনো যাবে। এ মুহূর্তে নড়াচড়া করা ঠিক হবে না, দেখে ফেলতে পারে ওরা। সিদ্ধান্তের কথা জানাল রানা মেয়ে দু'টিকে। নীরবে মাথা দোলাল ওরা, বসে পড়ল ছায়ায়। কিন্তু স্বস্তি পাওয়া গেল না। গরমে এরই মধ্যে তেতে উঠেছে পাথুরে মাটি, বোল্ডার সব। অস্থির হয়ে উঠল ওরা দু'মিনিট যেতে না যেতে।

কিটির দিকে তাকাল মাসুদ রানা। অকৃত্রিম প্রশংসার সুরে বলল, 'তুমি দারুণ সাহসী মেয়ে। সাহস করে যদি গুলি না ছুঁড়তে তুমি, কি হত এতক্ষণে আমাদের অবস্থা কে জানে! আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, কিটি!

রহস্যময় হাসি ফুটল কিটির মুখে। 'কে বলেছে আমি কিটি? আমি পিটি।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'উহুঁ! তুমি কিটি।'

'বিশ্বাস হলো না? দেখাব বুকের তিলটা?' ব্লাউজ খোলার উদ্যোগ নিল সে।

'তোমার থাকলে না দেখাবে!'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু'বোন। 'কি করে আলাদা করলেন আমাদের?' প্রশ্ন করল পিটি। 'কি করে বুঝলেন তিল ওর বুকে না আমার বুকে?'

মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'দু'জনের চুল দুই রঙের রাবার দিয়ে বাঁধা। তাছাড়া, তখন মাথায় হাত বোলানোর ফলে কিছু চুল এলোমেলো হয়ে গেছে কিটির।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'বুঝতেই পারছ।'

'তাই বলুন,' হার স্বীকার করল কিটি হাসিমুখে। কয়েক মুহূর্ত ভাবল কি যেন। 'আমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন প্রয়োজন নেই, মিস্টার মাসুদ রানা বা মিস্টার ফ্যানটম, আদতে আপনি যে-ই হোন। আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন বন্দীদশা থেকে, আর আমি, মানে আমরা…'

'বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা আর সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো মোটেই এক কথা নয়। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। তোমরা দু'বোন যথেষ্ট চালাক চতুর। অথচ ভাব করো কিছু বোঝো না, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না, কেন?'

'ওয়েল,' বলল কিটি। 'এ বয়সে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমরা, তাতে আমরা শিওর, মানুষ, বিশেষ করে পুরুষরা সব সময় নিজেকে বড় ভাবতে ভালবাসে। সুপিরিয়র ভাবতে ভালবাসে, আশা করে সবাই তাকে বড় বলুক, সম্মান করুক। তাই বোকা হয়ে থাকি আমরা। ভান করি শুধু সেক্সি, অল্পবয়সী ব্লণ্ড ছাড়া আর কিছুই নই আমরা। এতে অনেক সুবিধে হয়।'

'যেমন?' তাজ্জব হয়ে গেল রানা কিটির মত মেয়ের মুখে এ ধরনের খাঁটি দর্শন শুনে।

'যদি নিজেকে বোকা, মূর্খ প্রমাণ করে স্মোক স্ক্রীনের আড়ালে অবস্থান করতে পারেন, অনেক কিছু দেখতে, শুনতে এবং বুঝতে সক্ষম হবেন আপনি। এবং সময় মত নিজের অবস্থান সংহত করতে পারবেন, যদি প্রয়োজন হয়। কারণ এর মধ্যে সো-কলড্ সুপিরিয়রদের সমস্ত গোপন কথা জানা হয়ে গেছে আপনার। অবশ্য পুরুষদের থেকে এসব কাজে মেয়েরা ভাল ফল অর্জন করতে পারে।'

'এবার নিশ্চই শুনতে হবে তোমরা কবে কোন সুপিরিয়রকে কাত করেছ?' কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল রানা চেহারায়।

'বিস্তারিত শুনে কাজ নেই,' হাসল কিটি। 'তবে কেবল কাতই নয়, একেবারে উপুড় করে ছেড়েছি আমরা অনেককে।'

'ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পাইং?'

'হ্যাঁ। কর্পোরেশন এক্সিকিউটিভদের হয়ে, ব্যবসায়ীদের হয়ে এ কাজ প্রচুর করেছি আমরা দু'বোন। তবে কাজটা কঠিন, স্বীকার করতেই হবে। বিপজ্জনক কখনও কখনও। এখানকার কথাই ধরুন। ভেতরের কেচ্ছা আপনি না বললে কোনদিন আমরা জানতে পারতাম বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত হয়তো সত্যিই মরতে হত আমাদের।'

'তোমাদের কথা মনে থাকবে আমার।' সৈনিকদের তৎপরতার দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। 'তোমরা প্রতিভার ডিপো একেকটা।'

ওর দেখাদেখি মেয়ে দুটোও তাকাল ফ্যাসিলিটিজের দিকে। মনে হলো আগের মতই আছে মানুষজনের আনাগোনা। 'এত লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে

আমরা পালাতে পারব বলে মনে করেন আপনি?' চিন্তিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল পিটি।

'সত্যি কথাই বলছি, পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না আমারও। তাই পারব কি না নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।' ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। 'তবে একটা বিষয়ে হয়তো নিশ্চিত আমি।'

'কি সেটা?' জানতে চাইল কিটি।

'আর ঠিক পঁচিশ মিনিটের মধ্যে যদি ওই কপ্টার নিয়ে আকাশে উড়তে ব্যর্থ হই আমরা, তাহলে আর কোনদিনও পারব না। হয়তো।'

'তার মানে?' ভুরু কোঁচকাল মেয়েটি। 'ঠিক পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই কেন? কি ঘটবে তার পর?'

'মানেটা তোমাদের না জানাই ভাল। ব্যাপারটা আমার অনুমান, সত্যি না-ও হতে পারে। আর যদি সত্যিই হয়, তোমাদের অগ্রিম জানালে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না কিছুই।'

নিচের ঠোঁট মুখে পুরে চুষল কিছুক্ষণ কিটি। 'যদি হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছতে পারি আমরা, কি করে আকাশে উড়ব? কে চালাবে ওটা, আপনি পারেন চালাতে?'

সরাসরি উত্তরটা এড়িয়ে গেল মাসুদ রানা। 'সব যদি ভালয় ভালয় মিটে যায়, আজ বিকেলে কুরাকাওর সবচেয়ে দামী রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়াব আমি তোমাদের।'

খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু হাসল না ওরা কেউ। 'একটা প্রশ্ন করি?' বলল কিটি। 'উত্তর দেবেন?'

'যদি খুব কঠিন প্রশ্ন না হয়, করতে পারো। তবে উত্তরের গ্যারান্টি চেয়ো না,' বলল রানা গম্ভীর কণ্ঠে।

'প্রফেসরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন আপনি, কোথায় লোকটা? আনলেন না কেন সঙ্গে?'

'আমি আনতে চাইলেই কি, তাকেও তো আসতে চাইতে হবে। প্রফেসরকে রাজি করানো গেল না অনেক বুঝিয়েও, কিছুতেই আসতে চাইল না সে আমার সঙ্গে।'

'তার মানে…তার মানে, লোকটাকে খুন করে রেখে এসেছেন আপনি?'

আরও গম্ভীর হলো মাসুদ রানা। 'প্রশ্ন কিন্তু তিনটে হয়ে গেল।'

কিছু সময় ওর মুখের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকল কিটি। তারপর একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল, 'বুঝেছি। আর বলতে হবে না।'

'বাঁচালে।'

আবার নিচে তাকাল মাসুদ রানা। ওর অনুমান, তিনশো গজ নিচে, এবং প্রায় দেড়-দুইশো গজ বাঁয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে কপ্টারটা। প্যাডের ঠিক মাঝখানে ওটাকে ল্যান্ড করিয়েছিল ওয়ারনো, এ মুহূর্তে সামান্য ডানদিক ঘেঁষে বড় একটা ট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। স্টোরেজ ট্যাঙ্ক। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল রানা, নিশ্চয়ই ট্যাঙ্কে তেল ভরার জন্যে কাজটা করেছে ওয়ারনো! কোথায় আছে লোকটা? বা পিলার? প্যাড এবং তার আশেপাশে কারও কোন ছায়াও নেই। গেল কোথায় ওরা?

পিলার নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিয়ে আছে ধারেকাছে কোথাও, ভাবল মাসুদ রানা। নাকি ধরা পড়েছে এদের হাতে? পরক্ষণেই বিদ্যুৎ চমকের মত কথাটা মনে পড়ল ওর। ক্যাপ্টেন লোকটা আসল নাম জানল কি করে রানার? কি করে? কে জানাল এদের

মাসুদ রানার নাম?

তার মানে, নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে পিলার গোরোডিনের বাহিনীর হাতে, এবং নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বলে দিয়েছে সব। অথবা এ-ও হতে পারে, পিলারের অসতর্কতার সুযোগে ওয়ারনো পালিয়ে গিয়ে ভেতরের খবর ফাঁস করে দিয়েছে। যা-ই হোক, নিচে গিয়ে ব্যাপারটাকে চেক করা দরকার।

'আমি নিচে চললাম,' দুই বোনের উদ্দেশে বলল মাসুদ রানা। 'কপ্টার প্যাডের পরিস্থিতি বুঝতে হবে। তোমরা আপাতত এখানেই থাকো, সবাই এক সঙ্গে এগোলে অসুবিধে হতে পারে। আমার ওপর নজর রেখো তোমরা। যদি দেখো, আমার পরনে এই আর্মি টিউনিক নেই, গ্রে কালার সিভিলিয়ান সুট পরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমি, বুঝবে সব ঠিক আছে। এবং বিন্দুমাত্র দেরি না করে চলে আসবে হেলিপ্যাডে। ওকে?'

মাথা দোলাল দু'বোন।

'যদি দেখো নিচে কোন বিপদে পড়েছি আমি, অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণে আসে। যদি নিয়ন্ত্রণে এসেছে দেখতে পাও, চলে এসো। আর যদি···।' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে নামতে শুরু করল সাবধানে।

দশ

মূল ফ্যাসিলিটি এরিয়ার চারপাশের টিলায়, পাহাড়ে ব্যস্ত গোরোডিনের বাহিনী। ঢালের গায়ের ঝোপ-ঝাড়, বোল্ডার আর রিজের আড়ালে হন্যে হয়ে খুঁজছে মাসুদ রানাকে। সময় নিয়ে, সতর্কতার সঙ্গে হেলিপ্যাডের কাছে পৌঁছল ও। সঙ্গে সঙ্গেই খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়ার ঝুঁকি নিল না, একটা রিজের আড়ালে বসে চোখ বোলাতে লাগল সামনের বিরান প্যাডে। একজন সৈনিকও নেই এখানে।

শান্ত, নিরিবিলি চারদিক। কোথাও কোন শব্দ নেই। এখানে সার্চ পার্টির অনুপস্থিতিটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না মাসুদ রানা। অবশ্যই এখানে খুঁজেছে তারা রানাকে। না পেয়ে ফিরে গেছে কম্পাউন্ডে, যেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকার হাজারো জায়গা আছে। একটা ব্যাপারে খটকা লাগল মাসুদ রানার, ক্যাপ্টেন ব্যাটা একা কেন পাকড়াও করার চেষ্টা করেছিল ওকে? সঙ্গে মাত্র একজন নিয়ে? তাছাড়া সবাই যখন ওকে ফ্যাসিলিটিজ এলাকায় খুঁজে মরছে, সেখানে ও ব্যাটা ঠিক জায়গামতই হাজির থাকল কি করে?

ঝড়ে বক মরার মত হয়ে গেছে ব্যাপারটা? তাই যদি হয়, তাহলে প্রথম ব্যাপারটার কি ব্যাখ্যা হতে পারে? প্রমোশনের আশায় নিজের কর্মদক্ষতার প্রমাণ রাখতে চেয়েছিল ক্যাপ্টেন? কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভাবনাটা বিদেয় করে দিল মাসুদ রানা। যা খুশি হোক গিয়ে, ওতে এখন আর কিছু আসবে-যাবে না। মিনিট পাঁচেক পর নিশ্চিত হলো ও, আসলেই কেউ নেই প্যাডের ধারেকাছে।

এক দৌড়ে মাঝের ব্যবধান পেরিয়ে কপ্টার প্যাডে পৌঁছে গেল মাসুদ রানা।

কয়েক গজ দূর থেকে যন্ত্র ফড়িংটার দিকে তাকাল, ঝকঝকে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ঘড়ি দেখল রানা, আর মাত্র চোদ্দ মিনিট সময় আছে হাতে। একেবারে কম নয়। ওয়ালথার বাগিয়ে গার্ডরুমের দিকে এগোল ও। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ওটার। কেউ আছে ভেতরে? চলার গতি কমিয়ে দিল মাসুদ রানা। কংক্রীটে আওয়াজ উঠছে বেশ।

দরজার দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল ও, এমন সময় বন্ধ দরজা খুলে গেল সশব্দে। ঝট করে পিস্তল তুলল মাসুদ রানা, এবং নামিয়েও নিল সঙ্গে সঙ্গে। উজ্জ্বল হাসি মুখে গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে আসছে পিলার। ফার্নান্দেজের কোল্টটা গোঁজা রয়েছে তার কোমরে। ওয়ালথার ইউনিফর্ম ট্রাউজারের পকেটে ভরল রানা।

'মিস্টার রানা! এ কি পরে আছেন আপনি? আমি ভেবেছিলাম কে না কে!' ওর সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। 'ওদিকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনে আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'ও কিছু না। ওয়ারনো কোথায়?'

'নেই। নতুন করে ডিসিপ্লিন শেখানোর জন্যে ধরে নিয়ে গেছে জেনারেল গোরোডিনের লোকেরা।' পিলার নির্বিকার। 'আপনাকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে আসার অপরাধে।'

'লোকটাকে আমি আপনার দায়িত্বে রেখে গিয়েছিলাম,' যেন কথার কথা, এমন ভাবে বলল মাসুদ রানা। 'কি করে নিল ওরা বিনা বাধায়?'

দুই পা পিছিয়ে গেল পিলার। রানাকে দেখল হাসিমুখে। যেন বোকার মত কথা বলে বসেছে রানা, এমনটি সে আশা করেনি ওর কাছে। 'আমি বাধা দিলে না সে প্রশ্ন আসে।' কোমরে গোঁজা অস্ত্রটা বের করল মেয়েটি, মাসুদ রানার বুক সই করে তুলল। 'নড়বেন না, মিস্টার মাসুদ রানা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

যেন বাচ্চা মেয়ের ছেলেমানুষী দেখে দারুণ মজা পেয়ে গেছে, এমন মুখভঙ্গী করে হেসে উঠল ও। 'যদি নড়ি? কি করবে তুমি, খুকি?' এক পা এগোল রানা।

চট করে আরও দু'পা পিছাল পিলার। হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। 'সাবধান! আমি গুলি চালাতে বাধ্য হব কিন্তু।'

'গুলি করবে! ওই খেলনা পিস্তল দিয়ে?' হাসিটা আরও প্রশস্ত হলো মাসুদ রানার।

ঝাঁঝিয়ে উঠল পিলার। 'খেলনা নয় এটা!

'খেলনাই। গুলি না থাকলে আসল পিস্তলও খেলনা হয়ে যায়, বোকা মেয়ে।'

'কি বললেন?' পলকে চেহারা থেকে তামাশা আর কর্তৃত্ব উবে গেল মেয়েটির। অবশ্য পরমুহূর্তেই সামলে নিল। 'ঠাট্টা করার পাত্র আর খুঁজে পেলেন না? পুরো ক্লিপ ভর্তি গুলি আছে এতে। আমি নিজে চেক করে দেখেছি।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'দেখেছিলে। কাল রাতে কুরাকাওয়ে কপ্টারে চড়ার সময়, আমাকে আড়াল করে। কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য, আসলে আড়াল করতে পারোনি তুমি। ব্যাপারটা ঠিকই দেখে ফেলি আমি। এবং তারপর যখন আকাশে ঘুমে ঢুলছিলে তুমি ভোরের দিকে, সেগুলো বের করে নেই আমি। যদি বিশ্বাস না হয় আরেকবার চেক করে নিশ্চিত হয়ে নাও, মিস্ পিলার ওরফে মিস্ ডাবল এজেন্ট।'

কেঁপে উঠল পিলার। 'কি বললেন?'

'মাইন্ড করলে? তুমি যা, তাই বলেছি! খারাপ কিছু তো বলিনি!' একটু বিরতি দিল রানা পিলারকে নক আউট পাঞ্চটা হজম করার। 'তোমার মত অসতর্ক আর বোকাদের দিয়ে এ কাজ চলে না, পিলার। প্রথম দুটো যদি না হয়ে থাকো তুমি, তাহলে নিঃসন্দেহে অতি আত্মবিশ্বাসী, দাম্ভিক। যে কারণে ছোটখাটো ভুলগুলোকে আমল দাও না, বা দিতে চাও না। এবং সে জন্যেই ধরা পড়ে যাও তুমি আমার কাছে, আমাদের প্রথম বৈঠকের সময়ই।'

পিলারের চেহারা দেখে মনে হলো এখনই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি, স্থির হতে চাইছে না কোথাও। ঘন ঘন মাসুদ রানার ওপর থেকে সরে গিয়ে কোল্ট অটোমেটিকটার ওপর থমকাচ্ছে। 'কি…কি করেছি আমি ধরা পড়ার মত?'

হাসল রানা ওর মনের অবস্থা টের পেয়ে। 'করেছ অনেক কিছু। কোনটা রেখে কোনটা বলি? আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়ই বলেছিলে, "পুরো একটা রাত সাগরে সাঁতার কেটেও কী করে বেঁচে গেলেন, ভাবতেও অবাক লাগে। সাঙ্ঘাতিক এক মানুষ আপনি।" ওটা ছিল পয়লা নম্বর। মনে পড়ে?' ভুরু নাচাল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, পড়ে। কিন্তু সে মন্তব্যে ভুলটা ছিল কোথায়?' সত্যিকার জানার আগ্রহ ফুটল পিলারের প্রশ্নের মধ্যে।

'মন্তব্যে ভুল ছিল এ কথা তো বলিনি আমি। ভুলটা করেছিলে যা তোমার জানার কথা নয়, তাই জেনে হজম না করে, এবং অসতর্ক মুহূর্তে মুখ ফসকে বলে বসে। আমি সারারাত সাগরে সাঁতার কেটেছি, তা আমার নিয়োগকর্তা উইলিয়াম পেরি পর্যন্ত জানেন না। তাঁকে আমি বলেছি সাগর সাঁতরে পৌঁছেছি, ওর মধ্যে 'সারা রাত' বলে কোন শব্দ ছিল না। সি.আই.এ-র মাধ্যমে তিনি তোমাকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। ওদের এত কথা বলার গরজ পড়ার কথা নয় তাঁর, তিনি বলেনওনি। অথচ আমি যখন জানতে চাইলাম কার কাছে শুনেছ কথাটা, তুমি বললে তোমার বসের কাছে শুনেছ। সেই মুহূর্ত থেকেই তোমাকে আমি সন্দেহ করতে শুরু করি, পিলার। ঘটনাটা শুনেছ তুমি আসলে তোমার সোভিয়েত মাস্টার কর্নেল আনাতোলি শেভচেঙ্কোর মুখে। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।' মাথা ঝাঁকিয়ে কপালের এক গোছা চুল পিছনে সরিয়ে দিল মেয়েটি। 'ইউ…ইউ বাস্টার্ড!'

ক্লান্ত হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'নিজের ভুলে ধরা পড়ে আমার ওপর মেজাজ?'

আড়চোখে গার্ডরুমের খোলা দরজার দিকে তাকাল পিলার। মাথা দোলাল। 'না, রাগ করিনি। বরং খুশি হয়েছি ভুলটা ধরিয়ে দেয়ার জন্যে। ভবিষ্যতে কথা বলার সময় আরও সতর্ক হতে সাহায্য করবে ব্যাপারটা আমাকে।'

'ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যতে এ সুযোগ আবারও তুমি পাবে ভাবছ?' অবাক হওয়ার ভান করল মাসুদ রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশা প্রকাশ করল। 'ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছ তুমি তোমার? পাচ্ছ না। ওটা আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ফুটল পিলারের কণ্ঠে। যদিও আগের মত স্মার্টনেস নেই এখন চেহারায়। 'কি দেখতে পাচ্ছ, শুনি!'

'অন্ধকার। স্রেফ অন্ধকার।'

'বোধহয় নিজের ভবিষ্যৎ ভুল করে আমার বলে চালিয়ে দিতে চাইছ তুমি, তাই না? হয় এরকম। জেতা দান আচমকা হেরে বসলে মাথায় গণ্ডগোল হয়ে যায় কখনও কখনও। আফটার অল, মানুষ তো! এসেছিলে বড় আশা করে জেনারেল গোরোডিনের পরিকল্পনা নস্যাৎ করবে, প্রফেসর রেমানকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল তো সব উল্টে? এখন ধাওয়া খেয়ে নিজেরই জান নিয়ে পালাবার রাস্তা চোখে দেখছ না। এসময় মাথা বিগড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।' হেসে উঠল পিলার। 'পারলে না, মাসুদ রানা। হেরে গেলে শেষ পর্যন্ত! পারলে না জেনারেল গোরোডিনকে ঠেকাতে, ঠিক সময়ই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছেন তিনি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি, মাসুদ রানা?' গলা চড়ে গেল মেয়েটির। 'তুমি হেরে গেছ! গো-হারা হেরে গেছ তুমি!'

জবাবে কিছু বলল না রানা। হাসল কেবল।

চোখ কোঁচকাল পিলার। 'কি ব্যাপার! হাসছ যে!'

'তুমিই না বললে এ সময় মাথা বিগড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়? তাই। দেমাগ বিগড়ে গেলে মানুষ কখন হাসে, কখন কাঁদে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা আছে?'

নিচের ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবল পিলার। 'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি! যদি জানতেই আমি ডাবল এজেন্ট, কেন সঙ্গে নিয়ে এলে আমাকে?'

'সন্দেহ ভঞ্জন করার জন্যে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।'

দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল পিলারের। 'তোমাকে আমি ধরিয়ে দিতে পারি, সে সম্ভাবনা আছে জেনেও এতবড় একটা ঝুঁকি নিলে তুমি? কিন্তু আমার তা মনে হয় না। তুমি বরং আমাকে আনতে চাইছিলে না। আমিই রাজি করিয়েছি তোমাকে।'

'না। আসলে তুমি আমার সঙ্গে আসার জন্যে কতটা ব্যস্ত, তা বোঝার জন্যেই অভিনয়টা করেছিলাম। তোমাকে আমি রেখে আসতাম না কিছুতেই। অন্তত জ্যান্ত অবস্থায়। একা রেখে এলে কোন না কোন উপায়ে জেনারেলকে সতর্ক করে দিতে পারতে তুমি, অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে যেতাম আমি এখানে পৌঁছামাত্র।'

'কিন্তু সে কাজ তো আমি কুরাকাও বসেও করতে পারতাম। যখন তুমি লিটল ডগে গিয়েছিলে? অন্তত শেভচেঙ্কোকে তো···' থেমে গেল পিলার রানাকে মাথা নাড়তে দেখে।

'পারতে না।'

'মানে! কেন?'

'কারণ টোরিও আর তার বন্ধুকে তোমার পাহারায় রেখে গিয়েছিলাম আমি। নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম যেন কোন অবস্থাতেই এক মিনিটের জন্যেও তোমাকে চোখের আড়াল না করে ওরা। বিশেষ করে কোথাও যেন টেলিফোন করার সুযোগ না পাও তুমি।' হাসল মাসুদ রানা। 'নতুন কড়কড়ে টাকার গন্ধ শুঁকিয়ে ওদের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলাম আমি, পিলার। অক্ষরে অক্ষরে আমার নির্দেশ পালন করেছে ওরা। মনে পড়ে, গাড়ি ভাড়া করার কথা বলে একা শহরে যেতে চেয়েছিলে তুমি? কিন্তু পারোনি। একা তোমাকে যেতে দেয়নি টোরিও। তারপর···তুমি যাতে অসতর্ক অবস্থায় কাবু করে

ফেলতে না পারো আমাকে পথেই, সে জন্যে আসার পথে তোমার ওই পিস্তল খালি করে ফেলি আমি। কেবল ওটাই নয়, তোমার হাত ব্যাগে তোমার ব্যক্তিগত খুদে পিস্তল ছিল একটা। চেক করে দেখো, ওটার চেম্বারও ফাঁকা, একটা বুলেটও নেই ওতে। আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনটা বাদে, বলতে গেলে সারাক্ষণ তোমাকে আমি চোখে চোখে রেখেছি, যাতে কোন ফ্যাসাদ বাধাবার সুযোগ না পাও।'

'চাইলে ভেরাক্রুজে কে ঠেকাত আমাকে? ওখানেই তো হোটেলে খুন করে রেখে আসতে পারতাম তোমাকে রাতে, যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে তুমি?'

'পারতে না। কারণ আমি মোটেই ঘুমিয়ে ছিলাম না। পূর্ণ সজাগ ছিলাম আমি। তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে তবে ঘুমেয়েছি। আর তাছাড়া ওখানে আমার কিছু ঘটে গেলে সি.আই.এ-র সন্দেহের তালিকায় তোমার নাম উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই সে চেষ্টাই আসলে করোনি তুমি।'

চুপ করে থাকল পিলার। কথা জোগাচ্ছে না মুখে।

'লিটল্ ডগে কেন তোমাকে নিয়ে গেলাম না, জানতে চাইলে না?' নাকের ডগা চুলকাল মাসুদ রানা।

'কেন?'

'কারণ অন্ধকারে গোপনে কাজ সারার ইচ্ছে ছিল আমার। আর তখনও তোমার ব্যাগে লোডেড পিস্তল ছিল, তাই। ওখানে হয়তো দুর্ঘটনাবশত গুলি ছুটে যেত তোমার পিস্তল থেকে, আহত অথবা নিহত হতে পারতাম আমি। অথবা অন্য কোন উপায় হয়তো শেভচেঙ্কোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে সতর্ক করে দিতে তুমি। এইসব চিন্তা করে। একটা ট্রাই অবশ্য নিয়েছিলে তুমি ওখানে, পাহাড়ে। গোরোডিনের গোপন কপ্টার ঘাঁটিতে। নিশ্চিত নই আমি, সন্দেহ করছি। খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই "ভুল করে" বসেছিলে তুমি, ধরা পড়েছিলে গার্ডের হাতে। আমাকে নিরস্ত্র করতে চেয়েছিলে। কিন্তু ব্যর্থ হয় তোমার প্রচেষ্টা।'

চেহারা দেখে মনে হলো, এত বিস্ময় কোথায় রাখবে বুঝে উঠতে পারছে না মেয়েটি। 'সব জেনে বুঝেও আমাকে সঙ্গে আসার ঝুঁকিটা নিলে তুমি?'

'নিলাম,' মাথা দোলাল ও। 'কারণটা আগেই বলেছি তোমাকে। এ লাইনে এখনও আমি পুরোপুরি পেশাদার হতে পারিনি। তাই।'

ঝাড়া দুই মিনিট মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল পিলার। পলক পর্যন্ত ফেলল না। অবশেষে নড়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বিড় বিড় করতে লাগল, 'বাস্টার্ড! বাস্টার্ড! বাস্টার্ড!'

'দেখলে তো?' চোখ মটকাল মাসুদ রানা। 'শেষ পর্যন্ত ন্যায়েরই জয় হয়? আসলে আমি নই, তুমি হেরে গেছ পিলার। হেরে গেছে তোমার রুশ প্রভুরা।' এক পা এগোল ও। 'ওটা শুধু শুধু ধরে রেখে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ তুমি, পিলার। ফেলে দাও। সারেন্ডার করো। কথা দিচ্ছি, বিচারে যাতে...'

'ভুলে যাও, মাসুদ রানা। আর এক পা-ও এগিয়ো না, সাবধান!'

ভুরু নাচাল রানা হাসিমুখে। 'গুলি করবে?'

'ভয় দেখানোর চেষ্টা করে লাভ নেই আমাকে, রানা। কারণ...'

'কারণ তোমার রুশ প্রভু, রক্তলোলুপ পিশাচ, পশুরও অধম জেনারেল গোরোডিন

আশেপাশেই আছে তোমার পাহারায়। সম্ভবত আমার বুকে রাইফেল ধরে আছে তার পোষা হায়নার দল, এই তো বলতে চাও?'

'ঠিক ধরেছেন, মিস্টার মাসুদ রানা,' পিছন থেকে ভেসে এল জেনারেল গোরোডিনের কণ্ঠ। ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। গার্ডরূমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে পক্ককেশ, হাড়গিলের মত দেখতে জেনারেল। হাতে ধরা দুটো চামড়ার বেল্ট, সেই প্রকাণ্ড দুই কুকুর বাঁধা আছে ওগুলোর অপর প্রান্তে। তার আগে আগে হাঁটছে ও দুটো। দুই পাশে দুই বডিগার্ড রয়েছে জেনারেলের। মেশিন পিস্তল শোভা পাচ্ছে তাদের হাতে। হাসিমুখে রানার মুখোমুখি দাঁড়াল জেনারেল।

'ঠিকই ধরেছেন আপনি, মিস্টার ভাড়াটে স্পাই। সব শুনেছি আমি আড়াল থেকে, দারুণ আপনার কল্পনা শক্তি, প্রশংসা না করে পারলাম না। পিলার, ভদ্রলোককে ভারমুক্ত করো, প্লীজ। ট্রাউজারের পকেটে ভারি কিছু রেখেছেন উনি একটু আগে, বের করে নাও। সার্চ করে দেখো, আর কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'রাইট, জেনারেল।' কোল্ট কোমরে গুঁজে এগোল পিলার। বের করে নিল রানার ওয়ালথারটা। তারপর সারাদেহ সার্চ করল রানার। ডান হাতের কব্জির ওপরে বাঁধা খাপে রাখা ছুরিটাও খোয়াল ও। নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল পিলার। ওদিকে তার হাতের টানে রানার ইউনিফর্ম ট্রাউজার সামান্য নেমে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে কোমরের অদ্ভুতদর্শন বাকলওয়ালা বেল্টটা, খেয়াল করেনি সে। কিন্তু সতর্ক জেনারেলের নজর এড়াল না ব্যাপারটা।

'তুমি আদতেই খুব অসতর্ক, পিলার,' গম্ভীর গলায় বলল লোকটা। 'এ জন্যেই ধরা পড়েছ মাসুদ রানার কাছে। অথচ তারপরও শিক্ষা হয়নি দেখছি!'

থতমত খেয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। 'জেনারেল ?'

'ওর কোমরের বেল্টটা! খুলে আনো! দেখেও বুঝছো না ওটা বিশেষ কিছু?'

এইবার বুঝল পিলার। তাড়াতাড়ি ওটা খুলে এনে তুলে দিল গোরোডিনের হাতে। 'আমি দুঃখিত, জেনারেল।'

চোখ পাকিয়ে ওকে দেখল জেনারেল কয়েক মুহূর্ত। 'কুরাকাওয়ে যা করেছ, এখন যা করলে, দুটোই অমার্জনীয় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কেবল শুকনো দুঃখ প্রকাশে এর প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তোমার প্রথম ভুলটির জন্যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারত আমাদের। আবারও সেই একই কাণ্ড করলে।'

'আমি···আমি লজ্জিত, জেনারেল,' কুঁকড়ে গেল পিলার। 'আর কখনও হবে না এমন কাজ।'

'না হলেই ভাল। আরেক ভুলের কারণে যদি মৃত্যু হঠাৎ এসে হাজির হয় সামনে, তাকে দুঃখিত বলে পার পাবে না তুমি।' অমায়িক হেসে মাসুদ রানার দিকে ফিরল গোরোডিন। 'আপনার মত চতুর, ধূর্ত শত্রু আমি পছন্দ করি, মাসুদ রানা। কোটরাগত চোখদুটো কৌতুকে নেচে উঠল তার। 'আবার ঘৃণাও করি। পিলারের কাছে খবর পেয়ে সেই কখন থেকে আশায় আশায় বসে আছি, কখন ধাওয়া খেয়ে পালাতে চেষ্টা করবে শেয়াল, কখন তাকে পাকড়াও করব। তা শেয়ালের দেখাই নেই। তাও ভাল যে শেষ পর্যন্ত বিপদ বুঝে পিছিয়ে আসার শুভবুদ্ধি উদয় হয়েছে আপনার মাথায়।' একটু বিরতি। 'আমি অবশ্য প্রথমেই সংবাদটা পাইনি। জরুরী মীটিঙে ছিলাম। নির্দেশ ছিল,

মীটিং চলার সময় যেন কোন কারণেই ডিসটার্ব না করা হয় আমাকে। যে কারণে খবরটা সামান্য দেরিতে পেয়েছি আমি। অবশ্য তার আগেই আপনাকে খুঁজে বের করার কাজে লোক লেগে গিয়েছিল। ধরেও ফেলত ওরা আপনাকে। কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছেন আপনি ওই টিউনিক পরে। নইলে...'

চোখ নামিয়ে বেল্টটা দেখল জেনারেল। 'কি আছে বাকলটার ভেতরে? কোন বোমা? না সায়ানায়িড পিল? আত্মহত্যা করার জন্যে বুঝি? হুঁম! ঠিক তাই! কিন্তু ও কাজ করে যারা কাপুরুষ, তারা। আপনিও কি সে দলে পড়েন? মনে হয় না। আপনি বীর। বীরের মৃত্যু যাতে বীরের মতই হয়, সে আয়োজন করব আমি একটু পরই। আমার আয়োজনটা চমৎকার, স্বীকার না করে পারবেন না আপনি। চমৎকার এবং অভিনব।'

চোখ নামিয়ে কুকুর দুটোর দিকে তাকাল হাড়গিলে। 'ঠিক করেছি, আপনার মত পশুকে পশুদের হাতেই ছেড়ে দেয়া ভাল। ওরাই উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে আপনার। এরা বরং আপনার চাইতে অনেক উন্নত প্রজাতির, বুঝলেন?' বেল্টে সামান্য ঢিল দিল লোকটা, হিংস্র মুখভঙ্গি করে মাসুদ রানার দিকে এগিয়ে এল কুকুর দুটো। মনের সুখে, গলা ছেড়ে রক্ত জমাট করা হাঁক ছাড়ল কয়েকটা।

'তবে সে সবে একটু পরে আসছি আমি। এদিকে...'

'সেই ভাল,' বাধা দিল মাসুদ রানা। 'আমার ব্যবস্থা করার আগে নিজে কিভাবে আত্মহত্যা করবেন, সেটাও ঠিক করে নিন। এদিকে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।' হাতঘড়ি দেখল ও, পুরো দশ মিনিটও বাকি নেই আর।

থমকে গেল জেনারেল। মুখের প্রশান্ত ভাবটা গায়েব হয়ে গেল। 'কি বললেন, আত্মহত্যা? মানে?'

'বাহ্! এই সোজা কথাটার মানেও বলে দিতে হবে? একেবারে তীরে এসে তরী ডোবাবেন বলে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশন পরিচালনার নেতৃত্ব আপনাকে দেয়নি নিশ্চই ক্রেমলিন! শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার আণ্ডা উপহার দেবেন বলে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেনি তারা এই প্রজেক্টের পিছনে। যখন মস্কো জানবে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন আপনি, প্রফেসর আনিসুর রহমানের ডিম ফোটেনি নির্ধারিত সময়ে, কোনদিন ফুটবেও না আর, তখন আত্মহত্যা করতে হবে না আপনাকে? আপনার তো ভাল জানার কথা, এ ধরনের ব্যর্থতার...'

জেনারেলের আকস্মিক অট্টহাসির আড়ালে রানার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। প্রচণ্ড হাসির দমকে ঢ্যাঙা দেহটা পিছনদিকে বেঁকে ধনুকের রূপ নিল তার। 'উন্মাদ! উন্মাদ!' বহু কষ্টে হাসি ঠেকিয়ে পিলারের দিকে ফিরে বলে উঠল সে। 'বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে লোকটা। বলে কি না...!' হাসির চোটে চোখে পানি এসে গেছে, রানার বেল্ট ধরা হাতের কব্জি দিয়ে চোখ মুছল সে। হাত ঘড়িতে চোখ বোলাল। 'প্রফেসর রেমানের ডিম ফোটে কি না আর ঘণ্টাখানেক পর ক্লোজ সার্কিট টিভি সেটে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন আপনি, মাসুদ রানা। নির্ধারিত মুহূর্তে। আমি আপনার দেখার ব্যবস্থা করব. ভাববেন না। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে নিউ ইয়র্কের পরিণতি দেখে যেতে পারবেন আপনি। কিছুক্ষণ আগেই ফাইনাল আলোচনা হয়েছে আমার আর রেমানের। বোমা সক্রিয় করার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন তিনি।'

'ভুল বললেন,' বাঁকা হাসি ফুটল মাসুদ রানার। 'আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই নরকে পৌঁছে গেছে আপনার রেমান। আমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করে রেখে এসেছি তার ল্যাবের ভেতরে ঢুকে। বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে দেখুন।'

চোখ কোঁচকাল জেনারেল গোরোডিন। হাসি এখনও বহাল আছে মুখে, তবে চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে। মনে হলো দাঁত রোদে শুকোচ্ছে। কড়মড় করে বলল, 'পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে গেট স্বেচ্ছায় ভেতর থেকে খুলে না দেয়া পর্যন্ত প্রফেসরের ল্যাবে ঢুকতে পারে। আপনি তো···বুঝতে পারছি না, এসব ধানাইপানাই বকে সময় নষ্ট করছেন কি না আপনি। কি লাভ তাতে, মাসুদ রানা? কি লাভ হবে আশা করছেন আপনি এই করে?'

'সময় আমি নই, জেনারেল, বরং আপনিই নষ্ট করছেন। বললাম তো, আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজেই খোঁজ নিয়ে দেখুন না!'

'কোন প্রয়োজন নেই। আমি খুব ভালই জানি, রেমানের ল্যাবের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা দুর্ভেদ্য। মানুষ তো দূরের কথা, একটা তেলাপোকারও সাধ্য নেই ওর ভেতরে ঢোকে। কাজেই শুধু শুধু চিলের পিছনে ছুটে নিজেকে আহাম্মক প্রমাণ করার কোন ইচ্ছে নেই আমার। তাছাড়া, আমরা যতগুলো অ্যাটোমিক বোমা প্ল্যান্ট করেছি যুক্তরাষ্ট্রে, তাতে প্রফেসরের সত্যিই যদি মৃত্যু হয়ে থাকত, সবগুলো বোমা একসঙ্গে বিস্ফোরিত হত। অর্থাৎ আমেরিকার অর্ধেক ধুলোয় মিশে যেত সঙ্গে সঙ্গে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অনেক সময়, মাসুদ রানা। তেমন কিছু যদি সত্যিই ঘটত, কোন না কোন উপায়ে আরও আগেই সে খবর পেয়ে যেতাম আমি।' কুকুর বাঁধা ফিতে একজন বডিগার্ডের হাতে তুলে দিল সে।

'ঠিক,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'পেয়ে যেতেন। যদি ঘটত। কিন্তু তেমন কিছু ঘটার আগেই বোমা ডিজআর্ম করে দিয়েছি আমি। ফাটেনি কোন বোমা, ফাটবেও না আর কোনদিন।' হেসে উঠল ও। 'এই সুযোগে আপনাদের মস্কোও বেঁচে গেল ভবিষ্যৎ ধ্বংসের হাত থেকে।'

জমে গেল জেনারেল ওর শেষ বাক্যটা কানে যাওয়ামাত্র, নড়ছে না এক চুল। কেবল ধীরে ধীরে লম্বাটে গলাটা ইঞ্চি দু'য়েক সামনে বাড়ল তার। দূরাগত, থমথমে কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে, 'কি বললেন?'

'যা শুনলেন!' একই ভঙ্গিতে উত্তর দিল রানা।

'আপনি···আপনি জানতেন বোমা ডিজআর্ম করার পদ্ধতি?'

'না, জানতাম না। নিজের গরজে জেনে নিয়েছি পরে।'

'তারপর?'

'প্রফেসরকে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু গ্রহণ করেনি সে।' কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'বরং আমাকে বাধ্য করল তাকে গুলি করতে।' আবার কাঁধ ঝাঁকাল ঠোঁট উল্টে।

'তারপর?' আরও থমথমে এবার জেনারেল কণ্ঠ। 'কি করলেন আপনি তারপর?'

'তারপর যা করা উচিত, তাই করেছি। প্রফেসরের গলায় ঝোলানো স্টাইলাসের সাহায্যে তার বুকের মাইক্রোইলেকট্রনিক ডিস্কের সংশ্লিষ্ট পয়েন্টগুলো স্পর্শ করে ডিজআর্ম করে দিয়েছি সব বোমা। কি বুঝলেন, জেনারেল?' দাঁত বেরিয়ে পড়ল

রানার।

রানার বেল্ট ধরা হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল জেনারেল গোরোডিনের। মাড়ির পেষণে চোয়াল ফুলে ফুলে উঠছে। একদৃষ্টে মাসুদ রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। রাগ বা ঘৃণা, কিছু নেই তাতে। অন্তঃসারশূন্য পাথুরে চাউনি। তাকিয়ে আছে অনন্তের দিকে। অনিশ্চিত ভঙ্গি। মাথার মধ্যে কী ঝড় বইছে তার কে জানে!

আড়চোখে পিলারের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, অপরাধী দৃষ্টিতে জেনারেলকে দেখছে সে। চেহারার কমনীয়তা সম্পূর্ণ উবে গেছে। ঘামে চিক চিক করছে তার সারামুখ। কি ভাবছেন জেনারেল? অনুমান করার চেষ্টা করল মাসুদ রানা, ধ্যান ভাঙলে কি করবেন তিনি? ঝাঁপিয়ে পড়বেন ওর ওপর? লেলিয়ে দেবেন কুকুর? নাকি···।

হঠাৎ করে সংবিৎ ফিরে পেল গোরোডিন। নড়ে উঠল। হাতে ধরা রানার বেল্টটার কথা মনে পড়ে গেল। জিনিসটা চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল জেনারেল। অনিশ্চিত ভঙ্গিটা এখনও ত্যাগ করেনি তাকে।

'কি এটা?' যেন উত্তরটা না জানলেও অসুবিধে নেই, এমন নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্নটা বাতাসে ছুঁড়ল গোরোডিন। বাকলটা পরীক্ষা করল মন দিয়ে। 'কিছু একটা আছে এর ভেতর। কি হতে পারে? সায়ানায়িড পিল? না আর কোন জিনিস?' বলতে বলতে বাকলের স্ক্রলওয়ার্কে তর্জনী রাখল সে, তারপর স্প্রিং ক্যাচে।

উপস্থিত সবাইকে চমকে দিয়ে বিস্ফোরিত হলো বুবি ট্র্যাপ। মাসুদ রানা পর্যন্ত বিস্মিত হলো আওয়াজে, এতটা আশা করেনি ও ওইটুকুন বোমার কাছে। পাহাড়ের গায়ে, নিচের ক্যানিয়নে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল বিস্ফোরণের শব্দ। গোরোডিনের দু'হাত পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে বোমার ঘায়ে। যেন কোনকালে ছিলই না ও দুটো। মুখ মাথার চামড়াও নেই হয়ে গেছে তার, রক্তাক্ত মুখটা দেখতে হয়েছে পচা গলা তরমুজের মত। একটা পাক খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে। বডিগার্ড দুটো হাঁ করে দেখছে মুমূর্ষু জেনারেলের তড়পানি, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

লাফ দিল মাসুদ রানা, কুকুরের ফিতে ধরা গার্ডটিকেই প্রথম পছন্দ হলো ওর। ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ মারল রানা তার কাঁধে, পরক্ষণেই তার অন্যহাতে ধরা মেশিন পিস্তলটা হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিয়ে সংক্ষিপ্ত এক পশলা বুলেট বৃষ্টি করল অপর গার্ডের ওপর। মাটি থেকে দু'পা শূন্যে উঠে গেল লোকটার, নিজের অস্ত্র পেটের সামনে ধরে ছিল সে, তাড়াহুড়ো করে নলটা ঘোরাবার চেষ্টা করছিল রানার দিকে। সেই অবস্থায়ই উড়ে গেল সে পিছনদিকে। হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল ধড়াস করে। মারা গেছে আকাশ ভ্রমণের সময়ই।

বিদ্যুৎবেগে পিলারের দিকে ঘুরল মাসুদ রানা। পিলার ততক্ষণে সামলে নিয়ে ওর কোমর পর্যন্ত তুলে ফেলেছে ওরই পিস্তল। ট্রিগারে চেপে বসা তর্জনীর নখ রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে উঠেছে তার, গুলি করতে যাচ্ছে মেয়েটি। টেনে দিল রানা মেশিন পিস্তলের ট্রিগার। পর পর দুটো গুলি করল পিলারের হৃৎপিণ্ডে। সুন্দর চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে মারা গেল মেয়েটি। ওদিকে প্রথম গার্ড এরমধ্যে সামলে উঠেছে ঘাড়ের আঘাত, মাটি ত্যাগের তোড়জোড় করছে। মেশিন পিস্তলের বাঁট ঘুরিয়ে তার কপালে মারল মাসুদ রানা। পাথুরে প্রান্তরে মাথার পিছনটা ঠকাশ করে ঠুকে গেল তার, জ্ঞান হারাল সে। হাত থেকে ছুটে গেল কুকুরের বেল্ট।

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে আবার মেশিন পিস্তল তুলল মাসুদ রানা। জানে, এখনই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে হিংস্র দানব দুটো। কিন্তু না, রানাকে হতবাক করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তারা, কলজে হিম-করা হুঙ্কার ছেড়ে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল মনিবের ওপর। এতদিন ধরে ওদের ওপর চালানো তার নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ নিতে লাগল শেফার্ড আর পিনশার। মুহূর্তের মধ্যে জেনারেলের দর্শনের অযোগ্য মুখমণ্ডল আঁচড়ে-কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

সম্মোহিতের মত কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর ঝটপট আর্মি টিউনিক খুলে মাথার ওপর হাত তুলে নাড়তে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল কিটি আর পিটি। ডানার মত দু'পাশে হাত মেলে উড়ে নেমে আসতে লাগল পাহাড় থেকে। কড়া রোদে সোনালী চুল চক চক করছে ওদের।

নিথর পিলারের কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসল মাসুদ রানা। ওয়ালথার বের করে নিল ওর শিথিল মুঠো থেকে। স্টীলেটোটা পাশেই পড়ে ছিল, তুলে নিল ওটাও। নিঃসীম শূন্যে তাকিয়ে থাকা পিলারের দু'চোখ বুজিয়ে দিল রানা আস্তে করে। মৃত্যু সমস্ত সৌন্দর্য নতুন করে ফিরিয়ে দিয়েছে যেন মেয়েটিকে। প্রথম দেখার ক্ষণটির মতই মোহনীয়, অপরূপ লাগছে এ মুহূর্তে পিলারকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল রানা। কী সুন্দর! ভাবল ও। কী অপচয়!

উঠে পড়ল ও। ঘড়ি দেখল, আর মাত্র চার মিনিট আছে। ছুটল রানা, এক দৌড়ে এসে চড়ে বসল হেলিকপ্টারে। প্রথমেই ফুয়েল গজ চেক করল, খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ও। ঠিকই অনুমান করেছিল তখন, ট্যাঙ্ক কানায় কানায় ভর্তি করে রাখা হয়েছে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল মাসুদ রানা। প্রথমে অলস ভঙ্গিতে কয়েকটা পাক দিল প্রকাণ্ড রোটর তিনটে, তারপর হঠাৎ করেই যেন গতি পেল। দ্রুত বাড়তে লাগল আরপিএম।

পিছনে কুঁই কুঁই আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। কোন ফাঁকে কপ্টারে উঠে পড়েছে কুকুর দুটো, ওকে ঘুরতে দেখে লেজ নাড়তে লাগল ঘনঘন। মৃদু হেসে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মাসুদ রানা। ওদিকে ভেতরে চড়ে বসতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কিটি আর পিটি। ভয়ে ভয়ে কুকুর দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'গেট আপ, গার্লস!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'ভয় নেই। ওরা কিছু করবে না।'

তবু ভয় যায় না মেয়েদের। এক পা এগোয় তো দু'পা পিছোয়। এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল মাসুদ রানার। ওপরে খুব সম্ভব ক্যাপ্টেন আর তার সঙ্গীর মৃতদেহ আবিষ্কার করে ফেলেছে একদল সশস্ত্র গার্ড। হৈ-হৈ করে ছুটে আসছে তারা। উত্তেজিত কণ্ঠে কী সব বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে, হাত তুলে কপ্টার দেখাচ্ছে বারবার। যে-কোন মুহূর্তে গোলাগুলি শুরু করে দেবে ওরা এখন। আঁতকে উঠেই চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা।

বেশি কিছু বলতে হলো না, ওর গলার স্বরে বিপদের আভাস ঠিকই টের পেল মেয়েরা, উঠে পড়ল লাফিয়ে। দরজা লাগিয়ে দিল। পরমুহূর্তে সামনের বাঁ দিকের স্বচ্ছ দরজার আবরণ ভেদ করে 'ঠুশ' করে ভেতরে ঢুকে পড়ল একটা বুলেট। প্রায় একই সঙ্গে আরও একটা। পিচ কন্ট্রোল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল মাসুদ রানা, এক মুহূর্ত

ইতস্তত করল যন্ত্র ফড়িং। তারপর নড়ে উঠল আড়মোড়া ভাঙার মত, পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে পড়ল শূন্যে।

এখানে ওখানে ঠক ঠক করে আরও চার পাঁচটা বুলেট বিদ্ধ হলো 'কপ্টারের গায়ে, শব্দগুলো সবাই শুনতে পেল পরিষ্কার। কোণাকুণিভাবে সাঁ-সাঁ উঠেই চলছে কপ্টার। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে মাসুদ রানা। মোটামুটি নিরাপদ উচ্চতায় উঠে এসে ফড়িংটাকে একটা পাক খাওয়াল ও, নিচে ততক্ষণে প্রায় আউট অভ ফোকাস হয়ে গেছে গোরোডিনের হাইডআউট।

রানাকে ঘন ঘন নিচে তাকাতে দেখে অবাক হলো কিটি-পিটি। ওরাও তাকাল নিচে। উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল। বোঝার চেষ্টা করছে হয়তো রানা কি দেখছে। প্যানেলে নজর দেয়ার জন্যে ঘাড় ঘোরাতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, থেমে গেল। অত্যুজ্জ্বল নীলচে একটা আলো দিনের আলো ম্লান করে দিয়ে ঝলসে উঠল নিচে। আলোটা এত জোরাল যে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো ওরা। নিচের পুরো কম্পাউন্ড লাফিয়ে উঠল আকাশ ছোঁয়ার উদগ্র বাসনায়। পর মুহূর্তে হালকা কমলা রঙের বিশাল এক আগুনে মেঘ ঢেকে দিল পুরো এলাকা, উঠে আসছে মেঘটা একটু একটু করে। বিশাল এক ছাতার আকার পেতে শুরু করেছে ওটা।

মেঘ ডাকার মত গুড় গুড় গম্ভীর আওয়াজটা শুনতে পেল ওরা প্রায় একই সঙ্গে। তার পরপরই এল শক ওয়েভের ধাক্কা। মনে হলো দানবীয় হাতের প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল কপ্টার, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অনেকখানি জায়গা নিয়ে সাঁই সাঁই পাক খেলো কয়েকটা। দাঁতে দাঁত চেপে সামাল দেয়ার চেষ্টা করল রানা প্রাণপণ শক্তিতে, কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারল না। তবে পাক খাওয়া থেমে গেল ওটার একসময় আপনাআপনি, ঝড়ে পড়া নৌকার মত খাবি খাচ্ছে এখন। এক সময় তাও থেমে এল। নিজেকে ভাসিয়ে রাখার ক্ষমতা আবার ফিরে পেল ফড়িংটা।

ভয়ে চিৎকার করছিল এতক্ষণ দুই বোন। কুকুর দুটোও গলা মেলাচ্ছিল ওদের সঙ্গে। পরিস্থিতির সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে উঠল তারা। উঁকি মেরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মেয়েরা নিচের দিকে। 'কি হলো ওটা?' জানতে চাইল পিটি বিস্মিত কণ্ঠে। 'এক্সপ্লোশন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'গ্র্যান্ডড্যাডি এক্সপ্লোশন।'

'আপনি জানতেন ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে, তাই না?'

'অনুমান করেছিলাম।'

'আসলে ঠিকই জানতেন আপনি,' অভিযোগের সুরে বলল কিটি। 'ইচ্ছে করেই চেপে গেছেন আমাদের কাছে।'

'হ্যাঁ, জানতাম,' খানিক ইতস্তত করে স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু বলিনি, কারণ তাতে ভয় পেয়ে যেতে তোমরা। আতঙ্কিত হয়ে পড়তে।'

'অথচ আপনি আতঙ্কিত হননি। কেন?'

'কারণ মৃত্যুর সঙ্গে খুব পুরনো দোস্তি আছে আমার। ও ব্যাটা প্রায় রোজই একবার করে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে যায় আমার। অরুচি আছে তার ব্যাপারে।'

'নিচের ওই লোকগুলো আসলে কারা ছিল? ওই বিল্ডিংগুলো...'

'কোন লোকগুলো?' বিস্মিত হওয়ার ভান করল মাসুদ রানা। 'কিসের বিল্ডিং?

কোন লোক ছিল না ওখানে। বিল্ডিংও ছিল না কোন।'

'মানে!' হতভম্ব কণ্ঠে বলল কিটি। 'এতগুলো মানুষ, কত বড় বড় বিল্ডিং, সব ধ্বংস হয়ে গেল বিস্ফোরণে। আর আপনি বলছেন...!'

'কে বলেছে তোমাদের এসব?' মিটি মিটি হাসছে মাসুদ রানা।

[illegible] উঠল যেন কিটি। 'কে বলেছে মানে? নিজেদের চোখে দেখলাম! আপনিও তো [illegible] দেখেননি? অস্বীকার করতে পারেন?'

'আমার [illegible] কোন অস্তিত্বই নেই বাস্তবে, গার্লস। যার অস্তিত্ব নেই, তার কিছু দেখা না দেখার [illegible] তো আসে না। আসে?'

'আপনি [illegible] আপনি,' উপযুক্ত কথা হাতড়াতে লাগল কিটি। 'এতবড় একটা ঘটনা হেসে উড়িয়ে [illegible]? মানুষটা যেন কেমন আপনি!'

কিছু [illegible] রে থাকল মাসুদ রানা। 'আমি মানুষ, তাই বা কে বলল তোমাদের?'

'তবে কি আপনি?' [illegible] বিরক্তি চাপা থাকল না কিটির কণ্ঠে।

'কেন, বলিনি [illegible] ম। ভূত। নিচের ওরা যেমন ভূত ছিল, আমিও তাই। বাস্তবে কারও কোন [illegible] নেই। তোমরা দু'চোখ মেলে যা দেখলে, শুনলে, সব স্বপ্ন। ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন। [illegible] নয়।' মনে থাকবে কথাটা?'

কানে ইয়ারফোন [illegible] নজর দিল মাসুদ রানা।

শেষ